আবার
শার্লক হোমস
BanglaBook.org

আবার শার্লক হোম্‌স্‌

(অ্যাড্রিয়ান কন্যান ডয়াল ও জন ডিকসন কার)

অনুবাদ

অদ্রীশ বর্ধন

নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড ❑ কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৪১৪ ❑ নভেম্বর ২০০৭

প্রকাশক ❑ সমীরকুমার নাথ ❑ নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড ❑ কলকাতা-৭০০ ০০৯

অক্ষরবিন্যাস ❑ তনুশ্রী প্রিন্টার্স
২১বি রাধানাথ বোস লেন ❑ কলকাতা-৭০০ ০০৬

মুদ্রক ❑ অজন্তা প্রিন্টার্স
৬১ সূর্য সেন স্ট্রীট ❑ কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ ❑ গৌতম রায়

১০০ টাকা

টুকাই-কে

রাঙাকাকা

কুটিলা কামিনীর কাহিনী

নোট-বই খুলে দেখছি, ১৮৮৬ সালের সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে, স্যার হেনরি বা কারভিলের সঙ্গে ডার্টমুরে যাওয়ার ঠিক আগে, অদ্ভুত একটা কেস আমার চিত্ত চঞ্চল করেছিল। কেসটার নাম দিয়েছিলাম, 'ব্ল্যাকমেলিং কেস'। ইংল্যান্ডে যাঁদের নাম অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। তাঁদের একজন জড়িয়ে গেছিলেন এই কেসে। কেলেঙ্কারির বেশি দেরি ছিল না। এতদিন পরেও শার্লক হোমস্ পই পই করে বলে যাচ্ছে, কেসটা নিয়ে যদি কলম ধরি, কেসে জড়িত প্রকৃত ব্যক্তির নাম যেন গোপন করে যাই। ওর যখন এই ইচ্ছে, তখন তাই হবে—কথা দিয়েছি হোমস্‌কে। ব্যাপারটা খুবই স্পর্শকাতর। বহু বছর ধরে বহু কেসে শার্লক হোমসের পাশে থেকেছি। জেনেছি অনেক গুপ্ত বিষয়। দুনিয়ার কেউ তা জানবে না, এই বিশ্বাস আমাদের ওপর রাখা হয়েছে। জানাজানি হলে কেলেঙ্কারির সীমা পরিসীমা থাকবে না। বিস্ময়ের বোমা ফাটাবে। তাই লেখনী চালনার সময়ে সতর্ক থাকতেই হবে। একটু ঢিলে দিলেই এমন শব্দ বেরিয়ে যেতে পারে যা অপরাধের কালিমা লেপন করে দেবে এমন সব ব্যক্তির নামে যাঁরা সমাজের উঁচু অথবা নিচু মহল থেকে অগাধ বিশ্বাস নিয়ে এসে বেকার স্ট্রিটে আমাদের সাদামাটা ঘরের চৌকাঠ মাড়িয়ে গেছেন।

বিষয়টা আমার গোচরে আসে সেপ্টেম্বরের শেষের দিকের এক সকালে। কুয়াশার ঘনঘটা ছিল ভোর থেকেই। মনে অবসাদ এনে দেওয়ার মত ধূসর প্রভাত। রোগী দেখতে গেছিলাম সীটন প্লেসে। হেঁটে বাড়ি ফিরছিলাম। টনক নড়ল হঠাৎ। রাস্তার এক চ্যাংড়া আমার পিছু নিয়েছে। একটু কাছে আসতেই চিনতে পারলাম। বেকার স্ট্রিটের খুদে গোয়েন্দা বাহিনী। শার্লক হোমস্ হামেশাই এদের কাজে লাগায়। ওর চোখ আর কান হয়ে এরা টহল দেয় লন্ডন শহর, এমন কি শহরতলীরও, রাস্তায় রাস্তায়।

বললাম—"হ্যালো, বিলি।"

বিলি যেন আমাকে চিনতেই পারল না।

বললে—"দেশলাই আছে?" বাড়িয়ে ধরল একটা আধপোড়া সিগারেট।

এগিয়ে দিলাম দেশলাইয়ের বাক্স। বাক্স ফিরিয়ে দেওয়ার সময়ে ক্ষণেকের জন্যে আমার চোখে চোখ রাখল বিলি।

খাঁ করে বলে গেল ফিসফিস করে—"ডক্টর, মিস্টার হোমস্‌কে বলবেন, ফুটম্যান বায়েস-কে সাবধান।"

বলেই সরে পড়ল মিচকেপোড়া।

নিশ্চয় সংকেতে একটা সাংঘাতিক খবর দিয়ে গেল। আমিও মনস্থির করলাম তৎক্ষণাৎ। এই খবর দিতেই যাওয়া যাক বন্ধুবরের কাছে। বেশ কিছুদিন ধরেই ওর

হাবভাব সুবিধের ঠেকছিল না। একটা গভীর গোপন কেস নিয়ে সে অস্থির, চঞ্চল হয়ে রয়েছে তা টের পেয়েছিলাম ওর ঘনঘন মেজাজ পালটে যাওয়া দেখে। কখনও প্রাণশক্তিতে ফেটে পড়ছে, কখনও গুম মেরে রয়েছে, সেই সঙ্গে তাম্রকূটের শ্রাদ্ধ করে চলেছে শরীরের দিকে না তাকিয়ে। ওর চিন্তার ভাগ নেওয়ার জন্যে আমাকে কিন্তু ডেকে পাঠায়নি—যা ওর বরাবরের অভ্যেস, তাই যখন কেসটায় জড়িয়ে পড়লাম হোম্‌সের অনিচ্ছাসত্ত্বেও, তখন বিলক্ষণ খুশি হলাম।

বসবার ঘরে ঢুকে দেখলাম, ফায়ারপ্লেসের সামনে আর্ম-চেয়ারে বসে রয়েছে হোম্‌স্। গায়ে চাপিয়ে রেখেছে বেগুনি ড্রেসিং-গাউন। আধবোঁজা ধূসর চোখে দেখছে কড়িকাঠ। চাহনির মধ্যে গভীর চিন্তা। তামাকপোড়া ধোঁয়ার মেঘ চারপাশে। চেয়ারের হাতার ওপর দিয়ে একটা দীর্ঘ, শীর্ণ হাত ঝুলিয়ে দিয়েছে মেঝের দিকে এই হাতের দু-আঙুলে ধরে রয়েছে একটা চিঠি। ছোট মুকুট-এর ছাপ মারা একটা খাম গড়াগড়ি যাচ্ছে মেঝের ওপর।

খেঁকিয়ে উঠল আমাকে দেখেই—"আরে, ওয়াটসন যে! একটু আগেই এসে গেছ।"

"এসেছি তোমার ভালর জন্যেই," খেঁকী গলা শুনে সত্যিই মেজাজ বিগড়ে গেছিল আমার। বলেই, শুনিয়ে দিলাম বিলি যা বলতে বলেছে। শুনে, ভুরু দুটোকে ওপরে তুলল হোম্‌স্।

বললে—"ভারি অদ্ভুত তো! ফুটম্যান বয়েস এ-ব্যাপারে আসছে কি করে?"

"কিছুই যখন জানি না, তখন জবাব দিই কি করে?"

খুকখুক করে শুকনো হাসি হেসে হোম্‌স্ বললে—"না বললেও গন্ধে গন্ধে ঠিক টের পাও। তোমার ওপর আস্থা হারিয়েছে বলে কিছু বলিনি, তা কিন্তু ভেবো না। ব্যাপারটা এতই জটিল যে আমি এখনও পর্যন্ত হালে পানি পাচ্ছি না। তোমার মূল্যবান সাহচর্য পাওয়ার আগে নিজে আগে এগোই কয়েক কদম।"

জল হয়ে গেলাম তৎক্ষণাৎ—"বাস, বাস, ওতেই হবে।"

"ওয়াটসন, আমি ঘাঁচাকলে পড়েছি। নিশানা পাচ্ছি না কোনদিকে যাব। তবে কি জানো, বেশি মাথা খাটায় যারা, তাদের মাথা একটা সময়ে আর চলতে চায় না। তখন এমন একটা মাথার দরকার হয় যে-মাথায় স্বাভাবিক, অবশ্যম্ভাবী সত্য ঝিলিক দিয়ে ওঠে।" এই পর্যন্ত বলেই চুপ মেরে গিয়ে গুম হয়ে রইল হোম্‌স্। হঠাৎ তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠে লম্বা লম্বা পা ফেলে গিয়ে দাঁড়াল জানলার সামনে।

বললে চাপা গলায়—"ব্ল্যাকমেলিং। অত্যন্ত ডেঞ্জারাস ব্ল্যাকমেলিং-য়ের একটা কেস এসেছে হাতে। ডিউক অফ ক্যারিওফোর্ডের নাম নিশ্চয় শুনেছো?"

"বিদেশ দপ্তরে যিনি আন্ডার সেক্রেটারি ছিলেন? কিন্তু তিনি তো মারা গেছেন তিন বছর আগে।"

"সেটা কি আমি জানি না?" হোম্‌সের স্বর বেশ উত্তপ্ত—" দিন কয়েক আগে একটা চিঠি পেলাম তাঁর বিধবা স্ত্রী-র কাছ থেকে। জরুরী তলব। না গিয়ে পারলাম না পোর্টল্যান্ড প্লেসের বাড়িতে। প্রখর বুদ্ধিমতী মহিলা তেমনি রূপসী। কিন্তু ভেঙে

পড়েছেন আচমকা প্রচণ্ড আঘাতে—বলতে গেলে রাতারাতি—চুরমার হয়ে যেতে বসেছে তাঁর সামাজিক আর আর্থিক অবস্থা। সেই সঙ্গে একমাত্র মেয়ের ভবিষ্যৎ। ভাগ্যের এমনই পরিহাস, ধ্বংস হতে চলেছেন নিজের দোষে নয়।"

সোফা থেকে খবরের কাগজ তুলে নিয়ে বললাম—"আজকের 'টেলিগ্রাফ'-এ একটা খবর বেরিয়েছে। ডাচেসের মেয়ে লেডি মেরি গ্ল্যাডসডেল-এর সঙ্গে ক্যাবিনেট মিনিস্টার স্যার জেমস ফরটেস্ক-এর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।"

"সেই কারণেই কোপ মারা হয়েছে ঝোপ বুঝে," বলতে বলতে ড্রেসিং-গাউনের পকেট থেকে পিন দিয়ে গাঁথা দুটো কাগজ বের করে এগিয়ে দিল হোম্‌স্— "পড়ো।"

"একটা তো দেখছি ম্যারেজ সার্টিফিকেট—ব্যাচেলর হেনরি ফরউইন গ্ল্যাডসডেল-এর সঙ্গে কুমারী ফ্রাঁসোয়া পেলেটান-এর। তারিখ : ১২ জুন, ১৮৪৮। সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে ফ্রান্সের ভ্যালেন্স থেকে। আর একটা কাগজ দেওয়া হয়েছে ভ্যালেন্স গির্জে থেকে—একই বিয়ে হয়েছে চার্চে।

"হোম্‌স্, হেনরি গ্ল্যাডসডেল ভদ্রলোকটি কে?"

"যিনি ডিউক অফ ক্যারিঙফোর্ড হয়েছিলেন ১৮৫৪ সালে, কাকার মৃত্যুর পর, পাঁচ বছর পরে বিয়ে করেছিলেন লেডি কন্সটান্স এলিঙটন-কে—এখন যিনি ডাচেস অফ ক্যারিঙফোর্ড।"

"বিপত্নীক হওয়ার পর?"

বলেই, চমকে গেলাম হোম্‌সের ফেটে-পড়া দেখে। এক হাতের ভীষণ ঘুসি বসিয়ে দিল আর এক হাতের তালুতে—"না, না, না! ওয়াটসন, পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা তো এইখানেই! প্রথম স্ত্রী আজও নাকি বেঁচে আছেন! প্রথম বিয়ের বৃত্তান্ত গোপন করে তিনি নাকি দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। ডাচেসকে জানানো হয়েছে, প্রয়োজন হলে প্রথম স্ত্রী আসবেন—পাঁচজনকে জানাবেন, দুই বিয়ের অপরাধে অপরাধী তাঁর স্বামী, তিনি আসল ডাচেস নন, তাঁর কন্যা সন্তান অবৈধ!"

"আটত্রিশ বছর পরে! একী ভয়ানক ব্যাপার!"

"তাহলে আরও ভয়ানক ব্যাপারটাও শুনে রাখো। সমাজ আর আইনের চোখে, অজ্ঞতা মানে নিরপরাধ হওয়া নয়। আর যদি বলো, আটত্রিশ বছর পরে প্রথম স্ত্রী-র টনক নড়ল কেন—তাহলে, তার সাফাই এই : ইংরেজ স্বামী হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার পর থেকে ফরাসী বউ তাঁকে আর খুঁজে পাননি—

"হেনরি গ্ল্যাডসডেল-ই যে ডিউক অফ ক্যারিঙফোর্ড—তা তিনি জানতেন না। ওয়াটসন, এই কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির মধ্যে আমি ঢুকতামই না—এর চাইতেও জঘন্য ব্যাপার ঘটতে চলেছে বলেই আমাকে মাথা ঘামাতে হচ্ছে।"

"ব্ল্যাকমেলিং? অনেক টাকার দাবি?"

"ব্যাপার তার চাইতেও ঘোরালো। টাকার দাবি করা হয়নি। এই দেশের স্বার্থ জড়িত কয়েকটা কাগজ চাওয়া হয়েছে—কাগজগুলো রয়েছে অক্সফোর্ড স্ট্রিটের লয়েডস ব্যাঙ্কে—স্ট্রংরুমের সীল করা বাক্সে। দিলে, প্রথম বিয়ে নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করা হবে না। না দিলে, হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেওয়া হবে।"

"অসম্ভব!"

"খুব একটা অসম্ভব নয়, ওয়াটসন। মনে রেখো, ডিউক ছিলেন বিদেশ দপ্তরের আন্ডার সেক্রেটারি, প্রথা অনুসারে দেশের রাজা অথবা রানি তাঁদের একান্ত অনুগত অফিসারদের কাছে দলিল দস্তাবেজের কপি রেখে দেন—অরিজিন্যালগুলো থাকে রাষ্ট্রের জিম্মায়। এই রকম কিছু কপি নিশ্চয় ছিল ডিউকের হেপাজতে। তখন সেই কাগজগুলো খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। পরিস্থিতি পালটেছে তার বহু বছর পরে। প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে নিশ্চয় কোনও বিদেশি রাষ্ট্রের কাছে। খুব সম্ভব, সেই রাষ্ট্রের সঙ্গে এ দেশের সম্পর্ক এখন অহিনকুল সম্পর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফাঁপড়ে পড়েছেন ডাচেস। তাঁকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে হবে স্বদেশের সঙ্গে ম্যারেজ সার্টিফিকেটের দাম দিতে গিয়ে, —নইলে টি-টি পড়ে যাবে সমাজে ইংল্যান্ডের এব স্বনামধন্য পরিবারকে নিয়ে কুৎসা ছড়ানো হবে, মাথা হেঁট করে দেওয়া হবে, মা আর মেয়ের জীবন ধ্বংস করে দেওয়া হবে। মেয়েটার বিয়ে ভেঙে যাবে। ওয়াটসন, খোদ শয়তান ব্ল্যাকমেলারের পেছনে রয়েছে, আমাকে কোণঠাসা করে ফেলেছে—ওঁদের বাঁচানোর কোনও ক্ষমতা আমার নেই।"

"অরিজিন্যাল ভ্যালেন্স ডকুমেন্টগুলো তুমি দেখেছো?"

"ডাচেস দেখেছেন, জাল নয়,—সে বিশ্বাস তাঁর হয়েছে। স্বামীর সই নিয়েও তাঁর সন্দেহ নেই।

"জাল সই হতে পারে।"

"তা হতে পারে, কিন্তু আমি তা যাচাই করেছি ভ্যালেন্স থেকে। ১৮৪৮ সালে ওই নামের এক স্ত্রীলোক ছিলেন। একজন ইংরেজকে বিয়ে করেছিলেন। পরে অন্য জায়গায় চলে যান।"

"হোমস, স্বামী যদি ফরাসী বউকে ছেড়ে যায়, যদি ব্ল্যাকমেল করার পথই নেয় অভাবী মহিলা, তাহলে সে তো টাকা চাইবে। সরকারি কাগজপত্র চাইবে কেন?"

"এতক্ষণে পথে এলে, ওয়াটসন। এই কারণেই আমাকে নাক গলাতে হয়েছে এই কেসে। এডিথ ফন হ্যাম্মেরেন-এর নাম শুনেছো?"

"মনে পড়ছে না।"

"অসাধারণ মহিলা। রুশ কৃষ্ণসাগর নৌবাহিনীতে পেটি অফিসার ছিলেন এঁর বাবা। মা চালাতেন ভাটিখানা—ওডেসা-য়। বিশ বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে চম্পট দেন এডিথ। আড্ডা গাড়েন বুদাপেস্টে। রাতারাতি কুখ্যাত হয়ে যান এক তরবারি দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর। লড়াইটা ইনিই লাগিয়েছিলেন। নিহত হন দুই খেলোয়াড়ই। এরপর, বিয়ে করেন মধ্যবয়স্ক এক প্রুসিয়ান কুবেরকে। বউকে নিয়ে ভদ্রলোক চলে যান তাঁর গ্রাম্য জমিদারিতে। তিন মাস পরে অক্কা পেলেন চেস্টনাট ঠাসা কচ্ছপের মাংস খেয়ে। ইন্টারেস্টিং—ওই চেস্টনাট। প্রকৃত বিষকন্যা!

"গত বছরখানেক ধরে লন্ডন, প্যারিস, বার্লিনের মরসুমি বাজার মাতিয়ে রেখেছেন এই মহিলা। আজব কাণ্ডকারখানা করে চলেছেন। নৌবেদা-চূড়া হয়ে

যাচ্ছেন সব অনুষ্ঠানেই। মনের মত পেশা ধরে তুঙ্গে উঠে গেছেন এডিথ ফন লামারেন।"

"স্পাই?"

"তার ওপরে যান—আমি যেমন সাধারণ পুলিশ ডিটেকটিভের ওপরে যাই। সন্দেহ হচ্ছিল অনেকদিন ধরেই—খুবই উঁচু মহলের রাজনৈতিক কুচক্রে উনি গা ভাসিয়েছেন। ইনি ধূর্ত, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, হৃদয়হীন। গোপন বিয়ের কাগজপত্র হাতে নিয়ে ভেঙে দিতে চান ডাচেসের সুখ আর সম্মানের জীবন, তাঁর মেয়ের বিয়ে। ডাচেস যদি দেশদ্রোহী হয়ে যান, তাহলে তাঁর গায়ে আঁচড় লাগবে না—কিন্তু বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে ইংল্যান্ডের।"

এই পর্যন্ত বলে, হাতের কাছের চায়ের কাপে পাইপ ঠুকে ছাই ঝাড়তে লাগল হোম্‌স্।

বললে তারপর—"ওয়াটসন, এ সব সত্ত্বেও ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছি। একেবারে অসহায়। নিরপরাধ এক ভদ্রমহিলা সুরক্ষা চেয়েছেন আমার কাছে, কিন্তু তা দেবার কোনও পথ আমি খুঁজে পাচ্ছি না।"

"জঘন্য," বললাম আমি—"কিন্তু বিলি-র দেওয়া খবর যদি সত্যি হয়, তাহলে ফুটম্যান এ ব্যাপারে আছে?"

চিন্তা ঘনিয়ে এল হোম্‌সের চোখে। রাস্তার গাড়ি ঘোড়ার দিকে চেয়ে থেকে বললে—"এই একটা সংবাদ মাথা গুলিয়ে দিচ্ছে আমার। লোকটা ফাইনরমাশ খাটার চাকর নয়। ছিল বাটলার। এটা ওর ডাকনাম। এখন লন্ডন শহরে যে কুখ্যাত দলগুলো রেসের ঘোড়ার খবর বেচে, ওর দল তাদের মধ্যে দ্বিতীয়। অত্যন্ত ডেঞ্জারাস গ্যাং। এ ছাড়া ওর একটা মহৎ গুণ আছে। কচুকাটা করতে পারে এককোপে। আমার ওপর খাল আছে তো বটেই। আমার খাতখশের ফলেই তো দু-বছর শ্রীঘর ঘুরে আসতে হয়েছে। রকমর্টন ঘোড়দৌড়ে নেশা করিয়ে দিয়েছিল রেসের ঘোড়াকে। কিন্তু ব্ল্যাকমেলিং তো ওর লাইনে আসছে না। বুঝতে পারছি না—"

থেমে গেল হোম্‌স্। ঘাড় লম্বা করে দিয়ে রাস্তা দেখতে দেখতে বললে—"কী আশ্চর্য! মহাশয় ব্যক্তি যে নিজেই এসে হাজির! আমার ডেরাতেই আসছে। ওয়াটসন, চট করে ঢুকে যাও বেডরুমে—লুকিয়ে থাকো।"

খুক খুক করে এক দফা হেসে নিয়ে ফায়ারপ্লেসের সামনে গিয়ে বসল হোম্‌স্—"মিস্টার ফুটম্যান বয়েস-এর ভাষা ভদ্রলোকের শোনার উপযুক্ত নয়। পালাও।"

উচ্চরবে বেজে উঠল সদর দরজার ঘণ্টা। আমি সটকে পড়লাম শোবার ঘরে। শুনলাম, মচমচ খট খট শব্দ হচ্ছে সিঁড়িতে। গুরুভার ব্যক্তির পা পড়ছে জোরে জোরে। আঙুলের বাদ্যি শোনা গেল দরজায়। হোম্‌স্ হেঁকে বললে—"ভেতরে আসা হোক।"

দরজার ফাঁক দিয়ে দেখে নিলাম বলিষ্ঠবপু লোকটাকে, মুখ লালচে, একটু হাসিহাসি ভাব। জঙ্গলের মত জুলপি। গায়ে চেককাটা ওভারকোট। মাথায় স্পোর্টিং গোল টুপি। হাতে দস্তানা আর একটা ভারি মালাক্কা বেতের ছড়ি।

চেহারাটা চাষাড়ে বটে, কিন্তু জামাকাপড়ে ভদ্রতা আছে। গ্রামাঞ্চলের সম্পন্ন জোতদারের মত। আমি অবশ্য ভেবেছিলাম, না জানি দাঙ্গাবাজ মারকাটারি কাউকে দেখব। তারপর দেখলাম, লোকটার চোখ। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে হোমসের দিকে।

চোখ তো নয়, যেন এক জোড়া স্ফুলিঙ্গময় গোল পুঁতি। যেমন ঝকঝকে, তেমনি শক্ত। এমন চোখ বিষধর সাপেদের থাকে। চোখের পাতা পড়ে না। চোখের মণি সরে না। দেখলেই গা হিম হয়ে যায়।

এই রকম একটা হৃষ্টপুষ্ট শরীরের গলা থেকে যে আওয়াজটা বেরোলো, তা কিন্তু জোরে ফুঁ দেওয়া বাঁশির আওয়াজের মত। বললে—"মিস্টার হোমস্, মিস্টার হোমস্, আপনার সঙ্গে আমার একটা দারুণ কথা আছে। বসতে পারি?"

"না। আমি দাঁড়ালাম। তুমিও দাঁড়িয়ে থাকো।"

"বেশ, বেশ, বেশ!" বলতে বলতে বিশাল লাল মুখ ঘুরিয়ে দেখে নিল ঘরের কোণ পর্যন্ত—"বেশ তো গেঁড়ে বসেছেন দেখছি। রেহাই দিন না ওই ভদ্রমহিলাকে—দরজা যিনি খুলে দিলেন। গিলছেন তো তাঁর রান্না। সরে পড়ুন—ভাল ভাড়াটে আসুক।"

"যাওয়ার ইচ্ছে এখন নেই।"

"কিন্তু অনেকেই যে চায়, আপনি বিদেয় হোন। যেমন আমি বলি, মিস্টার হোমস্ লোকটাকে তো দেখতে খারাপ নয়। কিন্তু কুলোকে কি বলে জানেন? মিস্টার হোমসের নাকখানা নাকি এক বেগদা লম্বা—মুখের সঙ্গে মানায় না—যেখানে সেখানে নাক গলান, না গলালেও চলে—কিন্তু অভ্যেস বড় খারাপ।"

"চমৎকার বলছো হে বয়স, এখন বলো তো ব্রাইটন থেকে ঝাঁ করে চলে এলে কার খিদমৎ খাটতে?"

দেবদূত-হাসি উবে গেল ইতর মুখ থেকে—"আমি কোত্থেকে আসছি, এ খবরটা পেলেন কোত্থেকে?"

"আরে, ছ্যা! দেখতেই পাচ্ছি তোমার বুক পকেট থেকে উঁকি মারছে আজকে সাদার্ন কাপ রেসের প্রোগ্রাম। যাক সে কথা, যার তার সঙ্গে কথা বলার রুচি আমার নেই। যা বলতে এসেছো, সেটা ঝট করে বলে সরে পড়ো।"

পাগলা কুকুর যেভাবে দাঁত বের করে, বয়স-এর দাঁত সেইভাবে বেরিয়ে এল দুই ঠোঁটে ঢেউ তুলে।

"মিস্টার শার্লক হোমস্, অনেক খেল দেখিয়েছেন। ম্যাডামের এর ব্যাপারে খেল দেখাতে যাবেন না—খতম হয়ে যাবেন।"

হোমস্ ওর বিখ্যাত শুকনো হাসি হাসল একচোট। তারপর, খুব জোরে জোরে দু-হাত ঘষতে ঘষতে বললে—"খুশি হলাম। আসা হচ্ছে তাহলে ম্যাডাম হন ল্যামারেন-এর কাছ থেকে?"

"আরে সব্বোনাশ! ভেবেছিলাম ল্যাজটা গুটিয়ে নেবেন! ফের তড়পানি!" বলতে বলতে বয়স একটা হাত বুলিয়ে নিল মালাক্কা বেতের ছড়ির ওপর

দিয়ে—"নাকে তেল দিয়ে ঘুমোতে বললাম, তা না—" বলেই, ফস করে ফোঁপরা জাতার ভেতর থেকে টেনে বের করল লম্বা ক্ষুর—"তবে মরুন!"

"ওয়াটসন, এস!"

"যাই," জবাবটা দিলাম জোরে।

কোপ মারার জন্যে ছুটে এসেই থমকে গেল বয়স—কারণ, ভারি বাতিদান হাতে আমি বেরিয়ে এসেছি বেডরুম থেকে। আমাকে দেখেই পিছুলাফ মেরে চলে গেল বসবার ঘরের দরজার কাছে। জ্বলন্ত চোখ বুলিয়ে নিল আমাদের দুজনের ওপর।

ইস্পাত-কঠিন গলায় হোম্‌স্ বললে—"বয়স, ট্রেনার ম্যাকগার্নি-কে খতম করেছিলে কিভাবে, অনেক ভেবেও তা বের করতে পারিনি। এখন পারলাম, সার্চ করেও তোমার কাছে তখন ক্ষুর পাওয়া যায় নি।"

টকটকে লাল মুখটা পাণ্ডাসপানা হয়ে গেল শেষ কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

"মিস্টার হোম্‌স্, মিস্টার হোম্‌স্, ঠাট্টাও বোঝেন না! আপনি হলেন গিয়ে আমার পুরোনো বন্ধুদের একজন—!"

লাট্টুর মত ঘুরে গেল বাক্য অসমাপ্ত রেখে, ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল দমাস করে, দুমদাম শব্দ করে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

মনের সুখে হাসতে লাগল হোম্‌স্—"ওহে ওয়াটসন, মিস্টার ফুটম্যান বয়স আর জ্বালাতে আসবে না। তবে হ্যাঁ, লোকটা এসে আমার উপকার করে দিয়ে গেল।"

"কিভাবে?"

"অন্ধকারে এই প্রথম রশ্মির দর্শন পেলাম। আমাকে নাক গলাতে দিতে চায় না কেন? এমন কিছু আছে যা আমি আবিষ্কার করে ফেলতে পারি। নাও, নাও, হ্যাট আর কোট নাও। বেগরা ডাচেস অফ ক্যারিঙফোর্ড-কে দেখে আসা যাক।"

ভদ্রমহিলার সাক্ষাতে বেশিক্ষণ থাকিনি। তবুও কোনও দিন ভুলতে পারব না তাঁর সুন্দর মুখের পরতে পরতে আঁকা দুর্জয় সাহসের সেই আলেখ্য। নির্মম নিয়তি তাঁকে পথে বসাতে চলেছে। অথচ মুখভাবে তিলমাত্র প্রতিভাস নেই। শুধু যা চোখের কোল বসে গেছে চাপা উদ্বেগে, পিঙ্গল বর্ণ চোখ একটু বেশি প্রদীপ্ত। ক্যারিঙফোর্ড হাউসের ড্রইংরুমে দাঁড়িয়ে বললেন হোম্‌স্‌কে—"খবর নিয়ে এসেছেন মনে হচ্ছে? খুলে বলুন।"

"ইওর গ্রেস, খবর আনতে পারিনি। শুধু একটা প্রশ্ন করতে এসেছি, সেই সঙ্গে ছোট্ট একটা অনুরোধ।"

চেয়ারে বসে পড়লেন ডাচেস—"বলুন।"

"তিরিশ বছর আগে বিয়ে করেছিলেন ডিউক। সংসারের প্রতি তাঁর দায়িত্ববোধ আর বিবেক—এই দুই ব্যাপারে আপনার মনে কোনও খটকা লেগেছিল কি? অসঙ্কোচে বলুন।"

"দাম্পত্য কলহ তো ছিল। তা বলে কিন্তু কখনও অনৈতিক অথবা অন্যায় কাজের প্রবণতা দেখান নি। রাজনৈতিক জীবনে লড়েছেন, কিন্তু সম্মান বিকোননি। চরিত্র অকলঙ্কিত রেখেছিলেন।"

ঝুঁকে বসল হোমস্—"ভাগ্যলেখে বিয়ের অরিজিন্যাল ডকুমেন্ট দেখতে চাই।"

"কিন্তু সেটা তো ওই মহিলার কাছে। অন্যায় দাম না পেলে হস্তছাড়া করবেন না।"

"তাহলে কিঞ্চিৎ কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে, গুছিয়ে একটা চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিন। লিখবেন, ম্যারেজ ডকুমেন্টগুলো কতখানি অরিজিন্যাল, তা চোখে দেখে যাচাই করতে চান—দাবি মিটোনোর আগে। মিনতি জানাবেন, আজ রাত ঠিক এগারোটায় সেন্ট জেমস স্কোয়ারে ওঁর বাড়িতে আপনি যাবেন। পারবেন?"

"পারব—শুধু ওই দাবি মিটোনো ছাড়া।"

"গুড! আর একটা কথা। এগারোটা বেজে যখন বিশ মিনিট হবে, অছিলা করে ওঁকে লাইব্রেরী ঘরের বাইরে নিয়ে যাবেন। ডকুমেন্ট রাখেন এই ঘরেই—সিন্দুকের মধ্যে।"

"কিন্তু ডকুমেন্ট তো সঙ্গে রাখবেন।"

"তাতে কিছু আসে যায় না।"

"লাইব্রেরী ঘরেই যে সিন্দুক আছে, জানছেন কি করে?"

"বাড়ির প্ল্যান জোগাড় করেছি। যে কোম্পানির কাছ থেকে বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন ম্যাডাম ফন ল্যামারেন, এক সময়ে সেই কোম্পানির ছোট্ট একটা উপকার করে দিয়েছিলাম। সিন্দুকটা আমি দেখেও এসেছি।"

"দেখে এসেছেন?"

"রহস্যজনকভাবে একটা জানলা ভেঙে গেছিল গতকাল। কোম্পানি থেকে কাঁচ লাগানোর মিস্ত্রী চলে গেছিল তৎক্ষণাৎ," হাসল হোমস্।

"কি করতে চান?" এবার ঝুঁকে বসলেন ডাচেস। স্বর তীক্ষ্ণ।

"সেটা আমার বিবেকের ব্যাপার," উঠে দাঁড়াল হোমস্—" সঙ্গত কারণে অনেক কিছুই করতে হয়।"

হোমসের হাতে হাত রেখে ডাচেস বললেন—"যদি দেখেন দুটো ডকুমেন্টই আসল, সরিয়ে ফেলবেন?"

চোখে চোখে চেয়ে নরম গলায় হোমস্ বললে —"না।"

"বাঁচলাম," স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ডাচেস—"আমিও তা চাই না। অন্যায় যদি হয়ে থাকে, তবে প্রতিফল আমি ভুগব। দুশ্চিন্তাটা শুধু মেয়েটার জন্যে।"

খুবই নরম গলায় হোমস্ বললে—"আপনার এই সাহসের জন্যেই যাবার আগে শুধু বলে যাই—চরম পরিস্থিতির জন্যে মনকে শক্ত রাখুন।"

সেই থেকে সারাটা দিন অত্যন্ত অস্থির হয়ে রইল হোমস্। এক ছিলিম তামাক খেয়ে ধোঁয়ায় ঘর ভরিয়ে ফেলল। সব কটা কাগজ পড়া হয়ে গেছিল—কয়লার গাদায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর দুই হাত পেছনে রেখে ঘরময় চর্কিপাক দিতে দিতে হঠাৎ ম্যান্টলপিসের ওপর দুই কনুই রেখে চেয়ে রইল আমার দিকে। আমি ঠায় চেয়ারে বসেই ছিলাম।

বললে ঠান্ডা গলায়—"ওয়াটসন, আইন ভঙ্গ করার জন্যে প্রস্তুত?"

"সৎ উদ্দেশ্যে—নিশ্চয়। সত্য প্রকাশ পাক।"

"ঠিক তাই। সত্য জানতে চাই। অরিজিন্যাল ডকুমেন্ট দেখতে চাই।"

"তারপর কিন্তু আর করার কিছু থাকবে না।"

"থাকবে না," বলেই পার্সিয়ান চটির মধ্যে থেকে এক তেলা কালো তামাক বের করে ঠেসে নিল পাইপে– "জেলে বেশ কিছুদিন থাকলে একটা বিষয় নিয়ে পড়াশুনো করার সময় পেয়ে যাব—প্রাচ্য দেশের গাছগাছড়ার বিষ রক্ত বিষিয়ে দেয় কিভাবে, তা জানা যাবে। আর তোমার কাজ হবে, লুই পাস্তারের টীকা দেওয়ার পদ্ধতির আধুনিকীকরণ।"

এরপর আবার সব চুপচাপ। সন্ধ্যে গড়িয়ে গিয়ে রাত নামতেই মিসেস হাডসন এসে অগ্নিকুণ্ড খুঁচিয়ে দিলেন, গ্যাস-জেটের আলো জ্বালিয়ে দিলেন।

হোমসের ইচ্ছেমত ডিনার খেলাম বাইরে। খুক খুক করে হেসে বললে—"সসম্মানে থাকার এই হয়তো শেষ রজনী। একটু আরাম করে নেওয়া যাক।"

রাত ঠিক এগারোটায় ছ্যাকড়া গাড়ি থেকে নামলাম চার্লস সেকেন্ড স্ট্রীটের মোড়ে। কনকনে শীতের রাত। কুয়াশার মধ্যে দিয়ে টিম টিম করছে স্ট্রীট-ল্যাম্প। অন্ধকার, নিস্তব্ধ বাড়িতে বাড়িতে লণ্ঠনের আলো ফেলে দেখতে দেখতে পাশ দিয়ে হেঁটে গেল পুলিশের লোক।

ঢুকলাম সেন্ট জেমস স্কোয়ারে। ফুটপাত ধরে গেলাম পশ্চিমদিকে। পৌঁছোলাম একটা বিরাট বাড়ির সামনে। আলো জ্বলছে একটা জানলায়। আঙুল তুলে দেখালো হোমস্।

বললে—"ড্রইংরুমের আলো, আর দেরি করা সমীচীন হবে না।"

বলেই, দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল ফুটপাতে, কেউ নেই। লাফিয়ে ধরল বাড়ির পাঁচিলের মাথা। হাতে ভর দিয়ে শরীরটাকে টেনে তুলল ওপরে। লাফিয়ে পড়ল পাঁচিলের ওদিকে, আমিও তাই করলাম। দেখলাম, দাঁড়িয়ে আছি বাড়ির লাগোয়া বাগানে। তার মানে, আইন ভঙ্গ করা হয়ে গেছে। পেছন নিলাম হোমসের। বাড়ি ঘেঁষে এগিয়ে গিয়ে ও দাঁড়াল যেখানে, সেখানে পর-পর তিনটে লম্বা জানলা রয়েছে। হেঁট হলাম। আমার পিঠে পা দিয়ে জানলায় উঠে গেল হোমস্। দেখলাম, ছিটকিনি খুলছে, নিঃশব্দে খুলে গেল পাল্লা। হাত বাড়িয়ে আমাকে টেনে তুলল ওপরে। নেমে এলাম ঘরের মধ্যে।

কানে কানে বললে, হোমস্—"এই সেই লাইব্রেরী ঘর। জানলার পর্দার আড়ালে লুকোই চলো।"

ঘর প্রায় নিস্তব্ধ। প্রান্ডফাদার ঘড়িটাই শুধু টিকটিক আওয়াজ করে চলেছে। পাঁচ মিনিট গেল এইভাবে। তারপর শুনলাম, বাড়ির ভেতরে কোথাও পায়ের আওয়াজ হচ্ছে, কারা যেন আস্তে আস্তে কথা বলছে, দরজার তলা দিয়ে এক ঝলক আলো দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল—আস্তে আস্তে আবার দেখতে পাওয়া গেল। দ্রুত চরণধ্বনি শুনলাম, আলোর রেখাও বেড়ে গেল। তারপরেই খুলে গেল দরজা। হাতে ল্যাম্প নিয়ে ঘরে ঢুকল এক নারী।

স্মৃতির ছবিকে আবছা করে দেয় অতীত। কিন্তু এডিথ ফন ল্যামারেন-এর মূর্তি জ্বলজ্বল করছে আমার মনের মুকুরে। যেন গতকাল দেখেছি।

অয়েল-ল্যাম্পের আলোর ওপরে দেখলাম যে মুখাবয়ব, তা যেন হাতির দাঁতে খোদাই করা। কৃষ্ণ নয়ন দ্যুতিহীন। নিষ্ঠুর, গাঢ় লাল মুখবিবর। দাঁড়কাকের মত কুচকুচে কালো চুল মাথার ওপরে জড়ো করে রাখা হয়েছে সিন্ধু-ঈগলের পালক আর লালচুনি বসানো ক্লিপ দিয়ে। গলায় নেই অলঙ্কার—কারণ আসল অলঙ্কার তাঁর জমকালো কালো গাউন—ক্ষণে ক্ষণে যেন বিদ্যুতের ঝলক তুলে আঁধারে আলো ডেকে আনছে।

দাঁড়িয়ে গেলেন সেকেন্ড কয়েক—যেন কান পেতে শুনছেন। তারপরেই দরজা বন্ধ করে দিয়ে মরাল ভঙ্গিমায় মস্ত ঘরের এদিক থেকে ওদিকে গেলেন—লুটিয়ে লুটিয়ে ছায়া এল পেছনে। হাতে ধরা ল্যাম্পের আলো যেন অস্পষ্ট প্রেতচ্ছায়া রচনা করে চলল দেওয়ালের লাইন-বন্দী বইয়ের তাকে।

জানলার পর্দার খসখস শব্দের জন্যেই হোক, কি হঠাৎ আড়াল থেকে হোম্‌সের বেরিয়ে আসার জন্যেই হোক—চকিতে ঘুরে দাঁড়ালেন মোহিনী রূপসী। ল্যাম্প তুলে ধরলেন মাথার ওপর যাতে আলো গিয়ে পড়ে আমাদের ওপর। দাঁড়িয়ে গেলেন নিথর হয়ে। চেয়ে রইলেন আমাদের দিকে নিষ্পলক চোখে। আইভরি মুখে শঙ্কার বাষ্পও দেখলাম না। দেখলাম শুধু উগ্রচণ্ডী চাহনির বিস্ফোরণ। কৃষ্ণনয়নে এখন শুধু গরল। প্রকৃতই কোপন স্বভাবা। চোখের আগুনই তার নিদর্শন।

হিসহিসিয়ে উঠলেন নাগিনী স্বরে—"কে আপনারা? কি চান?"

"চাই আপনার পাঁচ মিনিট সময়, ম্যাডাম ফন ল্যামারেন," মৃদু স্বরে জবাব দিল হোম্‌স্।

"আচ্ছা! আমার নামটাও জানেন। চোর যদি না হন, তাহলে কি চান? লোকজন ডাকবার আগে সেটা শুনে নিয়ে একটু মজা পাওয়া যাক।"

হোম্‌স্ তর্জনী তুলে দেখালো ম্যাডামের বাঁ হাতে ধরা কাগজদুটো—"ওইগুলো দেখতে চাই। দেখে তবে ছাড়ব। যদি চেঁচাতে যান, থামিয়ে দেব।"

বাঁ হাত পেছনে লুকিয়ে ফেললেন কৃষ্ণনয়না কামিনী। কিন্তু অঙ্গারে পরিণত হলো কালোচোখ।

"বুঝেছি! ডাচেসের লোক! চুরির মতলবে আসা হয়েছে!"

বলেই, হাতের ল্যাম্প এগিয়ে ধরলেন হোম্‌সের মুখের সামনে। চেয়ে রইলেন নিমেষহীন নয়নে। উগ্রচণ্ডী চাহনি চলে গেল—এল অবিশ্বাসভরা চাহনি। পরমুহূর্তেই উল্লাস জাগ্রত হলো দুই চোখে—সেই সঙ্গে রক্তজল করা বিষদৃষ্টি।

"মিস্টার শার্লক হোম্‌স্ যে!" কথাগুলো বললেন যেন ফুসফুসের শেষ শক্তি দিয়ে এবং বিছুটির জ্বালা ধরিয়ে দিলেন হোম্‌সের গায়ে। মৃদু চিবিয়ে সে জ্বালিয়ে নিল সাইড-টেবিলের সবকটা মোমবাতি।

"চিনতে যে পারবেন, তা জানতাম।"

'পাঁচ বছর জেলে থাকতে হবে—' বিদ্যুৎ ঝলসে গেল বুঝি সাদা দাঁত থেকে।

"তাহলে তা সুদে আসলে উসুল করে নেওয়া যাক। ডকুমেন্ট দুটো দেখান।"

"চুরি করবেন? লাভ নেই। অনেকগুলো কপি করে রেখেছি। একডজন লোককে দিয়ে পড়িয়েছি।" বলেই চাপা হাসি হেসে নিলেন—"আমার ধারণা ছিল, আপনি সেয়ানা মানুষ। এখন তো দেখছি, মহাবোকা আর আনাড়ি। খুবই নীচু শ্রেণির দালাল!"

"যথাসময়ে টের পাবেন আমি কী।" বলেই হোম্‌স্ শুধু হাতটা বাড়িয়ে দিল সামনে। ঘৃণায় নাক কুঁচকে কাগজদুটো হাতে ধরিয়ে দিলেন ম্যাডাম।

"ওয়াটসন, ম্যাডাম ফন ল্যামারেন যেন ঘন্টার দড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে না পারেন।"

সাইড-টেবিলে মোমবাতির আলোর তলায় রেখে ডকুমেন্ট পড়ে নিল হোম্‌স্, তারপর তুলে ধরল আলোর সামনে। চোখ কুঁচকে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। আলোকিত ফ্যাকাশে পার্চমেন্টের বুকে ফুটে উঠল ওর মৃতবৎ পাণ্ডুর মুখরেখা। তারপর চাইল আমার দিকে। দমে গেলাম ওর মুখের নৈরাশ্য দেখে।

বললে খুব আস্তে —"ওয়াটসন, ওয়াটার মার্ক-টা ইংলিশ। কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগে বিশেষ এই কাগজ চালাও রপ্তানি যেত ফ্রান্সে। এতে কাজ হবে না। খারাপটাই ঘটবে মনে হচ্ছে।"

হাসির ঝঙ্কার তুললেন ম্যাডাম ফন ল্যামারেন।

"বড় বেশি বাহবা পেয়েছেন, এবার পাবেন টিটকিরি। মুরোদ তো জানা গেল, এবার জেলে যান।"

কথায় কান না দিয়ে মোমবাতির শিখার ওপর কাগজ বেঁকিয়ে ধরে চেয়ে রইল হোম্‌স্। হঠাৎ পালটে গেল মুখের চেহারা। মুখ অন্ধকার হয়ে গেছিল যে নৈরাশ্য আর বিরক্তিতে, এখন আর তা নেই। যে জায়গায় জাগ্রত হয়েছে সূচ্যগ্র একাগ্রতা।

শিরদাঁড়া সিধে করল পরক্ষণেই—কোটরাগত দুই চোখে দেখলাম বিপুল উত্তেজনার রোশনাই।

ঝট করে পাশে দাঁড়াতেই বললে চাপা উল্লাসে —"ওয়াটসন, কি দেখছো?" আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেল হাতে লেখা দলিলের বয়ান।

"হাতের লেখা খুব স্পষ্ট।"

"যাচ্চলে। কালিটা দেখো, কালিটা!" ফিরে এসেছে সেই অসহিষ্ণু কণ্ঠস্বর—আর যেন ধরে রাখতে পারছে না নিজেকে।

"কালো কালি," বলেছিলাম ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে আমার মুণ্ড এগিয়ে দিয়ে—"নাহে, এতে কাজ হবে না। এ রকম কালি দিয়ে আমার বাবা ডজন খানেক চিঠি লিখেছিলেন আমাকে।"

খুক খুক করে হেসে নিয়ে দু-হাত ঘষল হোম্‌স্—পরিস্থিতি যেন সন্তোষজনক। বললে খুশি খুশি গলায়—"এক্সেলেন্ট, ওয়াটসন, এক্সেলেন্ট! এবার দেখো হেনরি বসউইন গ্লাডসডেল-এর নাম আর স্বাক্ষর—ম্যারেজ সার্টিফিকেটে। বেশ, বেশ। এবার দেখো ভ্যালেন্স রেজিস্টারের যে পাতায় ওঁর নামটা লেখা হয়েছে।"

"ঠিকই আছে তো দেখছি। সইটাও দু'জায়গায় একই।"

"তা ঠিক, কিন্তু কালিটা?"

"একটু নীলরঙের ছোঁয়া দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, নীলচে আভাস। অর্ডিনারি ব্লু-ব্ল্যাক নীলগাছ থেকে তৈরি কালি। তাতে হলোটা কী?"

"দুটো ডকুমেন্টেই প্রত্যেকটা শব্দ লেখা হয়েছে কালো কালিতে—শুধু বরের নাম আর সই ছাড়া। অদ্ভুত লাগছে না?"

"অদ্ভুত তো বটেই তবে তারও সঙ্গত ব্যাখ্যা আছে।"

"কি রকম?"

"নিশ্চয় নিজস্ব ওয়েস্টকোট কালির দোয়াত ব্যবহার করতেন গ্ল্যাডসডেল।"

জানলার সামনের টেবিলে গিয়ে দাঁড়াল হোম্‌স্। ফিরে এল একটা পাখির পালকের কলম আর দোয়াত নিয়ে।

দোয়াতে পালকের কলম ডুবিয়ে ডকুমেন্টের কিনারায় আঁচড় টেনে বললে—"এক রঙ মনে হচ্ছে কী?"

"হ্যাঁ, এক রঙ।"

"ঠিক। এই দোয়াতে যে কালি রয়েছে, তা ব্লু-ব্ল্যাক ইন্ডিগো কালি—নীলগাছ থেকে তৈরি।"

ম্যাডাম ফন ল্যামারেন আমাদের ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়েছিলেন। আচমকা ছিটকে গেলেন ঘন্টা বাজানোর দড়ির দিকে—কিন্তু দড়ি পর্যন্ত পৌঁছোনোর আগেই ঘর গম গম করে উঠল হোম্‌সের গলাবাজিতে।

কণ্ঠস্বর বেশ কঠোর—"ঘন্টা বাজালেই আপনি শেষ হয়ে যাবেন।"

দড়িতে হাত দিয়েও থমকে গেলেন ম্যাডাম।

অবজ্ঞার স্বরে বললেন ম্যাডাম—"একী ছেলেখেলা হচ্ছে। আপনি বলতে চান, হেনরি গ্ল্যাডসডেল ম্যারেজ ডকুমেন্ট সই করেছেন আমার টেবিলে বসে? আহাম্মক আর কাকে বলে! এই কালিই ব্যবহার করা হয় ঘরে ঘরে, অফিস আদালতে।

"খাঁটি কথা! কিন্তু ডকুমেন্টগুলোর তারিখ রয়েছে ১৮৪৮ সালের ১২ জুন।"

"তাতে হলোটা কী?"

"ম্যাডাম ফন ল্যামারেন, ছোট্ট একটা ভুল করে বসেছেন। ইন্ডিগো মিশোনো এই কালো কালিটার আবিষ্কার ঘটেছিল ১৮৫৬ সালে—তার আগে নয়।"

ভীষণ হয়ে গেল সুন্দর মুখটা। দপ করে জ্বলে উঠল দুই চোখ। মোমবাতির নরম আলো যেন করাল অগ্নি হয়ে গেছে দুই চোখের মণিকায়।

ফণিনী হিসহিসিয়ে উঠল কণ্ঠে—"মিথ্যে!"

দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে হোম্‌স্ বললে—"আমি যে খাঁটি কথা বলেছি, তা প্রমাণ করে দেবে যে কোনও অ্যামেচার কেমিস্ট।" বলতে বলতে কাগজগুলো তুলে সযত্নে রেখে দিল ইনভারনেস কোটের পকেটে—"কুমারী ফ্যানোয়া পেলেটান-এর বিয়ের আসল ডকুমেন্ট এই কাগজ, কিন্তু বরের নাম মুছে নেওয়া হয়েছে ম্যারেজ সার্টিফিকেটে আর ভ্যালেন্স চার্চ রেজিস্টারের পাতায়— সে জায়গায় বসানো হয়েছে হেনরি করউইন

মাচসডেল-এর নাম' যদি দরকার হয়, মাইক্রোসকোপ দিয়ে দেখলেই নাম তুলে ফেলার দাগ চোখে পড়বে। মোক্ষম প্রমাণ অবশ্য এই কালি। মস্ত জাহাজের নকশায় যদি ছোট্ট ভুল থাকে, তাহলে সেই বিরাট জাহাজ নিরেট পাথরের ধাক্কায় চুরমার হয়ে যেতে পারে। ম্যাডাম, অসহায় এক মহিলাকে পথে বসাতে যাচ্ছিলেন। আপনার মত নিষ্ঠুর নারী আমি কখনও দেখিনি।"

"নারীর অমর্যাদা করছেন!"

"সেটা আপনিই আগে করেছেন, নারী হয়ে নারীর গলায় পা দিয়ে রাষ্ট্রের দলিল লোপ করার প্রচেষ্টায়," হোম্‌সের গলায় যেন ক্ষুর চলছে।

মোমের মত সাদা মুখে পর্যায়ক্রমে আমাদের মুখ দেখে নিয়ে বললেন ম্যাডাম—"চুরি করার শাস্তি কিন্তু পেতে হবে।"

"বেশ তো, টানুন ঘন্টার দড়ি। আমার রক্ষাকবচ এই ঃ জালিয়াতি করেছেন, ব্ল্যাকমেল করতে গেছিলেন, গুপ্তচরবৃত্তি করছেন। বাজান ঘন্টা। আর যদি না বাজান, ঠিক সাত দিন সময় দিলাম—এদেশ ছেড়ে বিদেয় হোন। তারপর, কর্তৃপক্ষকে হুঁশিয়ার করে দেব আপনার ব্যাপারে।"

উৎকণ্ঠা-থরথর সূচীভেদ্য নৈঃশব্দ্য।

তারপর, মুখে একটি কথাও না বলে, শুধু হাত তুলে দরজা দেখিয়ে দিলেন ম্যাডাম ফন ল্যামারেন।

পরের দিন সকাল এগারোটায় বাড়ি ফিরল শার্লক হোম্‌স্। ফ্রক-কোট খুলে রেখে গায়ে চাপাল স্মোকিং জ্যাকেট। ফায়ারপ্লেসের সামনে দু-পা ছড়িয়ে দিয়ে বসে একটা লম্বা, সরু বডকিন দিয়ে পাইপ খুঁচোনো শুরু করল। এই বডকিন ওর দখলে এল কি করে, সেই কাহিনী নিবেদন করে পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না।

জিজ্ঞেস করলাম—"ডাচেসের সঙ্গে দেখা হলো?"

"তা হলো। সব ঘটনা জানিয়ে দিলাম। নিরাপত্তার কারণে, উনি উকিলের কাছে রেখে দিলেন আমার কেস রিপোর্ট সমেত জাল ডকুমেন্ট। তবে, ম্যাডাম ফন ল্যামারেনকে ভয় পাওয়ার আর কোনও কারণ নেই।"

"সে শুধু তোমার জন্যে।"

"কেস তো জলের মত সোজা। কিন্তু পুরস্কারটা জমকাল।"

চোখ পাকিয়ে দেখে নিলাম বন্ধুবরের আপাদমস্তক—"ধকলে ধকলে তো শুকিয়েছো। কিছুদিন হাওয়া বদল করে এসো।"

"যাবো। আগে দেশ ছাড়া হোক ম্যাডাম ফন ল্যামারেন। ওঁর অসাধ্য কিছু নেই।"

"ডালবক্স-র বাহার খুলে গেছে সুন্দর ওই মুখের জন্যে। আগে তো দেখিনি।"

ম্যান্টেলপিস থেকে দুটো চিঠি তুলে আমার দিকে এগিয়ে দিল হোম্‌স্—"তুমি আসবার আগে এসেছে। পড়ো।"

প্রথম চিঠিটায় রয়েছে ক্যারিঙফোর্ড হাউসের ঠিকানা। বয়ানটা এই ঃ

"একজন নারী তার সব দিয়েও ঋণী থেকে যাবে আপনার শিষ্টাচার আর সাহসের

কাছে। এই ঋণ পুরস্কার দিয়েও মেটানো যায় না, 'আস্থা'র প্রাচীন প্রতীক এই মুক্তোটি আপনার কাছে থাকুক—আমার জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার স্মারক-চিহ্ন হিসেবে, জীবনে ভুলব না।"

আর একটা চিঠিতে ঠিকানা নেই, স্বাক্ষরও নেই। তাতে লেখা আছে ঃ

"মিস্টার শার্লক হোম্‌স্‌, ফের দেখা হবে। জীবনে ভুলব না।"

খুক খুক করে হেসে হোম্‌স্‌ বললে—"একই দৃষ্টিকোণ থেকে দুই নারী লিখেছেন দুই চিঠি। দুজনেই জীবন ফিরে পেয়েছেন। দুজনেই ভুলবেন না। দুজনের সঙ্গেই ফের দেখা হবে।"

এই বলে, দাঁতে কামড়ে ধরল অত্যন্ত বিরক্তিকর পাইপটা।

❑ এই গল্পটির লেখক আড্রিয়ান কন্যান ডয়াল।

[দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য টু উইমেন]

মারণ পরী কাহিনী

ওয়াটসনকে সঙ্গে করে বেকার স্ট্রীটের বাসাবাড়িতে ফেরবার সময়ে হোমস্ বললে—"একটি মাত্র হাড় থেকে যেমন একটা অস্ত জানোয়ারকে কল্পনা করে নেওয়া যায়, ঠিক তেমনি একজন প্রখর যুক্তিবাদী জাতীয় [illegible] বিশ্লেষণ করে গোটা দেশের অপরাধীদের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করে নিতে পারে।"

"দুটোর মধ্যে কোনও সাদৃশ্য তো দেখছি না, বলেছিলাম আমি। ঠিক সেই সময়ে দুই চাকার একটা যাত্রীবাহী গাড়ি টুং-টাং ঘণ্টাধ্বনি তুলে রাস্তার উল্টোদিকে এসে বিপুল শব্দতরঙ্গ জাগ্রত করে থেমে যাচ্ছিল। ছড়ি দিয়ে চকলেট রঙের সেই বড় ঘোড়ায় টানা গাড়িটাকে দেখিয়ে হোমস্ বললে—"সামনেই রয়েছে উত্তম উদাহরণ : ফরাসি যাত্রীবাহি গাড়ি- ওমনিবাস ওয়াটসন, নজর দাও ড্রাইভারের দিকে। শক্ত ধাতুর মানুষ, মেজাজকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে জানে। তর্ক করছে যে মামুলি অফিসার ভদ্রলোকের সঙ্গে, তিনি লম্বা ছুটি নিয়ে এসেছেন সমুদ্রধারের কোনও এক বন্দর স্টেশন থেকে। একদিকে সূক্ষ্মতা, আর একদিকে দৃঢ়তা—ফরাসি সূক্ষ্মতা আর ব্রিটিশ দৃঢ়তা। একই ক্রাইমে যখন এই দুই ব্যক্তি নামে, তখন তাদের দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে পারে কি রকম?"

আমি বললাম—"যে রকমই থাকুক না কেন, চেককোট পরা ভদ্রলোক যে একজন মামুলি অফিসার, আর লম্বা ছুটি নিয়ে এসেছেন—তা জানছ কি করে?"

"ভায়া ওয়াটসন, ওয়াস্টকোটে যখন কেউ ক্রিমিয়া ফিতে লাগায়, তখন বুঝে নিতে হবে অ্যাকটিভ সার্ভিসের পক্ষে তার বয়স খুবই বেশি। পায়ে যখন তুলনামূলকভাবে নতুন বুটজুতো, তখন ধরে নিতে হবে অবসর জীবন থেকে ডেকে এনে ফের বহাল করা হয়েছে চাকরিতে। মামুলি নাবিকের চেয়ে লোকটার হাবভাব বেশ কর্তৃত্বময়, অথচ গায়ের রঙ বাস ড্রাইভারের চেয়ে বেশি তামাটে নয়। তাহলেই তো বোঝা যায়, মানুষটা নৌদপ্তরের এক মামুলি অফিসার, মোতায়েন করা হয়েছে কোনও বন্দর স্টেশনে অথবা ট্রেনিং ক্যাম্পে।"

"লম্বা ছুটি নিয়ে আসার ব্যাপারটা?"

"পরনে নাগরিক পরিচ্ছদ, অথচ চাকরি থেকে যে ছুটি পাননি, তার প্রমাণ পাইপ টানছেন নাবিকি মোচড় মেরে—তামাকটাও কোনও সাধারণ তামাকের দোকানে পাওয়া যায় না। এসে গেছে ২২১-বি, অপেক্ষায় রয়েছেন এক দর্শনার্থী—এসেছেন আমাদের অবর্তমানে।"

সবিস্ময়ে বলেছিলাম—"হোমস্, বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?"

"মোটেই না, মোটেই না। বছরের এই সময়টায় বেশির ভাগ পাবলিক গাড়ির চাকায় নতুন রঙ করা হয়। ভাল করে ঠাহর করলে দেখতে পাবে, ফুটপাতের কিনারা

ঘিরে চাকা ঘষটে যাওয়ার দরুন তিন' লম্বা সবুজ দাগ রয়েছে। এ দাগ ঘণ্টাখানেকের বেশি পুরোনো নয়। গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল কারও জন্যে, তাই পাইপ থেকে ড্রাইভার ছাই ঝেড়েছে দু'বার। যিনি এসেছিলেন সেই গাড়িতে, তিনি শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রতীক্ষায় বসে থাকাই সঙ্গত মনে করেছিলেন—তাই ভাড়া মিটিয়ে বিদেয় করেছেন ড্রাইভারকে।"

সিঁড়ি দিয়ে যখন উঠছি, বাড়িউলি মিসেস হাডসন একতলা থেকে বেরিয়ে এসে বললে—"মিস্টার হোম্‌স্‌, আপনার ফেরার পথ চেয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে বসে আছেন এক ভদ্রমহিলা।"

আমার চোখে চোখে তাকিয়ে মুচকি হেসে হোম্‌স্‌ বললে—"ওয়াটসন, সাতসকালে পাওয়া গেল নতুন এক অ্যাডভেঞ্চার।"

বসবার ঘরে ঢুকতেই দর্শনার্থী ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। এক তরুণী। চুলের রঙ হাল্কা বাদামি। বয়স সবে কুড়ি ছাড়িয়েছে। ছিপছিপে। সুন্দরী। গাত্রবর্ণে সূক্ষ্মতা আছে। চোখের রঙ নীল, প্রান্তের দিকে ঈষৎ বেগুনি। পরনে পরিচ্ছন্ন ভ্রমণপোশাক। রঙ রাজহাঁসের পালকের মত। একই রঙের টুপি মাথায়, কিনারায় বেগুনি পালক। ডাক্তার হিসেবে এসব আমি ঝলক দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে তীক্ষ্ণ নজরে দেখেছিলাম, মেয়েটির চোখের তারায় ভাসছে কালচে ছায়া, ঠোঁটে জাগ্রত রয়েছে স্নায়বিক উৎকণ্ঠা--টানটান টেনশনে যেন গুঁড়িয়ে যাওয়ার মত অবস্থা।

ফায়ারপ্লেসের সামনে মেয়েটিকে বসিয়ে খুঁটিয়ে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল বন্ধুবর শার্লক হোম্‌স্‌।

বললে নরম গলায়—"খুবই ঝামেলায় পড়েছেন দেখছি। ভয় কি, আমি আর ডক্টর ওয়াটসন আপনার সমস্যার সমাধান করে দেব। আপনার নাম?"

"ভ্যাফনে ফেরার্স। মিস্টার হোম্‌স্‌, মিস্টার হোম্‌স্‌, মারণপরী কি সত্যিই মরণ ডেকে আনতে পারে?"

আমার চোখে চোখে তাকিয়ে নিয়ে হোম্‌স্‌ বললে—"এক পাইপ তামাক যদি খাই, আপত্তি নিশ্চয় করবেন না", বলে, হাত বাড়িয়ে দিল ম্যান্টলপিসের দিকে, যেখানে পারস্য চটিজুতার মধ্যে আছে ওর তামাকের ভাণ্ডার—"গোড়া থেকে বলুন মারণপরী সবার জীবনেই অন্ততঃ একবার হানা দেয়। আপনি কেন তাই নিয়ে কথা বলবার জন্যে সাতসকালে ছুটে এসেছেন মধ্যবয়সী দুই ভদ্রলোকের ডেরায়?"

"খুবই বোকা বোকা লাগছে আমাকে, তাই না? কিন্তু আমার কাহিনী যখন গোড়া থেকে শুনবেন, তখন আর হাসি পাবে না।"

"কথা দিচ্ছি, হাসব না।"

সেকেণ্ড কয়েক চুপ করে রইলেন ড্যাফনে ফেরার্স। কথা গুছিয়ে নিলেন মাথার মধ্যে। তারপর বললেন—"আমি জোসুয়া ফেরার্স-য়ের একমাত্র মেয়ে। বাড়ি হ্যাম্পশায়ারের অ্যাবটস্ট্যাণ্ডিং-য়ে আমার বাবা-র খুড়তুতো ভাইয়ের নাম স্যার রবার্ট

পেয়েছিলেন, নিবাস শসকম্ব ওল্ড প্লেসয়ের নরবার্টন-রে। এঁর সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছিল বছর কয়েক আগে। ওঁর সুপারিশের জোরেই ছুটে এসেছি আপনার কাছে আমার সমস্যা নিয়ে।"

চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ মুদে কান খাড়া করে সব শুনে গেল হোম্‌স্। তারপর মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে বললে—"সেক্ষেত্রে, কাল রাত্রে শহরে পৌঁছেই আমার কাছে চলে আসেননি কেন? অপেক্ষা করতে গেলেন কেন?"

ভীষণ চমকে উঠলেন মিস ফেরার্স।

"কাল রাত্রে স্যার রবার্ট-য়ের সঙ্গে ডিনার খেতে যখন বসেছিলাম, তখনই আপনার কথা উনি বলেছিলেন। আপনি কিন্তু কি করে তা জানলেন, মাথায় আসছে না।"

"খুব সহজে। আপনার জামার হাতায় যে ঝুলকালি লেগে রয়েছে, তা থেকে রেলগাড়ির জানলার পাশের সিটে। আপনার পায়ের জুতো কিন্তু সে দিক দিয়ে অনেক চকচকে ঝকঝকে পালিশ করা—ভাল হোটেলে থাকলে যা হয়।"

বাধা দিলাম আমি—"হোম্‌স্, মিস ফেরার্স-য়ের কাহিনীটা আগে শুনলে হয় না? ডাক্তার হিসেবে আমি মনে করি, আগে ওঁকে দুশ্চিন্তার ভারমুক্ত করা দরকার।"

নীল চোখে কৃতজ্ঞতা ভাসিয়ে আমার দিকে দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করেছিলেন দর্শনার্থী তরুণী।

শক্ত গলায় জবাব দিয়েছিল হোম্‌স্—"আমি চলি আমার মেথডে। যাক গে, বলুন মিস ফেরার্স, আপনার সমস্যাটা কি?"

স্বচ্ছস্বরে বলে গেলেন রূপসী—"আমার বাবা-র অর্ধেক জীবন কেটেছে সিসিলি-তে। আঙুর খেত আর জলপাই গাছের জায়গাজমি ছিল বিস্তর। মা মারা যাওয়ার পর সে দেশ নিশ্চয় আর ভাল লাগেনি। বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়ে গেছিলেন। কিন্তু সব বিক্রীবাটা করে দিয়ে ইংলণ্ডে চলে আসেন। এক বছরেরও বেশি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গেছি। বাবা-র রুচি বড় অদ্ভুত। রুচিতে আসছিল না কোনও জায়গাই। তারপর মনস্থির করে ফেলেন। নিউ ফরেস্টের কাছে বিউলিউ-র অ্যাবটস্ট্যাগিংয়ে থাকলেই বাবা-র অদ্ভুত চাহিদা পূরণ হবে মনে করে সেখানেই থেকে গেলেন।"

"মিস ফেরার্স, অদ্ভুত চাহিদা বলতে কি বলতে চান, সে ব্যাপারে কিঞ্চিৎ বিশদ হলে ভাল হয়।"

"মিস্টার হোম্‌স্, আমার পিতৃদেব একটু অসাধারণ প্রকৃতির অবসরকালীন জীবন সূচি পছন্দ করেন। সবার ওপরে পছন্দ করেন এমন একটা অঞ্চল যেখানে জনবসতি খুবই কম। যে ভূসম্পত্তির মধ্যে থাকবেন, তা যেন হয় সবচেয়ে কাছের রেলস্টেশন থেকে কম করে পাঁচ মাইল দূরে। অ্যাবটস্ট্যাগিংয়ে আছে সুদূর অতীতের প্রায় ভেঙে পড়া একটা কেল্লাবাড়ি—বিউলিউ-র অ্যাবট-রা এখানে থাকতেন মৃগয়া তৃপ্তির জন্যে। আমার পিতৃদেব পরিত্যক্ত এই মৃগয়া প্রাসাদেই পেয়ে

গেলেন মনোমত বাসস্থান। বেশ কিছু মেরামতির পর থেকে গেলাম এখানেই। পাঁচ বছর আগে। তারপর থেকে দিন কেটে যাচ্ছে এক নামহীন, অন্বয়হীন আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে।"

"আতঙ্কটা যদি নামহীন আর অন্বয়হীন হয়, তাহলে আপনি সেটাকে টের পাচ্ছেন কি করে?"

"যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে জীবনযাপন করতে হচ্ছে, সেই সব বিচার করে। প্রতিবেশী বলতে যারা, তাদের তো আঙুলে গোনা যায়। আমার বাবা কিন্তু এই জনা কয়েকের সঙ্গেই খাতির জমিয়ে তুলতে ইচ্ছুক নন মোটেই। সংসার চালাতে যে সব জিনিসপত্রের দরকার, সে সবের সাপ্লাই আসে না কাছের গ্রাম থেকে—আসে অনেক দূরের লিণ্ডহার্স্ট থেকে। চাকরবাকর লোকজন বলতে তো শুধু একজন—খাস চাকর ম্যাককিনি। সব সময়েই একটু গুম মেরে থাকা মানুষ, বাবা তাকে এনেছেন গ্লাসগো থেকে। সঙ্গে এসেছে তার বউ আর শ্যালিকা—ঘর সংসারের কাজ তুলে দেয় এরাই।

"বাইরের কাজকর্ম করার লোকজন?"

"কেউ নেই। জমি জায়গা খাঁ-খাঁ করছে, বন্যা হয়েছে, ইঁদুর ছুঁচো আরশুলা পোকামাকড় গিজ গিজ করছে বাড়িময়, জমি জায়গায়।"

হোম্‌স্ বললে—"মিস ফেরার্স, তার জন্যে ঘাবড়ানোর কি আছে? গাঁ গঞ্জে থাকলে এইরকম একটা পরিবেশই গড়ে তুলতে হয়, যাতে উটকো আপদ এসে যখন তখন উৎপাত না করে। বাড়িতে আছেন তাহলে আপনি, আপনার বাবা, আর তিনজন কাজের লোক?"

"বাড়ির মধ্যে তাই। কিন্তু সম্পত্তির কিনারায় যে কটেজটা আছে, সেখানে থাকেন মিস্টার জেমস টপটন। ইনি অনেক বছর ধরে বাবা-র সিসিলি-র আঙুরক্ষেত দেখাশুনো করেছেন গোমস্তা হিসেবে।"

হোম্‌স্-য়ের ভুরু ঈষৎ উত্থিত হলো ওপর দিকে—"বটে! বটে! এমনই একটা ভূসম্পত্তি যাকে ফেলে রেখে নষ্ট করা হচ্ছে, কিন্তু রয়েছে একজন গোমস্তা? অথচ নেই কোনও ভাড়াটে! অদ্ভুত! খাপছাড়া!"

"মিস্টার টপটন বাবা-র খুবই বিশ্বাসভাজন, মিস্টার হোম্‌স্। আর্টস্ট্যাণ্ডিংয়ে আছেন সিসিলি-তে বহুবছর ভাল কাজ দেখিয়েছেন বলে।"

"তা বটে।"

"আমার বাবা বাড়ি ছেড়ে খুব একটা বেরোন না। কালেভদ্রে যদিও বা বাড়ির বাইরে পা দেন তো বাগানের পাঁচিলের ওপাশে কখনো যান না। স্নেহভালবাসা আর পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকলে এমন জীবনও সহনীয় হতে পারত। কিন্তু তা হয়নি শুধু বাবা-র জন্যে। অসহ্য হয়ে উঠেছে [illegible] আর্টস্ট্যাণ্ডিংয়ের জীবন ধারা। বাবা-র আচরণে স্নেহ জিনিসটার যেন একটু ঘাটতি আছে। বড় কড়া মেজাজ। একা একা থাকতে ভালবাসেন। অষ্টপ্রহর কি যেন ভাবেন গুম মেরে থাকেন। দিনের পর দিন পড়াশুনার ঘরে বসে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে রাখেন। এরকম একটা আধভাঙা

-বাড়িতে দিনের পর দিন একজন কম বয়েসী তরুণীর পক্ষে দিন যাপন কতখানি অসহ্য, মিস্টার হোমস্, তা নিশ্চয় আপনি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন। জীবনের সেরা সময়টা কাটাচ্ছি অত্যন্ত বাজে ভাবে একঘেয়ে ক্লান্তিকর এই জীবন ধারায় বিশেষ একটা ঘটনা ঘটে যায় পাঁচ মাস আগে। তারপর থেকেই ঘটতে থাকে এমন সব অত্যাশ্চর্য ঘটনার পর ঘটনা যে আপনার কাছে না এসে আর পারলাম না—পারেন যদি সুরাহা করে দিন আমার এই উৎকট বিকট জঘন্য সমস্যার।

"বাগানে খুব ভোরের ভ্রমণ সেরে ফিরছিলাম বাড়ির দিকের রাস্তা ধরে। দেখতে পেলাম, একটা ওক গাছের গুঁড়িতে কি যেন পেরেক দিয়ে মারা রয়েছে। কাছে গিয়ে দেখলাম বড় দিনে যে রকম কার্ড ছাপানো হয় ধর্মীয় ছবিছড়া দিয়ে, সেই রকম একটা কার্ড। ছবিটা কিন্তু অস্বাভাবিক। চোখ আটকে যায়।

"ছবিতে দেখা যাচ্ছে রাতের আকাশ। একটা ন্যাড়া পর্বতচূড়ো। পাহাড়ের কিনারায় ডানাওলা পরীদের দুটো দল। এক দলে ছ'জন পরী আর একদলে তিনজন পরী। মোট ন'জন দেখেই খটকা লেগেছিল। কেন খটকা লেগেছিল, তা একটু তাকানোর পর বুঝেছিলাম। পরীদের পরনে তো থাকে ঝকমকে রুপোলি সোনালি পোশাক। কিন্তু এই পরীদের পরনে রয়েছে মিশমিশে কালো শোকবস্ত্র। নিচের দিকে লেখা রয়েছে 'ছয় আর তিন'।"

এই পর্যন্ত বলে রূপসী ললনা স্তব্ধ হতেই আমি তাকিয়েছিলাম শার্লক হোম্‌সের দিকে। কপাল কুঁচকে গেছে, চোখের পাতা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু ধূমায়মান পাইপ থেকে ঘন ঘন ধূম্র কুণ্ডলি রচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, মন তার চিন্তার খোরাক পেয়ে গেছে।

রূপসী ললনা চালিয়ে গেল তার কথা—"দেখেই মনে হয়েছিল, এ কার্ড গাছে গেঁথে রেখেছে নিশ্চয় লিণ্ডহার্স্ট-এর কেউ—মালপত্র বাড়িতে এনে দেয় যে। নিশ্চয় নতুন ধরনের কোনও ক্যালেণ্ডার পেয়ে গেঁথে রেখেছে গুঁড়িতে। তুলে নিলাম সেই ছবি। বাড়িতে ঢুকে ওপরতলায় যখন যাচ্ছি আমার ঘরে, সিঁড়ির চাতালে দেখা হয়ে গেল বাবা-র সঙ্গে'

বললাম ছবি দেখিয়ে—"লটকানো ছিল গাছে। কী আশ্চর্য! বাড়ির জিনিস বাড়িতে তো দিয়ে যাবে লিণ্ডহার্স্ট-এর লোকটা। ম্যাককিনি যেন বলে দেয় ওকে। যেখানে সেখানে লাগায় কেন? তাছাড়া, পরীদের পোশাক হওয়া উচিত সাদা, কালো কেন হবে?"

"ছবিটা আমার হাত থেকে ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়েছিল বাবা। বেশ কিছুক্ষণ নিষ্পলক চোখে ছবির দিকে চেয়েছিল। রক্ত নেমে গেছিল যেন মুখ থেকে।

"ভড়কে গিয়ে আমি বলেছিলাম—'হল কি তোমার?'"

"ফিসফিস করে বাবা বলেছিল—'কালো পরী।' বলেই, বিষম আতঙ্কে ছবিখানা হাতে নিয়ে দৌড়ে ঢুকে গেছিল পড়াশুনোর ঘরে। পাল্লা বন্ধ করে দিয়েছিল ভেতর থেকে।

"সেইদিন থেকে বাড়ি ছেড়ে আর বেরয়নি বাবা। সময় কাটিয়েছে পড়াশুনোর ঘরে বই পড়ে আর লেখালেখি করে, অথবা জেমস টপটনের সঙ্গে লম্বা লম্বা মিটিং করে। লোকটা নিজেও তো অষ্টপ্রহর গোমরা মুখে থাকে। খুবই চোয়াড়ে প্রকৃতির মানুষ। ঠিক বাবা-র মত। বাবা-র সঙ্গে কদাচিৎ দেখা হত খাবার টেবিলে। জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠত মিসেস নরধাম না থাকলে। ইনি লিউলিন-এর ডাক্তারের স্ত্রী। আমি বড় একা থাকি বুঝতে পেরে হপ্তায় বার দু-তিন আসতেন আমাকে সঙ্গ দিতে—বাবা খোলাখুলি ভাবে তা অপছন্দ করলেও উনি ওনার আসায় কামাই দিতেন না।"

"কয়েক হপ্তা পরের কথা। ফেব্রুয়ারি মাসের ১১ তারিখে খাসচাকর ম্যাককিনি এল আমার কাছে মুখখানা হাঁড়ির মত করে। প্রাতরাশের ঠিক পরেই।

"বললে—'এবার আর লিণ্ডহার্স্ট-এর কেউ নয়, অন্য কেউ। মিস, এসব হচ্ছে কি?'

" 'কি হয়েছে, ম্যাককিনি?'

" 'সামনের দরজাকে জিজ্ঞেস করুন,' বলে, দাড়ি চোমড়াতে চোমড়াতে বেরিয়ে গেছিল ম্যাককিনি।

"দৌড়ে গিয়ে দেখেছিলাম সেই একই রকম পরীওলা কার্ড গাঁথা রয়েছে সদর দরজায়—যেমনটা দেখেছিলাম আগে—ওক গাছের গুঁড়িতে। হুবহু এক রকম কিন্তু নয়। এবার পরীদের সংখ্যা ছয়, তলায় লেখা '৬'। দরজা থেকে কার্ড নামিয়ে যখন সভয়ে দেখছি কৃষ্ণবসনা সেই পরীকে, একটা হাত কার্ডখানা ছিনিয়ে নিয়েছিল আমার হাত থেকে। ঘুরে গিয়ে দেখেছিলাম মিস্টার টপটন দাঁড়িয়ে আছেন আমার ঠিক পেছনে। বলেছিলেন ঠাণ্ডা গলায়—'মিস ফেরার্স, এ কার্ড আপনার জন্যে নয়। ভগবানকে ডাকুন, এ রকম কার্ড আপনার জন্যে যেন কখনও না হয়।'

"আমি চিৎকার করে বলেছিলাম—'কিন্তু মানে কি এই পরী কার্ডের? বাবা-র কাছে বিপজ্জনকই যদি হয় তো বাবা পুলিশকে খবর দিচ্ছে না কেন?'

" 'কারণ পুলিশকে আমরা চাই না,' বলেছিলেন মিস্টার টপটন—'মাই ডিয়ার ইয়ং লেডি, এ পরিস্থিতির মোকাবিলা করার যোগ্যতা আর ক্ষমতা আছে শুধু আমাদের দুজনেরই,' বলে, বোঁ করে ঘুরে গিয়ে, ভেতর বাড়িতে উধাও হয়েছিলেন মিস্টার টপটন। ছবিখানা নিশ্চয় বাবা-কে দিয়েছিলেন। কেননা, তারপর থেকে পুরো একটা সপ্তাহ ঘর থেকে আর বেরয়নি বাবা।"

বাধা দিল হোমস্। বললে—"ওক কাঠে ঠিক কবে প্রথম ছবিটা পেয়েছিলেন, মনে করতে পারছেন?"

"ডিসেম্বর মাসের ২০ তারিখে।"

"দ্বিতীয়টার আবির্ভাব ঘটেছিল সদর দরজায় ফেব্রুয়ারি মাসের ১১ তারিখে। থ্যাংকিউ। বলে যান এর পরের কথা।"

"প্রায় দিন পনেরো পরে, এক রাতে আমি আর বাবা দুজনে বসেছিলাম খাবার টেবিলে। সে রাত ছিল দারুণ ঝড়জলের রাত। হুহু করে হাওয়া নামছিল চিমনির

মধ্যে দিয়ে। থর থর করে যেন কাঁপছিল আদ্দিকালের পুরোনো প্রাসাদ। খাওয়া শেষ হয়ে গেছিল। মোমবাতির আলোয় মদের গেলাসে শুম মেরে চুমুক দিয়ে যাচ্ছিল বাবা। হঠাৎ চোখ ফিরিয়েছিল আমার দিকে। সেই চোখে দেখেছিলাম নিদারুণ আতঙ্ক। দেখেই তো আমার গায়ের রক্ত জল হয়ে গেছিল। আমার ঠিক সামনেই বাবা-র ঠিক পেছনেই ছিল একটা জানলা, পর্দা সরানো ছিল সামান্য, বৃষ্টির জলে ধুয়ে যাচ্ছিল জানলার কাঁচ।

"কাঁচের মধ্যে দিয়ে চেয়েছিল একটা মানুষের মুখ। হাত দিয়ে ঢেকে রেখে দিয়েছিল মুখের নিচের দিকটা, কিন্তু ওপর দিকের দুটো গনগনে চোখ, টুপির ঠিক নিচের একজোড়া চোখ, কটমট করে চেয়েছিল আমার দিকে।

"বাবা নিশ্চয় বুঝে নিয়ে ছিল, বিপদ এসে গেছে পেছনের জানলায়। তাই আর একটুও দেরি না করে একটা ভারি শামাদান তুলে নিয়ে জ্বলন্ত মোমবাতি সমেত ছুঁড়ে মেরেছিল জানলায়।

"ঝন ঝন করে ভেঙে গেছিল কাঁচ। ভাঙা সার্সির মধ্যে দিয়ে হু-হু করে তেড়ে এসেছিল দামাল হাওয়া পর্দাকে উড়িয়ে দিয়ে টকটকে রাঙা মস্ত বাদুড়ের ডানার মত। বাকি মোমবাতিগুলো যখন একে একে দপদপ করে নিভে যাচ্ছে, তখন নিশ্চয় ভয়ের চোটে আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম। জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখেছিলাম, শুয়ে আছি আমার বিছানায়; পরের দিন, ভয়ঙ্কর এই ঘটনা নিয়ে কোনও কথা না বলে, গ্রামের মিস্ত্রীকে ডেকে জানলা মেরামত করে নিয়েছিল বাবা। মিস্টার হোম্‌স্, এবার পৌঁছচ্ছি আমার এই কাহিনীর শেষ পাদে।

"আজ থেকে ঠিক ছ'হপ্তা তিন দিন আগে, বাবা আর আমি যখন প্রাতরাশ খেতে বসেছি টেবিলে, টেবিলের ঠিক ওপরেই দেখলাম রয়েছে একটা দানবিক পরীদের ছবি, ছয় আর তিন। এবার কিন্তু কোনও সংখ্যা লেখা নেই ওদের দিকে।"

সিরিয়াস গলায় বললে হোম্‌স্—"আপনার বাবা-র কি খবর?"

"নিশ্চিত নিয়তির প্রতীক্ষায় খুব ঠাণ্ডা মেরে গেল। শান্ত চোখে অনেক বছর পরে আমার দিকে চেয়ে থেকে বললে—'এসে গেছে। ভালই হলো।'

"কেঁদে উঠে আমি পুলিশ ডাকতে বলেছিলাম। বাবা বলেছিল—'ছায়া প্রায় উঠে এসেছে, আর বেশি দেরি নেই।'

"তারপর," একটু দ্বিধা করে, আমার মাথায় হাত রেখে বলেছিল—'যদি কেউ, কোনও অচেনা আগন্তুক তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে বলবে—আমার বাবা তো আমাকে কিছু বলে যায়নি, না-জানার তিমিরে [illegible] গিয়েছে, শুধু বলতে বলেছে, নির্মাতার নাম আছে বন্দুকটার বাঁটে। যা [illegible] তা অক্ষরে অক্ষরে মনে রাখবে। বাকি সব ভুলে যাবে। সুখী হবে [illegible]কেই।' এই বলে, বেরিয়ে গেছিল ঘর ছেড়ে।"

"তারপর থেকে বাবা-কে আর দেখিনি বললেই চলে। সাহসে বুক বেঁধে চিঠি লিখেছিলাম স্যার রবার্ট-কে। তারপর একটা থলি করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে

এসেছি লণ্ডনে। স্যার রবার্ট আমার কাহিনীর কিছুটা শুনেই আপনার শরণাপন্ন হতে বলেছেন।"

শার্লক হোম্‌স্‌কে এরকম গম্ভীর হয়ে যেতে কখনও দেখিনি আমি। ভুরু কুঁচকে রইল বেশ কিছুক্ষণ।

তারপর বললে—"লণ্ডন শহরে নতুন জীবন শুরু করার কথা ভাবুন। এখানে বন্ধু পাবেন অনেক।"

"কিন্তু আমার বাবা—?"

উঠে দাঁড়াল হোম্‌স্‌—"আমি আর আমার এই বন্ধু ওয়াটসন এখুনি রওনা হবো আপনার সঙ্গে। আটকাতে না পারি, বদলা তো নিতে পারব।"

"হোম্‌স্‌?" গলা কেঁপে গেছিল আমার।

"বৃথা আশা দিয়ে লাভ নেই মিস ফেরার্স-কে। সময় খুব কম। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই হ্যাম্পশায়ারের একটা ট্রেন ছাড়বে বলে মনে হয়। দরকারি দু-চারটে জিনিস নিয়ে নাও ব্যাগে। রিভলভারটা নেবে।"

"বিপদ তাহলে আছে?"

"বিলক্ষণ আছে। মিস ফেরার্স এসেছেন বড় দেরিতে।"

জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে যখন বেরতে যাচ্ছি ইয়ং লেডিকে নিয়ে, শার্লক হোম্‌স বইয়ের তাক থেকে একটা চামড়াবাঁধাই পাতলা বই নিয়ে রাখল ওভারকোটের পকেটে। তারপর খসখস করে একটা টেলিগ্রাম লিখে গছিয়ে দিল মিসেস হাডসনের হাতে হলঘরে—"এখুনি পাঠাবেন কাইণ্ডলি।"

চার চাকার ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে ওয়াটারলু স্টেশনে এসেই পেয়ে গেলাম লিণ্ডহার্স্ট রোড স্টেশনের ট্রেন।

দু'ঘণ্টা পরে পৌঁছোলাম গন্তব্যস্থানে। চলন্ত ট্রেনে একটা কথাও বলেনি হোম্‌স্‌। গুম মেরে থেকেছে।

ট্রেন থেকে নেমে ফটকের কাছে যেতেই এক ভদ্রমহিলা এগিয়ে এসে বললেন—"মিস্টার শার্লক হোম্‌স্‌?"

"মিসেস নরধাম?"

"ইয়েস, স্যার। আপনার টেলিগ্রাম পেয়েই দৌড়ে এলাম। ডাকলে, আমি তো আছি, ভয় কি?"

"মিসেস নরধাম!" মোলায়েম গলায় বললে হোম্‌স্‌—"এখন থেকে মিস ফেরার্স-য়ের ভার রইল আপনার ওপর। এস, ওয়াটসন।"

স্টেশন চত্বর থেকে পেয়ে গেলাম দু'চাকার একটা একাগাড়ি। পেরিয়ে এলাম ধূসর প্রান্তর, সবুজ বনময় পাহাড়ি পথ, জঙ্গল, তারপরেই দেখলাম বিস্তীর্ণ জলাভূমির একপ্রান্তের মস্ত ধ্বংসস্তূপ, মিনিট কয়েক পরেই ঝুঁকে গাছের ফাঁক দিয়ে তীর বেগে গোধূলির আলোয় ছিটকে বেরিয়ে এল গাড়ি। আঙুল তুলে দেখিয়ে হোম্‌স্‌ বললে তিক্ত স্বরে—"যা ভয় করেছিলাম। দেরি হয়ে গেল।"

আমাদের সামনে একই দিকে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে একজন পুলিশ কনস্টেবল।

গাছপালার মধ্যে দিয়ে গাড়ি এসে গেল অস্তমিত সূর্যের আলোয় রাঙা একটা চায়গায়। বাড়ি থেকে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকজন মানুষ একটা সীডার গাছের তলায়। হোমসের নির্দেশে আমাদের গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল সেখানে ঘাস ছাওয়া মাঠের ওপর দিয়ে।

যারা দাঁড়িয়েছিল গাছতলায়, তাদের মধ্যে ছিল একজন পুলিশের লোক, একজন ভদ্রলোক—হাতে কালো ব্যাগ—ডাক্তার অবশ্যই, আর বেড়াল-গুঁফো এক ভদ্রলোক—গায়ে গেরুয়া টুইডজেকেট। সবাই যখন ঘুরে দাঁড়িয়েছে আমাদের দিকে, আমরা তখন বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছি সামনের ভয়াবহ দৃশ্যের দিকে।

সীডার গাছতলায় পড়ে রয়েছে এক প্রৌঢ়ের মৃতদেহ। দু'হাত দু'পাশে ছড়ানো। আঙুল খামচে রয়েছে মাঠের ঘাস। চিবুকের দাড়ি বিস্তৃতভাবে উঁচিয়ে থাকায় মুখভাব সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। দু-ফাঁক গলার হাড় চকচক করছে রাঙা আলোয়, মাথার কাছের মাটি লাল হয়ে রয়েছে চাপচাপ রক্তে।

এগিয়ে এলেন ডাক্তার—"মিস্টার শার্লক হোমস্, একি ভয়ানক ব্যাপার? আপনার টেলিগ্রাম পেয়েই আমার স্ত্রী চলে গেল স্টেশনে। দেখা হয়েছে তো মিস ফেরার্স-য়ের সঙ্গে?"

"হয়েছে। থ্যাংকিউ। দুঃখ রইল শুধু যথা সময়ে আসতে পারলাম না বলে।"

সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে বললে পুলিশম্যান—"আপনি জানতেন এ রকম একটা ঘটনা ঘটবে?"

"জানতাম বলেই তো এলাম।"

"তাই যদি হয়, তাহলে..."

হোমস্ তাকে টেনে নিয়ে গেল একপাশে: কি যেন বলল খাটো গলায়। ফিরে যখন এল, তখন পুলিশম্যানের ভ্রুকুটি মিলিয়ে গেছে। বলছে—"মিস্টার টমসনের এজাহার শুনলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।"

টুইডকোট পরা মানুষটা আমাদের দিকে চেয়ে খর খর করে বললে—"যা বলবার তা কনস্টেবলকে বলে দিয়েছি। আর কিছু বলার নেই। মিস্টার ফেরার্স সুইসাইড করেছেন।"

আতীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে হোমস্—"সুইসাইড?"

"আবার কি? গত কয়েক সপ্তাহ গুমরে গুমরে থেকেছেন, বাড়ির সবাই জানে। শেষমেশ ছুরি চালিয়ে নিজের টুঁটি নিজে কেটেছেন। এক কান থেকে আর এক কান পর্যন্ত—একটানে।"

মৃতদেহের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে হোমস্ বললে—"এই ছুরি দিয়ে তো? মোষের শিংয়ের হাতলওলা ভাঁজ খাওয়া ছুরি দিয়ে ফলা ঢুকে যায় ভেতরে। ইটালিয়ান ছুরি দেখছি।"

"জানছেন কি করে?"

"মিলানেস কামারের কোম্পানির মার্কা রয়েছে বাঁটের ওপর। এটা আবার কি! কী আশ্চর্য! অদ্ভুত জিনিস তো?"

ঘাস থেকে তুলে নেওয়া জিনিসটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল হোমস্। খাটো নলের একটা রাইফেল। ভাঁজ করা যায়

পুলিশ কনস্টেবল বললে—"পড়েছিল মাথার কাছে নিশ্চয় সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলেন. ঝামেলা হতে পারে আন্দাজ করে নিয়ে

"কিন্তু গুলি-ভরা তো নয়। পেছন দিকের ব্রীচের খ্রীজ উঠে যায়নি এই কারণেই। এটা আবার কি! ওয়াটসন, দাও তো তোমার পেন্সিল আর রুমাল।"

মিস্টার টম্পটন বললে—"নিছক একটা ফুটো। সাফ করার শিক ঢোকানোর জন্যে।"

"জানি। কিন্তু এই ফুটো একটু অদ্ভুত রকমের।"

"অদ্ভুত? পেন্সিলে রুমাল পাকিয়ে ফুটোর মধ্যে তো ঢুকিয়ে দিলেন, টেনে বের করেও আনলেন। কিছুই নেই রুমালে। তবুও বলছেন একটু অদ্ভুত রকমের। চেয়েছিলেন কি?"

"ধুলো।"

"ধুলো?"

"হ্যাঁ। কিছু একটা লুকোনো ছিল ফুটোর মধ্যে। তাই ফুটোর গায়ে নেই কোনও ধুলো। সাধারণত ধুলোই থাকে সব বন্দুকের এই রকম ফুটোর মধ্যে। মিস্টার টম্পটন, এবার শোনা যাক আপনার কথা। হই-হই শুরু করেছিলেন আপনিই প্রথম। তাই তো?"

"বটেই তো। ঘণ্টাখানেক আগে একটু দম ফেলার জন্যে হাওয়া খেতে বেরিয়ে মিস্টার ফেরার্স-কে দেখলাম দাঁড়িয়ে আছেন এই গাছের কাছে। আমি হেঁকে ডাক দিতেই ঘুরে গিয়ে যেন গলায় হাত দিলেন। টলে উঠে পড়ে গেলেন। দৌড়ে এসে দেখলাম পড়ে আছেন এইভাবে, পাশে রয়েছে ছুরি। তক্ষুনি চাকর পাঠিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, ডক্টর নরধাম আর পুলিশ কনস্টেবলকে।"

"চমৎকার! চমৎকার! জলের মত পরিষ্কার। আপনিই তো মিস্টার ফেরার্স-য়ের সঙ্গে সিসিলি-তে ছিলেন, তাই না?"

"হ্যাঁ ছিলাম।"

"জেন্টেলমেন, আপনারা যদি বাড়ির মধ্যে যেতে চান, যেতে পারেন। ওয়াটসন, তুমি থাকবে আমার সঙ্গে। কনস্টেবল, আপনিও থাকুন।"

গাছপালার মধ্যে দিয়ে ডাক্তার আর টম্পটন উধাও হতেই তৎপরতা ছড়িয়ে গেল শার্লক হোমসের সর্ব অবয়বে। হামাগুড়ি দিয়ে একপাক ঘুরে এল [illegible]-কে। যেন, গন্ধ শুঁকছে শিকারি কুকুর। একবার মাথা নামিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইল মাটির দিকে। তারপর, উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে আতস কাঁচ বের করে সীডার গাছের গুঁড়ি দেখে গেল খুব মন দিয়ে। শক্ত হয়ে গেল হঠাৎ। ইসারা করতেই আমি আর কনস্টেবল দৌড়ে গেলাম পাশে। আঙুল তুলে একটা জায়গা দেখিয়ে আতস কাঁচ কনস্টেবলের হাতে গছিয়ে দিয়ে বললে—"খুঁটিয়ে দেখুন এই গাঁট-টা। কি দেখছেন?"

"মনে তো হচ্ছে একটা চুল," লেন্সের মধ্যে দিয়ে এক চোখ টিপে তাকিয়ে থেকে বললে কনস্টেবল কিবল—"না, চুল নয়। বাদামি রঙের একটা সুতো।"

"তাই বটে। তুলে নিয়ে কাইগুলি খামের মধ্যে রাখুন। ওয়াটসন, ঠেলে তুলে দাও আমাকে," বলে, হাঁচড়-পাঁচড় করে উঠে গেল গুঁড়ি যেখানে দু'ভাগ হয়ে গেছে, সেখানটায়। ডালপালা ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গাছের ছাল দেখতে দেখতে বললে—"টাটকা আঁচড় এখানে, গুঁড়ি যেখানে দু'ভাগ হয়েছে—সেখানে কাদার ছাপ, ডালে লেগে বাদামি রঙের আঁশ—পিঠ দিয়ে একটা লোক বসেছিল এখানে। এবার লাফ দিয়ে নামব মাটিতে, দেখা যাক কোথায় নামি। হেই।" বলেই ঝুপ করে নেমে এল আমার পাশে—"কি দেখছ, ওয়াটসন?"

"মাটিতে পাশাপাশি দুটো ছোট্ট গর্ত—মাটি দেবে গেছে।"

"গোড়ালির ছাপ। এবার দেখো আশেপাশে।"

লাফিয়ে উঠল কনস্টেবল—"কি আশ্চর্য? গর্ত তো চারটে, দুটো নয়—হুবহু একই রকম।"

"অন্য দুটো তত গভীর নয়।"

"মানুষটা হাল্কা ছিল বলে!" সোল্লাসে বলেছিলাম আমি।

"ব্র্যাভো, ওয়াটসন, ব্র্যাভো। এখানে যা দেখবার দেখা হয়ে গেছে। আর কিছু নেই।"

কনস্টেবল একদৃষ্টে হোম্‌সের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে—"আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে। মানে কি এ সবের?"

"প্রমোশনের চান্স পাবেন এবার। কনস্টেবল থেকে হয়ে যাবেন সার্জেন্ট। যাওয়া যাক সবার কাছে।"

কনস্টেবলের পেছন পেছন গেলাম একটা লম্বাটে ঘরে। ফার্নিচার খুব একটা নেই সে ঘরে। জানলার পাশে টেবিলে লিখছিলেন ডক্টর নরধাম। বললেন—"বলুন, মিস্টার হোম্‌স্?"

হোম্‌স্ বললে—"রিপোর্ট লিখছেন? ভুল ধারণা যাতে সৃষ্টি না হয় মনের মধ্যে, সেদিকে একটু নজর দেবেন।"

এক দৃষ্টে বন্ধুবরের দিকে চেয়ে থেকে ডাক্তার বললেন—"আপনার কথার অর্থ বুঝলাম না। একটু খোলসা হবেন?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। মিস্টার জোসুয়া ফেরার্স-এর মৃত্যুর কারণ নিশ্চয় আঁচ করে ফেলেছেন?"

"আঁচ করার তো কিছুই নেই। চোখেই তো দেখা যাচ্ছে। মেডিক্যাল পরীক্ষাতেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, জোসুয়া ফেরার্স নিজের গলা নিজেই কেটেছেন।"

"আশ্চর্য মানুষ ছিলেন বটে এই মিস্টার ফেরার্স। আত্মহত্যা করার জন্যে ঘাড় বা গলার জুগুলার শিরা না কেটে গোটা গলার আধখানা পেঁচিয়ে কাটেন সামান্য একটা হাত-ছুরি দিয়ে—এক কান থেকে আর এক কান পর্যন্ত—মিস্টার টস্টনের কথানুসারে। যদি কখনও আত্মহত্যা করতে যাই, এ রকম ভুল যেন না করি।"

প্রখণ্ড নৈঃশব্দ্য নেমে এল ঘরের মধ্যে।

তারপরেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার। দেওয়ালে পিঠ দিয়ে, দু'হাত বুকে জড়ো করে, ঠায় দাঁড়িয়ে রইল টন্সটন—চোখ হোমসের ওপর।

বললে হিমশীতল গলায়—"খুন শব্দটা যে খুব খারাপ, মিস্টার শার্লক হোম্স্।"

"কাজটাও খুব খারাপ। কিন্তু 'মালাভিটা'দের কাছে নয়।"

"কি আজে বাজে বকছেন!"

"আরে হ্যাঁ! আমি তো ভাবলাম সিসিলি সম্পর্কিত এমন কিছু জ্ঞান বিতরণ করবেন—আমার যা অজানা। কিন্তু ভয়ঙ্কর এই গুপ্ত সমিতিকে যদি আজে বাজে বলে উড়িয়ে দিতে চান—তাহলে আপনার জ্ঞাতার্থে কিঞ্চিৎ কথা বলা দরকার।"

"হুঁশিয়ার, মিস্টার হোম্স্!"

"ডক্টর নরধাম আর কনস্টেবল মশায়ের কাছে আমার বক্তব্য খাপছাড়া লাগতে পারে—পরে না হয় বিশদ হওয়া যাবে। ওয়াটসন, শোনো কানখাড়া করে, কারণ মিস ফেরার্স যখন গেছিলেন আমার ডেরায়, তখন তুমি হাজির ছিলে সেখানে।

"পরিষ্কার বোঝা গেছিল, মিস ফেরার্সের বাবা ভয়ানক আর নিরন্তর এক বিভীষিকা থেকে বাঁচবার জন্যেই এমন একটা অগামড়া জায়গায় এসে লুকিয়ে ছিলেন। স্রেফ প্রাণের ভয়ে। যেহেতু উনি এসেছিলেন সিসিলি থেকে, যে জায়গাটা অতি কুখ্যাত মদমত্ত জিঘাংসাপরায়ণ গুপ্ত সমিতিদের জন্যে, সঙ্গত কারণেই ধরে নেওয়া যেতে পারে উনি কোনও এক গুপ্ত সমিতির গোপন কানুন লঙ্ঘন করে তাদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তাদেরকে চটিয়ে দিয়েছিলেন। হয়ত সেই সমিতির গুপ্ত সদস্য ছিলেন—সঙ্ঘের কঠোর নিয়ম লঙ্ঘন করেছিলেন। যেহেতু পুলিশের ধারে কাছেও যাননি, তখন মারণ পরীদের আবির্ভাবের অর্থ কি, তা বুঝতে আমার পলক সময়ও লাগেনি। কালো পরী মানেই যে মৃত্যু ঘন্টা। তারা সংখ্যায় ছিল নয় ছাপা অবস্থায়—তলায় হাতে লেখা ছিল 'ছয় আর তিন'। এই ছবি পেরেক দিয়ে মারা ছিল একটা গাছে—ডিসেম্বর মাসের ২৯ তারিখে।

"এরপর কালো পরীদের আবির্ভাব ঘটেছিল ফেব্রুয়ারি মাসের ১১ তারিখে—২৯শে ডিসেম্বর থেকে ঠিক ছ'হপ্তা তিন দিন পরে। এবার কিন্তু কালো পরীদের সংখ্যা ছিল ছয়—কার্ডটা ফের পেরেক দিয়ে সাঁটিয়ে দেওয়া হয়েছিল সদর দরজায়।

"মার্চ মাসের ২৪ তারিখে দেখা গেল তৃতীয় আর সর্বশেষ আবির্ভাব—দ্বিতীয়টার ঠিক ছ'হপ্তা পরে। মারণ সঙ্কেতরা সংখ্যায় এবারেও ৯। এবার কিন্তু তলায় আর কিছু লেখা নেই। এই লিপি পাওয়া গেল অ্যাবটস্ট্যাণ্ডিং মালিকের খাবার টেবিলের ওপরেই।

"মিস ফেরার্স-য়ের কাহিনী শুনতে শুনতে মনের মধ্যে হিসেব করে যাচ্ছিলাম বলেই বুঝে গেছিলাম চরম ৯-য়ের কালো পরীরা হানা দেবে আজকে—মে মাসের ৭ তারিখে।

"বুঝেছিলাম, দেরি হয়ে গেছে যথেষ্ট। মিস ফেরার্স-য়ের বাবা-কে বাঁচাতে না পারলেও প্রতিশোধ তো নেওয়া যাবে। তাই সমস্যাটাকে দেখেছিলাম অন্য কোণ থেকে।

"জানলায় যে মুখ দেখা গেছিল, সে মুখ অতি ভয়াবহ, বর্বরোচিত, গুপ্ত সমিতিদের প্রতিহিংসা কামনায় প্রতীক—যেন আতঙ্ক জাগ্রত হয় মৃত্যু পথযাত্রীর মনের মধ্যে. ফ্যামিলির অন্য সবাইও যেন ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। ভয়ানক সেই মুখের মালিক মুখের নিচের দিকটা হাত দিয়ে চেপে রেখে দিয়েছিল যাতে মিস ফেরার্স চিনে না ফেলেন। অথবা, তাঁর বাবা।

"প্রথম থেকেই হিসেব করছিলাম মনের মধ্যে। এমন অবাধ গতিবিধি কার থাকতে পারে? প্রথমে গাছের গায়ে, তারপর সদর দরজায়, তারপর টেবিলের ওপর। মিস্টার ফেরার্স ছিলেন সিসিলি-তে, মিস্টার জেমস টম্পটনও ছিলেন সিসিলি-তে। দুই প্লাস দুই করলে চার হয়।"

ঘর নিস্তব্ধ। দু'হাত বুকের ওপর আড়াআড়ি ভাবে রেখে টম্পটন জ্বলন্ত চোখে চেয়ে আছে, শার্লক হোমসের দিকে।

হোম্‌স্ বলে গেল—"তিনশ বছর আগে থেকে গুপ্ত সমিতিরা দাপিয়ে গেছে সিসিলি-তে। তাদের কাজকর্ম ছিল কি রকম, এখনও আছে কি রকম, তার কিছু কিছু আমার জানা আছে। 'মালা ভিটা' নামে একটা ভয়ঙ্কর গুপ্ত সংস্থা সদস্যদের মধ্যে কথা চালাচালি করত কালো পরী পাঠিয়ে, কখনও দৈত্য, কখনও ডানাওলা সিংহ। সমিতির নিয়ম লঙ্ঘন করলে মৃত্যুদণ্ড অনিবার্য। পাঠানো হয় তিনটে হুঁশিয়ারি। দ্বিতীয়টা আসে প্রথমটার ছ'হপ্তা তিনদিন পরে। তৃতীয়টা আসে দ্বিতীয়টার ছ'হপ্তা পরে। ফাইন্যাল ওয়ার্নিং দেওয়ার পর ছ হপ্তা তিন দিন কাটিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় মৃত্যুদণ্ড। 'মালা ভিটা' সংস্থার নিয়মকানুনের মধ্যে এই সব খুঁটিয়ে লেখা আছে। আর লেখা আছে শাস্তির বহর—যদি কেউ কানুন ভাঙে, তাদের জন্যে।"

এই পর্যন্ত বলে, ঘর থেকে আনা চামড়া বাঁধাই বইটা তুলে সবাইকে দেখিয়ে হোম্‌স্ বললে—"এই বইয়ে সিসিলি-র সিক্রেট সোসাইটিদের রক্তজমানো ভয়ানক কার্যকলাপ লেখা আছে।"

ঘর নিশ্চুপ।

হোম্‌স্ বলে গেল বইখানা পকেটে রেখে—"জোসুয়া ফেরার্স যে বিভীষণ এই গুপ্ত সমিতিদের একটার সদস্য ছিলেন, সে বিষয়ে নেই কোনও সন্দেহ। অপরাধ যেটা করেছিলেন, সেটা কোনও দিন আর জানা না গেলেও আঁচ করতে পারি। ১৬ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, 'মালা ভিটা' গুপ্ত সমিতির পাণ্ডা আসলে কে, এটা যে জেনে যাবে, তাকে মরতেই হবে।

"মিস্টার ফেরার্স মৃত্যু অনিবার্য জেনে মেয়েকে বলে গেছিলেন—'যদি কেউ, কোনও অচেনা আগন্তুক তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করে, তাকে বলবে—আমার বাবা তো আমাকে কিছু বলে যায়নি, না-জানার জিম্মিতে রেখে দিয়েছে, শুধু বলতে বলেছে, নির্যাতার নাম আছে বন্দুকটার বাঁটে।' ঠিক বন্দুক নয়, 'বন্দুকটা'। লক্ষ্য করুন। এ-বার্তা যে পাবে, সে বুঝে নেবে 'বন্দুকটা' বলতে কোন বন্দুকের কথা বলা হয়েছে। যে-বন্দুক মিস্টার ফেরার্স-য়ের ডেড বডির পাশে আমরা পেয়েছি, সে-বন্দুক মামুলি কোনও বন্দুক নয়—সিসিলি-র সিক্রেট সোসাইটিদের মার্কামারা বন্দুক।

"দায়িত্ব পালন করবার জন্যে বন্দুকটা সঙ্গে নিয়ে গেলেন মিস্টার ফেরার্স— হাতিয়ার হিসেবে নয়, মিটমাট করে নেওয়ার জন্যে, বন্দুকের ফুটোর মধ্যে যা পাকিয়ে লুকোনো আছে, সেটার বিনিময়ে প্রাণভিক্ষা করার জন্যে। জিনিসটা নিশ্চয় একটা পাকানো কাগজ, যাতে লেখা আছে 'মালা ভিটা' সংস্থার প্রাপ্ত মাস্টারের নাম, বা অন্য কোনও দলিল। সিসিলি-তে মেম্বার থাকার সময়ে পাকে চক্রে হয়তো হাতে এসে পড়েছিল সেই দলিল। সে জিনিস নষ্ট করে ফেললেও লাভ হতো না। নামটা যেহেতু উনি দেখে ফেলেছেন, অতএব জাহান্নমে যেতে ওঁকে হবেই। নিজের প্রাণ যায় যাক, মেয়ের প্রাণটা যেন না যায়, সে চেষ্টা করেছিলেন। কোন জল্লাদের হাতে দায়িত্বটা পড়েছে, ফেরার্স তা জানতেন না। সে যেই হোক না কেন, গুপ্ত সংঘের সদস্য নিশ্চয়।

"চিতাবাঘ যেভাবে ভেড়ার প্রতীক্ষায় ঘাপটি মেরে থাকে, ঘাতক সেইভাবে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল গাছের ডালে উঠে ডালপালা পাতার আড়ালে—সাক্ষাতের জায়গায়। শিকার যখন পায়ের তলায়, তখন ছুরি হাতে পেছনে লাফিয়ে পড়ে ঘ্যাঁচ করে একটানে টুঁটি দু ফাঁক করে দিয়েছিল। ফেরার্সের দেহতল্লাস করবার পর দলিলটা পেয়ে গেছিল বন্দুকের ফুটোর মধ্যে। সমাপ্ত হয়েছিল জঘন্য নৃশংস দায়িত্ব। শুধু একটা ব্যাপার মাথার মধ্যে রাখেনি। ঘেসোজমিতে রেখে গেছিল নিজের বুটের গোড়ালির পাশাপাশি দুটো ছাপ। সেই সঙ্গে পরনের বাদামি টুইড কোটের দুটো সুতো—গাছের এবড়ো খেবড়ো বাকলে।'

শার্লক হোমসের কথা সমাপ্ত হতেই নৈঃশব্দ্য নেমে এসেছিল হলঘরে। তর্জনি নির্দেশে জেমস টন্সটনকে দেখিয়ে বলেছিল তার পরেই—"জোসুয়া ফেরার্স-য়ের এই সেই হত্যাকারী।"

বিবর্ণ মুখে ফিকে হাসি ভাসিয়ে এক পা এগিয়ে এসে টন্সটন বললে—"ভুল বললেন। আমি জোসুয়া ফেরার্স-য়ের জল্লাদ।"

নিমেষ মধ্যে কনস্টেবল হাতকড়া পরিয়ে দিল তার হাতে।

বাধা দিল না টন্সটন। হাতকড়া পরা অবস্থায় দরজার দিকে যখন পা বাড়িয়েছে, হোম্‌স্ জিজ্ঞেস করেছিল—"জিনিসটা গেল কোথায়?"

দাঁড়িয়ে গেল টন্সটন। কথা নেই মুখে।

হোম্‌স্ বললে—"নষ্ট যদি না করে থাকো এখনও, দাও আমাকে। আমি করছি—নামটা না পড়েই।"

জেমস টন্সটন বললে—"নষ্ট করা হয়ে গেছে। মালা ভিটা-র সিক্রেট এখন মালাভিটা-র কাছেই। কথাটা খেয়াল থাকে যেন। বড্ড বেশী জেনে ফেলেছেন। মিস্টার শার্লক হোম্‌স্, আয়ু আপনার ফুরিয়ে এসেছে।"

বলে, ধূসর চোখে শীতল হাসি ভাসিয়ে দিয়ে ছেড়ে বেরিয়ে গেল মালা ভিটা-র জল্লাদ।

❑ এই গল্পটির লেখক অ্যাড্রিয়ান কন্যান ডয়াল।

[দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ডার্ক অ্যাঞ্জেলস]

জল্লাদের কুঠার

"ব্যাপার খুবই অদ্ভুত," 'দৈনিক টাইমস' পত্রিকা মেঝেতে ফেলে দিয়ে বললাম আমি "তোমার পরামর্শ নেওয়া উচিত ছিল ফ্যামিলির।"

জানলার সামনে থেকে সরে এসে ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে জবাবটা দিল বন্ধুবর শার্লক হোম্‌স্‌—"ফাউলকেস রথ রহস্য নিয়ে মুখ খুলেছ নিশ্চয়। পড়ো এই চিঠিটা। পেয়েছি ব্রেকফাস্টের ঠিক পরেই।"

ড্রেসিংগাউনের পকেট থেকে ঈষৎ হলুদ রঙের একটা কাগজ বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়েছিল হোম্‌স্‌। টেলিগ্রামের কাগজ। এসেছে সাসেক্সের ফরেস্ট রো থেকে। তাতে যা লেখা আছে, তা এই : "অ্যাডলটন ব্যাপারে আপনার সঙ্গে সোয়া দশটার সময়ে দেখা করতে চাই। ভিনসেন্ট।"

'দৈনিক টাইমস' তুলে নিলাম মেঝে থেকে। চট করে চোখ বুলিয়ে নিলাম তাজা খবরটায়। বললাম—"ভিনসেন্ট নামে কেউ তো নেই এ ব্যাপারে।"

"তাতে কিছু এসে যায় না," অসহিষ্ণু স্বরে বললে হোম্‌স্‌—"টেলিগ্রামের বয়ান থেকে ধরে নেওয়া যাক, ভদ্রলোক অ্যাডলটন ফ্যামিলির দেখভাল দেখার জন্যে কোনও এক আইনবিদ। হাতে যখন একটু সময় আছে, তখন খবরটার অদরকারি অংশ বাদ দিয়ে দরকারি ব্যাপারটা নিয়ে একটু মাথা ঘামানো যাক।"

এই বলে, পারসোর চটিজুতোর ভেতর থেকে তামাক বের করে টোব্যাকো পাইপে ঠেসে নিল শার্লক হোম্‌স্‌। তাতে অগ্নিসংযোগ করে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চেয়ারে এলিয়ে পড়ে চেয়ে রইল কড়িকাঠের দিকে।

পড়ে গেলাম আমি—'ট্র্যাজেডিটা ঘটেছে ফাউলকেস রথ নামক অতি প্রাচীন এক খামার বাড়িতে। এ বাড়ি রয়েছে অ্যাশডাউন অরণ্যের ফরেস্টরো জায়গাটার কাছেই। বাড়িটার এহেন অদ্ভুত নামকরণের কারণ, বাড়ির কাছেই রয়েছে একটা প্রাচীন কবরখানা—।"

"ওয়াটসন, বাজে কথা বাদ দিয়ে শুধু কাজের কথা বলো।"

ঈষৎ শক্ত হয়ে পড়ে গেলাম গড় গড় করে—"সম্পত্তির মালিক যাঁর নাম কর্নেল ম্যাথিয়াস অ্যাডলটন। গ্রামের প্রধান জমিদার, নাইটের সহচর। পদমর্যাদায় বিচারকের সমান। তল্লাটের সবচেয়ে ধনশালী ব্যক্তি। বাড়িতে মানুষ বলতে তিনি নিজে, তাঁর ভাইপো পার্সি লন্ডটন, খাসভৃত্য মর্সস্টেড, চারজন চাকর। এ ছাড়াও, বাড়ি জমি দেখভাল করার জন্যে আছে এক ব্যক্তি, আছে একজন সহিস, গরু মোষ ছাগল ভেড়া দেখাশুনো করার জন্যে বেশ কয়েকজন—এরা থাকে সম্পত্তির সীমানা বরাবর।

"গতরাতে জমিদার অ্যাডলটন তাঁর ভাইপোর সঙ্গে রাতের খানা খেয়েছিলেন

আটটার সময়ে, তারপর ঘোড়ায় চেপে বাইরে গেছিলেন ঘন্টাখানেকের জন্যে। ফিরেছিলেন রাত দশটার একটু আগে। ভাইপোর সঙ্গে হল ঘরে বসে এক গেলাস পোর্ট সুরা পান করেছিলেন। খুড়ো ভাইপোর মধ্যে কি একটা নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছিল। মদের বোতল নিয়ে ঘরে ঢুকে খাস চাকর দেখেছিল, জমিদার মশায়ের মুখ গনগন করছে, কিছু একটা ব্যাপারে তেতে রয়েছেন।"

"ভাইপোর নাম পার্সি লণ্ডটন?"

"হ্যাঁ।"

"তারপর?"

"লণ্ডটনের মুখ দেখতে পায়নি খাস চাকর। ছোকরা তখন জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়েছিল বলে। ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে শুনেছিল, তুমুল বচসা চলছে কাকা ভাইপোর মধ্যে। মাঝরাতের পর হলঘরের দিক থেকে ভীষণ একটা চিৎকার শুনে রাত্রিপোশাক পরেই দৌড়ে আসে খাস চাকর। সঙ্গে অন্যান্য চাকরবাকর। দেখে, থই থই রক্তের মধ্যে শুয়ে আছেন কর্নেল ম্যাথিয়াস অ্যাডলটন—মাথা দু' ফাঁক। মুমূর্ষুর পাশেই দাঁড়িয়ে তাঁর ভাইপো পার্সি লণ্ডটন—পরনে ড্রেসিংগাউন, হাতে একটা রক্তমাখা কুঠার, মধ্যযুগের জল্লাদ কুঠার। সে কুঠার টান মেরে নামিয়ে আনা হয়েছে ম্যান্টলপিসের দেওয়ালে ঝোলানো সারবন্দী অস্ত্র সম্ভার থেকে। লণ্ডটন ভীষণ ভ্যাবাচাকা খেয়ে মুমূর্ষুর মাথা তুলে ধরবার চেষ্টা পর্যন্ত করেনি খাস চাকর মর্সস্টেড যখন ঝুঁকে পড়েছিল মরণ পথের পথিকের ওপর, তখন মুমূর্ষু জমিদার কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে মেঝে থেকে একটু উঠে গোঁ গোঁ করে বলেছিল—'লণ্ড-টন! লণ্ড—"এই পর্যন্ত বলেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল বাটলারের বাহুতে মাথা রেখে। তলব করা হয়েছিল লোক্যাল পুলিশকে। তিনটে প্রমাণের দরুন গ্রেপ্তার করা হয়েছে ভাইপো পার্সি লণ্ডটনকে। এক, কাকা ভাইপোর মধ্যে তুমুল ঝগড়া হচ্ছিল; দুই, মুমূর্ষুর ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল ভাইপো; তিন, মুমূর্ষু নিজেই ভাইপোর নাম বলে গেছেন মরবার ঠিক আগে। গ্রেপ্তার হওয়ার পর ভাইপো কিন্তু সমানে সাফাই গাইছে—খুন সে করেনি। হোম্‌স্‌, এই হল ঘটনা।"

বেশ কিছুক্ষণ নীরব রইল বন্ধুবর

তারপর বললে—"ঝগড়া হচ্ছিল কি নিয়ে, সে ব্যাপারে লণ্ডটন কিছু বলেছে?"

"ভূসম্পত্তির মধ্যেকার চুডফোর্ড চাষবাড়ি জমি বিক্রী করা নিয়ে—বিক্রী করে দিতে চেয়েছিলেন জমিদার নিজেই—আপত্তি জানিয়েছিল ভাইপো—ধাপে ধাপে জমিদারি নাকি কমিয়ে আনা হচ্ছে—আর নয়।"

"আর নয়?"

"গত দু'বছরে জমিদার নিজেই বেশ কিছু জমিজমা বেচে দিয়েছেন। হোম্‌স্‌, এ কেসে ধোঁয়াটে কিছুই নেই। জলের মত পরিষ্কার। ভাইপো কুঠার চালিয়েছে কাকার মাথায়।"

"খুবই জঘন্য ব্যাপার। খামোকা আমার সময় নষ্ট করতে আসছেন কেন এই ভিনসেন্ট ভদ্রলোক?...এসে গেছেন...সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি।"

খট্‌খট্‌ শব্দে আঙুলের গাঁট ঠেকে উঠল দরজার কপাটে। ঘরে ঢুকল বাড়িউলি মিসেস হাডসন - পেছনে দর্শনার্থী ভদ্রলোক।

মিস্টার ভিনসেন্ট ভদ্রলোক মধ্যবয়সী, আকৃতিতে ছোটখাট, বদন অতিশয় বিষণ্ণ, নাকের নিচে ঝুলন্ত গোঁফ। প্যাঁসনে চশমার মধ্যে দিয়ে মিটমিট করে তাকালেন ঘরের মধ্যে।

বললেন ভাঙাভাঙা গলায়—"মিস্টার হোম্‌স্‌, মিস্টার হোম্‌স্‌, আমার এই কেস কিন্তু একেবারে প্রাইভেট।"

হাতের নির্দেশে চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে হোম্‌স্‌ বললে—"ডক্টর ওয়াটসন আমার সতীর্থ। যা বলবার, তা অসঙ্কোচে বলুন এঁর সামনে।

হাতের লাঠি আর মাথার টুপি মেঝের ওপর ফেলে দিয়ে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন মিস্টার ভিনসেন্ট।

বললেন—"অপরাধ নেবেন না, ডক্টর ওয়াটসন। ব্যাপার অতি ভয়ানক!"

হোম্‌স্‌ বললে—"তাতো বটেই। কিন্তু সাত সকালে স্টেশন পর্যন্ত হেঁটে এলেন কি ব্যায়ামের মাধ্যমে নার্ভ চাঙা করার জন্যে?"

ভীষণ চমকে উঠলেন দর্শনার্থী মিস্টার ভিনসেন্ট ভদ্রলোক—"আপনি জানলেন কি করে?"

"গাড়িতে এলে জুতোয় আর ছড়িতে এত কাদা লেগে থাকত না। গেঁয়ো গলি পেরিয়ে এসেছেন, বৃষ্টিবাদলা যখন নেই—তখন খানা ডোবাও পেরিয়ে এসেছেন।"

সন্দিগ্ধ চোখে প্যাঁসনে চশমার ওপর দিয়ে হোম্‌সের দিকে তাকিয়ে বললেন মিস্টার ভিনসেন্ট—"তা বটে, তা বটে। আমার ঘোড়া ঘাস খেতে গেছিল মাঠে। গাঁয়ে নেই কোনও গাড়ি। হেঁটে এসে ধরলাম লন্ডনের দুধ-গাড়ি। মিস্টার হোম্‌স্‌, মিস্টার পার্সি লঙ্টন আমার মক্কেল। তাকে বাঁচান।"

দুই চোখ মুদে, আঙুলের ডগায় চিবুক রেখে এলিয়ে বসল হোম্‌স্‌। বললে—"কিছু করতে পারব বলে মনে হয় না। ডক্টর ওয়াটসনের মুখে কেসের ইতিবৃত্ত এখুনি শুনলাম। জঘন্য। চার্জে এসেছেন কোন পুলিশ অফিসার?"

"লোক্যাল পুলিশ কেস অতি ভয়ানক বুঝে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে খবর পাঠিয়েছিল। সেখান থেকে এসেছেন ইন্সপেক্টর লেসট্রেড—সিঁটিয়ে গেলেন কেন, মিস্টার হোম্‌স্‌? দাঁতের ব্যথা আছে নাকি? আমার পরিচয়টা দিয়ে রাখি। আমি ভিনসেন্ট, ভিঁ বয় অ্যান্ড ভিনসেন্ট নামের আইনবিষয়ক কোম্পানির সিনিয়র পার্টনার। এই কোম্পানি ল্যাডলটনদের বিষয় সম্পত্তির আইনের দিকটার দেখাশুনো করে আসছে গত একশ বছর, কি—তারও বেশি বছর ধরে।"

ঝুঁকে পড়ে হোম্‌স্‌ সেদিনের খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে এক জায়গায় আঙুল টিপে ধরে এগিয়ে দিল আইনজ্ঞ মশায়ের দিকে। মুখে কোনও কথা বলল না।

সাঁ সাঁ করে খবরটা পড়ে নিয়ে বিবর্ণভাবে বললেন খর্বকায় ব্যক্তি—"নিখুঁত খবর।

বাদ গেছে শুধু এইটা ঃ সামনের দরজার খিল দেওয়া ছিল না—যদিও বাটলারকে বলেছিলেন জমিদার মশায়, খিল দেবেন উনি নিজেই।"

ভুরু তুলে ফেলল হোমস্ —"খিল দেওয়া ছিল না? হুম। ভাইপোর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে গিয়ে নিশ্চয় ভুলে গেছিলেন, মানে দাঁড়ায় তাই। যাকগে, দুটো একটা পয়েন্ট কিন্তু এখনও খোলসা হয়নি আমার কাছে।"

"যথা?"

"খুন যিনি হয়েছেন, তাঁর পরনে ছিল নিশ্চয় রাত্রিবাস?"

"না। ছিল পুরোদস্তুর বাইরে যাওয়ার পোশাক। রাত্রিবাস পরেছিলেন মিস্টার লণ্ডটন।"

"ডিনার খাওয়ার পর ঘণ্টাখানেকের মত নিশ্চয় বাইরে গেছিলেন জমিদার মশায়। যেতেন কি রোজ?"

গোঁফে তা দিতে ভুলে গেলেন মিস্টার ভিনসেন্ট। তীক্ষ্ণ চোখে চাইলেন হোম্‌সের দিকে—"আজ্ঞে না। তবে ফিরে যখন এসেছিলেন সুস্থ অবস্থায়, তখন—"

"ঠিক, ঠিক। উনি কি খুব বড়লোক ছিলেন? খুঁটিয়ে বলবেন।"

"কর্নেল ম্যাথিয়াস অ্যাডলটন ছিলেন রীতিমত বড়লোক। বাড়ির ছোট ছেলে ছিলেন। প্রায় চল্লিশ বছর আগে, ১৮৫৪ সালে, অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেছিলেন। ফিরে এসেছিলেন সত্তরের দশকে, অস্ট্রেলিয়ার সোনার খনিতে দেদার টাকাপয়সা কামিয়ে। বড়দা মারা যাওয়ার পর ফাউলকেস রথ-য়ের ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকার হয়ে গেছিলেন। তবে হ্যাঁ, স্থানীয় লোকজনের কাছে খুব একটা জনপ্রিয় ছিলেন না। জাস্টিস অফ পিস ছিলেন বলে ভয় পেত সবাই। উনি নিজেও অতিশয় কড়া ধাতের তেঁতো মেজাজের মানুষ ছিলেন। লোকে ভয় পেত এই সব কারণেই।"

"কাকার সঙ্গে কি সদ্‌ভাব ছিল ভাইপো মিস্টার পার্সি লণ্ডটনের?"

একটু ইতস্তত করে বললেন উকিল মশায়—"না বললেই চলে। মিস্টার পার্সি ছিলেন জমিদার মশায়ের স্বর্গত দিদির ছেলে। সম্পত্তি কাকার হাতে চলে আসার পর থেকে সম্পত্তিরই দেখভাল করে গেছেন। উইলের চুক্তি অনুসারে উনি বাড়ির মালিক তো বটেই, জমিজায়গার কিছুটারও মালিক। জায়গাজমির কিছু কিছু বেচে দিচ্ছিলেন মামা, এই নিয়ে মন কষাকষি চলছিল কিছুদিন ধরেই। ব্যাপার আরও ঘোরাল হয়ে উঠেছে ঠিক কাল রাতেই ওঁর স্ত্রী বাড়িতে হাজির না থাকায়।"

"ওঁর স্ত্রী?"

"মিসেস লণ্ডটন বয়েসে তরুণী এবং সুন্দরী। বন্ধুদের সঙ্গে ছিলেন ইস্ট গ্রেনস্টিডে। ফেরার কথা আজ সকালে। কি কপাল! এসে দেখবেন জমিদার খতম, স্বামীর কপালে ঝুলছে ফাঁসির দড়ি।"

"গত রাতের ব্যাপারে আপনার মক্কেলের বক্তব্য কি?"

"খুব সোজা আর সরল। ডিনার খাওয়ার পর মামা বলেছিলেন ভাগ্নেকে, এবার বেচবেন চুডফোর্ড জমিবাড়ি। আপত্তি করেছিল ভাগ্নে। জমিদারি যে গোল্লায় যাবে এইভাবে জমি বিক্রী চালিয়ে গেলে। তারপর ঘোড়া নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে

গিয়েছিলেন মামা—কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন—কিচ্ছু বলে যাননি। ফিরে এসে খানসামারকে ডেকে এনে এক বোতল মদ আনিয়ে ছিলেন। ঝগড়া তুঙ্গে পৌঁছেছে দেখে ভাগ্নে মামা-কে গুডনাইট জানিয়ে শুতে চলে গেছিলেন। মেজাজ ভাল না থাকায় ঘুমোতে পারেননি। খাটে বসে বসেই শুনেছিলেন, হলঘরে গলাবাজি করছেন মামা।"

"তক্ষুনি ছুটে যান নি কেন?" সপেটা প্রশ্ন হোম্‌স্‌-য়ের

"এ প্রশ্ন আমিও করেছিলাম। উনি বলেছিলেন, মামা মদে চুরচুর হয়ে নিশ্চয় মাতলামি করছেন, এই ভেবে আর যাননি। বাটলার মর্সস্টেড-য়ের বক্তব্য, এ রকম এর আগেও ঘটেছে... চেঁচিয়ে বাড়ি ফাটিয়ে দিয়েছেন।"

"তারপর?"

"রাত বারোটা বাজতেই ভাগ্নের চোখে ঘুম এসেছিল। কিন্তু ঘুম ছুটে গেছিল বাড়ি কাঁপানো ভীষণ আর্তনাদে। খাট থেকে লাফিয়ে নেমে, গায়ে ড্রেসিংগাউন জড়িয়ে, হাতে একটা মোমবাতি নিয়ে, হলঘরে দৌড়ে এসে দেখেছিলেন রক্তজমানো সেই দৃশ্য।

"রক্ত থইথই করছে ফায়ারপ্লেসে আর ফায়ারপ্লেসের সামনে মেঝেতে পাতা কম্বলে। মুখভর্তি দাড়ির মধ্যে দিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে পড়ে আছেন তাঁর মামা, মাথার দু'পাশ দিয়ে দু'হাত ওপর দিকে তুলে থই থই রক্তের মাঝে। দৌড়ে গেছিলেন ভাগ্নে। শিউরে উঠেছিলেন একটা বস্তু দেখে। জিনিসটা একটা জল্লাদের কুঠার! রক্তমাখা অবস্থায় পড়েছিল জমিদারের পাশে! এ কুঠার তো ঝুলছিল চিমনির পাশে—ভাবতে ভাবতে হেঁট হয়ে জল্লাদের কুঠার দু'হাতে তুলে নিতে না নিতেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়েছিল খাস চাকর মর্সস্টেড আতঙ্ক বিহ্বল ঝি-য়েদের নিয়ে। মিস্টার হোম্‌স্‌, এই তো ব্যাপার।"

"কী সর্বনাশ!" বললে হোম্‌স্‌।

বন্ধুবরের মুখপানে চেয়ে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম আমি আর উকিল মশায়। চেয়ারে মাথা হেলিয়ে দিয়ে চোখ মুদে রয়েছে শার্লক হোম্‌স্‌, পাইপ থেকে ধোঁয়ার সরু সুতো উঠে যাচ্ছে কড়িকাঠের দিকে। তারপরেই তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল বন্ধুবর।

বললে হৃষ্টকণ্ঠে—"ওয়াটসন, স্বাস্থ্যকর পল্লীবাতাস কিঞ্চিৎ প্রয়োজন। চলো যাই র‍্যাশডাউনে। মিস্টার ভিনসেন্ট, আমরা তৈরি।"

ফরেস্ট রো স্টেশনে নামলাম অপরাহ্নকালে। উকিল মশায় গ্রামের পান্থশালায় আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন টেলিগ্রাম পাঠিয়ে। পান্থশালার নাম 'সবুজ মানুষ'। পুরোনো পাথরের একখানা মাত্র বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে গোটা গ্রামের মধ্যে। আমি যখন ছোট্ট কিন্তু সুন্দর গ্রাম দেখছি মুগ্ধ চোখে, শার্লক হোম্‌স্‌ তখন ওর স্বভাব সিদ্ধ শুষ্কস্বরে বলেছিল একটাই কথা—স্টেশন মাস্টারের সদ্য বিয়ে দেখছি সুখের হয়নি—দাড়ি কামানোর আয়নাটা রেখেছে অন্য জায়গায়!

সরাইখানা থেকে ভাড়া করলাম একটা এক ঘোড়ার এক্কা গাড়ি। গ্রামের মধ্যে

দিয়ে রওনা হলাম তিন মাইল দূরের জমিদার বাড়ির দিকে। পথ এঁকেবেঁকে গেছে জঙ্গলাকীর্ণ পিপিনফোর্ড পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে। যেতে যেতে চোখে পড়ল, দিগন্তব্যাপী অ্যাশডাউন জলাভূমির প্রান্তে দেখা যাচ্ছে উঁচু উঁচু গাছ ছাওয়া পর্বতশ্রেণী।

পাহাড়ের ওপর উঠে দেখেছিলাম বিশাল জলাভূমির দৃশ্য। তার ওদিকে দেখা যাচ্ছে সাসেক্স ডাউন্স অঞ্চলের নীলাভ আভা। এই সময়ে আমার বাহু খামচে ধরে মিস্টার ভিনসেন্ট বলেছিলেন আঙুল তুলে একটা দিক দেখিয়ে—"ফাউলকেস রথ।"

জলাভূমির প্রান্তে দাঁড়িয়ে একটা সুবিস্তীর্ণ ধূসর পাথরের অট্টালিকা—পাশে পাশে সারবন্দী আস্তাবল। সুপ্রাচীন প্রাসাদের পর অনেকগুলো মাঠ আর বেশ খানিকটা প্রান্তরের পাশে সবুজাভ অরণ্যের মধ্যে থেকে উঠছে ধোঁয়ার ক্ষীণ রেখা, শোনা যাচ্ছে বাষ্পচালিত করাতকলের মৃদু ঘসঘস আওয়াজ।

"অ্যাশডাউন কাঠগুদোম," বললেন মিস্টার, ভিনসেন্ট—"এই করাতকল রয়েছে ভূসম্পত্তির সীমানার বাইরে—তিন মাইল এলাকার মধ্যে নেই আর কোনও প্রতিবেশী। এসে গেছি মিস্টার হোম্‌স্, এবার পা দেওয়া যাক ফাউলকেস রথ-য়ের নিঃসঙ্গ অট্টালিকায়।"

চাকার শব্দ পেরেই গাড়ির রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল একজন প্রৌঢ় গৃহভৃত্য—উকিল মশায়কে দেখেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দৌড়ে এসেছিল সামনে —"বাঁচলাম আপনি আসায়। মিসেস লণ্ডন—।"

"ফিরে এসেছেন?" বললেন উকিল মশায়—"বেচারা! যাই, আগে গিয়ে তাঁকে দেখি।"

"সার্জেন্ট ক্রেয়ার এসেছেন। লণ্ডন পুলিশ থেকে এসেছেন আর একজন।"

"বেশ, বেশ, মর্সস্টেড - -।"

হোম্‌স্ বললে—"তোমার মনিবের লাশ কি সরানো হয়েছে?"

"বন্দুক ঘরে রাখা হয়েছে।"

"আর কিছু ছোঁয়া হয়নি নিশ্চয়?"

"আজ্ঞে না। যেমন তেমনি আছে।"

খুপরিমত একটা জায়গায় আমাদের টুপি আর ছড়ি রেখে দিল মর্সস্টেড। পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ভেতরকার হলঘরে। আগাগোড়া পাথর দিয়ে গড়া বিশাল কক্ষ। মাথার ওপরকার কড়িকাঠে বিস্তর সূক্ষ্ম কারুকাজ। সারি সারি জানালার রঙিন কাঁচের পাল্লার মধ্যে দিয়ে গোধূলির রক্তাভা এসে পড়ছে ঘরের ভেতর নানা রঙের মিশ্রিত ঔজ্জ্বল্য বিকশিত করে। টেবিলে বসে লিখছিল খর্বকায়, পাতলা চেহারার এক ব্যক্তি। আমাদের দেখেই চেয়ার ছেড়ে ঠিকরে গিয়ে শাণিত মুখাবয়বে ফুটিয়ে তুলল বিষম বিতৃষ্ণা।

"মিস্টার হোম্‌স্ যে! আরে মশায়, এ কেসে আপনার ধীশক্তি প্রদর্শনের কোনও সুযোগই নেই।"

"লেসট্রেড," তাচ্ছিল্যের সুরে বললে বন্ধুবর—"বলেছ বটে খাঁটি কথা। তবে কি জানো, সুযোগ ঠিক এসে যায় ফাঁক ফোকর দিয়ে

"ভাগ্য যখন সহায় হয় তত্ত্ববিদের। ডক্টর ওয়াটসন, আপনিও পেছনে লেগে থাকেন! বেশ, বেশ! আর ইনি কে? পুলিশ অফিসার হিসেবে এ প্রশ্ন করবার অধিকার নিশ্চয় আছে আমার!"

"এঁর নাম মিস্টার ভিনসেন্ট। আন্ডলটন ফ্যামিলির আইন উপদেষ্টা," কাটকাট গলায় জবাবটা দিলাম আমি—"এঁর অনুরোধেই এসেছে মিস্টার শার্লক হোমস্।"

"বটে! বটে!" বলে, বিষম বিতৃষ্ণার চোখে খুদে উকিলের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিল ইন্সপেক্টর লেসট্রেড—"মিস্টার হোমসের সূক্ষ্ম মতবাদ-টতবাদের সুযোগ এ কেসে আর নেই। খুনি-কে পাওয়া গেছে। আপনারা আসতে পারেন।"

কঠোর কণ্ঠে বললে হোমস্—"এক মিনিট। লেসট্রেড, অতীতে দেখা গেছে, ভুল করেছ বারবার। ভবিষ্যতেও যে করবে না, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। এই কেসে খুনিকে যদি পেয়েও থাকো, আমি তা যাচাই করে দেখতে পারি নিশ্চয়। তাছাড়া—"

"আবার সেই তাছাড়া," গজ গজ করতে করতে বললে লেসট্রেড—"যাকগে, আপনারি সময় আপনি অপচয় করবেন, আমার বয়ে গেল। ডক্টর ওয়াটসন, দৃশ্য অতিশয় ভয়াবহ, তাই না?"

মস্ত হল ঘরের শেষ প্রান্তের আগুনের চুল্লির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম শার্লক হোমসের পেছন পেছন, শিউরে উঠেছিলাম পরক্ষণেই। জমাট রক্ত থুকথুক করছে সামনের দিকে ফায়ারপ্লেসের ওপর আর সামনে পাতা কম্বলের ওপর। রক্ত ছিটকে ছটকে গেছে আশপাশে।

নিরক্ত ঠোঁটে টলতে টলতে গিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়েছিলেন মিস্টার ভিনসেন্ট। কড়াগলায় হোমস্ ধমকে উঠেছিল—"সরে দাঁড়াও, ওয়াটসন, সামনে তাকিও না। লেসট্রেড, মেঝেতে নিশ্চয় কোনও পায়ের ছাপ পাওয়া যায় নি?"

তেঁতো হেসে বললে লেসট্রেড—"একটাই ছাপ পাওয়া গেছে। সে ছাপ মিস্টার পার্সি লণ্ডটনের শোবার ঘরের চটির ছাপ।"

"যাক, শিক্ষা হচ্ছে তাহলে, মিস্টার পার্সি লণ্ডটনের ড্রেসিং গাউন কি বলে?"

"ড্রেসিংগাউন আবার কি বলবে?"

"রক্ত, লেসট্রেড, রক্ত! দেওয়ালে পর্যন্ত ছিটিয়ে গেছে। ড্রেসিংগাউনে ছিটে লাগতেই পারে। লেগেছে কি?"

"হাতায় লেগেছে।"

"লাগতেই পারে' মুমূর্ষুর মাথা তুলে ধরতে গিয়ে লাগিয়েছে' হাতাটা দেখা দরকার। ড্রেসিং গাউন কোথায়?"

গজগজ করতে করতে গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগের মধ্যে থেকে ড্রেসিং গাউন টেনে বের করেছিল স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা।

"এই দেখুন

"হুম। রক্ত লেগেছে হাতায়। সামনের দিকে একেবারে নয়। অদ্ভুত, কিন্তু সিদ্ধান্তে আসার পক্ষে মোক্ষম নয়। হাতিয়ারটা কোথায়?"

ব্যাগের মধ্যে থেকে ভয়ানক দর্শন একটা অস্ত্র টেনে বের করেছিল লেসট্রেড। খাটো হাতলের একটা কুঠার। ইস্পাতে তৈরি আগাগোড়া। ফলাটা অর্ধচন্দ্রাকার। ফলা আর হাতলের মধ্যে জায়গাটা খুব ছোট।

লেন্সের মধ্যে দিয়ে ফলা-টা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে হোম্‌স্ বললে—"খুবই প্রাচীন হাতিয়ার। ভাল কথা, চোট পড়েছিল কোনখানে?"

"ব্রহ্মতালুতে। খুলি দু ফাঁক হয়ে গেছিল। তারপরেও যে ক্ষণেকের জন্যে জ্ঞান ফিরে পেয়েছিলেন, এইটাই আশ্চর্য। সেইটাই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে মিস্টার লণ্ডটনের কাছে।"

"মিস্টার লণ্ডটনের নাম নিশ্চয় বলে গেছিলেন?"

"খাবি খেতে খেতে শুধু বলেছিলেন 'লণ্ডটন'। সেইটাই যথেষ্ট।"

"তা বটে। ইনি কে? না, ম্যাডাম, না...কাছে আসবেন না...এ দৃশ্য মেয়েরা সইতে পারে না।"

দু'হাত সামনে মুঠো করে কালো শোকবস্ত্র পরে পরমা সুন্দরী এক তরুণী ছুটে ঢুকেছে ঘরে। অশ্রু টলমল করছে তার কালো চোখে।

"মিস্টার শার্লক হোম্‌স্! মিস্টার শার্লক হোম্‌স্! রক্ষে করুন আমার স্বামীকে! সে নির্দোষ!"

টলে গেছিলাম আমরা প্রত্যেকেই, লেসট্রেডও।

নরম গলায় বলেছিল শার্লক হোম্‌স্—"আপ্রাণ চেষ্টা করব, ম্যাডাম। এবার বলুন আপনার স্বামী সম্বন্ধে..."

"অত্যন্ত নরম ধাতের মানুষ।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। শরীরের দিক দিয়ে, মামা-র চাইতে ঢ্যাঙা ছিলেন কি?"

অদ্ভুত চোখে হোমসের দিকে চেয়ে বললে শ্রীমতী লণ্ডটন—"একেবারে না। মামা ছিলেন ছ'ফুটেরও বেশি লম্বা।"

"মিস্টার ভিনসেন্ট, এবার আপনি একটা প্রশ্নের জবাব দিন। জমিদার অ্যাডিংটন জমিজায়গা বেচা শুরু করেছিলেন কবে থেকে?"

"প্রথম বিক্রীটা করেন দু'বছর আগে। দ্বিতীয়টা ছ'মাস আগে।" তারপর তড়িঘড়ি বললেন উকিল মশায়—"এখানে আমার থাকার আর দরকার আছে কি? মিসেস লণ্ডটনকে নিয়ে যেতাম ভেতর বাড়িতে।"

হোম্‌স্ বললে বাতাসে মাথা ঠুকে—"স্বচ্ছন্দে। মিসেস লণ্ডটনকে আর দরকার নেই। দরকার বাটলারকে।"

বলে, জানলার সামনে গিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল হোম্‌স্। লেসট্রেড গিয়ে বসল নিজের টেবিলে, সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে রইল হোম্‌সের দিকে।

বাটলার ঘরে ঢুকতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে হোম্‌স্ বললে—"মর্সস্টেড, মিস্টার লণ্ডটনকে শায়েস্তা করার জন্যে যখন তুমি তৈরি, সাহায্যটা আমাকেও করতে পারো। আমি এসেছি একই উদ্দেশ্য নিয়ে।"

ভয়ে ভয়ে লেসট্রেড আর হোম্‌সের দিকে চেয়ে রইল বাটলার।

হোম্‌স্ বলে গেল "কাল কোনও চিঠি এসেছিল জমিদার মশায়ের নামে?"

"আজ্ঞে হাঁ, এসেছিল।"

"চমৎকার। আর কিছু মাথায় আসছে?"

"আজ্ঞে না। লোক্যাল পোস্টমার্ক ছিল খামের গায়ে। সস্তার খাম। আমি কিন্তু অবাক হয়েছিলাম অন্য একটা ব্যাপারে।"

"জমিদার মশায় চমকে উঠেছিলেন খাম হাতে নিয়ে?"

"আজ্ঞে, তাই বটে। খাম হাতে নিয়েই ছিঁড়ে পড়েছিলেন। মুখের ভাব দেখে ঘর ছেড়ে পালিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখেছিলাম, চিঠি পুড়ছে ফায়ারপ্লেসে, উনি নেই ঘরে।"

"দু'বছর আগে উনি যখন প্রথম জমিজায়গা বেচেছিলেন, এই রকম একটা চিঠি কি এসেছিল?"

"আজ্ঞে না।"

"ঠিক আছে। এখন আসতে পারো।"

হোম্‌সের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলাম। একদম পাল্টে গেছে মুখের চেহারা। দুই চোখের তারায় উদ্দীপনার ঝিকিমিকি। গালে রক্তাভা।

"ওয়াটসন, বসো ওইখানে," বলেই, পকেট থেকে আতস কাঁচ বের করে শুরু করে দিল অকুস্থল পরীক্ষা।

রোমাঞ্চিত কলেবরে আমি দেখে গেলাম ওর কাণ্ড। হামাগুড়ি দিয়ে, চোখের কাছে আতস কাঁচ এনে, মেঝেতে পাতা কম্বলের অতি কাছে নিজের নাক নিয়ে গিয়ে প্রতিটি বর্গ ইঞ্চি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে গেল রক্তের ছিটে ছিটে দাগ, ফায়ারপ্লেস, ম্যান্টলপিস—সব কিছুই চুলচেরা নজরে আনল আতস কাঁচের মধ্যে দিয়ে। মরা রোদ মাঝে মাঝে ঝলক তুলে গেল লেন্সের কাঁচ থেকে।

ঘরের ঠিক মাঝখানে পাতা ছিল একটা পারস্য গালিচা। লেন্স হাতে হামাগুড়ি দিয়ে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে অকস্মাৎ কাঠ হয়ে যেতে দেখলাম হোম্‌স্‌কে।

বললে মৃদু স্বরে—"লেসট্রেড, এটা তোমার দেখা উচিত ছিল। বুটের তলার পায়ের ছাপ রয়েছে এখানে।"

দাঁত বের করে একচোট হেসে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে লেসট্রেড বললে —"কোনটা, মিস্টার হোম্‌স্? অনেক লোকই তো হেঁটে গেছে এখান দিয়ে।"

"কিন্তু দিন কয়েক তো বৃষ্টি হয়নি। যে বুটজোড়ার ছাপ পড়েছে এখানে, সে বুট ছিল একটু ভিজে ভিজে। এ ছাড়াও খেয়াল করলেও তোমার বোঝা উচিত, এ ঘরে রয়েছে এমন কিছু যার জন্যে জায়গাটা ভিজে ভিজে হতেই পারে। আরে! আরে! এটা কি?"

গালচে থেকে কি যেন চেঁচে তুলে নিল হোমস্. লেন্স দিয়ে দেখে গেল খুব কাছ থেকে। লেসট্রেড আর আমি গিয়ে দাঁড়ালাম পাশে।

"কি হলো?"

মুখে কথা না বলে আতস কাঁচ লেসট্রেডের হাতে গছিয়ে দিল হোমস্। লেন্সের মধ্যে দিয়ে একটু উকিয়ে নিয়ে লেসট্রেড বললে—ধুলো।"

"পাইন বনের ধুলো খুব মিহিদানা, ভুল হবার মত নয়। লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়, বুটজুতোর ছাপ থেকে একটুখানি চেঁচে তুলে নিয়েছি "

"কোথায় বুটের ছাপ!" বলেছিলাম আমি—"আমার চোখে তো পড়ছে না।"

ঝকঝকে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বন্ধুবর বললে—"ওয়াটসন, চলো এবার আস্তাবলটা দেখা যাক।"

চাকাচাকা গোলগোল পাথর দিয়ে ছাওয়া মেঝে পেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম উঠোনে। পাম্প করে জল তুলছিল একজন সহিস। আগেই আমি বলেছি, খেটে খাওয়া মানুষদের সঙ্গে নিমেষে বন্ধুত্ব পাতিয়ে নিতে হোমস্ ছিল অদ্বিতীয়। সহিসের সঙ্গেও ভাব জমিয়ে নিল দু-চার কথায়। হোমস্ যখন বললে, এত ঘোড়ার মধ্যে কোন ঘোড়াটা নিয়ে কাল রাতে জমিদার মশায় বেরিয়েছিলেন—তা কি চেনা যায়?—সে তক্ষুনি বললে—"রেঞ্জার-কে নিয়ে, স্যার। ওই তো দাঁড়িয়ে আছে। খুরগুলো দেখবেন? পকেট ছুরি দিয়ে খুর চেঁচে নিন যত খুশি।"

বিশেষ সেই ঘোটক মহাশয়ের পায়ের খুরের তলদেশ থেকে খানিকটা মাটি চেঁচে নিয়ে, ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখল শার্লক হোমস্ তারপরে সযত্নে জিনিসটা রাখল একটা খামের মধ্যে। সহিসকে বখশিস দিল আধগিনি।

বললে আমাকে—"ওয়াটসন, হ্যাট কোট ছড়ি নিয়ে এবার চলো পান্থশালায় ফেরা যাক।"

ঠিক এই সময়ে লেসট্রেড এসে গেল সামনে। হোমস্ তাকে বললে—"ওহে পুলিশ ডিটেকটিভ, ফায়ারপ্লেসের চেয়ারটা নিয়ে একটু মাথা ঘামিও।"

"কিন্তু ফায়ারপ্লেস চেয়ার তো নেই ঘরে।"

"সেই জন্যেই তো তোমাকে মাথা ঘামাতে বলছি। চলে এস, ওয়াটসন, আজ রাতে এখানে আর কিছু দেখার নেই।"

সান্ধ্য কেটে গেল স্বচ্ছন্দে। হোমস্ আমার প্রশ্নমালা এড়িয়ে গেল নির্লিপ্তভাবে। যা বলবার বলবে আগামীকাল। বকবক করে গেল সরাইখানার মালিকের সঙ্গে স্থানীয় ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে অবাক হলাম। বন্ধুবর আমার দু'ঘণ্টা আগে শয্যাত্যাগ করে ব্রেকফাস্ট খেয়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। ফিরে এল খোশমেজাজে আমার প্রাতরাশ সমাপ্ত হতে না হতেই।

"গেছিলে কোথায়?" প্রশ্ন করেছিলাম।

খুক খুক করে শুষ্ক হেসে ও বলেছিল—"ভোরের পাখির সন্ধানে। খাওয়া যখন

"চলো যাই ফাউলমেয়ার এখনই। আর হ্যাঁ, তুলে নেওয়া যাক লেসট্রেড-কে, মাঝে মধ্যে সঙ্গে থাকলে কাজ দেয় বেশি।"

আধঘণ্টা পর এসে গেলাম সুপ্রাচীন প্রাসাদে। লেসট্রেড আমাদের তিক্ত অভ্যর্থনা জানিয়ে সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে রইল হোমসের দিকে।

বললে—"জলায় বেড়াতে যাবেন কেন শুনি? মাথায় এবার কি পোকা নড়ছে?"

শক্ত গলায় হোমস্ বললে—"গেলে তোমারই উপকার হতো। পুরো বাহবাটা নিজে পেতে কর্ণেল মার্থিয়াস্ অ্যাডলটনের হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করতে পারতে।"

"কি বলছেন আপনি? প্রমাণ যা পাওয়া গেছে, তার জোরে—"

"ওইখানে," বলে, ছড়ি তুলে জলার ওদিকে দূরের বনময় প্রান্ত দেখিয়েছিল হোমস্।

কিভাবে যে অতটা পথ হেঁটে গেছিলাম, তা ভুলব না কোনও দিন। খাঁ খাঁ জলাভূমি পেরনোর সময়ে লেসট্রেডের মত আমিও ছিলাম একই অজানা তথ্যের তিমিরে। মাইলখানেক এইভাবে যাওয়ার পর পৌঁছেছিলাম উপত্যকা যেখান থেকে শুরু হচ্ছে, সেইখানে। শুরু হয়েছিল ঘন নীল গহিন জঙ্গল। কানে ভেসে আসছিল করাত কল চলার ঘসঘস আওয়াজ। ঠিক যেন অতিকায় কীট গুঞ্জন করে যাচ্ছে অরণ্যের এলাকায়। নাকে ভেসে আসছিল পোড়া কাঠের গন্ধ। তার একটু পরেই পৌঁছে গেলাম অ্যাশডাউন টিম্বার মিল-য়ের সামনে গাদাকরা কাঠের গুঁড়ির কাছে।

'ম্যানেজার' নামাঙ্কিত কুঁড়ে ঘরটার দিকে বিনা দ্বিধায় এগিয়ে গেল হোমস্, আঙুলের গাঁটের ঠোক্কর মারল খুব জোরে জোরে। একটু পরেই ধড়াম করে খুলে গেল পাল্লা।

চৌকাঠে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম রণমূর্তি ভঙ্গিমায় যে মানুষটাকে, সে রকম মূর্তি জীবনে কখনও দেখেছি বলে মনে হয়নি। আকারে দৈত্য বললেই চলে। যণ্ডস্কন্ধ দিয়ে গোটা দরজা জুড়ে রয়েছে। সিংহের কেশরের মত একরাশ লাল দাড়ি ঝুলছে চওড়া বুকের ওপর।

"কি চাই?" প্রশ্ন তো নয়, যেন সিংহ গর্জন।

সবিনয়ে বললে হোমস্—"কথা বলছি নিশ্চয় মিস্টার টমাস গ্রীয়ারলি-র সঙ্গে?"

একতাল তামাক চিবোতে চিবোতে মহাকায় ব্যক্তি একে একে দেখে নিল আমাদের তিনজনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাহনি অতীব শীতল, কিন্তু সূচীতীক্ষ্ণ।

বললে তারপরে—"কি দরকারে?"

ঠাণ্ডা গলায় জবাবটা দিল হোমস্—"লণ্ডন ওরফে মিস্টার টমাস গ্রীয়ারলি নিশ্চয় চান না তাঁর অপরাধের জন্যে নিরপরাধ এক ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করুক।"

ক্ষণেকের জন্যে দানবাকার মানুষটা যেন পাথর হয়ে গেল। পরক্ষণেই শ্বাপদ হুঙ্কার ছেড়ে লাফিয়ে পড়ল হোমসের ওপর। আমি ঝাপটে ধরলাম তার কোমর, হোমস্ তার গলা টিপে ধরল ঘন দাড়ির ওপর দিয়ে, কিন্তু বেঁচে গেলাম স্রেফ লেসট্রেডের জন্যে—সে তার পিস্তল ঠেকিয়ে ধরেছিল রগের ওপর। কাজ হল তাতেই। ধস্তাধস্তি

একটু শিথিল হতেই নিমেষের মধ্যে তার দু'হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দিল শার্লক হোমস্।

মনে হয়েছিল ফের বুঝি লাফ দেবে আমাদের ওপর। কিন্তু সুবুদ্ধি হলো পরক্ষণেই। মুখভরা শুরু কঠোর হাসি জাগিয়ে তাকাল বন্ধুবরের দিকে

বললে—"জানিনা আপনি কে! কিন্তু পাকড়াও করেছেন ঠিক লোককেই। কাজটা করলাম কিভাবে যদি জানতে চান, বলতে আপত্তি নেই।"

এক পা এগিয়ে গিয়ে ব্রিটিশ বিচার পদ্ধতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে লেসট্রেড বললে—"সাবধান, যা বলবেন তা কিন্তু—"

হাত দিয়ে ঠেলে লেসট্রেডকে সরিয়ে দিল মানবদানব।

বললে ঘোর কণ্ঠস্বরে—"আরে হ্যাঁ, আমিই খতম করেছি পাষণ্ড অ্যাডলটনকে। আসুন ভেতরে।"

বলে, আমাদের নিয়ে গেল ছোট্ট অফিস ঘরে। বসল নিজের চেয়ারে, আমরা যে যেখানে পারলাম বসে পড়লাম।

হাতকড়া পরা হাত তুলে ফের একতাল তামাক মুখে পুরে দিয়ে সে বললে—"পেলেন কি করে আমাকে?"

হোমস্ বললে ওর কঠোরতম কঠিন ভঙ্গিমায়—"জমিদার মশায়ের রক্ত ছিটিয়ে গেছিল দেওয়ালে মেঝেতে। কিন্তু লাগেনি মিস্টার পার্সি লণ্ডটনের গায়ের ড্রেসিং গাউনে। কেন? কুঠার নাকি তিনিই চালিয়েছিলেন?

"তারপর দেখলাম, ফায়ারপ্লেসের ধারে কাছে নেই কোনও চেয়ার—যে জায়গাটায় আছড়ে পড়েছিলেন নিহত মানুষটা। মাথায় কোপ পড়েছে তাহলে দাঁড়িয়ে থাকবার সময়ে—বসে থাকা অবস্থায় নয়—অথচ ব্রহ্মতালুর ওপর কুঠারের কোপ পড়েছে যখন, তখন বোঝা যায় ঠিক তাঁর উচ্চতাতেই কোপ চালিয়েছে আর একজন মানুষ—বরং একটু ওপর থেকেই বলা যায়। মিসেস লণ্ডটনের কাছে শুনলাম, কর্ণেল অ্যাডলটন ছিলেন হাইটে ছ'ফুটেরও বেশি। জল্লাদ তাহলে সেই হাইটেরও বেশি—তালঢ্যাঙা। লণ্ডটন নিশ্চয় নন। খুনি তাহলে কে?

"খোঁজ নিয়ে জানলাম, সকালে একটা চিঠি পেয়েছিলেন জমিদার মশায়। সে চিঠি পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিলেন। তারপর ভাগ্নের সঙ্গে জমিজায়গা বিক্রী নিয়ে কথা কাটাকাটি করেছিলেন। কার্ণেল ছিলেন ধনী মানুষ; তা সত্ত্বেও দফায় দফায় জমিজায়গা বিক্রী করে যাচ্ছিলেন কেন? নিশ্চয় কেউ তাঁকে সাংঘাতিকভাবে ব্ল্যাকমেল করে যাচ্ছিল"

"মিথ্যে কথা!" গর্জে উঠল দাড়িয়াল মানবদানব—"উনিই টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছিল। পরের ধনে পোদ্দারি করার সময় ফুরিয়েছিল। নিয়েছিল যে টাকা, ফিরিয়ে দিচ্ছিল সেই টাকা! ওকে ব্ল্যাকমেল বলে না!"

চালিয়ে গেল শার্লক হোমস্—"ঘর পরীক্ষা করার পর বুটজুতোর খুব হাল্কা চিহ্ন দেখলাম। লেসট্রেড, সেদিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। আবহাওয়া যখন শুকনো, তখন ছাপটা পড়েছে নিশ্চয় খুনটা হয়ে যাওয়ার পর। বুট ছিল ভিজে ভিজে।

মাড়িয়ে ফেলেছিল বলে। আতস কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখলাম গুঁড়ো গুঁড়ো কি যেন লেগে রয়েছে বুটের ছাপে। ভাল করে দেখবার পর বুঝলাম, গুঁড়োটা কি। পাইন কাঠের করাত গুঁড়ো। একই গুঁড়ো দেখতে পেলাম আস্তাবলের ঘোড়ার পায়ের নালে। বুঝে গেলাম, কি ঘটনা ঘটেছিল খুনের রাতে।

"ভাগ্নের সঙ্গে জমি জায়গা নিয়ে বচসা হয়ে যাওয়ার পরেই কর্ণেল বেরিয়ে গেছিলেন ঘোড়া নিয়ে। নিশ্চয় কারও সঙ্গে কথা বলবার জন্যে, আবেদন নিবেদন করবার জন্যে। যে এসেছিল, সে লম্বায় চওড়ায় এমনই বিপুলাকৃতি যে দাঁড়িয়ে থেকেই এককোপে ব্রহ্মতালু দু'ফাঁক করে দিতে পারে, যার বুটজুতোর তলায় লেগেছিল পাইন কাঠের গুঁড়ো। নিশ্চয় তুমুল কথাকাটাকাটি হয়ে গেছিল দু'জনের মধ্যে, অবশ্যই টাকা দেওয়া নিয়ে, ভয় দেখানোও হয়েছিল নিশ্চয়। ঠিক তখনই দেওয়াল থেকে হ্যাঁচকা টানে জল্লাদের কুঠার টেনে নামিয়ে ব্রহ্মতালু টিপ করে কোপ মেরেছিল আগন্তুক, তারপর উধাও হয়ে গেছিল রাতের অন্ধকারে।

"জিজ্ঞেস করেছিলাম নিজেকে, কাঠের গুঁড়ো পড়ে আছে মাটিতে, এমন জায়গা থাকতে পারে কোথায়? অবশ্যই করাত-কলের কাছে। সেই করাত কলই নিশ্চয় অ্যাশডাউন টিম্বার মিল।

"জঘন্য এবং পৈশাচিক এহেন নরহত্যার কারণ নিশ্চয় লুকিয়ে আছে জমিদার মশায়ের অতীত জীবনে। এই ভাবনা নিয়েই এক সন্ধ্যায় চুটিয়ে আড্ডা দিলাম সরাইখানার মালিকের সঙ্গে। জানলাম, বছর দুই আগে একজন অস্ট্রেলিয়ানকে অ্যাশডাউন টিম্বার মিল-য়ের ম্যানেজারের পদে বহাল করা হয়েছে। সুপারিশ করেছিলেন খোদ জমিদার মশায়। খাল কেটে কুমির এনেছিলেন। মিস্টার গ্রীয়ারলি, আজ ভোরবেলা যখন সারাদিনের হুকুম-টুকুম দিতে করাত কলে এসেছিলেন, আমি তখন গুঁড়ির গাদার আড়ালে দাঁড়িয়ে আপনাকে দেখে নিয়েছিলাম। কেস কমপ্লিট হয়ে গেছিল তখনই।"

মন দিয়ে হোমসের কাহিনী এতক্ষণ শুনছিল অস্ট্রেলিয়ান মানুষটা। এবার তেঁতো হেসে হেলান দিয়ে বসল চেয়ারে।

বললে খুবই বেপরোয়া চড়া গলায়—"আমার কপাল খারাপ তাই তদন্তে এসে জুটেছিলেন আপনি। কিন্তু আমার কাজ আমি করেছি। এবার শুনুন সেই কাহিনী।

"ঘটনার শুরু সত্তর দশকের গোড়ায়। যখন সোনা খোঁজার হিড়িক উঠেছিল কালগুর্লি-র কাছে, আমার এক ছোটভাই বুলি আডলটন নামের এক ইংরেজের সঙ্গে পার্টনারশিপ কোম্পানী খুলে বসে। সোনাও পেয়ে যায়। সে সময়ে সোনার খনির জায়গাগুলো খুব একটা নিরাপদ জায়গা ছিল না। বুশ্রেঞ্জারদের উৎপাত ছিল বিলক্ষণ। কালগুর্লি-তে সোনা পাওয়ার সাত দিনের মাথায় হানাদাররা এসে গুলি করে খুন করেছিল গার্ড আর ড্রাইভারকে।

বুলি অ্যাডলটনের মিথ্যে এজাহারের জন্যে আমার ভাইকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার বিচার হয়। সে সময়ে বিচার পর্ব শেষ হয়ে যেত অল্প সময়ের মধ্যেই।

ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় আমার ভাইকে। স্বর্ণখনির মালিকানা পেয়ে যায় অ্যাডলটন।

"আমি তখন নীল পাহাড়ে। গুঁড়ি কাটছিলাম দু'বছর পরে খাঁটি সাঁওটা শুনলাম এমন এক মুমূর্ষুর কাছে যাকে ঘুষ খাইয়ে মুখ বন্ধ করে থাকতে বলা হয়েছিল।

"টাকা কামিয়ে অ্যাডলটন ফিরে গেছিল নিজের জায়গায়। তার পিছু নেওয়ার মত টাকা পয়সা আমার ছিল না। তারপর থেকে একটার পর একটা কাজ ধরেছি, টাকা জমিয়েছি, যাতে ভাইয়ের হত্যাকারীর নাগাল ধরে বদলা নিতে পারি।

"বিশ বছর পরে পেলাম তার হদিশ।

"বললাম—'মর্নিং, বুলি।'

"ফ্যাকাশে মেরে গেল অ্যাডলটন। পাইপ খসে পড়ল মুখ থেকে।

"ককিয়ে উঠে বলেছিল—'লর্ড টম গ্রিয়ারলি!'

"কথা হয়ে গেল তারপরেই। এই চাকরি যাতে পাই, সে ব্যবস্থাও ওকে দিয়ে করিয়ে নিলাম। তারপর থেকে দোহন করে গেলাম একটু একটু করে। না, মিস্টার, না, ব্ল্যাকমেল মোটেই নয়, মরা মানুষের পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে দেওয়া পর্ব। দু'দিন আগে ফের একখানা চিঠি ঝাড়লাম। সেই রাতেই ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে এল এখানে। গালাগাল দিয়ে ভূত ঝেড়ে দিল আমার। আমি নাকি ভ্যামপায়ারের মত ওর রক্ত চুষে খাচ্ছি। তখন আমি সময় দিলাম মাঝরাত পর্যন্ত। হয় টাকা ছাড়ো, না হলে মরো। ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়ব আমি।

"আমার অপেক্ষাতেই ও ছিল হলঘরে। মদে চুর চুর অবস্থায়। রেগে আগুন অবস্থায়। সাফ বলে দিল, আমি যেতে পারি পুলিশের কাছে অথবা জাহান্নামে—এক পয়সাও আর দেবে না। পদমর্যাদায় সে একজন বিচারকের সমান, মহামান্য জমিদার—বিচারালয় আমার মত একটা বাজে লোকের কথায় কান দিতে যাবে কেন? আমি কিনা একটা অস্ট্রেলিয়ান গুণ্ডা, লোফার, কাজ করি তো কাঠগুদামে।

"চিৎকার করে বলেছিল—'তোর অপদার্থ ভাইটাকে যেভাবে জাহান্নামে পাঠিয়েছি, তোকেও পাঠাবো সেইভাবে!'

"এই কথাটা শুনেই আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেছিল। পটাং করে যেন একটা সুতো ছিঁড়ে গেছিল মাথার মধ্যে—দেওয়াল থেকে একটানে নামিয়ে এনেছিলাম একটা কুঠার, ঘ্যাচ করে বসিয়ে দিয়েছিলাম ব্রহ্মতালুতে।

"সেকেণ্ড কয়েক চেয়েছিলাম মেঝেতে লুটিয়ে পড়া ওই মহা শয়তানের মুখের দিকে। তার পরেই ছুটে বেরিয়ে গেছিলাম বাইরে। মিস্টার, এই আমার কাহিনী। এবার চলুন কোথায় যেতে হবে।"

লেসট্রেড তাকে নিয়ে দরজা পর্যন্ত এগোতেই পেছন থেকে বলেছিল শার্লক হোমস্— "যে কুঠারটা চালিয়েছিলেন, জানেন কি সে কুঠারের নাম?"

"না।"

"জল্লাদের কুঠার।"

আত্মতৃপ্তির একটা হাসি ভেসে গেছিল মানিবদানারের ঠোঁটের ওপর দিয়ে।

লেসট্রেড তাকে নিয়ে চলে যাওয়ার পর আমি আর হোম্‌স্ হেঁটে ফিরেছিলাম জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে।

আসবার পথে বলেছিলাম—"আশ্চর্য! বিশ বছর ধরে প্রতিহিংসা মনের মধ্যে পুষে রাখে কেউ।"

হোম্‌স্ বলেছিল—"প্রতিহিংসার মত মিষ্টি আর কিছু হয় না বলে।"

ফাউলাকেস রথ-য়ের কাছাকাছি আসতেই দেখেছিলাম মিসেস লণ্ডন হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে আসছে আমাদের দিকে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে স্টেশনের দিকে পা চালাতে চালাতে হোম্‌স্ বলেছিল—"পালাও ওয়াটসন, পালাও। কৃতজ্ঞতার কথা শোনবার সময় আমাদের নেই। বিকেলের ট্রেন ধরে লণ্ডন ফেরা যাক।"

❑ এই গল্পটি লিখেছেন অ্যাড্রিয়ান কন্যান ডয়াল।
[দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ ফাউলকেস রথ]

কিউরিও কক্ষের রহস্য

নোট বইতে দেখলাম ১৮৮৮ সালের ১২ই এপ্রিল আমার স্ত্রী-র সামান্য একটু ঠাণ্ডা লেগেছিল। বন্ধুবর শার্লক হোমস্ ঠিক সেই সময়ে নাটকীয়ভাবে একটা জটিল প্রহেলিকার সমাধান করে দিয়েছিল।

এই সময়ে আমি ডাক্তারি করছিলাম প্যাডিংটন এলাকায়। একদিন সকাল আটটায় নিচের তলায় চেম্বারে সবে নেমেছি, এমন সময়ে বেজে উঠেছিল রাস্তার দিকের দরজার ঘন্টা।

এমন সময়ে ছোটখাট রোগ নিয়ে কেউ আসে না। তাই তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়ে দেখেছিলাম এক সুন্দরী যুবতীকে।

মুখের ওড়না খুলতে খুলতে বলেছিল—"ডক্টর ওয়াটসন?"

"আমি

"সাতসকালে আসবার জন্যে ক্ষমা করবেন। আমি এসেছি— আমি এসেছি..."

"ভেতরে আসুন, তারপর কথা শুনব।"

কথা বলতে বলতে যুবতীকে দেখে নিলাম। ডাক্তারের যা কাজ! রোগের বিবরণ শোনবার আগেই রোগীকে দেখে রোগটা কি ধরনের, তা আঁচ করে নিতে হয়।

কনসাল্টিং রুমে পৌঁছে বলেছিলাম—"বছরের এ সময়ে একটু গরম ভাব থাকলেও একটু হুঁশিয়ার থাকতে হয়। ঘর যদি ঠিক মত বন্ধ না থাকে, ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।"

আমার এই কথার প্রতিক্রিয়া হল বেশ অসাধারণ রকমের। সুন্দর মুখের ধূসর চোখ দিয়ে সেকেণ্ড কয়েক আমার দিকে চেয়ে রইল যুবতী।

পরক্ষণেই বললে উচ্চকিত স্বরে—"মাই গড! ঘর যদি ঠিক মত বন্ধ না থাকে!"

বলার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে।

ভয় পেয়ে গেছিলাম। আস্তে ধীরে তুলে নিয়ে সোফায় শুইয়ে দিয়ে জল মেশানো ব্র্যান্ডি গলায় ঢেলে দিয়েছিলাম।

ঠিক সেই সময়ে আওয়াজ শুনে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে আমার স্ত্রী নেমে এসেছিল ওপরতলা থেকে।

যুবতীকে দেখেই চমকে উঠে বলেছিল—"ডোরা মুরে যে!"

"চেনো এঁকে?"

"চিনতাম ইন্ডিয়ায় থাকার সময়ে। আমার বাবা ছিল ওর বাবার বন্ধু। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়ার পর, বিয়ের খবর চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম।"

"ইন্ডিয়ায় চিঠি লিখেছিলে?"

"না, না; তখন তো ও ইংলণ্ডে। কোরা এলিনর গ্র্যাণ্ডের প্রাণের সখী। এলিনর বিয়ে করেছে কর্ণেল ওয়ারবার্টনকে। কোরা থাকে কর্ণেল আর মিসেস ওয়ারবার্টনের সঙ্গে একই ঠিকানায় কেম্ব্রিজ টেরেসে।"

এই সময়ে চোখ খুলেছিল নবাগতা সুন্দরী।

আমার স্ত্রী তার হাত চাপড়ে দিয়ে বলেছিল—"কোরা, স্বামীকে এখুনি বলছিলাম তোমার ঠিকানা। থাকো কেম্ব্রিজ টেরেসে কর্ণেল আর মিসেস ওয়ারবার্টনের সঙ্গে।"

"এখন আর থাকি না! কর্ণেল ওয়ারবার্টন আর বেঁচে নেই। তাঁর স্ত্রী জখম হয়েছে মারাত্মকভাবে—এই মুহূর্তে হয়ত পরলোকে! বুকের রক্ত ছলকানো সেই মড়া-মুখোসের সামনে ওঁদের পড়ে থাকতে দেখে আমার মনে হয়েছিল, কর্ণেল নিশ্চয় উন্মাদ হয়ে গেছেন। নিশ্চয় গেছেন! নইলে বন্ধ ঘরে আগে স্ত্রীকে, তারপরে নিজেকে খুন করতে যাবেন কেন? অথচ মনে হয় না এমন জঘন্য কর্ম ওঁর পক্ষে সম্ভব।"

বলতে বলতে আমার স্ত্রীর দু'হাত জড়িয়ে আমার দিকে করুণ চোখে তাকিয়েছিল যুবতী।

বলেছিল কান্না জড়ানো গলায়—"ডক্টর ওয়াটসন, আপনার সাহায্য চাই। আপনার বন্ধু শার্লক হোম্‌স্ যদি জঘন্য এই ব্যাপার এই নিয়ে একটু ভাবেন—"

"কর্ণেল তো আর বেঁচে নেই, " বলেছিলাম আমি।

"কিন্তু তাঁর ছায়া তো রয়েছে।"

"চলুন তাহলে গাড়ি নিয়ে বেকার স্ট্রীটে যাওয়া যাক!"

ঘোড়ার গাড়ি যখন এসে পৌঁছেছিল বেকার স্ট্রীটে, শার্লক হোম্‌স্ তখন মেজাজের মাথায় বসে আছে প্রাতরাশের প্রতীক্ষায়। ঘরের মধ্যে ভাসছে কড়া তামাকের গন্ধ। —প্রথম পাইপ টানার ধোঁয়া।

বলেছিলাম—"আজ সকালে চেম্বার খুলতে না খুলতেই—"

হোম্‌স্ বলেছিল—"আগুনের চুল্লি জ্বালাতে গিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল পুড়িয়েছ—"

এই পর্যন্ত বলেই কোরা মুরে'র শুকনো মুখ দেখে সামলে নিয়ে আপ্যায়ণ করেছিল শুষ্ক স্বর পালটে নিয়ে—"বোসো, বোসো, আপনিও বসুন। আগে প্রাতরাশের আহার একসঙ্গে, কথা তারপরে।"

শার্লক হোম্‌স্ চিরকাল এইরকম জমাটি মেজাজি মানুষ। আমাকে না খাইয়ে ছাড়েনি। আগে খাওয়া, তারপর কথা। মিস মুরে অবশ্য এক কাপ কফির বেশি আর কিছু খেতে পারেনি।

তারপর শুনিয়েছিল নিজের কথা। শুনেটুনে হোম্‌স্ বলেছিল—"আমার কি করার আছে এক্ষেত্রে? কোনও এক কর্ণেল আগে স্ত্রীকে, পরে নিজেকে গুলি করে খতম করে দিয়েছিল। এই তো ব্যাপার?"

মিস মুরে বললে—"ভেবেছিলাম চোরডাকাতের কাণ্ড—কর্ণেল ওয়ারবার্টন তো উন্মাদ ছিলেন না—"

"ভেবেছিলেন?"

হোম্‌স্‌-য়ের কাট কাট কথায় মেজাজ খিঁচড়ে গেছিল আমার। মেয়ে জাতটার ওপর কি রকম হাড়ে চটা, তা তো আমার অজানা নয়।

"হোম্‌স্‌, কথার মারপ্যাঁচে নাই বা গেলে?"

"ওয়াটসন, তুমি তো জানো, কথায় ভুল থাকার জন্যে কত খুনিকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হয়? যাকগে, যাকগে, সে সব কথা শুনলে ইয়ং লেডির মন খারাপ হবে। ম্যাডাম, একটু খুলে বলুন।"

কোরা কিন্তু হেসে ফেলেছিল হোম্‌সের কাট কাট কথার ধরনে। বলেছিল—"আমার বাবা ক্যাপ্টেন মুরে ছিল সিপাহি বিদ্রোহের সময়ে ইন্ডিয়ায়। খুলে বলছি তো?"

"একেবারে। তারপর?"

"ন নম্বর কেম্ব্রিজ টেরেসে থাকতেন কর্নেল ওয়ারবার্টন আর তাঁর স্ত্রী। পাথরের নুড়ি ছাওয়া বাগানের পর সদর দরজা। দরজার দু'দিকে দুটো ঘর। প্রতি ঘরে একটা করে গরাদবিহীন জানলা। বাঁ দিকের ঘরে ছিলেন কর্নেল ওয়ারবার্টন আর এলিনর—আর কেউ ছিল না সে ঘরে। এ ঘরটার নাম কিউরিও ঘর। সময়টা রাত, ডিনার খাওয়ার ঠিক পরে। এ ঘরের দরজা লক করা ছিল ভেতর থেকে। প্রত্যেকটা গরাদবিহীন জানলার ডবল ছিটকিনি দেওয়া ছিল ভেতর থেকে—পর্দা পর্যন্ত সরানোই ছিল। ঘরের মধ্যে কেউ ছিল না—লুকিয়েও ছিল না; অন্য কোনও দিক দিয়ে এ ঘরে ঢোকাও যায় না। কর্নেলের ডান হাতের কাছে পড়েছিল একটা পিস্তল। ছিটকিনি-টিটকিনিতে কোনও কারচুপি করা হয়নি। ঘর ছিল কেল্লার মত সুরক্ষিত। মিস্টার হোম্‌স্‌, যা বললাম, তা ঘটনা, মেনে নিতে পারেন।"

পরে তা দেখেছি, মিস মুরে যা-যা বলে গেছিল, তার সবটাই অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

শুনেটুনে হোম্‌স্‌ বলেছিল—"চমৎকার বর্ণনা! রাতে ডিনার খাওয়ার পর কর্নেল আর তাঁর স্ত্রী নিজেরাই কি কিউরিও ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করতেন? ছিটকিনি লাগাতেন?"

হকচকিয়ে গেছিল কোরা—"এটা তো ভাবিনি।"

"তাতে অবশ্য কিছু এসে যায় না। না বন্ধ করাটাই মস্ত উন্মত্ততার লক্ষণ বলে ধরে নিতে হবে।"

স্থির হয়ে গেল কোরা মুরে'র ধূসর চোখ—"মিস্টার হোম্‌স্‌, আত্মহত্যা আর স্ত্রী-হত্যার আগে কর্নেল দরজায় খিল দিতে যাবেন কেন?"

"ম্যাডাম, আপনার ধারণাশক্তির প্রশংসা করছি। এবার বলুন তো, ইন্ডিয়ান কিউরিও ছাড়া ঘরের মধ্যে মামুলি কোনও কিউরিও ছিল কিনা?"

"মোটামুটি।"

"তারপর?"

"পরপর দু'বার গুলিবর্ষণের শব্দে বাড়ির সবাই টনক নড়ে। জানলা দিয়ে

দেখেছিলাম, মেঝেতে লুটিয়ে রয়েছে দুটো দেহ। ঢাকনি দেওয়া ল্যাম্পের আলোয় জ্বলজ্বল করছে ভয়ঙ্কর সেই মৃত্যু মুখোশ। কুসংস্কারের কাঁটা গায়ে জেগেছিল তৎক্ষণাৎ।"

হোম্‌স্‌ চেয়ারে হেলান দিয়ে বলেছিল আমাকে—"ওয়াটসন, কয়লা রাখার তাকে আমার চুরুটের বাক্সটা আছে। এগিয়ে দেবে? মিস মুরে, চুরুটের ধোঁয়ায় আপত্তি নেই তো?"

ঠোঁট কামড়ে ধরে কোরা বলেছিল—"অ্যাংলো ইন্ডিয়ানের মেয়ে আমি, আপত্তি করতে যাব কেন? বন্ধ ঘরে যখন ছুটে গেছিলাম মেজর আর্নশ আর ক্যাপ্টেন ল্যাশারকে নিয়ে, তখন তো কর্ণেল ওয়ারবার্টনের চুরুটের গন্ধই পেয়েছিলাম।"

সামান্য এই কথাটা শুনেই নিশ্চুপ হয়ে গেছিল হোম্‌স্‌। পরক্ষণেই চুরুটের বাক্স হাতে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে শুধিয়েছিল মিস মুরে-কে—"সিওর?"

রেগে গেছিল কোরা মুরে—"মিস্টার শার্লক হোম্‌স্‌, বাজে কথা বলার মেয়ে আমি নই। গন্ধটা নাকে যেতেই মনে হয়েছিল, এ ঘরে কিউরিও রাখা এই ঘরে পেতল আর কাঠের মূর্তি বোঝাই এই ঘরে... চুরুটের গন্ধর চাইতে ধুপধুনোর গন্ধই বেশি খাপ খেত।"

সেকেণ্ড কয়েক নিস্পন্দ দেহে আগুনের চুল্লির সামনে দাঁড়িয়েছিল হোম্‌স্‌।

তারপর বলেছিল কি যেন ভাবতে ভাবতে—"তামাকের গন্ধ তো হয় একশ চল্লিশ রকমের। আচ্ছা, মেজর আর্নশ আর ক্যাপ্টেন ল্যাশার-ও কি অতিথি হয়েছিলেন বাড়ির মধ্যে?"

"মেজর আর্নশ গেস্ট হয়েছিলেন কিছুদিন। কিন্তু ক্যাপ্টেন ল্যাশার—" চোখের ভুল কিনা জানি না। আমার কিন্তু মনে হয়েছিল ঠিক তখনি যেন ঈষৎ রক্তিম হয়েছিল কোরা মুরের গণ্ডদেশ—ক্যাপ্টেনের নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে—"ক্যাপ্টেন ল্যাশার মাঝে মধ্যে আসতেন অল্পক্ষণের জন্যে। সম্পর্কে উনি কর্ণেল ওয়ারবার্টনের ভাইপো—একমাত্র আত্মীয়—আর—আর, বয়েসে মেজর আর্নশ-য়ের চেয়ে অনেক ছোট।"

"গতরাতের ঘটনাটা বলুন।"

একটু থেমে বক্তব্য বিষয় সাজিয়ে নিয়ে নিচু গলায় বেশ চেপে চেপে বলে গেল কোরা মুরে—"ইন্ডিয়ায় আমার বেস্ট ফ্রেণ্ড ছিল এই এলিনর ওয়ারবার্টন। অসাধারণ সুন্দরী। কর্ণেল ওয়ারবার্টনকে বিয়ে করেছিল এই রূপের রাশি নিয়েই।

কর্ণেলের নাম যশ ছিল সোলজার হিসেবে, মজবুত চরিত্রের জন্যেও সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তবে, গার্হস্থ্য জীবন যাপনের উপযোগী মানুষ ছিলেন না বলেই আমি মনে করি। ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে মাথা গরম করে ফেলতেন। অল্পতেই রেগে যেতেন। বিশেষ করে তাঁর ইন্ডিয়ান পুরাতত্ত্ব সংগ্রহের ব্যাপারে ছিলেন অতিশয় বদমেজাজি। কিন্তু উন্মাদ ছিলেন না মোটেই।

'জর্জকে আমার ভালই লাগত' না লাগলে এখানে আসতাম না। খিটিমিটি

লেগেই থাকত ওদের মধ্যে। কাল রাতেও হয়েছিল। কিন্তু তার জন্যে এমন কাণ্ড নিশ্চয় ঘটেনি বলেই বিশ্বাস করি।

"ইন্ডিয়া ছেড়ে ওরা যখন চলে আসে, ওদের সঙ্গে আমিও এসেছিলাম। কেমব্রিজ টেরেস-য়ের এই বাড়িতে উঠেছিলাম। সেখানে ছিলাম ইন্ডিয়ার কোনও এক পাহাড়ি এলাকায় থাকার মত জায়গায়। জর্জের ইন্ডিয়ান খানসামা চন্দ্রলালকে নিয়ে। বাড়ি বোঝাই ছিল অদ্ভুত সব ভারতীয় দেবদেবতা, আর সেই সবের বিচিত্র প্রভাব। কিন্তু ছিটগ্রস্ত ছিল না মোটেই।

"গতরাতে ডিনার খাওয়ার পর স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল এলিনর। গেছিল কিউরিও রুমে, মেজর আর্নশ আর আমি বসেছিলাম স্টাডিরুমে—"

বাধা দিয়ে বলেছিল শার্লক হোম্‌স্—"এক সেকেণ্ড। একটু আগেই বললেন, সামনের বাগানের পাশেই আছে দুটো ঘর। একটা ঘর কিউরিও রুম, আর একটা ঘর স্টাডি রুম?

"না, অন্য ঘরটাই তো ডাইনিং রুম। স্টাডি রুমটা এর ঠিক পেছনেই। দুটো ঘরের মধ্যে যাতায়াতের দরজা নেই। জ্যাক এই ঘরেই ঢুকেছিল হন্তদন্ত হয়ে—"

"জ্যাক, মানে, ক্যাপ্টেন ল্যাশার?"

মুচকি হেসে অলোকসুন্দরী বলেছিল-- "হ্যাঁ। এসে বলেছিল, 'কেনসিংটন থেকে দৌড়তে দৌড়তে এলাম এতটা পথ বুড়ো মানুষটাকে দেখবার জন্যে, এসেই তো দেখছি চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি চলছে। বাগড়া দিতেও পারছি না। সময় নেই অসময় নেই, ঝগড়া লেগেই আছে। কেন? কি নিয়ে?'

"আমি বলেছিলাম, 'স্বামী স্ত্রীর মধ্যে খিটিমিটি তো থাকতেই পারে। তা নিয়ে মন্তব্য করা ঠিক নয়।'

"জ্যাক বলেছিল--'এলিনর-য়ের উচিত মানিয়ে নেওয়া-কাকা-র মন বুঝে চলা।'

"আমি বলেছিলাম—'এলিনর ঠিক সেইভাবেই চলে। তোমার সম্বন্ধেই বরং বলেছিল এলিনর, তুমি নাকি বেজায় বেপরোয়া—জীবনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে চলেছ।'

"মেজর আর্নশ তাস খেলতে বলেছিলেন, তাসের জুয়ো। জ্যাক তাতে রাজী না হয়ে ডাইনিং রুমে চলে গেছিল সুরাপান করতে।"

হোম্‌স্ বললে এইখানে—"তারপরে কি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে ছিলেন, আপনি অথবা মেজর?"

"হ্যাঁ! ওপর তলা থেকে নস্যির ডিবে আনতে গেছিলেন মেজর পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে ছুটেছিলেন—নস্যি ছাড়া নাকি খেলায় মন দিতে পারবেন না।" বলতে বলতে হেসে ফেলেছিল কেমিলি মুরে—"তাস হাতে নিয়ে আমি বসেছিলাম ঘরে—একা। গা ছম ছম করছিল ডিনারের সময়ে এলিনরের চোখের চেহারা মনে পড়ছিল চন্দ্রলালের বাদামি মুখ মনের চোখে ভেসে আসছিল। মৃত্যু মুখোশ

দাড়িতে হাসা ইস্তক সে গজ গজ করে গেছে অনবরত। ঠিক এই সময়ে, মিস্টার হোমস, শুনলাম পর-পর দু বার রিভলভারের গুলিবর্ষণের আওয়াজ।"

বলতে বলতে বিষম উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছিল কোরা মুরে।

"না, না, ভাববেন না, আমি ভুল শুনেছি! ভাববেন না অন্য কোনও আওয়াজ শুনেছি! এমন গুলির আওয়াজ যা খুন করেনি জর্জ আর..."

বলতে বলতে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়েছিল কোরা।

"আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেছিলাম সেকেণ্ড কয়েক তারপরেই দৌড়েছিলাম হল ঘরের দিকে। আর একটু হলে ধাক্কা লেগে যেত মেজর আর্নশ-র সঙ্গে। বিড়বিড় করে কী যেন বলতে গেলেন আমাকে। ঠিক তখনি মদের গেলাস হাতে ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে এল জ্যাক ল্যাশার। আমাকে বলেছিল—'কোরা, বাইরে যেও না। ডাকাত পড়েছে মনে হচ্ছে।'

"ঘর পেরিয়ে দুই পুরুষ দৌড়েছিল কিউরিও ঘরের দিকে।

"জ্যাক বলেছিল—'এ দরজা ভাঙতে গেলে কামানের গোলা দরকার। আপনারা দাঁড়ান। আমি ঘুরে গিয়ে গরাদবিহীন জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকছি।' সবাই বেরিয়ে গেলাম বাইরে..."

"সবাই?"

"মেজর আর্নশ, জ্যাক ল্যাশার, চন্দ্রলাল, আর আমি। পর্দা সরানো কাছের জানলা দিয়ে তাকিয়েই দেখেছিলাম, লাল কার্পেটে পড়ে আছে জর্জ আর এলিনর ওয়্যারবার্টন ওপর দিকে মুখ করে। এলিনরের বুক থেকে গড়িয়ে নামছে রক্ত।"

"তারপর?"

"সামনের দিকে পাথরের বাগান আছে, বলেছিলাম মনে আছে?"

"আছে।"

"মাটির ওপর নুড়ি ছাওয়া বাগান। সদর দরজায় সবাইকে পাহারা দিতে বলে--যাতে ডাকাতটা পালাতে না পারে—জ্যাক একটা বড় পাথর তুলে ভেঙে ফেলেছিল জানলা। কিন্তু ডাকাত-টাকাত কাউকে পাওয়া যায়নি। এক পলকেই দেখে নিয়েছিলাম, দুটো জানলাতেই তখনও পর্যন্ত ছিটকিনি দেওয়া রয়েছে ভেতর থেকে। দরজার কাছে আর কেউ যাওয়ার আগেই ছুটে গিয়ে আমি দেখেছিলাম, দরজা লক করা রয়েছে ভেতর থেকে। বুঝে গেছিলাম, ডাকাতের কাজ এটা নয়।"

"আপনি বুঝে গেছিলেন?"

"প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহ নিয়ে সব সময়ে ভয়ে ভয়ে থাকত জর্জ। কিউরিও ঘরের ফায়ারপ্লেসটা পর্যন্ত ইট দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল। এলিনরের মৃত্যু মুখোশের দিকে চন্দ্রলাল যখন চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে আছে, মেজর আর্নশ তখন লাথি মেরে জর্জের হাতের কাছে পড়ে থাকা রিভলভারটা সরিয়ে দিয়ে বলেছিল—'বিশ্রী ব্যাপার। ডাক্তার ডাকা দরকার এখুনি।' মিস্টার হোমস, আর কিছু বলার নেই আমার।"

কোরা মুরের কাহিনী সমাপ্ত হওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ ফায়ারপ্লেসের সামনে

দাঁড়িয়ে হাতের ছুরি নাড়াচাড়া করে গেল শার্লক হোমস্। তারপর ঘ্যাচাং করে গেঁথে দিল কাঠের ম্যান্টলপিসের ঠিক মাঝখানে।

বললে—"এখনকার পরিস্থিতি তাহলে কি?"

"এলিনর মারাত্মকভাবে জখম অবস্থায় রয়েছে নার্সিং হোমে। প্রাণে বাঁচতে নাও পারে। জর্জের ডেডবডি মর্গে চালান হয়ে গেছে। পুলিশ ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড এসে গেছে কেমব্রিজ টেরেসে আমি আপনার এখানে আসবার আগেই।"

কোটরাগত চোখে রোশনাই জাগিয়ে হোমস্ বললে—"কোট আর টুপি নিয়ে এখুনি রওনা হবো কেমব্রিজ টেরেসের দিকে।"

আমি বললাম—"মিছে আশা দিচ্ছ কেন হোমস্?'

ঠাণ্ডা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে হোমস্ বললে—"আমি চলি মোক্ষম প্রমাণের ওপর, মিছে আশার পেছনে দৌড়ই না।"

তা সত্ত্বেও দেখলাম আতস কাঁচ ঢুকিয়ে নিল কোটের পকেটে। ছুটন্ত চার চাকার ঘোড়ার গাড়িতে ঠোঁট কামড়ে বসে কি যেন ভেবে গেল নিজের মনে।

রোদে ঝলমল সেই সকালে কেমব্রিজ টেরেসে লোকজন ছিল না। পাথরের পাঁচিলের পাশেই পাথরের বাগান ঘেঁষে রয়েছে পাথরের বাড়িটা—সাদা জানলা আর সবুজ দরজা রয়েছে সামনের দিকে। চমকে উঠলাম ইণ্ডিয়ান ভৃত্য চন্দ্রলালকে সদর দরজার বাঁ দিকের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভারতীয় কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত। আমাদের দেখেই উধাও হয়ে গেল বাড়ির ভেতরে একটা গরাদবিহীন জানলার ভেতর দিয়ে।

আমার মতই নিশ্চয় চমকে উঠেছিল শার্লক হোমস্। তাই কাঁধ শক্ত করে ভারতীয় ভৃত্যের বিলীয়মান মূর্তির দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল। সদর দরজার বাঁদিকের জানলাটা অটুট থাকলেও বাগান থেকে একটা পাথরে চাঁই তুলে নেওয়ার খোবলানো জায়গাটা গাড়ি থেকেই দেখা যাচ্ছিল। তারও বাঁদিকের জানলাটা চুরমার করা হয়েছে। ভারতীয় ভৃত্য নিঃশব্দ চরণে বাড়ির মধ্যে উধাও হয়ে গেল এই জানলার মধ্যে দিয়ে।

শিস দিয়ে উঠেছিল হোমস্। কিন্তু কথা বলেনি কোরা মুরে আমাদের কাছ থেকে সরে না যাওয়া পর্যন্ত।

বলেছিল—"ওয়াটসন, মিস মুরে যা-যা বলে গেল, তা তো শুনলে। খটকা লাগেনি?"

আমি বলেছিলাম—"কাহিনীটা ভয়ঙ্কর। কিন্তু অসঙ্গত তো নয়।"

"অথচ প্রথম আপত্তিটা তুমিই তুলেছিলে।"

"কোনও আপত্তিই তুলিনি আমি।"

"আজ সকালে অবশ্যই নয়। আরে, ইন্সপেক্টর ম্যাক যে! ফের মোলাকাৎ হয়ে গেল আর একটা অকুস্থলে।"

ভাঙা জানলা গলে টুপ করে গলে বেরিয়ে এল একজন ইয়ং পুলিশ অফিসার, মাথার চুল যার বালি রঙের।

"মিস্টার হোমস্ যে!" ভুরু তুলে বললে ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড—"আপনার পায়ের ধুলো দেওয়ার মত সমস্যা তো এটা নয়। কর্ণেল ওয়ারবার্টন বোধহয় পাগল হয়ে গেছিলেন।"

মিষ্টি হেসে হোমস্ বললে—"তাই নাকি? ভেতরে যেতে পারি?"

"স্বচ্ছন্দে।"

বর্বরোচিত মিউজিয়ামের মত একটা ঘরে ঢুকেছিলাম আমরা। আবলুস কাঠের কাচের আলমারিতে সাজানো রয়েছে একটা কিম্ভূতকিমাকার কিন্তু অতি ভয়ঙ্কর চেহারার একটা দারুমুখ—চোখ দুটো যার ঝিকমিকে নীল পাথরের।

"ভয়ঙ্কর, কি বলেন?" বললে ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড।

হোমস্ কিন্তু ভয়ানক সেই মুখাবয়বের দিকে একবারও না তাকিয়ে ঘরময় ঘুরঘুর করতে করতে বললে ইন্সপেক্টরকে—"বাড়ির সবাইকে জেরা করা হয়ে গেছে?"

"না। লাভ তো নেই। বলবেটা কি? এ ঘর বন্ধ ছিল ভেতর থেকে। ঘরের মধ্যে পুরুষ মানুষ ছিলেন একজনই যিনি গুলি করেছেন নিজেকে আর স্ত্রী-কে-তারপর মারা গেছেন। কেস শেষ এইখানেই। ওটা কি করছেন, মিস্টার হোমস্?"

হঠাৎ থমকে গেছিল শার্লক হোমস্।

মেঝে থেকে একটা খুদে বস্তু তুলে নিয়ে বললে—"এটা কি?"

ম্যাকডোনাল্ড বললে—"কর্ণেল ওয়ারবার্টনের পোড়া চুরুট। কার্পেট পুড়িয়ে গর্ত করে দিয়েছে।"

"তাই তো দেখছি।"

দড়াম করে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল একজন বয়স্ক পুরুষ। নিশ্চয় মেজর আর্নশ। পেছনে কোরা মুরে—যার বাহু আঁকড়ে রয়েছে, সে একজন দীর্ঘকায় যুবাপুরুষ। নাক উঁচু, ব্রোঞ্জ মুখ, দাবোয়ানি গোঁফ।

শক্ত গলায় বললে মেজর আর্নশ—"আপনি মিস্টার শার্লক হোমস্? বুঝতেই পারছি না মিস মুরে আপনাকে তলব করতে গেল কেন। এটা তো মশায় নিছক ঘরোয়া ব্যাপার। জঘন্য ট্র্যাজেডি।"

ঠাণ্ডা গলায় হোমস্ বললে—"হয়তো কারণ আছে, তাই। ক্যাপ্টেন ল্যাশার, আপনার কাকা কি একই ব্র্যাণ্ডের চুরুট বরাবর খেতেন?"

"তা বটে," হোমসের দিকে হকচকিয়ে তাকিয়ে বললে যুবাপুরুষ—"সাইড টেবিলেই তো রয়েছে চুরুটের বাক্স।"

লম্বা লম্বা পা ফেলে সাইড টেবিলের সামনে গিয়ে চুরুটের বাক্স তুলে নিল শার্লক হোমস্। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকবার পর গন্ধ শুঁকলো নাকের কাছে এনে।

বললে—"ডাচ সিগার। মৃদু গন্ধ। মিস মুরে, ঠিকই বলেছিলেন, কর্ণেল ওয়ারবার্টন উন্মাদ ছিলেন না মোটেই।"

শুনেই একটা তাচ্ছিল্যের নাসিকাধ্বনি করেছিল মেজর আর্নশ পুরোদস্তুর মিলিটারি মেজাজে। ক্যাপ্টেন ল্যাশার অতটা অভদ্রতা না দেখিয়ে মুচকি মুচকি হেসে হাত বুলিয়ে নিয়েছিল নিজের গোঁফে।

বলেছিল আমুদে গলায় —'বড় নিশ্চিন্ত হলাম আপনার কথায়। মিস্টার হোম্স্, আপনার এহেন সিদ্ধান্ত নিশ্চয় কর্ণেলের চুরুট রুচি নিয়ে?"

"কিছুটা," বললে হোম্স্ গম্ভীর গলায়—"ডক্টর ওয়াটসন জানে, তামাক নিয়ে আমার কিছু গবেষণা আছে। তামাকের ১৪০ রকম ছাই নিয়ে একটা প্রবন্ধও লিখে ফেলেছি। কর্নেল ওয়ারবার্টনের চুরুট রুচি অন্য দিক নির্দেশ করছে। কি ব্যাপার ম্যাকডোনাল্ড?"

ভুরু কুঁচকে গেছে সরকারি গোয়েন্দার—"অন্য দিক মানে? আরে মশায়, ব্যাপার তো জলের মত পরিষ্কার। কর্ণেল সস্ত্রীক ঘরের মধ্যে ছিলেন ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে। মানছেন?"

"মানছি।"

"তাহলে যা ঘটনা, তাই নিয়ে মাথা ঘামান।"

আবলুশ কাঠের আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো শার্লক হোম্স্। একদৃষ্টে চেয়ে রইল বিকট রঙ করা বদখৎ মুখখানার দিকে।

বললে—"ইন্সপেক্টর ম্যাক। বন্ধ ঘরের রহস্য নিয়ে কিছু তত্ত্ব মাথায় এসেছে কি?"

"কর্ণেল দরজা বন্ধ করেছিলেন নিরিবিলিতে বউয়ের সঙ্গে কথা বলবেন বলে।"

"তা বটে। তা বটে। খুবই ইঙ্গিতময় পরিস্থিতি।"

"এমনই একটা ইঙ্গিত যা থেকে বোঝা যায়, পাগল হয়ে গেছিলেন কর্ণেল—নইলে নিজের বউকে গুলি করে নিজে মরতে যাবেন কেন?"

ক্যাপ্টেন ল্যাশার বললে চোয়াল শক্ত করে—"আমারও তাই বিশ্বাস। নইলে খামোকা স্ত্রী-কে গুলি করে নিজে আত্মহত্যা করবেন কেন? পাগলামির শিকার হয়েছেন নিজেই।"

হোম্স্ বললে ঠাণ্ডা গলায়—"কর্ণেল পাগলামির শিকার হননি—খুন হয়েছেন এক ঠাণ্ডা মাথার খুনির হাতে।"

ঘরে নেমে এল শীতল নৈঃশব্দ্য।

গর্জে উঠলেন মেজর আর্নশ—"কাকে ফাঁসাতে যাচ্ছেন, মিস্টার হোম্স্? মানহানির মামলা হয়ে যেতে পারে! সাবধান করছি আপনাকে।"

হোম্স্ বললে সকৌতুকে—"আমার এই কেস মূলতঃ নির্ভর করছে ভাঙা কাঁচের টুকরোর ওপর। কুড়িয়ে রাখছি ফায়ারপ্লেসে। কাল এসে জোড়া লাগানো [illegible] করি, তখনই প্রমাণ করে দিতে পারব আমার ধারণা। ভাল কথা, ইন্সপেক্টর ম্যাক, আপনি নিশ্চয় চিংড়ি খান?"

মুখ লাল হয়ে গেল ইন্সপেক্টরের—"পরিহাসের [illegible] এটা নয়। এ মামলায় চিংড়ি আসছে কেন?"

"একটাই কারণে। প্লেটে কাছের চিংড়িটাকেই আগে খায় সবাই। দূরের চিংড়ি পরে। এটা নিয়ে একটু ভাববেন।"

বেশ কিছুক্ষণ অনিমেষে হোমসের দিকে চেয়ে রইল ইন্সপেক্টর।

বললে তারপরে—ইন্টারেস্টিং। যা বলতে চাইছেন ইঙ্গিতে, তা নিয়ে ভাবা যাবে।"

"ভাঙা জানলায় তক্তা মেরে দেওয়া ছাড়া এখন আর কিচ্ছুতে হাত দেবেন না। কাল সকালে ফের দেখা হবে। এস, ওয়াটসন। বেলা হয়েছে। রেস্তোরাঁয় খেয়ে নেওয়া যাবে। তার আগে কাঁচের টুকরোগুলো...রাখা যাক ফায়ারপ্লেসে।"

পরের দিন সকালে শার্লক হোমসের ডেরায় ঢুকতে না ঢুকতেই পিস্তল ছোঁড়ার আওয়াজ শুনলাম ওপরতলায় ওর ঘরে। বুঝলাম, দেওয়ালে গুলি ছুঁড়ে যাচ্ছে নানান চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে। এটা ওর পুরোনো বদভ্যাস। ঘরের দেওয়ালে পিস্তল প্র্যাকটিস করা।

গিয়ে বসেছিলাম ওর পাশে। একটু পরেই এল ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড। বললে—"আপনার চিরকুট পেয়েছি। সামনের বাগানে মাঝরাতে একজন কনস্টেবল মোতায়েন আছে। বাড়ির কাউকে না জাগিয়ে গরাদবিহীন জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারব।"

রাত বারোটা:

আমরা তিনজনে দাঁড়িয়ে আছি কর্নেল ওয়ারবার্টনের বাড়ির সামনে। রাস্তা থেকেই দেখা যাচ্ছে, ভাঙা জানলায় তক্তা মেরে বন্ধ করা হয়েছে। ম্যাকডোনাল্ড বললে ফিসফিস করে—"তক্তা আলগা আছে। টান মারলেই খুলে যাবে

তক্তা খুলতে আওয়াজ হলো সামান্য। তারপরেই তিনজনে ঢুকে বসলাম কর্নেল ওয়রেবার্টনের কিউরিও ঘরে। হোমসের কথামত গুটিসুটি মেরে বসে রইলাম ফায়ারপ্লেসের কাছে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে। একটা সোফার কাছে। হোমস্ হাতে ধরে রেখেছে ওর চোরা লণ্ঠন।

বললে ফিসফিস করে—"ফায়ারপ্লেসের কাছেই বসেছি যখন, তখন কাজ হাসিল হবে অনায়াসেই।"

নিশুতি রাত। কোথাও কোনও শব্দ নেই। আমাদের প্রতীক্ষারও যেন আর শেষ নেই। একবার একদল মাতাল হইহই করতে করতে চলে গেল ঘোড়ার গাড়িতে চেপে। হাইড পার্কের দিকে মিলিয়ে গেল তাদের হইচই আর ঘোড়ার খুরের খটাখট আওয়াজ। তারপরেও গেল একটা ঘণ্টা। ঘণ্টা বাজিয়ে আর পটাপট শব্দে চাবুক হাঁকড়ে টগবগিয়ে ধেয়ে গেল একটা দমকলের গাড়ি। এ ছাড়া ঘরের মধ্যে নেই কোনও আওয়াজ।

প্রাচ্যের উৎকট অদ্ভুত সংগ্রহশালার এহেন পরিবেশ একটু একটু করে চেপে বসতে লাগল আমার স্নায়ুমণ্ডলীর ওপর। ঘুম জড়িয়ে এল চোখে। অতিকষ্টে খুলে রাখলাম চোখের পাতা।

রাস্তার আলো অনেক দূর থেকে ক্ষীণ আভা বিতরণ করে যাচ্ছিল ঘরের মধ্যে জানলার মধ্যে দিয়ে—যে জানলায় তক্তা মারা আর ছিল না আমরা ঘরে ঢোকবার পর

থেকে। ম্লান আভায় দেখতে পেলাম, একটা মুখ চেয়ে আছে আমাদের দিকে ঘরের অন্যপ্রান্ত থেকে। সঙ্গে সঙ্গে সিঁটিয়ে গিয়ে হোম্‌সের বাহু খামচে ধরেছিলাম আমি। হোম্‌স্ বলেছিল ফিসফিস করে—"দূর বোকা' ওটা তো মৃত্যু মুখোশ! দেখছে আমাদের কাণ্ড।"

ভারতীয় ভৃত্য সন্দ্রলালের কথা মনে পড়েছিল তৎক্ষণাৎ। স্বামীর উন্মাদনা এদের মধ্যে এতই প্রবল যে জিঘাংসার চেহারা নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে যখন তখন। কে জানে এই মুহূর্তে সে কি প্যাঁচ কষছে আমাদের কুপোকাৎ করার জন্যে।

ঠিক এই সময়ে খুব আস্তে কাঁচ কাঁচ শব্দ শুনেছিলাম। দরজার কব্জার শব্দ। কে যেন ঘরে ঢুকছে। হোম্‌সের হাত খামচে ধরতে গেছিলাম। কিন্তু তাকে পাশে পেলাম না।

সামান্যক্ষণের জন্য নিঃসীম নৈঃশব্দ্যের পরেই পা টিপে টিপে চলার আওয়াজ পেয়েছিলাম পুরু কার্পেটের ওপর দিয়ে। গরাদবিহীন জানলার ক্ষীণ আলোয় দেখেছিলাম পা টিপে টিপে একটা লম্বা মূর্তি এগিয়ে যাচ্ছে হাতে চকমকে কিছু একটা নিয়ে। তার ওভারকোটের কলার তোলা ওপর দিকে। ক্ষণপরেই ফায়ারপ্লেসের দিক থেকে ভেসে এসেছিল খুব মৃদু খুটখাট শব্দ।

উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছি, এমন সময়ে ধস্তাধস্তির শব্দের সাঙ্গে সাঙ্গে একটা গলাটেপা আর্তধ্বনি ভেসে এল আমার কানে।

"ওয়াটসন! ওয়াটসন!"

হোম্‌সের গলা। নিমেষে ঠিকরে গেছিলাম শব্দ লক্ষ্য করে। আছড়ে পড়েছিলাম হুটোপুটি খাওয়া দুটো মানুষের ওপর। একটা মানুষ ঘ্যাক করে কামড় বসিয়ে দিয়েছিল আমার বাহুতে। যেন বর্বর পশু। গায়ে তার পাশবিক শক্তি। ম্যাকডোনাল্ড তেড়ে না এলে তাকে রোখা যেত না। লাফিয়ে পড়বার আগেই গ্যাস জেট জ্বালিয়ে নিয়েছিল বলে আততায়ীকে বাগে আনতে পেরেছিল।

হোম্‌স্‌কে দেখেছিলাম টলতে টলতে উঠে দাঁড়াচ্ছে মেঝে থেকে কাঁধ খামচে ধরে ফায়ারপ্লেসের ঠিক সামনে—যেখানে সে আগের দিন রেখে গেছে জানলার সার্সিভাঙা কাঁচের টুকরো।

বলতেই নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস—"ম্যাকডোনাল্ড, পেয়ে গেছ আসল আদমিকে! কর্নেল ওয়ারবার্টনকে খুন আর তাঁর স্ত্রী-কে খুন করার চেষ্টার অপরাধে গ্রেপ্তার করতে পারো অনায়াসে।"

বেকার স্ট্রীটের বাসায় দুই বন্ধু যখন ফিরে এলাম তখন ভোরের প্রথম আলো জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকছে।

সোডা মিশানো ব্রান্ডির গেলাস হোম্‌সের হাতে তুলে দিয়েছিলাম ওকে চেয়ারে বসিয়ে রেখে। গেলাস হাতে নিয়ে হোম্‌স্ বলেছিল—"অতি ডেঞ্জারাস লোক এই ক্যাপ্টেন জ্যাক। তোমার হাত কি রকম, ওয়াটসন?"

"আয়োডিন লাগালেই ব্যথা চলে যাবে। ভাবনা তোমাকে নিয়ে। পোকার ডাণ্ডার মার কাঁধে না পড়ে মাথায় পড়লে প্রাণে বাঁচতে না। দেখি, কাঁধ দেখাও।"

"পরে দেখো। সামান্য চোট, আঁচড় বললেই চলে। খুনি ফাঁদে পা না দেওয়া পর্যন্ত টেনশনে ছিলাম।"

"ফাঁদ?"

"টোপ ফেলে রাখা ফাঁদ। টোপ না ফেললে ওকে ধরা যেত না—ফাঁসানো যেত না। খুনি যখন ভয় পায়, তখন পাগলের মত কাণ্ড করে বসে। এক্ষেত্রে তাই হয়েছে।"

"রহস্যের গভীরে চলে গেলে কী করে?"

"খুব সহজে। জলের মত সোজা কেস। প্রমাণ তো সামনেই ছিল।"

"আমার মাথায় ঢুকছে না। কোনও প্রমাণই দেখিনি।"

"সবই দেখেছ। কিন্তু মাথা খাটাওনি। কি বলেছিল মিস কোরা? কিউরিও ঘরের দরজা বন্ধ ছিল ভেতর থেকে। কিন্তু বন্ধ জানলার পর্দা সরানো ছিল। রাস্তার দিকের ঘরের জানলার পর্দা সচরাচর টানা থাকে প্রাইভেসির খাতিরে। এখানে তা ছিল না। তাহলে কি কর্ণেল আর তাঁর স্ত্রী কারও আসার প্রতীক্ষায় ছিলেন? এমন একজন যাকে দরজা দিয়ে ঘরে না ঢুকিয়ে জানলা দিয়ে ঢোকানো চলে? এমন একটা সাক্ষাৎকার যা যেন বাড়ির অন্য কেউ জানতে না পারে তাই দরজা নয়, জানলা দিয়েই যেন যাতায়াতটা চলে?"

"কিন্তু দুটো জানালাতেই তো ছিটকিনি দেওয়া ছিল।"

"তা ছিল। মিস মুরে তা বলেই ছিলেন, ডিনারের পর মিসেস ওয়ারবার্টন স্বামীকে নিয়ে কিউরিও ঘরে গেছিলেন। তখন নিশ্চয় ঝগড়া হয়েছিল দুজনের মধ্যে। তখনই খটকা লেগেছিল মনে। নিশ্চয় কেউ আসবে জেনেই জানলার পর্দা টেনে সরিয়ে রেখেছিলেন কর্ণেল যাতে মানুষটা বুঝতে পারে, ঘরে তিনি একা নেই—সস্ত্রীক আছেন?"

"রহস্যময় ভিজিটর যে ক্যাপ্টেন জ্যাক, সেটা আঁচ করলে কি করে?"

"অনুমান করে। স্বামীর ভাইপোকে যে দুচক্ষে দেখতে পারতেন না মিসেস ওয়ারবার্টন, তা তো জেনে গেছিলাম। ঠাণ্ডা মাথার এক খুনী যে এই কেসে এসে পড়েছে, তা আমি বুঝে গেছিলাম তার পরেই।"

"কখন?"

"যখন মিস মুরে বলেছিলেন, বন্ধ ঘরে ছুটে গিয়ে কর্ণেলের চুরুটের গন্ধ উনি পেয়েছিলেন।"

"তাতে কি প্রমাণিত হলো?"

"প্রমাণিত হলো যে বন্ধ ঘরে পিস্তল থেকে দুটো গুলি ছোঁড়া হয়নি—হয়েছে জানলার বাইরে থেকে—ঘরের মধ্যে ছোঁড়া হলে বারুদের গন্ধ থাকত ঘরের মধ্যে—পোড়া চুরুটের গন্ধ আর পাওয়া যেত না।"

"জানলার বাইরে থেকে?"

"আরে হ্যাঁ। গুলি যে ছুঁড়েছে, তার হাত খুব পাকা! দারুণ নিশানাবাজ। নিশ্চয় মিলিটারি ম্যান। ঘরের মধ্যে ডাচ সিগার খাচ্ছিলেন কর্ণেল—যার গন্ধ খুবই নরম। বারুদের গন্ধ সেই গন্ধ চেপে দিতে পারত, দেয়নি। অথচ জলের মত পরিষ্কার। দুটো গুলিই ছোঁড়া হয়েছে ঘরের বাইরে থেকে।"

"বারুদের পোড়া দাগ তো থাকা উচিত।"

"নাও থাকতে পারে। কার্তুজের বারুদ বড় খামখেয়ালি। বারুদ না থাকলে কোনও অর্থ দাঁড় করানো যায় না। তার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ চুরুটের গন্ধ। বাড়িতে গিয়েই বুঝে গেছিলাম গোটা ব্যাপারটা।"

"চন্দ্রলালকে দেখে তুমি তো চমকে উঠেছিলে?"

"আরে না। চমকে ছিলাম ভাঙা জানলা দিয়ে ওর আনায়াসে গলে যাওয়া দেখে।"

"মিস মুরে তো বলেইছিলেন, ক্যাপ্টেন ল্যাশার কাঁচ ভেঙেছিল ভেতরে ঢোকবার জন্য।"

"খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যখন মেয়েরা খুঁটিয়ে না দেখে ওপর ওপর দেখে। এই স্বভাবটা মেয়েদের মজ্জাগত। কি বলেছিল মিস মুরে মনে করে দ্যাখো। বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে, গরাদবিহীন জানলা দিয়ে ভেতরে তাকিয়ে নিয়ে, একটা বড়সড় পাথর তুলে নিয়ে, জানলার কাঁচ ভেঙে ফেলেছিল ক্যাপ্টেন ল্যাশার।"

"তাই বটে।"

"ভারতীয় ভৃত্য চন্দ্রলালের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠেছিলাম এই কারণে যে সে ঘরের মধ্যে ঢুকেছিল দূরের জানলা গলে, কাছের জানলাটি ছিল অটুট। বাড়ির দিকে দৌড়ে যাওয়ার সময়ে ঝট করে দেখে নিলাম জানলা ভাঙার জন্যে বড় পাথরটা তোলা হয়েছে কোনখান থেকে। প্রথম জানলার সামনে থেকে। তাহলে ক্যাপ্টেন ল্যাশার প্রথম জানলার কাঁচ না ভেঙে দ্বিতীয় জানলার দিকে দৌড়ে গেল কেন? দ্বিতীয় জানলার কাঁচগুলোর ফুটো ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্যে কি? এই জন্যেই ইঙ্গিতে ম্যাকডোনাল্ডকে চিংড়ি খাওয়ার গল্প শুনিয়েছিলাম—কাছের চিংড়ি সবাই আগে খায়, দূরের চিংড়ি পরে। নিশ্চিন্ত হলাম কর্ণেলের চুরুট শোঁকবার পর। ডাচ সিগার, সব চুরুটের মধ্যে নরম চুরুট। গন্ধ খুব কম। তা সত্ত্বেও কোরা মুরে ঘরে ঢুকে সেই গন্ধ পেয়েছিল, বারুদের গন্ধ পায়নি।"

"কিন্তু এইটুকু প্রমাণের ওপর কেস খাড়া করা খুব ঝুঁকির ব্যাপার নয় কি?"

পারস্যের চটি জুতোর মধ্যে থেকে তামাক বের করে টোবাকো পাইপে ঠাসতে ঠাসতে হোমস্ বললে—"মাই ডিয়ার ওয়াটসন, কাঁচের গায়ে দুটো বুলেটের ফুটো থেকে কেস খাড়া অসম্ভব হয়ে পড়ত আমার পক্ষে। ধাপ্পা মেরেছিলাম ওই কারণে। জুয়ারীর মত চান্স নিয়েছিলাম। খুনীর মনে আতঙ্ক ধরিয়েছিলাম ইচ্ছে করেই। তারপরের ঘটনা তুমি জানো।"

"কিন্তু খুনের কারণ?"

"ধরে নিতে পারি, কর্ণেলের বিয়ের আগে পর্যন্ত ওঁর সম্পত্তির পুরো উত্তরাধিকারী

ভাইপো। কিন্তু ভদ্রলোক মানে ইয়ং ক্যাপ্টেন যে বড় উগ্র প্রকৃতির, তা মিসেস ওয়ারবার্টন জানতেন। এ রকম উত্তরাধিকার নিশ্চয় অপছন্দ করতেন। ক্যাপ্টেন জ্যাক নিজে বুঝে তৎপর হয়েছিল।

"খুনের রাতে সে খোলাখুলি এসেছিল বাড়িতে। মিস মুরে আর মেজার প্যারিশ-এর সঙ্গে কথা বলার পর কিঞ্চিৎ মদ্যপানের বাসনা প্রকাশ করে গেছিল ডাইনিং রুমে। আসলে সেই ঘরের জানলা গলে বেরিয়ে গিয়ে সামনের বাগানে নেমে হেঁটে চলে গেছিল কিউরিও ঘরের গরাদবিহীন জানলার সামনে—বাইরে থেকেই কাঁচের মধ্যে দিয়ে গুলি করে খতম করে দিয়েছিল কর্ণেল ওয়ারবার্টন আর তার স্ত্রী-কে।

"কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই দৌড়ে এসে জানলা গলে খাবার ঘরে ঢুকে এক গেলাস মদ ঢেলে নিয়ে হেঁটে ঢুকেছিল হল ঘরে। প্রমাণ লোপাট করবার জন্যে পাথর মেরে কাঁচ টুকরো টুকরো করে দিয়ে গুলির গর্ত উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, ঘরে ঢুকে পিস্তলটার ফেলে দিয়েছিল নিহত ব্যক্তির হাতের কাছে।"

"মিসেস ওয়ারবার্টন ঘরে যদি না থাকতেন? খুড়োর সঙ্গে ক্যাপ্টেন যদি একা দেখা করতে যেত, তাহলে?"

"এইটুকু অনুমান করে নিতে হবে। অল্পবয়সী ছোকরা যখন উচ্ছন্নে যায়, সম্পত্তির জন্যে সব করতে পারে।"

❑ এই গল্পটি লিখেছেন অ্যাড্রিয়ান কন্যান ডয়াল ও জন ডিকসন কার।

[দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য সিলড্ রুম]

অদৃশ্য ছোরার কারসাজি

"হোমস্, তুমি ঠিকই বলেছ। শরৎকালটা অবসাদ এনে দেওয়ার ঋতু। কিন্তু তোমার এখন কিছুদিন ছুটিতে থাকা দরকার। গাঁয়ে গিয়ে এমন সব দৃশ্য দেখা দরকার যেমনটা আমি দেখতে পাচ্ছি এই জানলা থেকে।"

বন্ধুবর শার্লক হোমস্ হাতের বই বন্ধ করে অবসন্ন চোখে তাকিয়েছিল জানলা দিয়ে বাইরে। আমরা তখন ছিলাম ইস্ট গ্রিনস্টেড-য়ের কাছে একটা সরাইখানায়। দুজনেই বসেছিলাম প্রাইভেট বসবার ঘরে।

হোমস্ বললে ওর স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গ বঙ্কিম স্বরে—"কাকে দেখতে বলছ ওয়াটসন? চাষী, না, মুচিকে?"

জানলা দিয়ে দেখেছিলাম, একটা বাজারের গাড়িতে চালকের আসনে বসে রয়েছে এক ব্যক্তি, নিঃসন্দেহে এক চাষী। গাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে মাথা নিচু করে একজন বয়স্ক পুরুষ। দেখে বুঝলাম, খেটে খায় এমন একজন।

আমার মনের চিন্তা যেন পাঠ করে নিয়ে হোমস্ বললে—"মুচি নিশ্চয়। ল্যাটা!"

"হোমস্, এটা যদি এই যুগ না হয়ে অন্য যুগ হতো, তাহলে তোমাকে পিশাচ সিদ্ধ বলা হত। যে লোকটা হেঁটে আসছে, সে যে পেশায় মুচি, তা এই জানলা থেকে দেখে বুঝছ কি করে? শুধু মুচি নয়, ল্যাটা মুচি? এত দূর থেকে দেখে এমন একটা সিদ্ধান্তে আসা যায় কি?"

"ভায়া ওয়াটসন, হেঁটে হেঁটে যে আসছে তার কর্ডরয় ট্রাউজার্সের দিকে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই বুঝবে, কেন তাকে পেশায় মুচি বললাম। শান দেওয়ার পাথরটা রাখে বাঁ ঊরুর ওপর। সেই দিকের ট্রাউজার ক্ষয়েছে অনেক বেশি ডান দিকের চেয়ে। চামড়ার ওপর হাতুড়ি মারবার জন্যে বাঁ হাত চালায়। সহজ সিদ্ধান্ত, এর মধ্যে জটিলতাটা কোথায়?"

সালটা ১৮৮৯। বেশ কয়েকটা গোয়েন্দাগিরির কেসে সফল হয়েছিল বন্ধুবর শার্লক হোমস্। সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছিল। স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হয়েছিল। আমি বলেছিলাম, বেকার স্ট্রীটের বাসা ছেড়ে দিন কয়েক সাসেক্সের স্বাস্থ্যকর অঞ্চলে ঘুরে আসা যাক। বায়ুপরিবর্তনের এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিল হোমস্।

দিন কয়েক যেতে না যেতেই হোমসের পাণ্ডুর গণ্ডদেশে স্বাস্থ্যের রক্তাভা ফিরে এসেছিল আগের মত। সর্ব শেষ কেস নিয়ে গতবছর মগজ খাটানোর পরিশ্রমজনিত অবসাদ থেকে মুক্তি পেয়েছিল।

রাস্তার লোককে দেখে তার পেশা ঠিকঠিক বলে দেওয়ার তাক লাগানো মন্তব্যের পর ফের ধূমপানের পাইপ ধরিয়েছিল হোমস্। আমি একখানা বই তুলে নিয়ে তাতে যেই মন দিতে যাচ্ছি, অমনি দরজায় আঙুল ঠুকেই ঘরে ঢুকেছিল বাড়ির মালিক।

বলেছিল ম্যাসেঞ্জ ভেলার কথার টানে--"মিস্টার হোম্স্, এক ভদ্রলোক এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। এই যে এসে গেছেন।"

দীর্ঘকায় সুকেশ এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে পড়েছিল কথা শেষ হতে না হতেই। পরনে ভারি আলস্টার গলায় জড়ানো মাফলার। হাতের গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ নামিয়ে রেখে ল্যান্ডলর্ডকে ঘর থেকে বিদেয় করে দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল আমাদের দিকে।

হোম্স্ বলেছিল—"গ্রেগসন যে! নিশ্চয় কোনও কেস নিয়ে ফেঁসে গেছো!"

ধপ করে চেয়ারে বসতে বসতে বলেছিল ইন্সপেক্টর টোবিয়াস গ্রেগসন—"কেস বটে একখানা! স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে বসে টেলিগ্রামটা পড়েই আপনার কথা মনে হয়েছিল। একটু শলাপরামর্শ করে নিলে মন্দ কি—ব্যক্তিগতভাবে অবশ্যই—অফিসের নির্দেশে নয়। আপনার বেকার স্ট্রীটের বাসায় ধাওয়া করলাম। বাড়িউলি মিসেস হাডসন দিলেন এখানকার ঠিকানা। তাই ভাবলাম, চলেই আসি। খুনটা হয়েছে এখান থেকে মাইল তিরিশ দূরের কেন্ট-য়ের একটা বাড়িতে। কাগজের লোকের কানে খবরটা এখনও যায়নি!"

বাগড়া দিলাম আমি—"মাই ডিয়ার হোম্স্, এসেছো কিন্তু ছুটি কাটাতে।"

"তাতো বটেই," হুড়মুড় করে বললে হোম্স্—"কিন্তু কেসটা শুনলে তো ক্ষতি নেই। বলো গ্রেগসন,কি ব্যাপার?"

"স্থানীয় পুলিশ অফিসার যেটুকু জানিয়েছেন, তার বেশি তো কিছু জানি না। ল্যাভিংটন কোর্টের বাড়িতে অতিথি হয়ে এসে ছুরি খেয়ে খতম হয়েছেন কর্নেল ভ্যালসি। খানাপিনার হলঘরে। আজ সকাল সাতে দশটায় খাস চাকর তাঁকে দেখেছে ওই অবস্থায়, সবে খুন হয়েছেন। রক্ত তখনও চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছিল। মদের পানপাত্র ছিল টেবিলে।"

হাতের বই টেবিলে রেখে হোম্স্ বললে—"সুইসাইড না মার্ডার?"

"সুইসাইড হতেই পারে না, অস্ত্র তো পাওয়া যায়নি। তবে আর একটা টেলিগ্রাম পেয়ে জানলাম, নতুন প্রমাণ হাতে এসেছে। খোদ স্যার রেজিনাল্ড ল্যাভিংটনকেই ফাঁসানোর চক্রান্ত রয়েছে মনে হচ্ছে। খেলাধূলোর মহলে কর্নেল ভ্যালসি সুপরিচিত ব্যক্তি। তবে সুনাম খুব একটা নেই। মিস্টার হোম্স্, এ ক্রাইম খুবই উঁচু মহলের ক্রাইম।"

"ল্যাভিংটন—ল্যাভিংটন! ওয়াটসন, গত সপ্তাহে বোডিয়াম প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ দেখতে গিয়ে ল্যাভিংটন নামে একটা গ্রামের মধ্যে দিয়ে তো গেছিলাম। নিচু জায়গায়, মাটির মধ্যে খোবলানো মত একটা জায়গায়, একটা বাড়িও তো দেখেছিলাম।"

সায় দিলাম মাথা নেড়ে। স্মৃতির পটে ভেসে উঠল একটা থামার বাড়ির ছবি। গাছপালার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে যেন দম আটকানো পরিবেশে।

গ্রেগসন বললে—"ধরেছেন ঠিক। খোবলানো মত জায়গার বাড়ি। সেখানকার অতীত নাকি বর্তমানের চেয়ে বেশি জীবন্ত। আসবেন নাকি আমার সঙ্গে?"

চেয়ার ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললে বন্ধুবর—"অবশ্যই। ওয়াটসন, বাগড়া দিওনা!"

গাড়িওলা ভদ্রলোকের তদবিরে ঘণ্টা দুয়েকের পথ যাওয়ার মত গাড়ি পেয়ে গেলাম তৎক্ষণাৎ। সে গাড়ি টগবগিয়ে ছুটে গেল সাসেক্স জেলার সঙ্কীর্ণ গলিগলি দিয়ে। কেন্ট জেলার সীমানা পেরিয়ে আসবার পর কনকনে ঠাণ্ডা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। ভাগিস যথেষ্ট শীতবস্ত্র এনেছিলাম সঙ্গে। মূল সড়ক ছেড়ে গাড়ি নেমে গেল খাড়াই গলিপথ বেয়ে' গাড়োয়ান হাতের ছিপটি তুলে দেখিয়ে দিল নিচের দিকে—ধূসর গোধূলিতে দেখা যাচ্ছে গাছপালার বলয়াবেষ্টিত একটি পেল্লায় প্রাসাদ।

বললে—"অ্যাভিঙটন কোর্ট।"

গাড়ি থেকে নামলাম মিনিট কয়েক পরেই। বাগানের পথ দিয়ে সদর দরজার দিকে হেঁটে যেতে যেতে দেখে নিলাম জলে ভাসছে মরা পাতা, সামনে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে প্রকাণ্ড একটা অট্টালিকা। দেশলাই জ্বালিয়ে বাগান পথে ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখতে লাগল হোমস্।

বললে খুশি খুশি গলায়—"হুম! হা! রয়েছে চার রকমের পায়ের ছাপ। আরে, আরে, এটা কি? ঘোড়ার খুরের তলায় যে লোহা লাগানো থাকে, সেই নাল-য়ের ছাপ। চেপে চেপে বসে গেছে। তার মানে, তেড়েমেড়ে দৌড়েছে। খুব সম্ভব পুলিশকে খবর দিতে। গ্রেগসন, এ-জায়গায় এর বেশি কিছু পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। খুন যেখানে হয়েছে, সেখানে গেলে আশা করি এর চেয়ে ইন্টারেস্টিং সংবাদ পেলেও পেতে পারি।"

হোমস্-য়ের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই দরজা খুলে গেছিল। লালমুখো গাঁট্টাগোট্টা খানসামা খাতির করে আমাদের নিয়ে গেছিল পাথরের চাকতি বাঁধাই মেঝেওলা হলঘরে। সেকেলে ঘর, কিন্তু বিউটিফুল। বহু শাখা সমন্বিত মোমবাতিদান জ্বলছে এদিকে সেদিকে। দূর প্রান্তে ওপরতলার কাঠ বাঁধানো বারান্দায় উঠে গেছে চওড়া সোপান শ্রেণী।

আগুনের চুল্লির সামনে বসে গা তাতাচ্ছিল খয়েরি চুল পাতলা চেহারার এক পুরুষ। হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এল আমাদের দিকে।

বললে—"ইন্সপেক্টর গ্রেগসন নিশ্চয়? অনেক ধন্যবাদ!"

"আপনিই কেন্ট থানার সার্জেন্ট ব্যাসেট?"

"আজ্ঞে। গিলিঙস, এখন আসতে পারো। দরকার পড়লেই খবর দেব। স্যার, এ বড় ভয়ানক কেস! বিখ্যাত রেসুড়ে যখন তাঁর নাম করা ঘোড়ার মঙ্গলকামনা করে মদে চুমুক দিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই ছোরার মারে খতম হয়ে গেলেন। ছোরা কিন্তু পাওয়া যায়নি।—এঁরা কে?"

স্থানীয় ডিটেকটিভ বাক্য অসমাপ্ত রেখে দৃষ্টিপাত করেছিলেন আমাদের দিকে। বাটলার বিদায় নিয়েছে ইতিমধ্যে।

"মিস্টার শার্লক হোমস্ আর ডক্টর ওয়াটসন। মন খুলে কথা বলে যান।"

"মিস্টার হোমস্, মিস্টার হোমস্, আপনার সুনাম কত যে শুনেছি। বুদ্ধির রোশনাই ছড়ানো এক-একটা কেস! কিন্তু এই যে কেস, এখানে বুদ্ধির চমক দেখানোর খুব একটা সুযোগ পাবেন বলে মনে হয় না। কৃতিত্ব নেবে পুলিশ মহল।"

হোম্‌স্ বললে বিনয় মধুর স্বরে—"গ্রেগসন জানে, আমি কেস ফয়সালা করি ফয়সালা করার আনন্দ পাওয়ার জন্যে, কৃতিত্ব নেওয়ার জন্যে নয়। পুলিশের তরফ থেকে কাগজে কলমে অকুস্থলে হাজিরও থাকি না। এই কেসেও নয়।"

"উত্তম, উত্তম। আসুন তাহলে এই দিকে।"

চারদিকে চারটে ডালপালা বের করা একটা শামাদান তুলে নিয়ে সার্জেন্ট ব্যাসেট যেই পা বাড়িয়েছে এক দিকে, অমনি বাগড়া পড়ল অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে।

এই পৃথিবীতে বিচরণ করতে গিয়ে অনেক রকম মহিলার সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাকে। কিন্তু সেই মুহূর্তে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরতলা থেকে যে মহিলাটি তরতর করে নেমে এলেন, তাঁর মত রানীজনোচিত কান্তি ভূলোকের আর কোনও শ্রীমতীর অঙ্গে আছে বলে দেখিনি। কিছুটা নেমেই কাঠের রেলিংয়ে হাত রেখে থমকে দাঁড়িয়ে যেতেই তাঁর তনুবরের মোহময় কান্তি যেন বিদ্যুৎবর্ষণের মত ঝলক তুলে আছড়ে পড়েছিল আমার দৃষ্টিপটে। কেশ তাঁর তামা রঙের, চোখ সবুজ রঙের। এরকম একটা লোমহর্ষক ঘটনা যেখানে সদ্য ঘটে গেছে, সেখানে এমন রূপসীকে এমন গরিমা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখব, স্বপ্নেও ভাবিনি।

দাঁড়িয়ে গিয়েই বললেন বীণানিন্দিত উচ্চকিত কণ্ঠস্বরে—"মিস্টার হোম্‌স্, মিস্টার হোম্‌স্, আপনার নামটা কানে যেতেই দৌড়ে এলাম। জঘন্য এই ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ আমার জানা নেই। শুধু জানি, আমার স্বামী সম্পূর্ণ নির্দোষ। কেস যখন হাতে নিচ্ছেন, অনুগ্রহ করে তা খেয়াল রাখবেন।"

নির্নিমেষে সেই পরমাসুন্দরীর দিকে এমন ভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল হোম্‌স্ যেন স্মৃতির মণিকোঠায় একটা পাতা উল্টে গেছে সুন্দরীকে দেখামাত্র।

বললে কর্তব্যশুদ্ধ স্বরে—"আপনার কথা নিশ্চয় আমি মাথার মধ্যে রাখব, লেডি ল্যাভিংটন। আপনার বিয়েটা কিন্তু—"

সেই প্রথম রক্তিম ছটা দেখলাম পরমাসুন্দরীর গণ্ডদেশে—"মার্গারেট মঁপেমার-কে তাহলে চিনতে পেরেছেন? হ্যাঁ, কর্নেল ড্যালসি-র সঙ্গে আমার আলাপ সেই প্রথম। কুমারী অবস্থায়। আমার স্বামী কিন্তু সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ঈর্ষা পোষণ করেননি মনের মধ্যে।"

এই পর্যন্ত বলেই যেন থতমত খেয়ে চুপ করে গেলেন অলোক সুন্দরী।

গ্রেগসন কিন্তু মুখরিত হল তৎক্ষণাৎ—"সেটা আবার কি?"

দৃষ্টি বিনিময় ঘটে গেল দুই ডিটেকটিভের মধ্যে চকিত চমকে।

আপন মনে বললে ব্যাসেট—"খুনের মোটিভ কিন্তু এখনও পাওয়া যায়নি।"

লেডি ল্যাভিংটন বিয়ের আগে ছিলেন নামী অভিনেত্রী মার্গারেট মঁপেমার। মুখ দিয়ে এই যে বেফাঁস একটা কথা বেরিয়ে গেল শার্লক হোম্‌সকে দেখেই, এর জন্য সহসা এই বাক্য বিস্ফোরণের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না মোটেই। এমন একটা কথা ভয়ানক এই পরিস্থিতিতে কথাটা বলে ফেলা যে ঠিক হয়নি, তা বুঝে থতমত খেয়ে গেছিলেন।

হোম্‌স্ কিন্তু গম্ভীর বদনে বাতাসে মাথা ঠুকে সায় দিয়ে এগিয়ে গেছিল সার্জেন্টের পেছন পেছন ধনুকাকৃতি দরজার দিকে। পেছনে আমি আর গ্রেগসন।

যে ঘরে ঢুকলাম, সে ঘর নিরেট তমসাচ্ছন্ন থাকলেও ঘরটার আকার, আয়তন, উচ্চতা আন্দাজ করে নিতে পেরেছিলাম চৌকাঠ পেরনোর সঙ্গে সঙ্গে।

কানে ভেসে এসেছিল ব্যাসেট-য়ের কণ্ঠস্বর—"আমার হাতের এই মোমবাতির শামাদান ছাড়া এই মুহূর্তে এ ঘরে নেই কোনও আলো। চৌকাঠে একটু দাঁড়িয়ে যান।"

বলেই, নিজে এগিয়ে গেছিল শামাদান হাতে নিয়ে। চারটে মোমবাতির আলো ঝিলিক তুলে গেছিল মস্ত লম্বাটে একটা টেবিলের ওপর। আয়তাকার সেই ঝকমকে টেবিলের একটা সরু কিনারা রয়েছে আমাদের দিকে। অপর প্রান্তে আলো ঝলসে যাচ্ছে একটা দীর্ঘকায় রুপোর পানপাত্র থেকে। দুহাতে দুদিকে ছড়িয়ে রয়েছে এক ব্যক্তি। সে হাত নিস্পন্দ।

ব্যাসেট মোমবাতির শামাদান সেই দিকে বাড়িয়ে ধরে বললে ইন্সপেক্টর গ্রেগসনকে—"দেখুন, স্যার, দেখে নিন!"

টেবিলের সেই দিকের মাথায় এক ব্যক্তি বসে রয়েছে টেবিলে থুৎনি ঠেকিয়ে। মদ্যপাত্রের দুদিক দিয়ে ছড়িয়ে রয়েছে দু'হাত। মোমবাতির আলোয় দেখা যাচ্ছে রুপোলি কাপ মাখামাখি হয়ে গেছে লাল রক্তে।

ব্যাসেট বললে—"টুঁটি দু'টুকরো...যে ছোরা টুঁটি কেটেছে, সে ছোরা ছিল এখানে" বলে ছিটকে গেল দেওয়ালের দিকে।

শামাদান তুলে দেওয়ালের যে জায়গাটা দেখাচ্ছিল ব্যাসেট, আমরা হনহন করে চলে গেছিলাম সেখানে। সেখানে ঝুলছে সারবন্দী বহু অস্ত্র। একটা জায়গায় চকচক করছে দুটো হুক। এক সময়ে সেই হুকে ঝুলত যে হাতিয়ার, এখন সেটা সেখানে নেই।

গ্রেগসন বললে—"খুনটা যে এখানকার এই ছোরা দিয়েই হয়েছে, তা জানছেন কি করে?"

ছোরা ঝুলছিল যে কারুকাজ করা কাঠের গায়ে হুক থেকে, সেই কারুকাজের খানিকটা আঁচড়ে গেছে। ব্যাসেট সেই আঁচড়ের দিকে আঙুল তুলে বললে—"এই দেখে।" দাগটা রয়েছে ইঞ্চি ছয়েক নিচে। হ্যাঁচকা টান মেরে ছোরা নামাতে গিয়ে আঁচড়ে গেছে কাঠ।

হোম্‌স্ সায় দিয়ে গেল মাথা নাড়াতে নাড়তে।

বললে—"চমৎকার! কিন্তু সার্জেন্ট, এছাড়া অন্য প্রমাণ কিছু হাতে এসেছে?"

"নিশ্চয়! বাটলার গিলিংস-কে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন। শিকার করবার ছোরা। বহু বছর ধরে ঝুলেছিল কাঠের এই প্যানেলটায়। এবার দেখুন কর্ণেল ড্যালি-র গলার ক্ষত।"

রক্তারক্তি ব্যাপার-স্যাপার দেখলে আমার গা শিরশির করে। ব্যাসেট কিন্তু তিলমাত্র দ্বিধা না করে নিহত মানুষটার রক্তমাখা জুলপিতে চুল খামচে ধরে তুলে ধরেছিল একটু ওপরে। মরে গিয়েও মানুষটার মুখের শান্তি ভাব যায়নি। সে মুখ যেন এক মস্ত ঈগলপাখির মুখ। খাঁড়ার মত নাক ঝুলে রয়েছে কুলিশ কঠোর মুখ বিবরের ওপর।

হোমস্ বললে—"ছোরার ঘায়েই মরণ হয়েছে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু সে ছোরা আঘাত হেনেছে যেন উল্টো ভাবে—নিচ থেকে ওপরে।"

শুষ্ক হেসে বললে স্থানীয় গোয়েন্দা—"সেটা আশ্চর্যের কিছু নয়। নিহত মানুষটা সুরাপাত্র দু'হাতে যখন মুখের কাছে তুলে ধরেছিল, খুনি ছোরা চালিয়েছে ঠিক তখন—টুঁটি লক্ষ্য করে। সুরাপান করছিলেন দুজনে—নিহত ব্যক্তি আর স্যার রেজিন্যাল্ড। সামনের সপ্তাহে রেসের মাঠে যাতে কর্ণেলের ঘোড়া জিতে যায়—এই মঙ্গল কামনা নিয়ে।"

বিশাল পান পাত্রটার দিকে তাকিয়েছিলাম সবাই। লম্বায় ঠিক এক ফুট। সেকেলে রুপো দিয়ে তৈরি। বিস্তর কারুকাজময়। চুমুক দেওয়ার জায়গাটা রুপোর বেড় দিয়ে ঘেরা। দু'পাশের দুই হাতলের ওপর দুটো রুপোর পেঁচা।

শুষ্ক হেসে ব্যাসেট বললে—"ভাগ্য খুলে যায় এই ল্যাভিঙটন পানপাত্র থেকে মদ খেলে। ওই যে দুটো পেঁচা দেখছেন, ওরাই এই বংশের প্রতীক। খোলানো অস্ত্রশস্ত্রে এই প্রতীক চিহ্ন দেখতে পাবেন। কর্ণেল ড্যালসি-র ভাগ্য খুলে গেছে পানপাত্রে চুমুক দিতে না দিতেই। কোনও এক ব্যক্তি ছোরা চালিয়েছে তাঁর টুঁটি লক্ষ্য করে।"

"*কোনও এক ব্যক্তি?*" কে যেন ফিসফিস স্বরে কথাটা বলল পেছনে।

ঠিক সেই সময়ে মদ্যপাত্র তুলে ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল হোমস্। বাগড়া পড়ায় প্রত্যেকেই সবেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকিয়েছিলাম পেছনে।

বক্তা দাঁড়িয়ে আছেন দরজার কাছে। হাতের শামাদানের একটিমাত্র মোমবাতির আলোয় দেখা যাচ্ছে তাঁর মুখ। যেন জিপসি মুখ। কটমটে চাহনি নিবদ্ধ আমাদের ওপর। চক্ষু যুগল কুটিল, কঠোর। চওড়া দু'কাঁধে যেন শ্বাপদ শক্তি জড়ো হয়ে রয়েছে। ঘাড়ে গর্দানে লড়াকু মহিষ বলেই মনে হয়।

গুরু গম্ভীর গলায় তিনি বললেন—"ব্যাসেট, এসব কি হচ্ছে? কারা এরা? জমিদারের ঘরোয়া ব্যাপারে এরা নাক গলাতে এসেছে কেন?"

কড়া গলায় জবাবটা দিল স্থানীয় গোয়েন্দা—"স্যার রেজিন্যাল্ড, আমরা এসেছি একটা সিরিয়াস খুনের তদন্ত করতে। ইনি ইন্সপেক্টর গ্রেগসন, এসেছেন লণ্ডন থেকে, এঁরা মিস্টার শার্লক হোমস্ আর ডক্টর ওয়াটসন।"

হোমসের দিকে তৎক্ষণাৎ চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন জমিদার মশায়। সে চোখে দেখেছিলাম অস্বস্তির ছায়াপাত।

বলেছিলেন গুরু গুরু গলায়—"আপনার নাম আমি শুনেছি, মিস্টার হোমস্।" বলতে বলতে চাহনি ঘুরে গেছিল নিহত মানুষটার দিকে—"র‍্যাল্ফ ড্যালসি মরেছে ঠিকই, কিন্তু একটা আপদ বিদেয় হয়েছে। মদ, মেয়েছেলে আর ঘোড়া—এই তিনটে নিয়েই কাটিয়েছে সারাটা জীবন। ল্যাভিঙটন বংশে এরকম কুলাঙ্গার যে ছিল না, তা নয়। খুন-টুন করতে চোখের পাতা কাঁপত না। আপনি কি বলেন, মিস্টার হোমস্?"

সাংঘাতিক এই কথা শুনে চোখের পাতা না কাঁপিয়ে হোমস্ বললে—"একটা ক্ষেত্র ছাড়া অন্য অন্য ক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে আমি একমত।"

গ্রেগসন তেঁতো হেসে বললে—"নিখোঁজ ছোরাখানা পাওয়া গেলেই রহস্যের জট খুলে যাবে এখুনি।"

"ছোরার কথা তো আমি বলিনি।"

"বলবার দরকার কি? কেউ কি নিজের গলা নিজে কেটে ছোরা লুকিয়ে রাখতে পারে?"

বলেই, সার্জেণ্টের হাত থেকে শামাদান ছিনিয়ে নিয়ে ছোরা যে কাঠের প্যানেলে ঝুলছিল, সেই জায়গাটা দেখিয়ে স্যার, রেজিন্যাল্ডকে জিজ্ঞেস করেছিল গ্রেগসন—"গেল কোথায় ছোরাখানা?"

"আমি নিয়েছি," বললেন স্যার রেজিন্যাল্ড।

"কেন?"

"কারণটা সার্জেণ্ট ব্যাসেটকে বলা হয়ে গেছে। মাছ ধরতে গেছিলাম সকালে। সুতো কাটতে এমন ছোরাই দরকার—যেমন করে কাটত আমার পূর্বপুরুষরা।"

কথাটার হেঁয়ালি আর তাৎপর্য খটকা লাগিয়েছিল আমার মনের মধ্যে।

গ্রেগসন কিন্তু কথা চালিয়ে গেছিল কাঠখোট্টা কায়দায়—"ছোরা তাহলে আপনার কাছে?"

"না।"

"কেন?"

"জবাবটা এক ডজনবার পুলিশকে দিয়েছি ছোরা হারিয়ে ফেলেছি। বোধহয় নদীর জলে পড়ে গেছে। অথবা বাড়ি ফেরার সময়ে।"

গ্রেগসন সার্জেণ্টকে টেনে নিয়ে গেল একপাশে।

শুনলাম বলছে খাটো গলায়—"এখানে আর কিছু করার আছে বলে মনে হয় না আমার। খুনের মোটিভ জুগিয়ে গেছেন ওঁর বিয়ে করা বউ। এখন তো উনি নিজেই স্বীকার করছেন, ছোরা নিয়ে গেছেন নিজেই।"

এই পর্যন্ত বলেই ঘুরে দাঁড়িয়ে কড়া গলায় বললে স্যার ল্যাভিংটনকে—"আপনাকে থানায় আসতে হবে। খুনের অপরাধে সেখানে আপনাকে—"

এগিয়ে এল হোম্‌স্‌—"গ্রেগসন, একটু সবুর করো। ভাববার সময় দাও। সুযুক্তি দিয়ে তোমার কেস কিন্তু টুকরো টুকরো করে দেওয়া যায়।"

"মিস্টার হোম্‌স্‌, আমার তা মনে হয় না। বিশেষ করে লেডি ল্যাভিংটনকে যদি সাক্ষীর কাঠগড়ায় তোলা যায়—"

চমকে উঠলেন স্যার ল্যাভিংটন—"হুঁশিয়ার! আমার স্ত্রীকে এসবের মধ্যে টানবেন না। মুখে যে যাই বলুক না কেন, স্বামীকে ফাঁসানোর মত মেয়ে সে নয়!"

"ফাঁসাতে তো বলব না। শুধু বলব, পুলিশ সার্জেন্টের সামনে যা বলেছেন, তা যেন আদালতে দাঁড়িয়ে বলেন। মিস্টার হোম্‌স্‌, এ কেস নিয়ে মাথা ঘামানো আর দরকার নেই। জলের মত পরিষ্কার কেস। স্যার রেজিন্যাল্ড। বাড়ি ছেড়ে যাবেন না। সে চেষ্টা করলেই গ্রেপ্তার হবেন। মিস্টার হোম্‌স্‌, ওটা কি করছেন?"

হোম্‌স্‌ হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসে পড়ে মোমবাতির আলোয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে

দেখছিল ওক কাঠের মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রক্ত আর মদের দাগ।

এখন বললে আমাকে, উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে—"ওয়াটসন, ঘন্টার দড়িটা টেনে দাও বাটলারের সঙ্গে কথা বলা দরকার—ডেডবডি তো সে-ই প্রথম দেখেছে। চলো, ওই ঘরে যাওয়া যাক।"

খুনের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলাম। ধাতস্থ হয়েছিলাম আগুনের চুল্লীর সামনে এসে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন লেডি ল্যাভিঙটন। আমাদের মুখগুলো উদ্বিগ্ন চোখে নিরীক্ষণ করে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন স্বামীর পাশে।

ষাঁড়ের শির ফুলিয়ে পতিদেবতা হুঙ্কার ছেড়েছিলেন তৎক্ষণাৎ—"মার্গারেট, কি বলেছিলে এঁদেরকে? আমাকে ঝোলাতে চাও ফাঁসির দড়িতে?"

"কক্ষনো না," দম আটকানো গলায় বলেছিলেন লেডি ল্যাভিঙটন।

সবেগে বাটলারের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছিলেন লর্ড মশায়—"গিলিঙস, তুমি কিছু বলেছ?"

বাটলার যে কখন পা টিপেটিপে ঘরে ঢুকেছে, টের পাইনি আমরা কেউই। মনিবের হুমকি শুনেই গিয়ে দাঁড়াল আগুনের চুল্লির সামনে।

বললে—"আজ্ঞে না। যা দেখেছি, যা শুনেছি—বলেছি শুধু সেইটুকু। কর্ণেল ড্যালসি এক বোতল পোর্ট মদ চেয়েছিলেন। তেজে ঘরে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি মস্ত কাপে ঢেলে দিয়েছিলাম বোতলের মদ ডিক্যান্টার থেকে। উৎকট হেসে কর্ণেল আমাকে সরে পড়তে বলেছিলেন।"

ঝট করে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করল শার্লক হোমস্—"উৎকট হেসে? তাই তো? বেশ, বেশ, স্যার রেজিন্যাল্ডের সঙ্গে কর্ণেলকে ঠিক কখন দেখেছিলে তুমি?"

"একসঙ্গে তো দেখিনি। কর্ণেল বললেন—"

"বলতে বলতে অট্টহাসি হাসলেন, কেমন? বেশ, বেশ। কর্ণেল ডালসি প্রায়ই এখানে আসতেন কিনা, এ প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারবেন হয়ত লেডি ল্যাভিঙটন।"

আশ্চর্য সুন্দর সবুজ চোখে যেন একটা ঝিলিক ছুটে গেল কথাটা বলার সঙ্গে।

বললেন মৃদু স্বরে—"গত কয়েক বছর ধরে প্রায়ই আসতেন, অতিথি হতেন, কিন্তু আজ সকালে আমার স্বামী বাড়িতে ছিলেন না?"

"নদীর পারে মাছ ধরতে গেছিলেন," বলে উঠল সার্জেন্ট ব্যাসেট—"কিন্তু প্রমাণ যে করতে পারবেন না, তাও স্বীকার করেছেন "

হোমস্ বললে—"তা বটে। ওয়াটসন, আজ রাতে আর কিছু [illegible] আছে বলে মনে হয় না আমার।"

ল্যাভিঙটন গ্রামের আরামদায়ক পান্থশালায় [illegible] ঘর পেয়ে গেলাম। পান্থশালার নাম 'তিন পেঁচা।'। হোমস্ বদ মেজাজের মধ্যে রয়েছে দেখলাম। মুখে কথা নেই। কি যেন ভাবছে। আমি [illegible] কেসটা নিয়ে দু-একবার কথা বলতে গেছিলাম। ধাতানি দিয়ে আমাকে চুপ করিয়ে দিয়েছিল পরের দিন সকালে ল্যাভিঙটন প্রাসাদে যাওয়ার আগে এই প্রসঙ্গে আর কথা বলতে চায় না। বন্ধুবরের খিঁচড়ে যাওয়া

এহেন মেজাজের মানে বুঝতে পারলাম না। স্যার রেজিনাল্ড ল্যাভিংটন যে বিপজ্জনক মানুষ, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ যখন নেই, তখন তো পান্থশালায় চুপচাপ বসে থাকা যায় না—তৎপর হওয়া দরকার ল্যাভিংটন প্রাসাদে গিয়ে। জবাবে হোম্‌স্‌ শুধু বললে, ল্যাভিংটনরা হল গিয়ে ঐতিহাসিক পরিবার।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ইস্তক ছটফট করে গেলাম। এক সপ্তাহ পুরোনো একটা বাসি সংবাদপত্র নিয়ে সারা দিন কোন মতে কাটালাম। বিকেল চারটে নাগাদ হুড়মুড় করে আমাদের প্রাইভেট বসবার ঘরে ঢুকল হোম্‌স্‌, গায়ের বর্ষাতি থেকে টসটস করে জল ঝরছে। বৃষ্টিতে ভিজে গেছে চিকমিক করছে কিন্তু দুই চক্ষু চাপা উত্তেজনার ঝিলিক দেখা যাচ্ছে দুই চোখে।

সবিস্ময়ে বলেছিলাম—"হেঁয়ালির সমাধান পেয়ে গেছো মনে হচ্ছে?"

বন্ধুবর জবাব দেওয়ার আগেই টোকা পড়েছিল দরজায়। পরক্ষণেই দমাস করে খুলে গেছিল বসবার ঘরের দরজা। যে চেয়ারে একটু আগেই গা এলিয়ে দিয়েছিল হোম্‌স্‌, সেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল তৎক্ষণাৎ।

বলেছিল বিনয়স্ফুরিত স্বরে—"আসুন, আসুন লেডি ল্যাভিংটন। নিজে এসে আনেকে সম্মানিত করলেন আমাদের।"

আপাদ মস্তক আলখাল্লায় মোড়া থাকলেও বুঝলাম দীর্ঘকায়া মূর্তি দ্বিধায় পড়েছেন। চৌকাঠ পেরবেন কিনা ভাবছেন।

কথা বললেন চাপা গলায়—"মিস্টার হোম্‌স্‌, আপনার চিরকুট পেয়েই ছুটে এলাম।" বলেই, বসে বড়লেন একটা চেয়ারে। খুললেন মুখের ওড়না।

আগুনের চুল্লির আভায় দেখলাম তাঁর সুন্দর আনন সাম্প্রতিক ধকলে ঈষৎ ম্লানপ্রভ হলেও রূপের জলুস যেন ঠিকরে ঠিকরে যাচ্ছে মুখের পরতে পরতে। ঝিকমিক করছে সবুজাভ দুই চক্ষু—কিন্তু তাতে লেগে রয়েছে বিষাদের প্রলেপ। সাম্প্রতিক সাংসারিক বিপর্যয় তাঁকে যে বেশ টলিয়ে দিয়ে গেছে, তা বুঝে আমার পক্ষে চুপচাপ থাকা আর সম্ভব হয়নি।

বলেছিলাম নরম গলায়—"ভরসা রাখুন প্রিয়বন্ধু শার্লক হোম্‌সের ওপর। এই যন্ত্রণা কেটে যাবে।"

চাহনির মধ্যে দিয়ে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন লেডি ল্যাভিংটন। আমি উঠতে গেছিলাম চেয়ার ছেড়ে বেরিয়ে যাব বলে, উনি আমাকে আটকে দিয়ে বলেছিলেন—"আপনি থাকলে মনে জোর পাবো। যাবেন না, বসুন। মিস্টার হোম্‌স্‌, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন?"

হেলান দিয়ে বসে চোখ বুদে হোম্‌স্‌ বললে—"আপনারই স্বামীর মঙ্গল কামনায় যখন এসেছেন, তখন কি কয়েকটা বিষয় পরিষ্কার করে দেওয়ার অনুরোধ জানাতে পারি?"

ঝট করে উঠে দাঁড়ালেন লেডি ল্যাভিংটন—"একি কথা! অন্যায়, অন্যায়! আপনি কি চান আমি আমার স্বামীকে ফাঁসাতে এসেছি? সে নির্দোষ, একেবারে নিরপরাধ!"

"আমি তা জানি, মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। তা সত্ত্বেও কয়েকটা ব্যাপার আপনার মুখেই শুনতে চাই। এই বাক ড্যালসি ভদ্রলোক আপনার স্বামীর প্রাণের বন্ধু ছিলেন, তাই না?"

চোখ বড় বড় করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন লেডি ল্যাভিঙটন তার পরেই হেসে গড়িয়ে পড়লেন। সে হাসি প্রাণখোলা হাসি ঠিকই, কিন্তু ডাক্তার হিসেবে হাসি শুনে আমার ভেতরে একটা খটকা লাগল।

হাসতে হাসতেই বললেন লেডি ল্যাভিঙটন—"বন্ধু কি বলছেন? আমার স্বামীর পদলেহন করবার যোগ্যতাও তাঁর ছিল না।"

"শুনে হাল্কা হলাম। তা সত্ত্বেও বলব, হয়তো আপনাকে না জানিয়ে দুজনে লণ্ডন রেসের মাঠে মেলামেশা করতেন, বাজিও ধরতেন স্পোর্টসম্যান কায়দায়। কর্ণেল ড্যালসির সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন উনি কবে? কোথায়? কিভাবে?"

"মিস্টার হোমস্, মনে হচ্ছে হয়ত আপনার সব কটা ধারণাই বিলকুল ভুল! বিয়ের বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই আমার সঙ্গে বিলক্ষণ মেলামেশা ছিল কর্ণেল ড্যালসি-র। আমিই আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। বাক ড্যালসি বলতে বোঝায় সমাজের এক নোংরা জীব ঃ ইহলোকের বিত্তলোভী,দয়ামায়াহীন। আমার স্বামীর জগত কিন্তু পূর্বপুরুষদের এই জগত ঘিরে। তাঁর সঙ্গে বাক ড্যালসি নামক জীবের সম্পর্ক থাকতে পারে না কোনও দিক দিয়েই।"

"এক দিক বাদে—এক রমণীর প্রেম," আস্তে বললে হোমস্।

বিস্ফারিত হলো লেডি ল্যাভিঙটন-য়ের দুই চক্ষু। পরক্ষণেই মুখে ওড়না ঢাকা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ধূমপান করে গেল হোমস্। কুঞ্চিত ললাটে স্থির দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল অগ্নিকুণ্ডের দিকে। মুখভাব দেখে বুঝলাম, চরম কোন এক সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে। তার পরেই পকেট থেকে বের করল দোমড়ানো মোচড়ানো একটা কাগজ।

"ওয়াটসন, একটু আগেই জানতে চাইছিলে, এই সমস্যার জট খুলতে পেরেছি কিনা। একদিক দিয়ে বলতে গেলে, পেরেছি বটে। মোক্ষম প্রমাণটা পড়ে শোনাচ্ছি, শুনে যাও। মেডস্টোন কাউন্টি রেজিস্ট্রি থেকে টুকে আনা তথ্য।"

"কান খাড়া করলাম।"

"সহজ ইংরেজিতে তর্জমা করে এনেছি ১৪৮৫ সালে লেখা দুর্বোধ ইংরেজি থেকে। ঠিক সেই সময়েই তো ইয়র্ক বংশের মুখে চুনকালি দিয়ে বিজয়কেতন উড়িয়েছিল ল্যাঙ্কাস্টার বংশ।

"বসওয়ার্থ রণক্ষেত্রে স্যার জন ল্যাভিঙটন এক জন নাইট আর একজন স্কোয়ারকে বন্দী করে নিয়ে এসেছিলেন ল্যাভিঙটন কোর্টে—ইয়র্ক বংশের বিরুদ্ধে যারা বিষ উদ্গার করেছে, তাদের কাছ থেকে কোনও জরিমানা নেবেন না বলে।

"সেই রাতে, খানাপিনার পর, স্যার জন-য়ের সামনে পালাক্রমে আনা হয়েছিল

এক-একজন বন্দীকে। স্যার জন-য়ের আত্মীয় যে, সেই নাইট প্রাণ-সুরায় চুমুক দিয়ে সটান হেঁটে বেরিয়ে গেছিল। স্কোয়ার যে, সে চুমুক দিয়েছিল মৃত্যু-মদে। কাজটা বীরোচিত হয়নি। তারপর থেকেই ল্যাভিংটন-সৌভাগ্য নিয়ে মুখর হয়েছে তল্লাট।'

অদ্ভুত সেই ইতিবৃত্ত পাঠ সাঙ্গ হওয়ার পর আমি আর হোমস্ চুপচাপ বসে রইলাম বেশ কিছুক্ষণ। বৃষ্টিপাতে কেঁপে কেঁপে গেল জানলা। হাওয়ার ধাক্কা নেমে এল চিমনি দিয়ে।

অবশেষে বলেছিলাম আমি—"জঘন্য কদাকার বিকট কিছু একটা নিহিত রয়েছে যা পড়ে শোনালে তার মধ্যে। কিন্তু চারশ বছর আগেকার একটা ঘটনার সঙ্গে এক জঘন্য জুয়ারির খুন হওয়ার কি সম্পর্ক, তা তো মাথায় ঢুকছে না,"

"ওয়াটসন, দুটো জিনিস আমি আবিষ্কার করেছি। যা পড়ে শোনালাম, সেটা দ্বিতীয়, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ।"

"প্রথমটা কি?"

"দেখতে পাবে ল্যাভিংটন কোর্টে। ব্ল্যাকমেল চলছিল যে ল্যাভিংটন কোর্টেই।"

"তার মানে? ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছিল স্যার রেজিন্যাল্ডকে?"

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে হোমস্ বললে—"ল্যাভিংটন কোর্টে গ্রেগসনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমার। আসবে নাকি?"

"কি ব্যাপার বলো তো? এত গম্ভীর তো কখনও তোমাকে দেখিনি।"

"সন্ধ্যে হয়েছে, ওয়াটসন। কর্নেল ড্যালসি-কে খতম করেছে যে ছোরা, সে ছোরা যেন খতম করে না দেয় আর একজনকে।"

দুর্যোগ মাথায় নিয়ে পৌঁছেছিলাম মান্ধাতার আমলের সেই প্রাসাদপুরীতে। হাওয়ায় মড় মড় করছিল ডালপালা। গাছের পাতা উড়ে এসে আছড়ে আছড়ে পড়ছিল আমার মুখে, গালে। আঁধারের মাঝে ছায়াচ্ছন্ন অবস্থায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল ল্যাভিংটন কোর্ট। গিলিগুস দরজা খুলে ধরতেই খানাপিনার ঘরের দিক থেকে আলোর ছটা এসে পড়েছিল চোখে।

"স্যার, ইন্সপেক্টর গ্রেগসন আপনাদের প্রতীক্ষায় রয়েছেন।"

শূন্য কক্ষে অস্থির অবস্থায় পায়চারি করছিল গ্রেগসন, আর চেয়ে চেয়ে দেখছিল শূন্য চেয়ারের সামনে রাখা মস্ত মদ্য পাত্রের দিকে।

আমরা ঘরে ঢুকতেই ফেটে পড়েছিল বিপুল উত্তেজনায়—"স্যার রেজিন্যাল্ড সত্যি কথাই তো বলেছেন। উনি নির্দোষ। দুজন চাষী ওঁকে দেখেছে নদীর ধারে। জ্বালেছে ব্যাসেট-কে। এ কথা উনি আগে বলেননি কেন?"

গ্রেগসনের চোখে নিজের অদ্ভুত দীপ্তিময় চোখ রেখে হোমস্ বললে—"জগতে এমন লোকও তো থাকতে পারে।"

"আপনি জানতেন গোড়া থেকেই?"

"জানতাম। সাক্ষীদের খোঁজ যে মিলবেই তা আন্দাজ করে নিয়েছিলাম। স্যার রেজিন্যাল্ড যে নির্দোষ, তা বুঝেছিলাম।"

"খুনি তাহলে কে?"

"ফরাসি কায়দায় ক্রাইমটাকে মনে মনে খাড়া করার চেষ্টা করো, জবাব পেয়ে যাবে।"

"কি বলতে চান?"

রক্ত ঝরেছে যে টেবিলে, সেই টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল হোমস্।

বললে—"ধরে নাও, আমিই কর্ণেল ড্যালসি দীর্ঘকায় এক পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে এখানে, এই টেবিলের ধারে। যে নাকি আমাকে ছোরা মারতে চায়।

তখন আমি মস্ত এই মদ্যপাত্র তুলে ধরব এইভাবে—দু'হাতে—মুখের কাছে। দেখছো তো? গ্রেগসন, তুমিই যদি হও সেই হত্যাকারী, মারো ছোরা আমার গলায়?"

"কি বলতে চান?"

"মনে মনে কল্পনা করে নাও, তোমার ডান হাতে রয়েছে একটা ছোরা' হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইভাবে! দ্বিধা না করে এবার ছোরা চালাও আমার টুটি লক্ষ্য করে!"

যেন অর্ধ সম্মোহিত অবস্থায় এক পা এগিয়ে এল গ্রেগসন ডান হাত শূন্যে তুলে—দাঁড়িয়ে গেল পরক্ষণেই।

"কিন্তু তা তো সম্ভব নয়! এভাবে গলায় ছোরা চালানো যায় না!"

"কেন যায় না?"

"কর্ণেলের গলার ক্ষত ছিল ওপরের দিকে। নিচের দিক থেকে কেউ টুটি লক্ষ্য করে ছোরা চালায় না। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে তা করা যায় না, অসম্ভব!"

দু'হাতে ভারি মদ্যপাত্র ঠোঁটের কাছে তুলে ঈষৎ পেছনে হেলে এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল বন্ধুবর। এবার সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে মদ্যপাত্র তুলে দিল গ্রেগসনের হাতে।

বললে—"কল্পনা করে নাও তুমি কর্ণেল ড্যালসি, আমি খুনি। আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে মুখের কাছে তোলো ল্যাভিঙটন-এর সৌভাগ্য প্রতীক এই মদ্যপাত্রকে।"

"তুললাম। এরপর?"

"আমি যেভাবে যা-যা করেছিলাম, ঠিক তাই করে যাও। মদ্যপাত্র কিন্তু ঠোঁটে ঠেকিও না। ঠিক আছে! ঠিক আছে! চমৎকার হয়েছে! কিন্তু ঠোঁটে নয়...ঠোঁটে নয়...ঠোঁটে ঠেকাতে যেও না!"

বিশাল মদ্যপাত্র ঈষৎ হেলে পড়তেই আলো ঠিকরে গেল সুরাপাত্র থেকে।

"না, না, না," তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠেছিল হোমস্—"আর এক ইঞ্চিও না—যদি প্রাণের মায়া থাকে!"

ওর কথার মাঝেই শোনা গেছিল খটখটাং একটা ধাতব শব্দ। সাঁৎ করে বেরিয়ে এসেছিল একটা হিলহিলে ধাতব বস্তু। মদ্যপাত্রের তলা থেকে সাপের মত লিকলিকে একটা ধারালো ছোরা...ছোবল মারার ভঙ্গিমায়। ছিটকে সরে গেছিল গ্রেগসন—হাত থেকে ফসকে মেঝেতে ঠং ঠং ঝন ঝনাৎ শব্দে ছিটকে গেছিল প্রাচীন পানপাত্র।

"মাই গড!" বলেছিলাম আমি বিষম ভয়ে আর বিস্ময় মিশোনো গলায়।

"মাই গড!" যেন আমার কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেছিল অদূরে।

আমাদের ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে আছেন স্যার রেজিনাল্ড ল্যাভিঙটন—এক হাত শূন্যে তুলে যেন ছোরার কোপ ঠেকাতে চাইছেন। পরক্ষণেই গুঙিয়ে উঠে মুখ

ঢাকালেন দুহাতে। আমরা পরস্পরের মুখ অবলোকন করে গেলাম আতঙ্কঘন নৈঃশব্দ্যে।

কম্পিত গলায় বলেছিল গ্রেগসন—"মিস্টার হোমস্, মিস্টার হোমস্, যদি হুঁশিয়ার না করতেন, এই ছোরা এতক্ষণে দুটুকরো করে দিত আমার টুঁটি।"

ভারি মদ্যপাত্রটাকে দু'হাতে তুলে ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে হোমস্ বলেছিল—"আমাদের পূর্বপুরুষরা জানতেন, কি করে অতি পরিচ্ছন্ন পন্থায় নিধন করতে হয় শত্রুদের। এ রকম মারণ খেলনা যে বাড়িতে থাকে, সে বাড়িতে গৃহস্বামীর অগোচরে মদ্যপান কোন মতেই সমীচীন নয়।"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আমি বলেছিলাম—"কর্ণেল ড্যালসি তাহলে কারও হাতে খুন হননি—মরেছেন সাংঘাতিক এক দুর্ঘটনায়! চারশ বছর আগে তৈরি এক মরণফাঁদের দিকে স্বেচ্ছায় গলা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন?"

"হে বন্ধু, যন্ত্রের এই সূক্ষ্ম কারসাজি নজরে আনলেই প্রশ্নের জবাব তুমি পেয়ে যাবে। আমার মগজে সন্দেহটা ঘুরপাক খেয়ে গেছে গতকাল অপরাহ্ণ থেকে—"

ফেটে পড়লেন স্যার রেজিন্যাল্ড—"জীবনে কারও কাছে অনুকম্পা ভিক্ষা করিনি। কিন্তু আপনি আমাকে নুইয়ে দিলেন—"

প্রশান্ত স্বরে বললে হোমস্—"সবই আপনি জানতেন। কিন্তু বংশের এই গুপ্ত অস্ত্রের মারাত্মক মহিমা কারও কাছে ফাঁস করতে চাননি—নিজে ফেঁসে যাচ্ছিলেন জেনেও।"

স্যার রেজিন্যাল্ড নিশ্চুপ।

হোমস্ বললে ঝকমকে মদ্যপাত্রের গায়ে সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে—"ঠোঁটের কাছে এই মদিরা পাত্র তুলে ধরা না পর্যন্ত ছোরার ফলা টুঁটি লক্ষ্য করে সাঁৎ করে বেরিয়ে আসে না। নিছক যন্ত্রের নিঃশব্দ হত্যা সংঘটিত হয় না। ঠোঁটের কাছাকাছি আনলেই দুটো হাতলেই ভাল মত চাপ পড়ে। হাতল তখন ট্রিগার হয়ে যায়। স্প্রিং সরিয়ে দেয়, ছোরার ফলা ছিটকে আসে। নিচের দিকে রত্ন বসানো হয়েছে এই কারণেই—ছোরা বেরিয়ে আসার সরু ফাঁক সুকৌশলে ঢেকে রাখার জন্যে। কারিগরকে বাহাদুরি না দিয়ে পারছি না।"

গ্রেগসনের মত দুঁদে গোয়েন্দাও আতঙ্কঘন চোখে চেয়ে রইল সুপ্রাচীন মদ্যপাত্রের দিকে—যেন দেখছে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে।

বললে অস্ফুট স্বরে—"আপনি তাহলে বলতে চান, এই সুরাপাত্র থেকে যে ব্যক্তি সুরাপান করে, সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুলোকে প্রস্থান করে?"

"সব সময়ে নয়। দুই হাতলের গায়ে ছোট ছোট পেঁচা দুটোর দিকে নজর দাও, ভাল করে তাকাও। দেখছ? ডান হাতের পেঁচা ঘুরে যায় একটা খুদে কব্জার ওপর? এই হ'ল সেফটি ক্যাচ—যেমনটা থাকে বন্দুকে। অর্থাৎ, ডান হাতলের পেঁচার ওপরেই নির্ভর করছে গুপ্ত ছোরার ভেলকি দেখানোর কারসাজি। তবে, এই সেফটিক্যাচ চারশ বছর পরে আদৌ চালু আছে কিনা, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।"

শিস দিয়ে উঠল গ্রেগসন—"অর্থাৎ, সেফটি ক্যাচ দিয়ে ছোরাকে গুপ্ত স্থানে সুপ্ত

অবস্থায় রাখা যায়, আবার সেফটি ক্যাচ খুলে দিলে ক্রিকেটকে ছোরা বেরিয়ে এসে টুটি কেটে দিতে পারে?"

"এগজ্যাক্টলি "

"এই ক্ষেত্রে যন্ত্র বিকল ছিল বলেই সেফটিক্যাচ আর কাজ করেনি?"

"আমি তাই বলতে চাই।"

"এক্ষেত্রে তাহলে এটা অ্যাকসিডেন্ট, মার্ডার নয়?"

"না।"

"স্যার রেজিন্যাল্ড", জমিদার মশায়ের দিকে চেয়ে বললে গ্রেগসন ভারি গলায়—"নির্ভরযোগ্য নয়, এরকম একটা বিপজ্জনক অস্ত্র এ বাড়িতে না রেখে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে পাঠিয়ে দিন—থাকুক সেখানকার পুলিশ মিউজিয়ামে।"

হোম্‌স্‌-য়ের চোখে চোখ রেখে স্যার রেজিন্যাল্ড বললেন—"আমি চাই এ জিনিস আপনার জিম্মায় থাকুক—কেউ আর মরবে না।"

ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর ঘরণী—সবুজাভ চক্ষু সেই রূপসী—নিবিড় চোখে বিপুল হর্ষ জাগিয়ে পর্যায়ক্রমে দেখছিলেন হোম্‌স্‌ আর তাঁর স্বামীকে।

শার্লক হোম্‌স্‌ তাঁর চোখে চোখ রেখে বললে—"সেই ভাল। এ বাড়িতে কেউ আর তাহলে মরবে না।"

কথাটা দ্ব্যর্থক। খটকা লাগল আমার। কিন্তু চুপ করে রইলাম।

কি বলতে চেয়েছিল হোম্‌স্‌? সবুজ নয়না সুন্দরীই জেনেশুনে সেফটিক্যাচ খুলে দিয়ে পানপাত্র তুলে দিয়েছিল প্রেমিক, এখন ব্ল্যাকমেলার, কর্ণেল ডালসি-র হাতে?

ফেরবার পথে গাড়িতে জিজ্ঞেস করেছিলাম শার্লক হোম্‌স্‌কে—"হে বন্ধু, এটা যে আদৌ খুন নয়, এ ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত হয়েছিলে কি?"

"আরে হ্যাঁ।"

"কিভাবে?"

"টেবিলের কিনারায় বেশ কয়েকটা আঁচড়ের দাগ ছিল। মরণ যন্ত্রণায় নিজের নখ দিয়ে কর্ণেল ডালসি টেবিল আঁচড়েছিলেন। মারণ কাপ বসানো ছিল সেই আঁচড়ের ওপর।"

"আচ্ছা?"

"কে বসিয়েছে মারণ কাপ মেঝে থেকে তুলে নিয়ে? গলায় যখন ছুরি চলেছে, মারণ কাপ তখন মেঝেতে নিশ্চয় ছিটকে পড়েছিল। কর্ণেল ড্যালসি নিশ্চয় বসাননি। তাহলে কে?"

"বাটলার?"

"সে এসে দেখেছে কাপ বসানো রয়েছে টেবিলে। তাছাড়া, সেফটি ক্যাচ-য়ের ব্যাপার তার জানবার কথা নয়। সে তো বাইরের লোক। এমন কেউ সেফটি ক্যাচ খুলে পানপাত্র দিয়েছিল কর্ণেলকে যে এ বাড়ির ঘরোয়া মানুষ—পানপাত্রের মারণ কৌশল তার অজানা নয়। সেই সময়ে স্যার রেজিন্যাল্ড ছিলেন নদীর ধারে। সেই ফাঁকে মারণকাপে কর্ণেলকে মদ খাওয়াতে পারে কে—অমন নিরিবিলিতে?"

ঘোর সন্দেহ উঁকি দিয়ে গেল আমার মনের মধ্যে—"লেডি ল্যাভিংটন।"

"ইয়েস, মাই ফ্রেণ্ড। তিনিই মৃত্যু-কাপ মদে ভরে দিয়েছেন। সেফটি ক্যাচ খুলে কর্ণেল ডালসির সামনে রেখেছেন, কর্ণেল পরলোকে প্রস্থান করবার পর, কাপ তুলে টেবিলে রেখেছেন।"

"মাই গড!"

"স্যার রেজিন্যাল্ড তা বুঝেছিলেন বলেই স্ত্রীকে আড়াল করার জন্যে তিনি যে নদীর ধারেই ছিলেন সাক্ষীদের সামনে, তা বলতে চাননি।"

"কিন্তু কর্ণেলকে লেডি মারতে যাবেন কেন?"

"পুরোনো পাপের জন্যে। কর্ণেল তাঁকে ব্ল্যাকমেল করছিলেন বলে।"

"পুরোনো পাপ?"

"মাই ডিয়ার ওয়াটসন, এ এক হাই সোসাইটি ক্রাইম। বিয়ের আগে কর্ণেলের সঙ্গে লেডি যে নষ্টকেছিলেন—পেশায় নামী অভিনেত্রী ছিলেন—সেই পাপ চাপা রাখার জন্যে কর্ণেল নিয়মিত বাড়িতে আসতেন, অতিথি হতেন, লেডিকে দোহন করে যেতেন।"

"কী সর্বনাশ! স্যার রেজিন্যাল্ড জানতেন না?"

"নিশ্চয় জানতেন। কিন্তু স্ত্রীকে তিনি ভালবাসেন। তাই স্ত্রী-র পাপ নিজের ঘাড়ে নিয়ে, নিজে মরে স্ত্রী-কে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। মহৎ পুরুষ—এই স্যার রেজিন্যাল্ড।"

"মদ্যপাত্র থেকে ছোরা বেরিয়ে আসবার পর কি আপনা থেকেই ভেতরে ঢুকে গেছিল?"

"ভাল প্রশ্ন করেছ, ওয়াটসন। ঢুকে যাওয়ার কথা আপনা থেকেই—কিন্তু ঢোকেনি—সেটা তুমি নিজের চোখেই দেখেছো—যন্ত্র বিকল ছিল বলে—চারশ বছরের মরচে কম নয়—"

"ছোরার ফলা কাপের মধ্যে তাহলে কে ঢুকিয়েছিল? বাটলার?"

"আরে না। লেডি ল্যাভিংটন। তারপর—ব্ল্যাকমেলারকে খতম করার পর...ঘর থেকে বেরিয়ে গেছিলেন...বাটলার ঢুকেছিল তার পরেই...সে কিছু আঁচ করেছিল বলেই কুলমর্যাদা রক্ষা করার জন্যে মুখ টিপে থেকেছে।"

"মাই গড! অমন সুন্দরী মহিলা এমন নৃশংস?"

"তাই তো হয়, ওয়াটসন! তাই তো বিয়ের ফাঁস আমি গলায় দিইনি।...যেখানে রূপ, যেখানে আগুন! সাবধান, বন্ধু, সাবধান!"

"সব বুঝেও খুনী স্ত্রী-কে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন স্যার রেজিন্যাল্ড নিজে খুনী সেজে?"

"পুরুষ মাত্রেই তাই হয়, ওয়াটসন, যেমন তুমি, তেমনি আমি!"

❑ এই গল্পটি লিখেছেন আড্রিয়ান কন্যান ডয়াল আর জন ডিকসন কার।
[দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ব্ল্যাক ব্যারোনেট]

ছাতা পূজারীর অ্যাডভেঞ্চার

বেকার স্ট্রিটের বসবার ঘরে বসে অনেক অদ্ভুত টেলিগ্রাম পেতে আমরা অভ্যস্ত। একটা টেলিগ্রাম এসেছিল বিচিত্র এক কেসের সূচনা স্বরূপ—যে কেস মিস্টার শার্লক হোমসের কেসপঞ্জীর মধ্যে অতুলনীয় স্থান দখল করে থাকবে চিরকাল।

ডিসেম্বরের এক হিমশীতল অপরাহ্ণে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল, চারদিক অন্ধকার হয়েছিল। রিজেন্ট পার্কে বেড়াচ্ছিলাম হোম্‌সের সঙ্গে। কথা হচ্ছিল আমার কিছু ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে—যা শুনিয়ে ভারাক্রান্ত করতে চাই না পাঠককে। চারটে নাগাদ ফিরে যখন এলাম আরামপ্রদ বসবার ঘরে, মিসেস হাডসন এলেন একগাদা চা-জলখাবার নিয়ে—সঙ্গে একটা টেলিগ্রাম। শার্লক হোম্‌সের নামে। বয়ানটা এইরকম ঃ

"ছাতা পূজা করে, এমন পুরুষ জীবনে দেখেছেন? স্বামীর' অসঙ্গত হয়। সন্দেহ হচ্ছে, হিরে নিয়ে ছলচাতুরি চলছে। চা-পানের সময়ে আসব। মিসেস গ্লোরিয়া ক্যাবপ্লেক্সার।"

শার্লক হোম্‌সের কোটরাগত চোখে আগ্রহদ্যুতির ঝিলিক দেখে আমার খুব আনন্দ হলো।

অস্বাভাবিক খিদের তাড়না দেখিয়ে বসল খাবারের ওপর। কাঁটা-চামচ দিয়ে মাখন মাখানো গরম গোল কেক আর ফলের চাটনি খোঁচাতে খোঁচাতে বললে—"এটা কী? এটা কী?...হাইগেট পোস্ট অফিসের ছাপ রয়েছে। জায়গাটা মানুষদের জন্যে নয়: টেলিগ্রাম ছাড়া হয়েছে তিনটে সতেরো মিনিটে। ওয়াটসন, চোখ মেলে একটু দ্যাখো!"

সময়টা আরও সঠিক করে বলা যাক। ১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর মাস শেষ হতে চলেছে। তখন আমি বেকার স্ট্রিটে থাকতাম না। কিন্তু এসেছিলাম পুরোনো ডেরায় দিন কয়েক কাটিয়ে যাওয়ার জন্যে। এই বছরে শার্লক হোম্‌সের যে কটা কেস লিখে রেখেছিলাম আমার নোটবুকে, তার মধ্যে একমাত্র মিসেস রোনডার-এর কেস বৃত্তান্ত আমি পাঠকের সামনে হাজির করেছিলাম বটে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে হোম্‌সের ক্ষুরধার বুদ্ধি প্রকাশের সুযোগ ছিল যৎসামান্য।

তাই স্নায়ুবিদারী উপবাস আর হতাশায় ভুগছিল হোম্‌স। চোখের সামনে ভাসছে শেড দেওয়া টেবিল ল্যাম্পের আলোয় আলোকিত ওর কৃশকায় মুখচ্ছবি। ওর অসাধারণ ধীশক্তি নিগূঢ় প্রহেলিকা সমাধানের সুযোগ না পাওয়ায় বিক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছে, আমার তুচ্ছাতিতুচ্ছ সমস্যাবলী তার সামনে উপস্থিত করি কি করে?

টেলিগ্রামটা ছিনিয়ে নিয়ে ফের পড়তে পড়তে বললে হোম্‌স, "নামটা অদ্ভুত।

নামটা জবর। প্রেরিয়া ক্যাবপ্লেজার। লণ্ডন শহরে এই নামে দুজন মহিলা থাকলেও থাকতে পারেন; যদিও তাতে আমার সন্দেহ আছে।"

"তার মানে, ভদ্রমহিলার সঙ্গে তোমার পূর্বপরিচয় আছে?"

"না, না। জীবনে এই নামের কাউকে দেখিনি। তা সত্ত্বেও, মনে হচ্ছে হয়তো ইনি কোনও বিউটি স্পেশালিস্ট—যিনি কিনা...যাকগে সেকথা. তোমার কি মনে হচ্ছে তা বলো।"

"কিন্তুত ঘোঁট পাকানো এমন একটা ব্যাপার যা তোমার কাছে পরম প্রিয়। 'ছাতা পূজা করে, এমন পুরুষ জীবনে দেখেছেন?' কঠিন সমস্যা।"

"খাঁটি কথা বলেছ, ওয়াটসন। কোনও মহিলা বড় বড় ব্যাপারে যতই খরুচে হোক না কেন, ছোটখাট ব্যাপারে টিপে টিপে চলেন। শব্দচয়নের ব্যাপারে খুবই মিতব্যয়ী এই মিসেস ক্যাবপ্লেজার ভদ্রমহিলা। এতই মিতব্যয়ী যে উনি নিজেই দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছেন আমার কাছে।"

"আমার কাছেও গোটা টেলিগ্রামটা একটা ধোঁয়াটে ব্যাপার।"

"কি বলতে চাইছেন টেলিগ্রামে? বিশেষ এক পুরুষ বিগ্রহ বানিয়েছে ছাতাকে? ছাতাই তার কাছে ঈশ্বর? আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস? অথবা, উপজাতিরা যেমন স্রেফ বিশ্বাসের বশে বিগ্রহ-পূজো করে যায়—তত্ত্বগতভাবে সঠিক না হলেও ইনিও হয়তো ছাতা-পূজো করেন এই ঝড়-বাদলা প্রশমনের জন্যে? যদিও ভদ্রলোক ইংরেজ? চুলোয় যাক, কি সিদ্ধান্তে আসা যায় হে?"

"টেলিগ্রাম থেকে সিদ্ধান্তে আসতে চাও?"

"অবশ্যই।"

একটু হাসবার সুযোগ পেয়ে ভালই লাগল। ওই সময়ে বাতের ব্যথায় বড় কষ্ট পাচ্ছিলাম। নিজেকে বুড়োটে বুড়োটে মনে হচ্ছিল।

বলেছিলাম—"হোম্‌স্‌, সিদ্ধান্তে হয়তো আসা যাবে না। বড় জোর অনুমান করা যেতে পারে।"

"থাম। অনুমান আমি করি না, কতবার বলেছি তোমাকে? অভ্যেসটা খুব খারাপ। যুক্তিবৃত্তি ধ্বংস করে ছাড়ে।"

"ভায়া হোম্‌স্‌, তোমার নিজস্ব নীতিগর্ভ এই শিক্ষাবিজ্ঞান যদিও বা আয়ত্ত করি, তবুও বলব, যুক্তিবাদীর কাছে এই টেলিগ্রাম কোনও সুযোগ এনে দিচ্ছে না। কারণ একটাই : টেলিগ্রামটা অতিশয় সংক্ষিপ্ত আর নৈর্ব্যক্তিক—ব্যক্তিগত উল্লেখ একেবারেই নেই।"

"তাহলে আর না বলে পারছি না, তুমি ভুল পথে চলেছ।"

"গোল্লায় যাও, হোম্‌স্‌—"

"হে বন্ধু, বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করো। ভদ্রজন খানেক পাতা জুড়ে কেউ যখন চিঠি লেখেন, তখন তিনি তাঁর আসল চেহারাটা শব্দের ধূম্রজালে ঢেকে রেখে দিতে পারেন। শব্দের বেড়াজাল টপকে লোকটার প্রকৃতি নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

কিন্তু তাঁর লিখনশৈলী যদি কাটছাঁট হয়, তাঁকে জানা যায় নির্ঘোষে। পাবলিক বক্তাদের ক্ষেত্রে এরকম মন্তব্য তুমি করেছিলে।"

"কিন্তু ইনি যে নারী।"

"ফলে স্বতন্ত্র আকার ধারণ করছে বিষয়টা। কিন্তু আমি যে চাই তোমার মতামত। এস বন্ধু, এস! সেয়ানাপনায় তুমি একটা বিশেষ স্থান দখল করে রয়েছো। বিশেষ এই গুণটা খাটাও টেলিগ্রামের ওপর।"

দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান পেলে কি স্থির থাকা যায়? স্ফীত হয়েছিলাম আত্মপ্রসাদে। তোষামোদে চিঁড়ে গলে যায়। মনে পড়ে গেছিল, অতীতে আমি বহুবার দেখিয়ে দিয়েছি, নিতান্ত নিষ্কর্মা আমি নই— ওর কাজে সহায় হতে পেরেছি। তাই চনমনে করে নিলাম মগজের কোষগুলোকে।

বললাম—"বলছ যখন, তখন মুখ খোলা যাক। মিসেস ক্যাবপ্লেজার ভদ্রমহিলা বিলক্ষণ অবিবেচক। কনফার্মেশন ছাড়াই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে বসলেন। তোমার সময়টা ওঁরই সময়, এই ধারণায় ভুগছেন।"

"দারুণ বলেছো, ওয়াটসন। এক-একটা বছর যাচ্ছে, তোমার ব্রেন আরও খুলছে। আর কি বুঝলে?"

প্রেরণা তাতিয়ে দিয়েছিল আমাকে।

বলেছিলাম—"শব্দ নিয়ন্ত্রণ করে বার্তা-কে যখন এতই সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, তখন 'মিসেস' শব্দটা না ঢোকালেই চলতো। বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। ব্যস, আর কিছু মাথায় আসছে না।"

"আরে ভায়া, যা বললে, তাই বা কম কী?"

বলতে বলতে ন্যাপকিন নিক্ষেপ করে করযুগল যুক্ত করেছিল শার্লক হোম্স্—শব্দ না করে। —"এবার হোক বিশ্লেষণ। আমি কান পেতে রইলাম।"

"মিসেস গ্লোরিয়া ক্যাবপ্লেজার কনে বউ হওয়ার চৌকাঠ সবে পেরিয়েছেন। তাই সদ্য বিয়ের পরেই নতুন নামের টাটকা গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে রয়েছেন। এতই মদমত্ত অবস্থা যে পুঁচকে এই বার্তায় গুঁতিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছেন তাজা বিয়ের সুবাস। মিসেস...উনি কিনা মিসেস...মিস আর নেই। সদ্য মিসেস হলে এইভাবে জাহির করাটা খুবই স্বাভাবিক, হোম্স্। বিশেষ করে পরিণয়-বন্ধনে পরম সুখী পরমাসুন্দরী ললনারা—"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। তবে দয়া করে বর্ণনা বাদ দাও, সংক্ষেপে চলে এস।"

"যাচ্চলে! আরে ভায়া, যা নির্জলা সত্যি, তা তো বলতেই হবে! যা বললাম, তা আমার সবিনয় সিদ্ধান্তের সমর্থন। মেয়েটা নিতান্তই অবিবেচক, বরের আদরে ফুলে বেলুন হয়ে গেছে।"

মাথা নেড়ে গেল কিন্তু শার্লক হোম্স্—মনঃপূত হয়নি আমার সিদ্ধান্ত।

বললে—"না, বন্ধু, না। সদ্য বিয়ের সুখের সাগরে ভাসমান অবস্থায় যে অতীব অহঙ্কার পেয়ে বসে সব মেয়েকেই, সেই গর্ব যদি এঁর মধ্যে থাকত, তাহলে স্বাক্ষরটা

হতো এইরকম ঃ 'মিসেস হেনরি ক্যাবপ্লেজ্জার', অথবা 'মিসেস জর্জ ক্যাবপ্লেজ্জার', অথবা, তাঁর প্রিয় স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া নতুন পদবী। তবে হ্যাঁ, ওয়াটসন, একটা বিষয়ে তুমি সঠিক। একটা ব্যাপার বেশ খাপছাড়া—কৌতূহল জাগানোর পক্ষে যথেষ্ট—সেটা এই 'মিসেস' শব্দটা। বড্ড বেশি জোর দিয়েছেন উপাধিটার ওপর।"

"ভায়া হোম্‌স্!"

আচমকা উঠে দাঁড়িয়েছিল বন্ধুবর। গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ওর হাতল-চেয়ারের সামনে। গ্যাসবাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, ফায়ার প্লেসের অগ্নি ঘরকে কবোষ্ণ করে রেখে দিয়েছে, বিষণ্ণ তমিস্রা বুকে নিয়ে ঝুপঝুপ করে বারিধারা আঘাত হেনেই চলেছে জানলার কাঁচে।

চেয়ারে কিন্তু বসেনি হোম্‌স্। ললাট কুঞ্চন দেখেই বুঝেছিলাম বুদ্ধিবৃত্তিকে সূচ্যগ্র বিন্দুতে সংহত করছে। খুব আস্তে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল চিমনি-পিসের ডানদিকে। আবেগের বন্যা বয়ে গেছিল আমার অণু-পরমাণুতে, রোমাঞ্চিত হয়েছিল কলেবর—শার্লক হোম্‌স্ বেহালা হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। ওর প্রাণপ্রিয় বহুকালের সঙ্গী সেই স্ট্যাডিভেরিয়াস বেহালা—বিষাদের মেঘ মেজাজ খিটখিটে করে রাখায় যে বেহালা ও ছোঁয়নি বেশ কয়েক সপ্তাহ।

আলো পিছলে গেল সাটিন-সদৃশ কাঠের ওপর দিয়ে। চিবুক দিয়ে বেহালা চেপে ধরে ছড়িতে টান দিল শার্লক হোম্‌স্।

পরক্ষণে হলো দ্বিধাগ্রস্ত। নামিয়ে রাখল বেহালা আর ছড়ি। গর্জে উঠল খেঁকি কুকুরের মতো।

"নাহে। যথেষ্ট সত্য এখনও হাতে আসেনি। গোড়ায় গোঁজামিল হয়ে যাবে যদি মূল সত্য ছাড়া তত্ত্ব কপচাতে যাই।"

বলে ফেললাম—"টেলিগ্রাম বিশ্লেষণ করে আমি যে সিদ্ধান্তে এসেছি, তুমিও তাহলে সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলে।"

"টেলিগ্রাম?" এমন স্বর-বিস্ফোরণ ঘটালো হোম্‌স্ যেন শব্দটা কখনও শোনেইনি!

"আরে হ্যাঁ। কোনও পয়েন্ট কি চোখ এড়িয়ে গেছে আমার?"

"ওয়াটসন, আমার তো মনে হয়, তুমি প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারেই ভুল করে বসেছো। এই টেলিগ্রাম যে নারী পাঠিয়েছেন, তাঁর বিয়ে হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে। প্রথম যৌবনা তিনি এখন নন। এঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন হয় স্কটল্যান্ডে, নয় আমেরিকায়। শিক্ষিতা মহিলা। অবস্থাপন্ন। বিয়েটা কিন্তু সুখের হয়নি। উদ্ধত, প্রভুত্ব খাটানোর প্রবণতা আছে। খুব সম্ভব, বেশ সুশ্রী। এই হলো গিয়ে আমার তুচ্ছ কিন্তু সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত, হয়তো কাজ হবে এতেই।"

মাস কয়েক আগে হলে শার্লক হোম্‌সের এই মেজাজী চেহারা, হুঁশিয়ার আর সতর্ক কথাবার্তা, বিদ্রূপতীক্ষ্ণ চক্ষুভঙ্গিমা নিশ্চয় উপাদেয় ঠেকত আমার কাছে। সেদিন কিন্তু আমি প্রবল মুষ্ট্যাঘাত করেছিলাম তুষারধবল চাদর-ছাওয়া টেবিলে—নেচে উঠেছিল উজ্জ্বল নকশাকাটা চৈনিক বাসন।

"হোম্‌স্‌, এবার কিন্তু তোমার পরিহাস প্রাণান্তিক হয়ে উঠছে! বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে!"

"মাই ডিয়ার ওয়াটসন, ক্ষমা করে দাও। তুমি যে এত সিরিয়াস হয়ে যাবে, তা—"

"আরে রাখো! লোকে জানে, নিচু মহলের মানুষই শুধু থাকে হ্যাম্পসটেড আর হাইগেট অঞ্চলে—জায়গাদুটোর নাম উচ্চারণেও 'হ' বাদ দেওয়া হয়। তামাশা জুড়েছো এমন এক দীন-দুঃখী অল্পশিক্ষিতা স্ত্রীলোককে নিয়ে যার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে হয়তো উপবাস!"

"মোটেই তা নয়, ওয়াটসন। অল্পশিক্ষিতা কোনও স্ত্রীলোক 'অসঙ্গত' আর 'ছলচাতুরি' শব্দ দুটো লিখতে গেলে বানান ভুল করলেও করতে পারে। একইভাবে বলা যায়, মিসেস ক্যাবেল্লেজার যখন সন্দেহ করছেন হিবে নিয়ে ছলচাতুরি করছে, তখন আমরা ধরে নিতে পারি, ডাস্টবিন থেকে খাবার খুঁটে তাঁকে খেতে হয় না।"

"বিয়ে হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে? বিয়েটা কিন্তু সুখের হয়নি। জানলে কি করে?"

"ওয়াটসন, আমরা যে যুগে বাস করছি, সে যুগে যে যে-রকম, তার ব্যবহারও সেইরকম হয়। এই ঔচিত্যবোধ সম্পর্কে আমি সজাগ থাকি, তা তো তুমি জানোই।"

"আরে গেল যা! তার সঙ্গে এই ব্যাপারের কী সম্পর্ক?"

"বেশ কয়েক বছর আগে বিয়ে যাঁর হয়েছে, শুধু এমন নারীই এত সুস্পষ্টভাবে, পোস্ট অফিসের কেরানীর চোখের সামনে, টেলিগ্রামে লিখতে পারেন তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের কথা— 'স্বামীরা অসঙ্গত হয়'। প্রভুত্বব্যঞ্জক প্রকৃতি আর অসুখী থাকার গন্ধ কি পাচ্ছ না? এবার আসা যাক দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে : যেহেতু ছলচাতুরির অভিযোগ এনেছেন খোদ স্বামীর বিরুদ্ধেই—এ বিয়ে যে সুখের হয়নি, তা কী আরও খোলসা করে বলতে হবে?"

"কিন্তু ওঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন হয় স্কটল্যান্ডে, নয় আমেরিকায়? জবাব দাও।"

"টেলিগ্রামটা দ্যাখো। স্কচ অথবা আমেরিকানরাই শুধু লেখেন— 'will call upon you', শিক্ষা থাকুক আর না থাকুক, যে-কোনও ইংরেজ মহিলা লিখতেন—'Shall call upon you'। জবাব পেয়েছো?"

"দাঁ-দাঁড়াও। তুমি বললে, ভদ্রমহিলা 'বেশ সুশ্রী'। কল্পনা নয়—স্রেফ রটনা। কিভাবে বললে?"

"আরে, আমি তো তার আগেই বলেছি, 'খুব সম্ভব'। সম্ভাবনার এই অনুমিতি কিন্তু টেলিগ্রাম থেকে পাইনি।"

"তাহলে কোত্থেকে পেলে?"

"শান্ত হও। তোমাকে তো বলেই ছিলাম, হয়তো ইনি কোনও বিউটি স্পেশ্যালিস্ট। এই পেশা যে মহিলারা গ্রহণ করেন, তাঁরা নিজেরা কদাচ কদাকার হন—নইলে যে বিজ্ঞাপন জমে না—নিজেদের রূপলাবণ্য দিয়ে পেশার বিজ্ঞাপন দিয়ে যান। ওহে

ওয়াটসন, মক্কেল মহিলা এসে গেছেন বলেই তো মনে হচ্ছে।"

নিচের তলায় দ্বিধাহীন জোর ঘন্টাধ্বনি শুনলাম। তারপর একটু বিরতি। ল্যান্ডলেডি নিশ্চয় তাঁকে নিয়ে আসছেন বসবার ঘরে। বেহালা আর ছড়ি সরিয়ে রেখে মিসেস গ্লোরিয়া ক্যাবেন্ডিজরের ঘরে ঢোকার প্রতীক্ষায় রইল শার্লক হোম্‌স্।

এলেন তিনি। বাস্তবিকই বেশ সুশ্রী। দীর্ঘাঙ্গী, মর্যাদা সচেতন, হাবভাব প্রায় রাণীর মতো, হয়তো রীতিমতো উদ্ধত, মাথার একরাশ পেতলরঙিন চুল, নীলবর্ণ চোখ বিলক্ষণ শীতল । পরনে মূল্যবান গাঢ় নীল মখমল গাউনের ওপর নকুল-লোমের কোট। মাথায় ধূসর পশমের হ্যাট—তার ওপর একটা মস্ত শ্বেত বিহঙ্গ-র সূচিকর্ম।

আমি এগিয়ে গেছিলাম ভদ্রতার খাতিরে নকুল-লোমের কোটটা নিয়ে যথাস্থানে রাখব বলে—বিষম অবজ্ঞায় আমাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না ভদ্রমহিলা। হোম্‌স্ অবশ্য সহজ সৌজন্য রক্ষা করে গেল—পরিচয় পর্ব সাঙ্গ করে নিল।

আমাদের সামান্য ঘরদোরে চোখ বুলিয়ে নিলেন মিসেস ক্যাবেন্ডেজার। অখুশি যে হয়েছেন, তা প্রকট হলো চাহনির মধ্যে। ফায়ার প্লেসের সামনে পাতা ভালুকের চামড়া—যথেষ্ট বয়স হয়েছে বস্তুটির। কেমিক্যাল টেবিলে অ্যাসিডের অজস্র দাগ। এতৎসত্ত্বেও আমার আর্ম-চেয়ারে বসতে অরাজী হলেন না। সাদা দস্তানা পরা দু-হাত একত্র করে রাখলেন কোলের ওপর।

কথা বললেন বিনয়-নম্র ভাবে, কিন্তু কুলিশকঠোর কাটছাঁট গলায়—"ওয়ান মোমেন্ট, মিস্টার হোম্‌স্। আমার কাজের ভার আপনাকে দেওয়ার আগে জানতে চাই আপনার পেশাদারি দক্ষিণা কত।"

ক্ষণেক যতি দিয়ে জবাবটা দিল হোম্‌স্।

"দক্ষিণা আমার কমে বাড়ে না—যদি না একেবারেই ছেড়ে দিই।"

"মিস্টার হোম্‌স্, দুর্বল দরিদ্র নারীর কাছে সুযোগ নিতে চাইছেন মনে হচ্ছে! এই কেসে তা হতে দেব না।"

"তাই, নাকি ম্যাডাম?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ। কিছু মনে করবেন না, আপনাকে আমি পেশাদার স্পাই হিসেবে কাজে লাগাতে চাই। পাছে আপনি বেশি চেয়ে বসেন, তাই আগেভাগেই জেনে নিতে চাই আপনার সঠিক দক্ষিণা।"

চেয়ার ছেড়ে সটান উঠে দাঁড়াল শার্লক হোম্‌স্। বললে স্মিত মুখে—"আমার এই ক্ষুদ্র প্রতিভা আপনার সমস্যা সমাধানে হয়তো পাবেন না। কষ্ট করে এলেন, তার জন্যে দুঃখিত। গুড-ডে, ম্যাডাম। ওয়াটসন, অতিথিকে অনুগ্রহ করে নিচের তলায় নিয়ে যাবে?"

"থামুন!" সজোরে অধর দংশন করে বলে উঠলেন মিসেস ক্যাবেন্ডেজার।

দু-কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফের চেয়ারে বসে পড়ল হোম্‌স্।

"মিস্টার হোম্‌স্, দরাদরির মধ্যে আপনি যেতে চান না। কিন্তু যখন শুনবেন, কেন আমার স্বামী পুতুল পুজোর মতো ধ্যানেজ্ঞানে আরাধনা করে যায় একটা বাজে নোংরা

চোখে, এমনকি রাতেও চোখের সামনে থেকে ছাতা সরাতে চায় না—তখন নিশ্চয় সমস্যা প্রতিবিধানের দক্ষিণা দশ শিলিং থেকে এক গিনি পর্যন্ত হতে পারে।"

হোমসের মনে আঘাত লেগেছিল নিশ্চয়। কিন্তু নতুন সমস্যার আবির্ভাবে মানসিক উপবাস তিরোহিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে প্রদীপ্ত হলো সে।

"বলেন কী! আক্ষরিক অর্থে ছাতা-পুজো করেন তাহলে আপনার স্বামী?"

"তাই তো বললাম।"

"তাহলে তো বলতে হয় সেন্টিমেন্টের দিক দিয়ে এ ছাতা বেশ দামি তাঁর কাছে? অথবা, ছাতা হিসেবে অসামান্য বলেই জিনিসটার বাজারদর আছে বিলক্ষণ—নজরছাড়া করতে চান না সেই কারণেই?"

"ননসেন্স! আড়াই বছর আগে এই ছাতা উনি কিনেছিলেন টটেনহ্যাম কোর্ট রোডের একটা দোকান থেকে মাত্র সাতষট্টি পেনি দিয়ে—আমি তখন ছিলাম সঙ্গে।"

"কিন্তু হয়তো কোনও ব্যক্তিগত ঝোঁক থাকার ফলে—"

ধূর্ততা ঝলসে উঠল মিসেস গ্লোরিয়া ক্যাবপ্লেজারের দুই চোখে।

"তা নয়, তা নয়, মিস্টার হোমস্। আমার স্বামী স্বার্থপর, অমানুষ, মহত্ত্বহীন। আমার বাড়ির দিক দিয়ে আমার প্রপিতামহ ছিলেন অ্যাবারডিনশায়ারের দ্য ম্যাকরিয়া অব ম্যাকরিয়া; সেই ধারা রক্ষে করে চলুক আমার স্বামী, আমি তা চাই—সে চেষ্টাও করেছি; কিন্তু স্বভাবেই শুধু উচ্ছৃঙ্খল নয় মিস্টার ক্যাবপ্লেজার, কারণ বিনা কোনও কাজই করে না।"

গম্ভীর হয়ে গেল হোমস্।

"অমানুষ? স্বভাবে উচ্ছৃঙ্খল? খুব কড়া কড়া কথা বলছেন। উনি কি আপনার প্রতি নির্দয়?"

অতিশয় উদ্ধত ভঙ্গিমায় ভুরুযুগল উত্তোলন করালেন মিসেস ক্যাবপ্লেজার।

"নির্দয় নয়, তবে হতে যে চায়, সে ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ। জেমস অস্বাভাবিক বলবান বর্বর। মাথায় মাঝারি, ফিগার লতাগাছের খুঁটির মতো। পুরুষ জাতটার অহঙ্কারে বলিহারি যাই! মুখে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য নেই যা মন টানতে পারে—যার বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে। অথচ অতিরিক্ত দেমাকে ফেটে পড়ে গোঁফ নিয়ে। ভীষণ পুরু, ভীষণ চকচকে বাদামি গোঁফ—ঘোড়ার নালের মতো বেঁকে নেমে এসেছে মুখের দু'পাশ দিয়ে। বেশ কয়েক বছর ধরেই লালনপালন করছে এই গোঁফকে—ছাতার পরেই গোঁফ যেন ওর জীবনদেবতা—"

"ছাতা!" স্বগতোক্তি করেছিল হোমস্—"ছাতা! মাথা কিনেছেন, ম্যাডাম। আমি কিন্তু চাই আপনার স্বামীর স্বভাবের আরও বিশদ বর্ণনা।"

"দেখতে ঠিক পুলিশ কনস্টেবলের মতো।"

"কি বললেন?"

"গোঁফটার জন্যে।"

"মদ পান করেন কি? অন্য নারীর প্রতি আসক্তি আছে কি? জুয়ো খেলেন?

যথেষ্ট টাকাপয়সা দেন না আপনাকে? সেকী, কোনোটাই নয়?"

পাল্টা শেল বর্ষণ করলেন মিসেস ক্যাবপ্লেজার পেশ ঘাড় বেঁকিয়ে—"আপনি তো দেখছি শুধু প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলী জানতেই ইচ্ছুক? কেন তা বুঝিয়ে দিন। হাঁ, হাঁ, আপনার মুখেই ব্যাখ্যা শুনতে চাই। আমার যা বলবার আমি বলছি। আপনার শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বলতে কি দেবেন?"

হোমসের পাতলা ঠোঁট শক্ত হয়ে গেল— "বেশ তো, বলুন।"

"আমার স্বামী 'ক্যাবপ্লেজার অ্যান্ড ব্রাউন' কোম্পানির সিনিয়র পার্টনার। হ্যাটন গার্ডেনের সেই বিখ্যাত হিরের ব্যবসায়ী। আমাদের বিবাহিত জীবনের পনেরো বছরে—ইয়ে! পনেরো দিনের বেশি কখনও ছাড়াছাড়ি থাকিনি—গতকাল অত্যন্ত অশুভ ঘটনাটিই একমাত্র ব্যতিক্রম।"

"গতকালের ঘটনা?"

"ইয়েস, স্যার। গতকাল বিকেলে জেমস ফিরে এল আমস্টারডাম আর প্যারিসে হপ্তাস বিজনেস জার্নি করে—আরও বেশি পৌত্তলিক হয়ে—ছাতা-বিগ্রহ এখন তার নয়নের মণি। সারা বছরে ছাতা-পুজোর এত ধুম দেখেনি।"

দশ আঙুলকে ডগায় ডগায় ঠেকিয়ে, দু-পা সামনে ছড়িয়ে বসেছিল শার্লক হোমস্। সামান্য চমকে উঠল শেষের কথায়।

"সারা বছরে? একটু আগেই কিন্তু বলেছেন, মিস্টার ক্যাবপ্লেজার ছাতাটা কিনেছিলেন আড়াই বছর আগে। তাহলে কি ধরে নেব, ছাতা-পুজো শুরু হয়েছে ঠিক এক বছর আগে?"

"হাঁ, তা ধরতে পারেন।"

"ইঙ্গিতময়—খুবই ইঙ্গিতময় বিবৃতি।" বন্ধুবরের ললাটকুঞ্চনে চিন্তার আবিলতা প্রকট হলো—"কিন্তু ইঙ্গিতটা কিসের? আমরা—ওয়াটসন, হলো কী? এত অস্থির হয়ে উঠলে কেন?"

হোমস্ না চাইলে সচরাচর আমার মতামত জাহির করতে যাই না। কিন্তু সেদিনের সেই মুহূর্তে ব্যক্ত হওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

বলেছিলাম বিষম উত্তেজনায় —'আরে ভায়া, এটা কি একটা হেঁয়ালি হলো? এ তো জলের মতো সোজা! জিনিসটা তো একটা ছাতা, হ্যান্ডেলটাও বেঁকা, নিশ্চয় খুবই মোটা হ্যান্ডল। ফোঁপরা হ্যান্ডেলের মধ্যে, অথবা ছাতার অন্য কোথাও হিরে অথবা অন্য দামি জিনিস লুকিয়ে রাখা তো খুবই সোজা ব্যাপার।"

মিসেস ক্যাবপ্লেজার আমার দিকে ফিরেও চাইলেন না। বললেন—"মিস্টার হোমস্, সমাধানটা যদি এত সহজ হতো, তাহলে কি আপনার কাছে আমার আসার দরকার হতো?"

ঝটিতি বললে হোমস্ —"ব্যাখ্যাটা তাহলে সঠিক নয়?"

"একেবারেই নয়। বুদ্ধি আমার বিলক্ষণ ধারালো, মিস্টার হোমস্", পাশ থেকে ভদ্রমহিলার সুশ্রী মুখাকৃতি ছুরির মতোই ধারালো বটে—"বিলক্ষণ ধারালো। একটা

উদাহরণ দিচ্ছি। বিয়ের পর বেশ কয়েক বছর ধরে আমি বও স্ট্রিটের ম্যাডেম চেবারি-র বিউটি পার্লারের প্রেসিডেন্ট হয়ে আছি। ক্যাবপ্লেজার পদবীটাকে খোলাখুলি কাজে লাগাচ্ছি কেন? 'ম্যাকবিরয়' অফ ম্যাক্‌রে' তাতে বাদ সাধছেন না কেন? আদিকালের কৌতুক-রস যার মধ্যে আছে, এই নাম দেখলেই সে থমকে দাঁড়ায়, একটা না একটা মন্তব্য করে।"

"তাই নাকি?"

"মক্কেল যারা হয়ে রয়েছে, অথবা হতে চলেছে—তাদের প্রত্যেকেই নামটার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। হাসে বটে, কিন্তু নামটা মনে গেঁথে যায়।"

"ঠিক ঠিক, জানলায় এ নামের বোর্ড দেখেছি বটে। কিন্তু আপনি তো ছাতা প্রসঙ্গে কথা বলছিলেন।"

"মাস আষ্টেক আগে এক রাতে আমার শোবার ঘর থেকে স্বামীর শোবার ঘরে পা টিপে টিপে ঢুকেছিলাম। সে তখন ঘুমিয়ে কাদা। খাটের পাশ থেকে ছাতাটা তুলে নিয়ে চলে এসেছিলাম নিচের তলায় কারিগরের কাছে।"

"কারিগর?"

"ছাতা তৈরির কারখানায় কাজ করে। হাইগেট-এর 'দ্য আরবার' পাড়ার 'হ্যাপিনেস ভিলা'য় তাকে ডেকে এনেছিলাম। ছাতার ভেতর পর্যন্ত দেখবার জন্যে, পুরো ছাতাটিকে টুকরো টুকরো করে ফের জুড়ে দিয়েছিল লোকটা—ধরতেই পারেনি আমার স্বামী ঘরে ফিরিয়ে দেওয়ার পর। ভেতরে কিছুই লুকোনো ছিল না, এখনও নেই, পরেও থাকবে না। জঘন্য নোংরা ছাতা ছাড়া আহামরি কিছু নয়!"

"পয়মন্ত বলেই হয়তো ছাতার এত আদর।"

"ঠিক উল্টো। জেমসের দু-চক্ষের বিষ এই ছাতা। বেশ কয়েকবার তো আমাকেই বলেছে—'মিসেস ক্যাবাপ্লেজার, এই ছাতাই আমাকে মারবে। অথচ ছাতা ছাড়া থাকতে পারব না'।"

"বটে! বটে! বটে! আর কিছু বলেননি?"

"একেবারেই না। পয়মন্ত ছাতাই যদি হবে তো মাঝে মাঝে যখন ছাতা ভুলে ফেলে যায় বাড়িতে অথবা অফিসে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে, ভয়ানক আতঙ্কে অমন চেঁচিয়ে ওঠে কেন? দৌড়ে যায় কেন ছাতা বগলদাবা করতে? নির্বোধ যদি না হন, মিস্টার হোমস্, এই থেকেই একটা ধারণা গড়ে নিতে পারবেন। কিন্তু আমি তো দেখছি, এ ধাঁধার সমাধান আপনার বুদ্ধির নাগালের বাইরে।"

রাগে, অপমানে ধূসর হয়ে গেল শার্লক হোমস্।

বললে—"ভারি তো ধাঁধা, এ আমার হাতের ময়লা। তবে হ্যাঁ, করণীয় কী, সেটাই এখনও ঠিক করে উঠতে পারছি না। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আপনি এমন কোনও ঘটনা নিবেদন করেননি যার ভিত্তিতে বলা যায়, আপনার স্বামী ক্রিমিন্যাল অথবা কোনও দোষে দোষী।"

"ক্রাইম করেনি? গতকালই বেশ কিছু হিরে সরায়নি সিন্দুক থেকে? যে হিরের জয়েন্ট মালিক সে নিজে আর বিজনেস পার্টনার মিস্টার মর্টিমার ব্রাউন?"

ভুরু তুলল হোমস্।

"এতক্ষণে একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা জানা গেল।"

ঠান্ডা গলায় বলে গেলেন সুশ্রী ভিজিটর—"হ্যাঁ, স্যার। গতকাল বাড়ি ফেরার আগে আমার স্বামী গেছিল অফিসে। তারপর একটা টেলিগ্রাম এল বাড়িতে তার নামে, পাঠিয়েছেন মিস্টার মর্টিমার ব্রাউন। বয়ানটা এই :

"কাউলেস-ডানিংহাম-এর হিরের বাক্স থেকে ছাব্বিশটা হিরে সিন্দুক খুলে আপনি নিয়ে গেছেন?"

"হুম। টেলিগ্রামটা তাহলে আপনার স্বামী আপনাকে দেখিয়েছিলেন?"

"না। আমার ন্যায্য অধিকার খাটিয়ে খাম খুলে দেখে নিয়েছি।"

"তারপর স্বামীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন টেলিগ্রামের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে?"

"জেনেই যখন গেছি, তখন আর জিজ্ঞেস করতে যাব কেন? সময় নিচ্ছিলাম, সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলাম। কাল শেষ রাতে নাইটগাউন গায়ে দিয়ে পা টিপে টিপে নিচের তলায় নেমে যেতেই আমি পেছন পেছন গেছিলাম—আমি যে আমার ঘরে জেগে বসে আছি, ওকে নজরে রেখেছি, তা ওর মাথায় আসেনি। নিচের তলায় গিয়ে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বাইরে তখন ঘন কুয়াশা। যার সঙ্গে কথা বলে গেল, তাকে দেখতে পেলাম না। জেমস কথা বলছিল ফিসফিস করে। দুটো কথা শুধু শুনতে পেলাম। 'বেস্পতিবার সকাল সাড়ে আটটার আগেই গেটের সামনে থাকবে', তারপরেই বললে—'আমাকে ডুবিয়ো না'।"

"শুনে আপনি কি বুঝলেন?"

"আমাদেরই বাড়ির গেটের বাইরে থাকার কথা বলা হচ্ছে! আমার স্বামী রোজ কাঁটায় কাঁটায় সকাল সাড়ে আটটায় অফিসে রওনা হয়। বেস্পতিবার মানে কাল সকাল! মিস্টার হোমস্, জেমস যে ক্রিমিনাল ষড়যন্ত্র শুরু করেছে, তার ফল ফলাবে কাল সকালে। আপনি হাজির থাকবেন তাতে বাগড়া দিতে।"

হোম্সের দীর্ঘ শীর্ণ আঙুল যেন পাইপের অন্বেষণে এগিয়ে গেল ম্যান্টল সেলফের দিকে, পরক্ষণেই টেনে নিল হাত।

"কাল সকাল সাড়ে আটটায় আলো থাকবে না বললেই চলে।"

"তা নিয়ে আপনাকে তো মাথা ঘামাতে হবে না। আবহাওয়া যে রকমই থাকুক না কেন, পয়সা পাবেন, স্পাইগিরি করবেন! আমি চাই আপনি তার আগেই পৌঁছে যান, এবং স্থির মস্তিষ্কে!"

"ম্যাডাম, আপনি কিন্তু—!"

"আর সময় দিতে পারছি না আপনাকে। আপনার দক্ষিণা যদি অন্যায্য না হয়, আমার হিসেবে যদি ন্যায্য হয়, তাহলে পাবেন—নইলে পাবেন না। গুড ডে!"

দরজা বন্ধ হয়ে গেল মিসেস কাবেঞ্জারের অন্তর্ধান ঘটতেই।

গাল লাল হয়ে গেছিল শার্লক হোমসের—"এই ধরনের ঝামেলা আমি একদিক দিয়ে যেমন চাই না—আর এক দিক দিয়ে তেমনি এই সবের জন্যেই হা-পিত্যেশ করে থাকি।"

ওর মানসিক অবস্থার প্রতিধ্বনি বেরিয়ে এল আমার মুখ দিয়ে—"হোমস্, ভদ্রমহিলা খাঁটি স্কচমহিলা নন মোটেই! আধ-বছরের রোজগার বাজি ফেলে বলতে পারি, 'ম্যাকরিয়া অফ ম্যাকরো' এই মহিলার আত্মীয়ই নন!"

"বেশ তেতে গেছো দেখছি। তোমার নিজের পূর্বপুরুষের নিবাসভূমির প্রসঙ্গ ওঠাতেই আর তোমাকে ধরে রাখা যাচ্ছে না। তা সত্ত্বেও তোমাকে দোষ দিতে পারছি না। মিসেস ক্যাবপ্লেজারের ধরনধারণ সেকেলে মর্চে পড়া ব্যাপার— হাস্যকর। যাক সে কথা, ছাতা-রহস্য ভেদ করা যায় কি করে?"

ঠিক সেই সময়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম জানলার সামনে। দেখেছিলাম, সাদা পাখি আঁকা হ্যাট মাথায় উদ্ধত অসভ্য সেই ভদ্রমহিলা একটা চার চাকার গাড়ির ভেতরে অন্তর্হিত হচ্ছেন। বেকার স্ট্রিট ওয়াটারলু লাইনের একটা চকলেট-রঙিন অমনিবাস ঘড়ঘড় শব্দে ঘনায়মান সন্ধ্যার আঁধারে অদৃশ্য হয়ে গেল। অমনিবাসের বাইরের দিকে বসেছিলেন বারোজন প্যাসেঞ্জার—প্রত্যেকেই ছাতা খুলে মাথায় দিয়েছেন নতুন করে বৃষ্টি শুরু হওয়ায়। ছাতার জঙ্গলই শুধু দেখলাম। হতাশ হয়ে ফিরে এলাম জানলার সামনে থেকে।

"কি করবে হোমস্?"

"সন্ধ্যে নামছে, দেরি হয়ে গেছে। এখন হ্যাটন গার্ডেনে গিয়ে তদন্ত চালানো ঠিক হবে না—যদিও তদন্ত শুরুর ওই একটা লাইনই দেখতে পাচ্ছি সামনে। মিস্টার জেমস ক্যাবপ্লেজার ভদ্রলোক তাঁর চকচকে গোঁফ আর প্রাণপ্রিয় ছাতা নিয়ে সবুর করবেন কাল সকাল পর্যন্ত।"

তাই, পরের দিন সকালে আটটা বাজবার কুড়ি মিনিট আগে বন্ধুর সঙ্গে গেলাম 'হাই গেট' অঞ্চলের 'দ্য আরবার' পাড়ার 'হ্যাপিনেস ভিলা' বাড়ির সামনে। তখনও জানতাম না বজ্রসহ বর্ষা নামবে।

বাইরে যখন নিকষ অন্ধকার, তখন ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিয়েছিলাম গ্যাসবাতি জ্বালিয়ে। তারপর বৃষ্টি থেমে গেল, আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল, কনকনে ঠাণ্ডা হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। ছ্যাকড়া গাড়িতে চেপে দুই বন্ধু এসে যখন নামলাম মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ক্যাবপ্লেজারের বাড়ির সামনে, তখন যথেষ্ট ধূসর আলোয় থাকায় বাড়িটার আশপাশ নজরে এল।

বেশ বড় বাড়ি। রাস্তা থেকে প্রায় তিরিশ গজ ভেতরে, কোমর সমান উঁচু একটা পাথরের দেওয়ালের পেছনে। গথিক স্থাপত্য অনুসারে চুনবালি দিয়ে তৈরি, তার ওপর চুনকাম করা। ছাদের পাঁচিলে ভুল চালানোর ফোকর—স্রেফ ভাঁওতাবাজি। কামান দাগার গম্বুজও রয়েছে—মিছিমিছি বানানো হয়েছে। সামনের দরজাটাও খোপ-কাটা কাঠ দিয়ে বানানো—গথিক খিলেনের ঠিক নিচে। প্রবেশপথ অন্ধকারময় থাকলেও,

ওপরতলার দুটো জানলা হলুদবর্ণ ধারণ করে রয়েছে ঘরের ভেতর আলো জ্বলছে বলে।

শার্লক হোম্‌স্ ওর প্রিয় হাতাহীন ইনভারনেস কোট গায়ে দিয়ে, মাথায় কান ঢাকা ট্র্যাভেলিং ক্যাপ এঁটে সাগ্রহে চোখ বুলিয়ে নিল চারদিকে।

"চমৎকার!" বড় রাস্তা বরাবর দেওয়াল-সমান উঁচু পাঁচিলে হাত রেখে বললে, "গাড়ির রাস্তা অর্ধচন্দ্রাকার —শুরু হয়েছে পাঁচিলের গেট থেকে, গেছে সামনের দরজার সামনে দিয়ে, একটা সরু রাস্তা মূল রাস্তা থেকে বেরিয়ে গেছে দোকানদারের দরজার সামনে—ফিরে গেছে বড় রাস্তায় দেওয়ালের আর একটা গেট দিয়ে। আমাদের পাশেই রয়েছে সেই গেট। এ আবার কী! দেখেছো, ওয়াটসন?"

"গোলমেলে কিছু কী?"

"ওদিকে তাকাও, ওদিকে! পাঁচিলের ওই দূরের গেটটার দিকে! ইন্সপেক্টর লেসট্রেড না? আরে গেল যা। লেসট্রেডই তো বটে!"

মাংসপেশী-ঠাসা বাচ্চা বুলডগের মতো একটা লোক মাথায় কড়া কাপড়ের হ্যাট আর গায়ে মোটা কম্বলের গ্রেটকোট চাপিয়ে রাস্তা বেয়ে হনহন করে আসছে আমাদের দিকে। পেছনে দু-জন হেলমেটধারী পুলিশ কনস্টেবল। নীলবর্ণ পোশাকে মোটা গুম্ফধারী যেন যমজ ভাই।

সক্ষোভে বললে হোম্‌স্—"বটে! মিসেস ক্যাবপ্লেজার তাহলে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডেও গেছিলেন!"

কথাটা বললে স্বয়ং লেসট্রেডকে।

লেসট্রেডও তৎক্ষণাৎ জবাবটা ছুড়ে দিল মুখের ওপর—"ঠিক জায়গাতেই গেছিলেন। আরে ডক্টর ওয়াটসনও যে! তা প্রায় পনেরো বছর হয়ে গেল, প্রথম মোলাকাৎ ঘটে আপনাদের সঙ্গে। অথচ আজও শুধু থিওরিই কপচে গেলেন মিস্টার হোম্‌স্, আমি রয়ে গেলাম প্র্যাকটিক্যাল ম্যান।"

"লেসট্রেড, হাতে সময় কম!" হোম্‌স্ যেন তেড়ে ওঠে—"ভদ্রমহিলা আমাদের যা বলেছেন তোমাকেও তাই বলেছেন। তোমার কাছে গেছিলেন কখন?"

"গতকাল সকালে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে আমরা কাজ করি বিদ্যুৎবেগে। সারাদিন কাটিয়েছি মিস্টার জেমস ক্যাবপ্লেজারের নাড়ীনক্ষত্র তদন্তে।"

"তাই নাকি? পেলে কী?"

লেসট্রেড সন্দিগ্ধ অপাঙ্গ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল আমাদের দিকে। "ভদ্রলোক সর্বজনপ্রিয়। অফিসের বাইরে বইপোকা—বই ছাড়া থাকতে পারেন না। স্ত্রী-র তা পছন্দ নয়। মূকাভিনয়ে পটু—পয়লা নম্বরের ভাঁড়—লোক হাসাতে পারেন।"

"তা ঠিক। কৌতুক রস আছে ভদ্রলোকের।"

"দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে তাহলে?"

"ভদ্রলোকের সঙ্গে? আরে না। হয়েছে ওঁর স্ত্রী-র সঙ্গে।"

"সে যাকগে। কাল রাতে সাক্ষাৎ হলো ভদ্রলোকের সঙ্গে। নিজেই গেছিলাম

ভদ্রলোকের দৌড় কতখানি, তা দেখতে। আরে না, একটা অছিলা নিয়ে গেছিলাম। হুঁশিয়ার হয়ে যেতে পারেন, সেরকম কিছু করিনি।"

"তা তো বটেই, তা তো বটেই," হোম্‌স্ যেন গুঙিয়ে ওঠে—"তাহলে বলো দিকি, লেসট্রেড, বিলকুল সাচ্চা মানুষ হিসেবে সুনাম আছে কিনা ভদ্রলোকের?"

"সেইটাই তো সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে," দুই চোখে ধূর্ত ঝিলিক হেনে বললে লেসট্রেড—"ভদ্রমহিলাকে আমার আদৌ ভাল লাগেনি মানছি, কিন্তু ভদ্রলোককে আমি হাতকড়া পরিয়ে ছাড়ব—আপনি কিস্যু করতে পারবেন না।"

"ভায়া লেসট্রেড! ভদ্রলোককে হাতকড়া পরাবে কোন অপরাধে?"

"কারণ—আরে, দাঁড়ান!" বিকট চেঁচিয়ে ওঠে লেসট্রেড—"ও মশায়! শুনছেন? দাঁড়ান—ওইখানেই দাঁড়ান!"

লেসট্রেডের সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর জন্যে নিচু পাঁচিল বরাবর এগোতে এগোতে দুই ফটকের মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছেছিলাম। আচমকা আমাদের সান্নিধ্য ছেড়ে দিয়ে লেসট্রেড ভোঁ দৌড় দিল যে গেট আমরা ছেড়ে এসেছি, সেই গেটের দিকে। অসাধারণ চালাকি দেখিয়ে কোনও ম্যাজিশিয়ান যেন সেখানে সকালের আঁধার থেকে বের করে এনেছেন মোটাসোটা খানদানি চেহারার ব্যক্তিময় এক ভদ্রলোককে। ঘাবড়ে গেছেন বিলক্ষণ। মাথায় ধূসর টপহ্যাট। গায়ে সুদৃশ্য ধূসর গ্রেটকোট।

ভদ্রলোকের মূল্যবান পরিচ্ছদ দেখেই হাঁকডাকের মধ্যে ভারিক্কি ভাব এনে ফেলল লেসট্রেড—"কে আপনি? কি নাম আপনার?"

নার্ভাস ভদ্রলোক আমতা আমতা করে বললেন—"আমার নাম হ্যারল্ড মর্টিমার ব্রাউন। আমি কাবপ্লেজার অ্যাণ্ড ব্রাউন কোম্পানির পার্টনার। গাড়ি ছেড়েছি বড় রাস্তায়। থাকি সাউথ লণ্ডনে।"

"সাউথ লন্ডন থেকে এতদূরে এসেছেন নর্থ লন্ডনে?" লেসট্রেডের গলায় যেন দুরমুশ পেটার আওয়াজ।

হোম্‌স্ নাক গলালো ঠিক সেই সময়ে। বললে—"মাই ডিয়ার মিস্টার মর্টিমার ব্রাউন," এমন স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিমায় লেসট্রেডকে পাশ কাটিয়ে গেল যে ভদ্রলোক যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন—"ঘটনাচক্রে একটু আবেগ দেখিয়ে ফেলেছেন আমার বহুদিনের বন্ধু স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর লেসট্রেড। কিন্তু মনে করবেন না। আমার নাম শার্লক হোম্‌স্। আপনার কাছে অসীম কৃতজ্ঞ থাকব আপনি যদি শুধু আমার একটিমাত্র প্রশ্নের সদুত্তর দেন। আপনার পার্টনার কি সত্যিই চুরি—"

"থামুন!" অগ্ন্যুৎপাত-গর্জনে বললে লেসট্রেড। তবুও অবশ্য বোঁ করে ঘুরে গেল দূরের গেটের দিকে। সেই গেট দিয়ে ঝনঝন শব্দে একটা দুধের গাড়ি ঢুকে কাঁকর বিছোনো পথ বেয়ে এগোচ্ছে চিহ্নিত করা গথিক বাড়িটার দিকে—দুধভর্তি ক্যানগুলো নেচে নেচে ঐকতান সৃষ্টি করে চলেছে অশ্বখুরধ্বনির সঙ্গে।

খুসে বুলডগের মতোই সর্বাঙ্গ কম্পিত করে ফেলল লেসট্রেড।

বললে পুলিশি হুঙ্কারে—"নজর রাখো দুধের গাড়ির ওপর! সামনের দরজা ঢেকে যেন না দাঁড়ায়!"

না, সামনের দরজা ঢেকে দাঁড়ায়নি দুধের ভ্যান। শিস দিতে দিতে পরম ফূর্তিতে ওয়াগন থেকে লাফ দিয়ে নামল দুধওলা, হনহনিয়ে পা চালিয়ে দুধ ঢালতে গেল প্রবেশপথের সামনে রাখা ছোট্ট দুধের জাগে—পরে দেখেছিলাম, এই জগ আগে থেকেই রেখে দেওয়া হয়েছিল সামনের দরজার সামনে। কিন্তু খিলেনের তলা দিয়ে যাওয়ার সময়ে আমাদের চোখের আড়ালে সে চলে যেতেই মিল্ক-ভ্যান সম্পর্কিত সমস্ত ভাবনাচিন্তা উড়ে গেল আমার মাথা থেকে।

উত্তেজনায় টান-টান গলায় বলে উঠল লেসট্রেড—"এসেছেন! মিস্টার হোমস্, এসেছেন সেই তিনি!"

সামনের দরজা বন্ধ হওয়ার দড়াম শব্দ শুনলাম সুস্পষ্ট চকচকে হ্যাট মাথায়, ভারি ফ্রেটকোট গায়ে, সম্ভ্রান্ত আকৃতি এক ভদ্রলোক গাড়ি চলাচলের কাঁকর বিছোনো পথে বেরিয়ে এলেন—চোখে পড়ার মতো গোঁফ জোড়া দেখেই এসে গেলাম সঠিক সিদ্ধান্তে—মিস্টার জেমস ক্যাবপ্লেজার চলেছেন অফিসে।

তুরুন্ত নাচ নাচতে নাচতে বললে লেসট্রেড—"দেখেছেন, দেখেছেন মিস্টার হোমস্? ছাতা নেননি সঙ্গে!"

লেসট্রেডের চিন্তাধারা যেন ধূসর আঁধারের মধ্যে দিয়ে ডানা মেলে উড়ে গিয়ে আঘাত হানল মিস্টার ক্যাবপ্লেজারের ব্রেনে। কাঁকর বিছোনো পথে আচমকা দাঁড়িয়ে গেলেন হীরক-ব্যবসায়ী। যেন তড়িতাহত হয়ে চোখ তুললেন আকাশের দিকে। নামহীন আতঙ্কে শিউরে উঠে এমন একটা হরফহীন চিৎকার ছাড়লেন যা শিহরণ জাগ্রত করে দিয়ে গেল আমার মেরুদণ্ডে। পরমুহূর্তেই বিদ্যুৎবেগে পলায়ন করলেন বাড়ির মধ্যে।

সামনের দরজা বন্ধ হওয়ার দড়াম শব্দ ভেসে এল আর একবার। বিলক্ষণ বিস্মিত দুধওলা পেছনে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কি বলতে বলতে উঠে বসল দুধের গাড়ির চালকের আসনে।

আঙুল মটকাতে মটকাতে সেকী আস্ফালন লেসট্রেডের—"জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল পুরো ব্যাপারটা! আমার চোখে ধুলো দেবে? এত সোজা? মিস্টার হোমস্, দুধওলা ব্যাটাকে আগে আটকাই!"

"কী সর্বনাশ! দুধওলাকে আটকাবে কেন?"

"বাড়িতে ঢোকবার দরজায় মিস্টার ক্যাবপ্লেজার আর এই দুধওলা খুব কাছাকাছি চলে এসেছিল বলে খুব কাছাকাছি—নিজের চোখে দেখলাম! মিস্টার ক্যাবপ্লেজারের কুকর্মের দোসর এই ব্যাটা দুধওলা—হীরেগুলো পাচার করে দিয়েছেন দুধওলার হাতে!"

"মাই ডিয়ার লেসট্রেড—"

কর্ণপাত করার পাত্র নয় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ। আমরা যে ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি, দুধের ভ্যান গড়গড়িয়ে সেই ফটকের দিকে এগিয়ে আসতেই, লম্ফ দিয়ে

সেদিকে এগিয়ে গেল লেসট্রেড—দু-হাত তুলে দাঁড়িয়ে গেল ভ্যানের সামনে—চালক বিশ্রী একটা গালাগাল দিয়ে কষে লাগাম টেনে রুখে দিল ঘোড়াকে।

মেদিনী-কাঁপানো হুঙ্কার ছাড়ল লেসট্রেড—"দেখেছি, দেখেছি, তোমাকে আগেই দেখেছি। চেহারাটা মেজেঘষে নিয়েছ বটে, কিন্তু আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না। তোমার নামই তো হ্যানিবলে থ্রম্পর্টন, ওরফে, ফেলিক্স পোর্টিয়াস?"

বিষম বিস্ময় বিমূর্ত হলো দুধওলার পরিষ্কার কামানো লম্বাটে বদনে। ঝুলে পড়ল চোয়াল।

বললে পরক্ষণেই পাল্টা চিৎকার ছেড়ে—"যাচ্চলে! আমার নাম তো আলফ্ পিটার্স। এই তো আমার আইডেনটিটি কার্ড। দেখে নিন না ফটোটা—ম্যানেজারের সইটাও দেখে নিন—চোখ বুঁজে সই মারেননি! কী ভাবেন আমাকে? গভর্নর সিসিল রোড্‌স?"

"নামো...নামো...গাড়ি থেকে আগে নামো...নইলে সোজা ফাটকে চালান করব।...বাঃ! এই তো!" বলতে বলতে দুই পুলিশ-কনস্টেবলের দিকে ঘুরে গেল লেসট্রেড—"বার্টন! মুরডক! সার্চ করো দুধওয়ালাকে!"

চিল্লিয়ে উঠল বটে দুধওলা, কিন্তু রেহাই পেল না দুই-কনস্টেবলের খপ্পর থেকে। লিকলিকে মাঝারি হাইটের বপু নিয়ে দুর্ধর্ষ লড়ে গেল কনস্টেবল যুগলের সঙ্গে—কিন্তু দেহতল্লাসি আটকাতে পারল না।

পাওয়া গেল না কিছুই।

লেসট্রেড তাতে দমবার পাত্র নয়—"হিরে আছে তাহলে ওই পাঁচটা দুধের ক্যানে! দুধ ঢেলে দাও রাস্তায়!"

এবং, তাই করা হলো। তখন যে-ভাষায় কথা বলে গেছিল দুধওলা, তা সভ্যযুগে নিতান্তই অচল।

তাতেও কিন্তু ভাঁটা পড়ল না লেসট্রেডের তড়পানিতে—"সে কী! নেই দুধের ক্যানে? তাহলে নিশ্চয় গিলে ফেলেছে! নিয়ে যাবো নাকি থানায়?"

আর এক দফা ছাপার অযোগ্য শব্দাবলী আউড়ে দুধওলা বলেছিল—"তার চাইতে একটা কুড়ুল নিয়ে কেটেকুটে দেখুন না গাড়িটাকে?"

হোমসের তীক্ষ্ণ কর্তৃত্বময় কণ্ঠস্বরই কিন্তু মোড় ফিরিয়ে দিল পরিস্থিতির।

"লেসট্রেড! কৃপা করে পিটার্সকে যেতে দাও। প্রথম কারণ, ছাতিমশলা হিরে গিলে ফেলা যায় না। দ্বিতীয় কারণ, স্যাণ্ডাতের হাত দিয়ে যদি হিরে পাচারই করাতে যাবেন মিস্টার ক্যাবপ্লেজার, তবে তা মঙ্গলবার গভীর রাতেই করে ফেললেন না কেন? একতলায় জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে যখন কথা বলছিলেন বাইরের লোকের সঙ্গে? ওঁর স্ত্রী ঠিকই বর্ণনা দিয়েছেন, মিস্টার ক্যাবপ্লেজার ভদ্রলোকের হাবভাব কথাবার্তা আচার-আচরণ সবই যুক্তিহীন—যেমন যুক্তিহীন ছাতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, যদি না—"

এই পর্যন্ত বলেই অকস্মাৎ গভীর ভাবনায় তলিয়ে গেল শার্লক হোম্‌স্—এই সেই

'মুড' যার জন্যে ও এত বিখ্যাত। দু-হাত ইনভারনেস কোটের ভেতরে ঢুকিয়ে পর্যায়ক্রমে দেখে নিল প্রথমে দোকানদারদের প্রবেশপথ, তারপর বাড়িতে ঢোকার প্রবেশপথ। ওর মতো শীতল প্রকৃতি, উচ্ছ্বাসবিহীন মানুষেরও গলা চিরে ঠিকরে এল চকিত বিস্ময়ধ্বনি। ক্ষণেকের জন্যে নিস্পন্দ হয়ে রইল দীর্ঘ, শীর্ণ আকৃতি বিদ্যুৎগর্ভ আকাশের পটভূমিকায়।

বললে তারপরেই—"কী মুশকিল, লেসট্রেড! কতক্ষণ ধরে ছাতা খুঁজছেন মিস্টার জেমস ক্যাবপ্লেজার?"

"বলতে চান কী?"

"ছোট্ট একটা ভবিষ্যৎবাণী করতে চাই। বলতে চাই—মিস্টার ক্যাবপ্লেজার আর নেই। অদৃশ্য হয়ে গেছেন বাড়ির মধ্যে থেকে।"

"বললেই হলো অদৃশ্য হয়ে গেছেন? হবেন কি করে?" গলাবাজিতে লেসট্রেডকে তখন থামায় কার সাধ্য।

"কেন হবেন না জানতে পারি?"

"পুলিশ-কনস্টেবলদের দিয়ে বাড়ি ঘিরে রেখেছি। সটকান দেওয়ার কোনও সুযোগ রাখিনি। প্রত্যেকটা দরজা আর জানলার ওপর নজর রাখা হয়েছে। চোখ এড়িয়ে ইঁদুর পর্যন্ত বেরতে পারেনি—এখনও পারবে না!"

"লেসট্রেড, তা সত্ত্বেও ছোট্ট ভবিষ্যৎবাণীটির পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছি। বাড়ি সার্চ করলেই দেখবে, সাবানের বুদবুদের মতো অদৃশ্য হয়ে গেছেন মিস্টার ক্যাবপ্লেজার।"

পুলিশ-হুইশলটা ঠোঁটে লাগাতে যেটুকু সময় লাগে, সামান্য সেই সময়টুকুর জন্যে খাড়া থেকেই, পরমুহূর্তে পবনবেগে বাড়ির দিকে ধেয়ে গেল লেসট্রেড। দুধওলা আলফ্ পিটার্স সুযোগটার সদ্ব্যবহার করে নিল নিমেষ মধ্যে। তড়াক করে উঠে গেল চালকের আসনে, ছিপটি হাঁকালো শনশনিয়ে অশ্ব বেচারীর পৃষ্ঠদেশে এবং খটমট খটমট গড়গড় শব্দঝঙ্কার সৃষ্টি করে এমনভাবে অন্তর্হিত হলো তল্লাট ছেড়ে যেন প্রাণ হাতে চম্পট দিচ্ছে এক বিপজ্জনক উন্মাদের সম্মুখ থেকে।

সম্ভ্রান্ত আকৃতির মিস্টার মর্টিমার ব্রাউন ভদ্রলোকও বিলম্ব করা সমীচীন বোধ করলেন না। তাঁকে হয়তো কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন ছিল শার্লক হোম্‌সের—কিন্তু সেজন্যে তিলমাত্র কালক্ষেপ তিনি করলেন না। রক্তিম মুখে ভয়ার্ত ভাব জাগ্রত করে এবং খানদানি চলন-বলন বিস্মৃত হয়ে তিনি টেনে দৌড়লেন রাস্তা বরাবর—পাছে টুপি উড়ে যায়—তাই দু-হাত তুলে ধরে রইলেন মাথার টুপি।

শার্লক হোম্‌স্ বললে কর্তৃত্বকঠিন কণ্ঠস্বরে—"শান্ত হও, ওয়াটসন, আরে না পরিহাস করছি না। সামান্য একটা পয়েন্টের তাৎপর্য উপলব্ধি করলেই দেখবে পুরো ব্যাপারটা বিলকুল সোজা।"

"কী সেই সামান্য পয়েন্ট?"

"ছাতাকে ধ্যানজ্ঞান নিত্য সহচর করেন কেন মিস্টার ক্যাবপ্লেজার—আসল সেই কারণটা।"

শীতার্ত আকাশ একটু একটু করে আলোকময় হয়ে উঠছিল। রৌদ্রপ্রভা জাগ্রত হচ্ছিল। দোতলার যে দুটো জানলা গ্যাসের আলোয় হলুদ হয়েছিল এতক্ষণ, রোদ এসে পড়ায় তা ম্লান হতে ম্লানতর হয়ে যাচ্ছিল। বিরামহীন পুলিশি তল্লাশি কিন্তু এখনও চলেছে গোটা বাড়ি জুড়ে। যত দরকার, তার চেয়ে অনেক বেশি পুলিশ বাড়িময় থুকথুক করছে।

একটা ঘণ্টা গেল এইভাবে। নিথর দেহে দাঁড়িয়ে রইল শার্লক হোম্‌স্ এই একটা ঘণ্টা। তারপর বুলেটবেগে বাড়ির ভেতর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো লেসট্রেড। চোখেমুখে যে বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করলাম, নিশ্চয় তা প্রকট হয়েছিল আমার চোখেমুখেও:

"মিস্টার হোম্‌স্, মিস্টার হোম্‌স্, হক কথাই বলেছেন। বর্ণে বর্ণে সত্যি আপনার ভবিষ্যৎবাণী। মিস্টার জেমস ক্যাবপ্লেজারের ছাতা, গ্রেটকোট, টুপি সবই পড়ে রয়েছে সামনের দরজার ঠিক ভেতরে। কিন্তু—"

"বলে যাও?"

"দিব্যি গেলে বলতে পারি, বাড়ির মধ্যে কোথাও ঘাপটি মেরে নেই শয়তান-শিরোমণি সেই ভদ্রলোক—অথচ কনস্টেবলরা একবাক্যে বলেছে, বাড়ি ছেড়ে তিনি বেরোননি।"

"বাড়ির মধ্যে এখন রয়েছেন কে?"

"শুধু ওঁর স্ত্রী। কাল রাতে ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার কথা হয়ে যাওয়ার পর, মনে হচ্ছে চাকর-বাকরদের সব ছুটি দিয়ে দিয়েছিলেন—স্ত্রী অবশ্য বলছেন—ঘাড় ধরে প্রায় তাড়িয়ে দিয়েছিলেন—তবে ওয়ার্নিং সূচক একটা কথাও বলেননি। এহেন বিদঘুটে গলাধাক্কা কারোরই মনঃপূত হয়নি—কোথায় গিয়ে থাকবে, তাও জানা ছিল না—যেতে কিন্তু হয়েছে—মিস্টার ক্যাবপ্লেজারের তাড়নায়।"

শিস দিয়ে উঠল হোম্‌স্।

"স্ত্রী তাহলে ভেতরেই আছেন! ভাল! ভাল! কিন্তু এত যে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেল এতক্ষণ ধরে, ভদ্রমহিলাকে তো একবারও দেখতে পেলাম না, তাঁর সুমধুর বচনও শুনতে পেলাম না! কাল রাতেই কি তাহলে ওঁকে ঘুমের আরক খাইয়ে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা দিতে বাধ্য করা হয়েছে? চোখের পাতা খুলতে পারেনি সারারাত—হয়তো এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরছে একটু একটু করে?"

যেন জাদুকরের চোখের সামনে থেকে ঝট করে এক পা পেছিয়ে গেল লেসট্রেড।

"মিস্টার হোম্‌স্, আপনি তা জানছেন কি করে?"

"এ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না বলে।"

"বেদবাক্য বলেছেন। শয্যাগ্রহণের একঘণ্টা আগে ভদ্রমহিলার নিত্য অভ্যেস এক কাপ গরম মাংস-সুপ খাওয়া। এত বেশি আফিং দেওয়া হয়েছে কাল রাতের মাংস-সুপে যে, কাপের গায়ে এখনও তা লেগে রয়েছে।" কথাটা বলতে মুখ অন্ধকার হয়ে গেল লেসট্রেডের—"আমি কিন্তু ওই ভদ্রমহিলার মুখদর্শন করতে চাই না—ইয়ে—মুখখানা যত কম দেখি, তত ভাল।"

"আফিং-এর ঘোর কিন্তু অনেকটা কাটিয়ে উঠেছেন—জানলায় মুখ দেখতে পাচ্ছি।"

"চুলোয় যাক। আপনি খালি একটা কথা বলুন। চোর-চূড়ামণি হিরে-ব্যবসায়ী ভদ্রলোক আমাদের নাকের ডগা দিয়ে ভ্যানিশ হয়ে গেলেন কি করে?"

ফুঁসে উঠলাম আমিও—"ভায়া হোম্‌স্‌, জবাব একটাই নিশ্চয় কোনও পাতাল-সুড়ঙ্গ অথবা গুপ্ত পথ দিয়ে লম্বা দিয়েছেন মিস্টার ক্যাবপ্লেজার।"

গলার শির তুলে লেসট্রেড বললে—"অসম্ভব! এরকম কোনও সিক্রেট প্যাসেজ এ বাড়িতে নেই।"

হোম্‌স্‌ও সায় দিল তৎক্ষণাৎ—"আমার কথাও তাই। ওয়াটসন, বাড়িটা হালে তৈরি হয়েছে, বড় জোর গত বিশ বছরের মধ্যে। আজকালকার স্থপতিরা পূর্বপুরুষদের কায়দায় বাড়ির মধ্যে গোপন সুড়ঙ্গ বানিয়ে রাখার ঝকমারির মধ্যে যান না। ওহে লেসট্রেড, এর বেশি আর তো কিছু করবার নেই আমার।"

"কিন্তু আপনি এখন যেতে পারবেন না।"

"বলো কি হে! যেতে পারব না?"

"না। আপনি তত্ত্বকথার প্রবক্তা হতে পারেন, প্র্যাকটিক্যাল মানুষ একেবারেই নন, তা সত্ত্বেও অস্বীকার করতে পারি না—অতীতে এক-আধবার আপনার সাহায্য আমাকে নিতে হয়েছে। রক্তমাংসের একটা মানুষ বাড়ির মধ্যে থেকে স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে, এহেন অলৌকিক কাণ্ড যদি আপনি আপনার অনুমানের মধ্যে আনতে পারেন তাহলে তো সৎ নাগরিক হিসেবে আপনাকে বলে যেতেই হবে, অসম্ভব অনুমানটা আপনার মাথায় এল কি করে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনাকে বলতেই হবে—এবং তা আপনার ডিউটি।"

দ্বিধাগ্রস্ত হলো শার্লক হোম্‌স্‌।

বলল তারপর—"এই মুহূর্তে মুখে চাবি এঁটে থাকার একটা কারণ আছে। তবে একটা ইঙ্গিত তোমাকে দিতে পারি। ছদ্মবেশ ব্যাপারটা নিয়ে কি ভেবেছো?"

দু-হাতে মাথার হ্যাট খামচে ধরল লেসট্রেড। পেছন ফিরল আচমকা। দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সেই জানলার দিকে যে জানলায় স্বমহিমায় বিরাজ করছেন মিসেস ক্যাবপ্লেজার—নিরীক্ষণ করছেন না কিছুই—কিন্তু অণুপরমাণুতে বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন ঔদ্ধত্য, আভিজাত্য আর আকাশচুম্বী কর্তৃত্ববোধ—যা টলানোর সাধ্য কারও নেই।

গলা নামিয়ে ফেলল লেসট্রেড এই দেখেই—"মাই গড! কাল রাতে যখন এ বাড়িতে এসেছিলাম, তখন তো একবারও মিস্টার আর মিসেস ক্যাবপ্লেজারকে একত্র দেখিনি। হলঘরে একটা ছুটো গোঁফ লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। পেরেকে আটকে লেগেছিল। এখন পরিষ্কার হয়ে গেল খটকা। আজ সকালে একটা মানুষই ছিল গোটা বাড়িতে—রয়েছে এখনও। তার মানে—"

শিউরে ওঠার পালা এবার হোম্‌সের।

"লেসট্রেড, শেষ মুহূর্তে আবার কি মাথা খাটিয়ে উঠল মাথার মধ্যে?"

"এত সহজে আমাকে ধোঁকা দেওয়া যায় না। মিস্টার ক্যাবপ্লেজার আর মিসেস ক্যাবপ্লেজার দুটো আলাদা মানুষ নন—একই মানুষ। হয় মিস্টার নয় মিসেস পুরুষের

ধড়াচূড়া পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফিরে গেছেন বাড়িতেই—জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল গোটা ব্যাপারটা!"

"দাঁড়াও, লেসট্রেড, দাঁড়াও—তাড়াহুড়ো করতে যেও না!"

লেসট্রেড তখন খরগোশের মতো ধাবমান হয়েছে বাড়ির দিকে। মুখে ফুটছে বুলি –"দেহ তল্লাশির জন্যে আছে মেয়ে পুলিশ! এখুনি প্রমাণ করে দেবে, উনি ভদ্রমহিলা, না, ভদ্রলোক।"

"হোমস্! হোমস্!" সমানে চেঁচিয়ে গেলাম আমি—"আদৌ কি সত্যি হতে পারে বীভৎস এই থিওরি?"

"ননসেন্স!" বললে হোমস্।

"তাহলে আটকাও লেসট্রেডকে," আমার মুখ থেকে বাক্য নিঃসরণ ঘটতে না ঘটতেই গবাক্ষ থেকে সরে গেলেন মিসেস ক্যাবাপ্লজার এবং পরমুহূর্তেই তেপান্তর কাঁপানো নারীকণ্ঠের নিনাদে প্রমাণিত হয়ে গেল অতি-তৎপর লেসট্রেড তার অতুলনীয় ধীশক্তির যথা প্রয়োগ ঘটিয়ে বসেছে।—"হোমস্, হোমস্, এ কী করছো তুমি? স্বীকার করছি, ভদ্রমহিলা অতিশয় অশোভন আচরণ করেছেন তোমার সঙ্গে, হুকুম খাটিয়ে এনে ফেলেছেন যাচ্ছেতাই লটঘটে এই ব্যাপারের মধ্যে—তাই বলে তাঁকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে থানায়—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুমি তা দেখতে চাও?"

চিন্তাক্লিষ্ট ললাটে হোমস্ বললে—"থানায় নিয়ে গিয়ে ফেললে ভদ্রমহিলার খুব একটা ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না আমার। বরং, উত্তম শিক্ষালাভ করবেন। না, না, কুতর্ক জুড়ে দিও না! তোমার জন্যে একটা কাজ মাথায় এসেছে।"

"কিন্তু—"

"বেশ কয়েকটা লাইনে তদন্ত চালিয়ে যাব আজ—হয়তো পুরো দিনটা লাগবে। যেহেতু আমার ঠিকানা কারও অজ্ঞাত নয়, বিবেকবান ভদ্রলোক মিস্টার মর্টিমার ব্রাউন হয়তো আমার নামে একটা টেলিগ্রাম ছাড়তে পারেন। ওয়াটসন, সবিশেষ কৃতজ্ঞ থাকব যদি বেকার স্ট্রিটের ঘরে হাজির থেকে টেলিগ্রামটা নিয়ে তৎক্ষণাৎ খুলে পড়ে নাও—আমি ফিরে আসবার আগেই।"

লেসট্রেডের অতি-তৎপরতা সংক্রামক ব্যাধির মতোই নিশ্চয় আমার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। নইলে তক্ষুণি ছ্যাকড়া গাড়িতে উঠে, চালকের ওপর হম্বিতম্বি চালিয়ে, হুড়মুড়িয়ে বেকার স্ট্রিটের বাসায় ফিরে আসব কেন? একঘণ্টা...ঠিক একঘণ্টার মধ্যে হাজির হয়েছিলাম বসবার ঘরে।

তবে প্রত্যাশিত টেলিগ্রামটা এসেছিল দুপুরের খাওয়ার সময়ে। আর একটা ধাক্কা খেয়েছিলাম পড়ে। বয়ানটা এইরকম :

"আজ সকালে ঊর্ধ্বশ্বাসে বিদায় গ্রহণ করার জন্যে অনুতপ্ত। খোলাখুলি জানাচ্ছি, 'ক্যাবাপ্লজার অ্যাণ্ড ব্রাউন' কোম্পানির নামকাওয়াস্তে অংশীদার ছাড়া আমি কিছু নই—আগেও তা ছিলাম, এখনও তাই আছি—কারবারের সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র মালিক মিস্টার জেমস পি. ক্যাবাপ্লজার। টেলিগ্রাম করে আমি খোঁজ নিয়েছিলাম,

কাউন্টেস-অব-মোরকারের হিরের বাক্স থেকে ছাব্বিশটা হিরে সিন্দুক খুলে নিয়ে গেছেন কিনা। নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম হিরেগুলো তাঁর কাছে বাড়িতে নিরাপদে রয়েছে কিনা। নিয়ে যদি থাকেন, তাহলে তাঁর পূর্ণ অধিকার আছে হিরে নিয়ে বাড়ি যাওয়ার।—হ্যারল্ড মর্টিমার ব্রাউন।"

কী আশ্চর্য! জেমস ক্যাবপ্লেজার তাহলে চোর নন। বেশ। তাই যদি না হন, তাহলে তাঁর অতীব উদ্ভট আচরণগুলোর হৃদয়গ্রাহ্য ব্যাখ্যা জানবার অধিকার আমার আছে। রাত সাতটায় তদন্ত সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিল হোম্‌স্, সিঁড়িতে শুনেছিলাম অতি-পরিচিত পদধ্বনি। শোনবার সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেল হয়ে উঠেছিলাম আবেগে।

দরজার 'নব' ঘুরে যেতেই কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তুলে বলেছিলাম—"এস বন্ধু, এস! কূট-কচালের একমাত্র সহজবোধ্য সমাধান অবশেষে হস্তগত হয়েছে আমার!"

চৌকাঠ দিয়ে কপাট খুলে শার্লক হোম্‌স্ দৃষ্টিকৃপাণ বুলিয়ে নিল ঘরের সর্বত্র, এবং আশাহত হলো বিলক্ষণ।

"সেকী হে! কোনও সাক্ষাৎপ্রার্থীই আসেনি! হয়তো একটু আগেই এসে পড়েছি....হ্যাঁ, একটু আগে আসা হয়ে গেছে! কি যেন বলছিলে, ওয়াটসন?"

টেলিগ্রাম তুলে দিলাম বন্ধুবরের হাতে। ও যখন পাঠনিরত, তখন আমি গড়গড়িয়ে বলে গেলাম—"মিস্টার ক্যাবপ্লেজার আদৌ যদি অদৃশ্য হয়ে যান, লেসট্রেডের বিশ্বাস অনুযায়ী তাহলে তা অলৌকিক ব্যাপার। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে অলৌকিক কাণ্ডকারখানা ঘটে না। হোম্‌স্, আমাদের মনে হয়েছিল, অদৃশ্য হয়ে গেছেন হিরের কারবারি। আসলে উনি ওইখানেই ছিলেন সর্বক্ষণ—কিন্তু আমরা চোখ মেলে দেখিনি।"

"কিভাবে তা সম্ভব?"

"ভদ্রলোক পুলিশ-কনস্টেবলের ছদ্মবেশে ছিলেন।"

গায়ের কোট আর মাথার টুপি খুলে কপাটের পেছনে হুকে ঝুলিয়ে রাখতে যাচ্ছিল হোম্‌স্, আমার কথা শুনে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলাম, কালো ভুরুযুগল ঘন সন্নিবদ্ধ হয়ে গেছে।

"তারপর? চালিয়ে যাও!"

"এই ঘরে বসেই মিসেস ক্যাবপ্লেজার বলেছিলেন, গোঁফের জন্যে স্বামীকে দেখে মনে হয় যেন পুলিশ কনস্টেবল। ভদ্রলোক যে মূকাভিনয়ে পটু, তা জেনে ফেলেছি। ভাঁড়ারে কৌতুক রসের অভাব নেই, তাও জানা হয়ে গেছে। পুলিশম্যানের ফ্যান্সি ড্রেস ইউনিফর্ম যোগাড় করা তাঁর কাছে জলভাত। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফের বাড়িতে ঢুকে গিয়ে আমাদের ধোঁকায় ফেলে দিয়েই ঝটিতি পরে নিয়েছিলেন পুলিশের ইউনিফর্ম—ভিড়ে গেছেন পুলিশ দলে—পুলিশের নজর এড়িয়ে পয়াকার দিয়েছেন যথাসময়ে।"

"এক্সেলেন্ট, ওয়াটসন। লেসট্রেডের সান্নিধ্যে যখন থাকি, শুধু তখনই তোমার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বকে দেখে উঠতে পারি। বলেছ চমৎকার।"

"সমাধানে তাহলে পৌঁছেছি?"

"তেমন প্রকৃষ্ট নয়, বলতে বাধা হচ্ছি। মিসেস ক্যাবাল্লেজার কি বলেছিলেন, মনে করে ন্যাখো। ওঁর স্বামী মাথায় মাঝারি, ফিগার লতাগাছের খুঁটির মতো। অর্থাৎ উনি বলাতে চেয়েছেন, ভদ্রলোকে হিলহিলে, লিকলিকে। কথাটা যে ঠিক, তা যাচাই করে এলাম 'হ্যাপিনেস ভিলা'র ড্রইংরুমে বসে ভদ্রলোকের অনেকগুলো ফটোগ্রাফ দেখে। লণ্ডনের পুলিশম্যানের মতো আখাম্বা লম্বা তিনি নন, পেশীবহুল বপুর অধিকারীও নন। চেষ্টা করলেও তা হতে পারবেন না।"

"কিন্তু আমার এই সিদ্ধান্তই তো সর্বশেষ সম্ভাব্য সমাধান।"

"আমার তা মনে হয় না। হাইট আর ফিগার মিলে যায় শুধু একজনেরই হাইট আর ফিগারের সঙ্গে। তিনি—

জোর ঘণ্টাধ্বনি শুনলাম একতলায়।

"ওই শোনো।" শার্লক হোম্‌স্ যেন লাফিয়ে উঠল—"এসে গেছেন ভিজিটর। সিঁড়িতে শুনছ পায়ের আওয়াজ? এরপর যে নাটক অনুষ্ঠিত হবে, তা আটকানোর সাধ্য আমার নেই। দরজাটা কে খুলবে ওয়াটসন? তুমি, না, আমি?"

দরজা আপনিই খুলে গেল। গায়ে কোট, মাথায় টুপি চাপিয়ে সান্ধ্যপোশাকে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে গেলেন যে ভদ্রলোক, আমি তাঁর লম্বাটে, পরিষ্কার কামানো পরিচিত বদনমণ্ডলের দিকে অপরিসীম অবিশ্বাসভরা চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম।

সোল্লাসে বললে হোম্‌স্—"গুড ইভনিং, মিস্টার আলফ্ পিটার্স—মিস্টার জেমস ক্যাবল্লেজার বললে কি খুশি হবেন?"

জ্যামুক্ত শায়কের মতো উপলব্ধিটা আঘাত হানলো আমার মস্তিষ্কে। টলে গেলাম।

উচ্ছ্বাসের রাশ টেনে ধরল হোম্‌স্ নিমেষমধ্যে। বললে কুলিশ-কঠোর কণ্ঠে—"দুধওলার ছদ্মবেশ ধারণের মধ্যে ছিল প্রকৃত শিল্পীর নৈপুণ্য। তার জন্য প্রাপ্য প্রশংসা জানাই আপনাকে। অনুরূপ একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ঘটেছিল ১৮৭৬ সালে রিগা-তে। ১৯৮৮ সালেও এইভাবে অপর লোক সাজার একটা কেসে মাথা ঘামাতে হয়েছিল। সেই ভদ্রলোকের নাম ছিল মিস্টার জেমস উইগিব্যাঙ্ক। কিন্তু আপনার এই কেসের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য বাস্তবিকই অনবদ্য। গোঁফ ফেলে দিয়ে মুখের চেহারা পালটে ফেলা, বিশেষ করে বয়স কমিয়ে ফেলার এই বিশেষ বিদ্যা নিয়ে একটা সন্দর্ভ রচনা করব ভেবে রেখেছি। লোকে গোঁফ রাখে ছদ্মবেশ ধারণের জন্যে, আপনি সেই কর্মটি করেন গোঁফ বর্জন করে।"

সান্ধ্যপোশাকে ভদ্রলোকের মুখপরিধি স্পষ্টতর হয়েছে, প্রখর ধীশক্তি মুখের পরতে পরতে দ্যুতিমান হয়ে রয়েছে, এ মুখ এমনই মুখ যে রকমারি ভাবের পরিস্ফুটন ঘটাতে পারে মুহুর্মুহু পটপরিবর্তনের মাধ্যমে। কৌতুকতরলিত বাদামী চক্ষুর পার্শ্বদেশ ঈষৎ কুঞ্চিত, বুঝি এখুনি হাস্যপরিহাসে মত্ত হবেন। কিন্তু কৌতুক ব্যঞ্জনার পরিসমাপ্তি ওই পর্যন্তই—কারণ, ভয়ানক উদ্বেগ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর নয়ন-মণিকায়।

কথা বললেন সুললিত সুমধুর স্বরে—"ধন্যবাদ। আমারই বাড়ির সামনে দুধওলা

মেঝে যখন দুধের গাড়িতে বসে রয়েছি, তখন আমার অবস্থা কাহিল করে তুলেছিলেন মিনিট কয়েকের জন্যে আপনি—আমার সমস্ত প্ল্যানটা ধরে ফেলেছিলেন পলকের মধ্যে। কিন্তু হাটে হাঁড়ি ভেঙে না দিয়ে সংযত হয়ে রইলেন কেন?"

"সবার আগে চেয়েছিলাম, আপনার বক্তব্য আপনারই মুখে শুনতে—লেসট্রেডের উপস্থিতিতে তা ঘটলে আপনি বিব্রত হয়ে পড়তেন।"

অধর দংশন করলেন জেমস ক্যাবপ্লেজার।

হোমস্ কিন্তু চালিয়ে গেল ওর নীরস ভাষণ—"তারপরে অবশ্য 'পিউরিটি মিল্ক কোম্পানি'র মাধ্যমে আপনার হদিস বের করতে বেগ পেতে হয়নি—পরিণামদর্শী শব্দ চয়ন করে টেলিগ্রামটা পাঠিয়েছিলাম তার পরেই। যে-টেলিগ্রাম পেয়ে আপনার আবির্ভাব ঘটেছে এই বাঞ্ছারামের দীন আলয়ে। জেমস ক্যাবপ্লেজারের একটা ফটোগ্রাফ থেকে গোঁফ বাদ দিয়ে দেখিয়েছিলাম আপনার অন্নদাতাকে, মানে, দুধ কোম্পানির মালিককে। দেখেই উনি বলেছিলেন, ফটোগ্রাফের গোঁফহীন মানুষটার নাম আলফ্রেড পিটার্স, ছ-মাস আগে দরখাস্ত করেছিলেন দুধের কোম্পানিতে চাকরি নেওয়ার জন্যে, মাত্র দু-দিনের ছুটি নিয়ে কাজে আসেননি—সে দিন দুটো হলো, মঙ্গলবার আর বুধবার।

"গতকাল, আপনার স্ত্রী এই ঘরে বসে বলে গেছেন, ছ-মাসের বিজনেস জার্নিতে আপনি ছিলেন আমস্টারডাম আর প্যারিসে—ফিরেছেন মঙ্গলবার। আপনার এইসব অসঙ্গত ব্যাপার-স্যাপারের সঙ্গে যখন যুক্ত করি ছাতার প্রতি আপনার অস্বাভাবিক দুর্বলতা—যে-ছাতা কেনবার সময়ে আপনি তিলমাত্র উদ্বেলিত হননি—হয়েছিলেন তখন থেকেই যখন আপনি আপনার অভিনব পরিকল্পনায় আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত মনে মনে সাজিয়ে ফেললেন—জিগির ছাড়তে লাগলেন, এই ছাতাই নাকি আপনার মরণ ডেকে আনবে—অতিশয় উদ্ভট আর অবিশ্বাস্য এই বদ্ধবিশ্বাসের পাশে আপনার আগের বিচিত্র ব্যবহারগুলো সাজাতেই সুস্পষ্ট হয়ে গেল আপনার অভিলক্ষ্য—আপনি প্রতারণা করতে চান স্ত্রী-কে।"

"আমাকে, স্যার, বলতে দিন—"

"আর একটু। গোঁফ কামিয়ে ফেলে ছ-মাস আপনি দুধের গাড়ি হাঁকিয়েছেন, নিঃসন্দেহে তা উপভোগও করেছেন। মঙ্গলবার ফিরে এলেন 'মিস্টার জেমস ক্যাবপ্লেজার' হয়ে। আসল চুল থেকে নকল গোঁফটা হুবহু আপনার হারানো গোঁফের মতো করে বানিয়ে দিয়েছিল পরচুলা ব্যবসায়ী মেসার্স ব্লুমর্কফেদার—খবরটা তাদের কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছি। শীতের প্রায়ান্ধকারে অথবা গ্যাসবাতির স্বল্পালোকে স্ত্রী-র চোখে ধুলো দিয়েছেন অতি সহজেই—উনি তো আপনার দিকে চেয়েও দেখেন না পাছে গোঁফ দেখতে হবে বলে—এ ছাড়াও থাকেন স্বতন্ত্র কক্ষে। আপনার প্রতি অনুরাগও নেই।

"চুলচেরা হিসেব করেই তবে এই বিপজ্জনক অভিযানে নেমেছেন। আপনার প্রতিটি কথা প্রতিটি ব্যবহার সন্দেহ সৃষ্টি করে গেছে। মঙ্গলবার রাতে দুর্লক্ষণযুক্ত নাটকের অবতারণা করলেন খোলা জানলার সামনে—যেন, শলাপরামর্শ আঁটছেন

কুকর্মের দোস্তের সঙ্গে—হুবহু সেই ছাপ এঁকে দিলেন স্ত্রী-র মনে—যাতে চটজলদি বেরিয়ে পড়েন আপনাকে ফাঁসিয়ে দেওয়ার সঙ্কল্প নিয়ে—উনি যে ঠিক এই পথেই যাবেন—সে হিসেবও ছিল আপনার সুচারু পরিকল্পনার নকশার মধ্যে।

"বুধবার রাত্রে ইন্সপেক্টর লেসট্রেড দেখা করেছিল আপনার সঙ্গে। লেসট্রেড খুব সূক্ষ্ম পদার্থ দিয়ে গড়া নয়। সাক্ষাৎকার শেষ হতেই আপনি বুঝে ফেলেছিলেন, হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়ার যে উপসংহারটি স্থির করেছেন অভিনব এই নাটকের অন্তে—তার সাক্ষী রাখা দরকার। প্রত্যক্ষদর্শীদের সামনেই আপনাকে শূন্যে বিলীন হতে হবে। সেইটাই হবে সব চাইতে নিরাপদ পন্থা। চাকরবাকরদের তাই ছুটি দিয়ে বাড়ি থেকে ভাগিয়ে দিলেন, বউকে আফিং খাইয়ে বেহুঁস করে দিলেন, নিজে বাড়ি ছেড়ে সটকান দিলেন।

"স্পর্ধার চূড়ান্ত দেখালেন আজ সকালে—কিছু মনে করবেন না, আমার কথা এইরকমই—মাথায় হ্যাট না পরে, গায়ে গ্রেটকোট না চাপিয়ে—কী দুঃসাহস আপনার—হাসবেন না, হাসবেন না—দুধের গাড়ি হাঁকিয়ে সোজা চলে এলেন আপনারই বাড়ির সামনে—তমালকালো আঁধারে চালিয়ে গেলেন দুই ব্যক্তির দু-রকম ভূমিকার অভিনয়।

"গাড়ি থেকে তড়াক করে নেমে দুধওলার ভূমিকায় ফুর্তিতে নেচে নেচে অদৃশ্য হয়ে গেলেন বাড়ির মধ্যে ঢোকবার দরজার সামনে। ভেতরে সাজানো ছিল মিস্টার ক্যাবপ্লেজারের গ্রেটকোট, হ্যাট আর গোঁফ। হ্যাট-কোট পরতে সময় লাগল ঠিক আট সেকেণ্ড, ঝট করে সেঁটে নিলেন গোঁফ—নাটকের এই পর্যায়ে যা একান্তই দেখানো দরকার, অথচ লোকে তা দেখবে দূর থেকে আধো-অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে।

"বেরিয়ে এলেন হিরে-ব্যবসায়ীর সম্ভ্রান্ত আকৃতি গ্রহণ করে, পরমুহূর্তেই যেন মনে পড়ে গেল, ভুলে ছাতা ফেলে এসেছেন বাড়ির মধ্যে—হরিণকেও হার মানিয়ে ধেয়ে গেলেন বাড়ির দিকে, খুললেন সদর দরজা, কিন্তু ভেতরে না ঢুকেই বাইরে থেকে হ্যাট-কোট-গোঁফ লুকিয়ে ফেললেন দরজার খুপরিতে—ছাতা আগে থেকেই রাখা ছিল দরজার ভেতরে—বেশ আওয়াজ করে টেনে দরজা বন্ধ করলেন—যাতে শব্দ শুনে আমাদের মনে হয় আপনি ঢুকলেন দুধওয়ালাকে পাশ কাটিয়ে—একেই বলে দৃষ্টিবিভ্রম সৃষ্টি—পাক্কা ম্যাজিশিয়ানের মতো।

"ইন্সপেক্টর লেসট্রেড যদিও মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে ফেলেছে দৃষ্টিবিভ্রম-এর এই ধোঁকাবাজি—দুই ব্যক্তিকে একসঙ্গে দেখেছে, এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেছে তার মনের মধ্যে, যদিও আমরা জানি সদর দরজার সামনে আঁধার এত নিবিড় ছিল যে দুজন কেন একজনকেও চোখে দেখা সম্ভব ছিল না। লেসট্রেডকে অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। দুধের গাড়ি রুখে দিয়ে হুঙ্কার দিয়ে যখন বলেছিল, আপনাকে সে আগেই দেখেছে—তখন নিছক ডাকাতে হুঙ্কার ছাড়েনি। সত্যিই সে আপনাকে আগে দেখেছিল—একবারই দেখেছিল কিন্তু কোথায় দেখেছিল, তা মনে করতে পারেনি।

"দোস্ত রেখে এ কাজ আপনি করেননি, আগেই তা বলেছি। আক্ষরিক অর্থে,-

কথাটা সত্যি। তবে কি জানেন, আপনার গুপ্ত অভিপ্রায়ের আভাস দিয়েছিলেন আপনার নামকাওয়াস্তে অংশীদার মিস্টার মর্টিমার ব্রাউনকে, যিনি আজ সকালেই রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিলেন নজরে আসার জন্যে দুধওলার ওপর থেকে নজর সরিয়ে আনবার জন্যে। দুর্ভাগ্যক্রমে, তিনি অতি সতর্ক আর অতি শঙ্কিত হয়ে যাওয়ায় প্ল্যানটা গেল ভেস্তে। আপনিও একটা যাচ্ছেতাই ভুল করে বসলেন হলঘরে নকল গোঁফ লুকোতে গিয়ে। অবশ্য, পুলিশ আপনার বডি সার্চ করেও তা পেয়ে যেত। তথাকথিত এই অলৌকিক কাণ্ড সম্ভবপর হয়েছে আপনার পরিকল্পনামাফিক রটনার দৌলতে—ছাতা আপনার প্রাণ, ছাতা আপনার ধ্যান, ছাতা আপনার বিগ্রহ—ছাতা-পুজোর ভড়ং দিয়ে বিপথে নিয়ে গেছেন আপনার স্ত্রী আর তাঁর পরিচিত মানুষদের। আসলে ছাতাটাকে আপনি নয়নের মণি করে রেখেছিলেন একটাই কারণে—ছাতা ছাড়া ভণ্ডুল হয়ে যেত আপনার প্ল্যান।" কাটছাঁট কথায় নিরুত্তাপ শুষ্ক স্বরে বচনাস্ত্র নিক্ষেপ করার পর কৃশকায় দণ্ডদাতার মতো চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শার্লক হোম্‌স্।

বললে—"স্ত্রী-সঙ্গ কেন অসহ্য হয়ে উঠেছিল, কেন তাঁকে পরিত্যাগ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন, মিস্টার জেমস ক্যাবপ্লেজার, হয়তো আমার তা অজানা নয়। কিন্তু সে কাজটা আইনসঙ্গতভাবে, বিবাহ-বিচ্ছেদের মাধ্যমে না করে, ভাঁড়ের মতো মূকাভিনয়ের মাধ্যমে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পন্থায় করতে গেলেন কেন?"

মিস্টার ক্যাবপ্লেজারের ফর্সা মুখ লাল হয়ে গেল।

"তাই করতাম, যদি না আমাকে বিয়ে করার আগে আর একটা বিয়ে করত গ্লোরিয়া।"

"কী বললেন?"

মুখভঙ্গি করলেন মিস্টার ক্যাবপ্লেজার। ব্যক্তিত্বের বিচ্ছুরণ ঘটালেন আচমকা। বুঝিয়ে দিলেন, কৌতুকাভিনয়ে তিনি কতখানি দক্ষ।

"আরে মশাই, ব্যাপারটা প্রমাণ করা যায় নিমেষে! ও নিজেই তো হেদিয়ে মরছে আসল স্বামীর খোঁয়াড়ে ফিরে যাওয়ার জন্যে। সে ভদ্রলোকের নাম শুনে আর দরকার নেই—নামের ডাকে গগন ফাটে—মুরোদ নেই এক পয়সা রোজগার করার—আমাকে শ্রীঘরে পাঠিয়ে তবে আমার ঘাড় থেকে নামতে চায় গ্লোরিয়া। তবেই তো হবে পোয়া বারো। বড় হিসেবী মেয়ে, মশায়।"

"কী আশ্চর্য, ওয়াটসন," স্বগতোক্তির সুরে বলে গেল হোম্‌স্—"শেষ মিসিং লিঙ্কটাও পেয়ে গেলাম। কী বলেছিলাম তোমাকে? ভদ্রমহিলা বিয়েতে পাওয়া 'মিসেস' উপাধিটার ওপর বড় বেশি জোর দেন? লোকে জানুক তিনি মিসেস ক্যাবপ্লেজার, ঢাকা থাকুক আর একটা মিসেস বৃত্তান্ত। মনের সঙ্গে যুদ্ধে অবচেতন মন কিন্তু তাকে হারিয়ে দিল।"

"গ্লোরিয়ার শৈত্য আমাকে ক্লান্ত করে তুলেছে। ওর প্রাধান্য আমাকে অবসন্ন করে তুলেছে। চল্লিশের কোঠায় পা দিয়েছি, এখন ইচ্ছে যায়, সময় পেলেই চুপচাপ বসে থাকি আর বই পড়ি। স্বীকার করছি, যা করেছি, স্রেফ ইতরোমি।"

"ধীরে, ধীরে, আমি সরকারি পুলিশ নই।"

"আমার নাম ক্যাবপ্লেজারও নয়। পদবীটা আমাকে নিতে বাধ্য করেছে আমার কাকা—ব্যবসার পত্তন করেছিল যে এই কাকা। আমার আসল নাম ফিলিমোর—জেমস ফিলিমোর। আমার যা কিছু আছে, সবই গ্লোরিয়ার নামে লিখে দিয়েছি—হাবিজাবি সমেত ছাড়া। জেমস ফিলিমোর নাম নিয়ে নতুন জীবন শুরু করতে চেয়েছিলাম—অভিশপ্ত, হাসাকর নামের যাঁতাকল থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলাম। আপনার বুদ্ধি-প্রাবল্যর কাছে আমি পরাজিত। যা বলবেন, তাই করব।"

"আরে না," অমায়িক গলায় বললে হোমস্—"একটা ভুল এর মধ্যেই করে ফেলেছেন—যে ভুলটা আমার নজরে এসেছে পরে। দুধের গাড়ি যখন দোকানদারদের দরজার দিকে না গিয়ে সদর দরজার দিকে ধেয়ে যায়—তখনই তো ধাক্কা লাগে আমাদের গোটা সমাজব্যবস্থায়। আপনার নতুন জীবনে আমার সাহায্য যদি চান—"

"সাহায্য করবেন?"

"তাহলে আসল নামের আড়ালে ভুলেও যাবেন না—কেউ না কেউ চিনে ফেলবেই। প্রয়োজনে কৌশল অবলম্বন করতেই হয়। যদ্দিন না পরলোকে রওনা হচ্ছেন, তদ্দিন ওয়াটসন আপনার অন্তর্ধান রহস্য অমীমাংসিত হিসেবেই লিখে রাখবে। নাম ভাঁড়িয়ে অন্য মানুষ হয়ে যান—মিস্টার জেমস ফিলিমোরকে যেন এই পৃথিবীতে আর না দেখা যায়।"

❑ এই গল্পটি লিখেছেন আড্রিয়ান কনান ডয়াল ও জন ডিকসন কার ❑

[দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য হাইগেট মির্যাকল]

সপ্ত ঘড়ির অ্যাডভেঞ্চার

নোটবই খুলে তারিখটা দেখলাম। ১৬ নভেম্বর, ১৮৮৭। অত্যাশ্চর্য একটা কেসে বন্ধুবর শার্লক হোম্‌স্ মন দিয়েছিল ওই দিন অপরাহ্ণে। কেসটা যে ভদ্রলোককে নিয়ে, তিনি দু-চক্ষে দেখতে পারতেন না ঘড়ি-যন্ত্র।

শার্লক হোম্‌স্‌কে নিয়ে লেখা কাহিনী-নিচয়ের মধ্যে কোনও এক জায়গায় অবছাভাবে উল্লেখ করেছিলাম এই ঘটনার—বিশদ বিবরণে যেতে না পারার কারণ আছে—তখন আমার সবে বিয়ে হয়েছিল। 'বোহেমিয়ার কুৎসা-কাহিনী'তে আমি তো লিখেইছিলাম, বিয়ের পর থেকেই হোম্‌সের সঙ্গে যোগাযোগ কমে এসেছিল আমার। নিজের সংসার আর আলাদা ঘর নিয়েই তখন আমি মশগুল।

তাছাড়া, আমার বন্ধুটিকে হিসেবী মন আর তীক্ষ্ণদৃষ্টির একটা যন্ত্র বললেই চলে। ভাবালুতা নাকি বিচারশক্তি ঘুলিয়ে দেয়। এই যে কেসটা নিয়ে লিখতে বসেছি, এক্ষেত্রে আর একজনের সূক্ষ্ম অনুভূতির ব্যাপারটা আমাকে মাথার মধ্যে রাখতে হয়েছিল। কুণ্ঠা ছিল সেই কারণেই—কলম ধরে যেন তাঁকে আঘাত দিয়ে না ফেলি, বিষয়টাকে চুলচেরা চোখে যেন দেখি, চাঞ্চল্যকর করে তোলার চেষ্টা না করি—আমার কলমকে বরাবর এইভাবে সংযত রেখে দিয়েছিল শার্লক হোম্‌স্।

বিয়ের কয়েক সপ্তাহ পরে স্ত্রী-কে লণ্ডন ছেড়ে বাইরে যেতে হয়েছিল এমন একটি ব্যাপারে যা আমাদের দাম্পত্য জীবনে আর্থিক সচ্ছলতা বিঘ্নিত করতে চলেছিল। বাড়িতে বউ না থাকায় একা টিকতে না পেরে চলে গেছিলাম বেকার স্ট্রিটের পুরোনো ঘরে—আটদিনের জন্যে। বিনা মন্তব্যে অভিনন্দন জানিয়েছিল শার্লক হোম্‌স্। কোনও প্রশ্ন পর্যন্ত করেনি। এই ওর স্বভাব। অযথা কৌতূহল দেখায় না। পরের দিনটাই কিন্তু শুরু হলো অশুভভাবে। দুর্লক্ষণযুক্ত দিন। আমার কপাল।

মেজাজ খিঁচড়ে হয়ে গেছিল সেদিনের তুষারশীতল আবহাওয়ায়। সকাল থেকেই জানলায় চেপে বসেছিল হলুদ-বাদামি কুয়াশা। ল্যাম্প, গ্যাস-জেট আর অগ্নিকুণ্ড জ্বলছিল সর্বক্ষণ। সেই আলোয় চকচক করছিল ব্রেকফাস্ট টেবিল। তখন দুপুর, অথচ এঁটোকাঁটা তখনও সাফ করা হয়নি। খিটখিটে মেজাজে ছিল শার্লক হোম্‌স্। একটু উদাস। ইঁদুর-রঙিন ড্রেসিং গাউন গায়ে জড়িয়ে গুটিসুটি মেরে বসেছিল হাতল-চেয়ারে। দাঁতের ফাঁকে চেরি কাঠের পাইপ। খবরের কাগজের পাতায় চোখ বুলোতে বুলোতে ব্যঙ্গ-মন্তব্য বর্ষণ করে যাচ্ছে আপন মনে।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—"ইন্টারেস্টিং কিছু পেলে?"

ও বললে—"ভায়া ওয়াটসন, আমার তো মনে হয়, কুখ্যাত ব্রেসিংটন কেসের পর থেকেই জীবনটা ম্যাড়মেড়ে হয়ে গেছে—উত্থান-পতন একেবারেই নেই।"

আমি কিন্তু ছাড়বার পাত্র নই—"হে বন্ধু, তুমি কিন্তু অতি-উদ্দীপ্ত হয়ে রয়েছ। স্মরণ রাখার মতো কেস নিশ্চয় অনেক পেয়েছ?"

"ওয়াটসন, কেস প্রসঙ্গে আগ্রহী হওয়ার মতো অবস্থায় আর আছ বলে তো মনে হয় না। গত রাতের ডিনারে তোমাকে এক বোতল হাল্কা সুরা পান করতে দিয়েছিলাম। তারপরেই বিয়ে করার আনন্দ নিয়ে যে রকম খোশগল্প জুড়ে দিলে, আমার তো মনে হয় না, তুমি আর আগের মতো আছ।"

"কী মুশকিল! মদ খেয়ে বেসামাল হয়েছিলাম, এই তো বলতে চাও?"

মুখে কিছু না বলে, শার্লক হোম্‌স্ ওর মার্কামারা কায়দায় শুধু নিরীক্ষণ করে গেল আমাকে।

তারপর অবশ্য বলল—"মদের জন্যে বোধহয় নয়।" বলেই দেখাল খবরের কাগজ—"এই যে বোকার মতো কথা বলে আপ্যায়ন করা হচ্ছে আমাদের—দেখেছ?"

"না। আমি অবশ্য ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালের এই সংখ্যাটা নিয়ে—"

"আরে ঠিক আছে। এই দেখো, সামনের মরশুমের ঘোড়দৌড় নিয়ে লেখা হয়েছে কলমের পর কলম। একটা ঘোড়া আর একটা ঘোড়ার চেয়ে বেশি জোরে দৌড়য়—এই ব্যাপারটা কেন জানি ব্রিটিশ পাবলিককে আশ্চর্যের মধ্যে রেখে দেয় বছরের পর বছর বিরামবিহীন ভাবে। তারপরেই, দেখো না কেন এই নিহিলিস্টরা—যারা কিনা বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে চায়—তারা কুচক্র আঁটছে ওডেসাতে গ্র্যাণ্ড ডিউক অ্যালেক্সিকে নিকেশ করার জন্যে, তাই নিয়ে কতই না গরম গরম গল্প। তারপরেই দেখো, দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু একটা তীক্ষ্ণ প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হয়েছে—"দোকানের মেয়েকর্মচারীদের কি বিয়ে করা উচিত?"

বাধা দিতে চাইলাম না। কথার মাঝে কথা বললেই তো মেজাজ আরও তিরিক্ষে হবে।

"ক্রাইম কোথায়, ওয়াটসন, অদ্ভুত, ফ্যানট্যাসটিক কেস কোথায়? একটু অতিপ্রাকৃত ছোঁয়া না থাকলে স্রেফ বালি আর ঘাস হয়ে থাকে যে সমস্যা—স্নায়ু-কোষ কি চনমনে হয়? উবে গেল নাকি এই জাতীয় কুকর্ম?"

"ওই শোনো, ঘণ্টা বাজছে দরজার।"

"শুধু তাই নয় হে, ঘণ্টা যে বাজাচ্ছে, তার আর তর সইছে না—নইলে এত ঝনঝন আওয়াজ হয়!"

দুজনেই একই সঙ্গে ছুটে গেলাম জানলার সামনে। তাকালাম নিচের বেকার স্ট্রিটের দিকে। কুয়াশা খানিকটা শূন্যে উঠেছে। আমাদের দরজার সামনে ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড়িয়ে একটা ঝকঝকে ঘোড়ার গাড়ি। দরজায় খোদাই করা ইংরেজি অক্ষর 'M'। দরজা বন্ধ করছে কোচোয়ান—তার মাথায় উঁচু হ্যাট, গায়ে জমকাল উর্দি। ওপর থেকেই কানে ভেসে এল মৃদু কণ্ঠস্বর। পরক্ষণেই হাল্কা চরণের দ্রুত পদক্ষেপ-ধ্বনি উঠে এল সিঁড়ি বেয়ে। সশব্দে খুলে গেল বসবার ঘরের দরজা।

অবাক হলাম দুজনেই। দেখা করতে এসেছে একটি মেয়ে। বয়স বড়জোর

আঠারো। এরকম সুন্দর মুখ খুব কম দেখেছি। সুরুচি আর সংবেদনশীল। নীল সায়রের মতো চোখ। গভীর আকুতি নিয়ে সেই চোখ তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। ছোট্ট টুপি থাকে আনতে চাইছে একরাশ তামাটে চুল, পরনে ট্র্যাভেলিং ড্রেস। তার ওপর গাঢ় লাল রঙের জ্যাকেট। জ্যাকেটে মধ্যপ্রাচ্যের লোমশ ভেড়ার চামড়ার পটি। দস্তানা পরা এক হাতে ঝুলছে ট্র্যাভেলিং কেস। তার গায়ে সাঁটা একটা লেবেল। লেবেলে লেখা রয়েছে দুটো ইংরেজি অক্ষর 'C.F' আর এক হাত রেখেছে বুকের বাঁদিকে হৃদযন্ত্রের ওপর

আমাদের দেখেই বললে মিনতি মাখানো স্বরে—"হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ার জন্যে মাপ করবেন। আপনাদের দুজনের মধ্যে মিস্টার শার্লক হোম্স্ কে?"

হোম্স্ মাথা কাৎ করল সামান্য।

"আমি মিস্টার হোম্স্। ইনি ডক্টর ওয়াটসন—আমার সুহৃদ আর সতীর্থ।"

"ঈশ্বরের কৃপায় আপনাদের পাওয়া তো গেল। এবার শুনুন কেন এসেছি—"

মেয়েটি এর বেশি কথা বলতে পারেনি। 'কেন এসেছি' শব্দ দুটো বলতে গিয়ে তোৎলামি এসে গেছিল: মুখ রাঙা হয়ে গেছিল। নীল নয়ন নামিয়ে নিয়েছিল। ট্র্যাভেলিং কেসটা হাত থেকে আলতো করে টেনে নিয়ে ফায়ারপ্লেসের দিকে একটা চেয়ার বাড়িয়ে দিয়েছিল হোম্স্।

চেরি কাঠের পাইপ মুখ থেকে সরিয়ে বলেছিল—"বসুন ম্যাডাম, ধাতস্থ হোন।"

ঝুপ করে চেয়ারে দেহভার রাখতে রাখতে বলেছিল ইয়ং লেডি—"ধন্যবাদ", দুই চোখে দেখেছিলাম কৃতজ্ঞ চাহনি—"শুনেছি, আপনি মনের কথা বই পড়ার মতো পড়তে পারেন।"

"তাই নাকি? হাব্য আলোচনা যদি করতে চান, তাহলে তো আপনাকে কথা বলতে হবে ওয়াটসনের সঙ্গে।"

"মক্কেলদের গোপন খবর আপনার কাছে গোপন থাকে না—মক্কেলরা মুখ খোলবার আগেই আপনি বলে দেন, কেন এসেছেন তাঁরা।"

স্মিত মুখে বললে হোম্স্—"আমার শক্তিকে অতিরঞ্জন করা হয়। আপনার সম্বন্ধে যা জেনে ফেলেছি, তা এই ঃ আপনি এক সম্ভ্রান্ত মহিলার সঙ্গিনী, দেশভ্রমণ করেন কদাচ—যদিও সম্প্রতি ঘুরে এসেছেন সুইজারল্যাণ্ডে, এখানে এসেছেন এমন এক ভদ্রলোকের ব্যাপার নিয়ে যিনি আপনার সুনজর জয় করেছেন ;—এর বেশি কিছু তো বলতে পারব না।"

ভীষণভাবে চমকে উঠল মেয়েটি। আমিও ব্যতিক্রম নই। বিষম বিস্ময়ের প্রকাশ ঘটালাম এইভাবে—"হোম্স্, খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? এত খবর তুমি জানলে কি করে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি জানলেন কি করে?" প্রতিধ্বনি করে গেছিল ইয়ং লেডি।

"আমি যে দু-চোখ খাটাই, পর্যবেক্ষণ করি। ট্র্যাভেলিং কেসটা আনকোরা নতুন নয়, অথচ খুব বেশি এদেশ-সেদেশ না করার দরুন তেমন চোট পায়নি। তার মানেই

তো দেশ বেড়িয়েছেন কম। গায়ে সাঁটা লেবেলটা সুইজারল্যাণ্ডের গ্রিনডেলওয়াল্ডে অঞ্চলের হোটেল এসপ্লেনডিড-এর।"

"অন্য ব্যাপারগুলো?" বিস্ময়কে বাগে রাখতে পারছিলাম না আমি।

"ভদ্রমহিলার পোশাক দেখেছো? সুরুচি বহন করছে, অথচ নতুন নয়, দামিও নয়। তা সত্ত্বেও উনি ছিলেন গ্রিনডেলওয়াল্ডের সেরা হোটেলে—যে গাড়িতে চেপে এসেছেন, সেটাও বেশ খানদানি। ওঁর নামের প্রথম দুটি অক্ষর C আর F; গাড়ির দরজায় কিন্তু খোদাই করা রয়েছে M; সুতরাং, ধরে নিতে পারি, খুবই সম্ভ্রান্ত কোনও পরিবারের সঙ্গে ওঁর দহরম মহরম আছে—এবং যোগাযোগটা সমপর্যায়ে। বয়েসে উনি তরুণী, সুতরাং গভার্নেস নিশ্চয় নন। তাহলে থেকে যায় একটাই সম্ভাবনা—এক সম্ভ্রান্ত মহিলার সহচরী। ভদ্রলোকের ব্যাপারটা আঁচ করলাম—যিনি কিনা এঁর সুনজর জয় করেছেন—শুধু ওঁর চোখ নামিয়ে নেওয়া আর মুখ লাল করে ফেলা দেখে। অদ্ভুত নয় কী?"

"অদ্ভুত হলেও বর্ণে বর্ণে সত্যি," দুই হাত যুক্ত করে অধিকতর উত্তেজনায় ভেঙে পড়েছিল মেয়েটি—"আমার নাম সিলিয়া ফরসাইথ—সংক্ষেপে, CF—লেডি মেয়োর খুব কাছে রয়েছি, তা প্রায় এক বছর হলো—উনি থাকেন, সারের গ্রক্সটন লো হিল-এ। চার্লস—"

"ভদ্রলোকের নাম তাহলে চার্লস?"

চোখ না তুলে শুধু মাথা হেলিয়ে সায় দিয়ে গেল মিস ফরসাইথ।

কিন্তু কথা বন্ধ রাখল না—"ওর সম্বন্ধে মুখ খুললেই আপনি হয় আমাকে পাগল ভাববেন, অথবা ওকে পাগল ভাববেন।"

"কেন ভাবব?"

"ঘড়ি সইতে পারে না বলে।"

"ঘড়ি?"

"গত পনেরো দিনে কোনও কারণ ছাড়াই চুরমার করেছে সাতটা ঘড়ি। দুটোকে ভেঙেছে অনেক লোকের সামনে—আমার চোখের সামনে!"

শার্লক হোমসের দীর্ঘ শীর্ণ দশটা আঙুল ঘষে নিল পরস্পরকে।

"বাঃ! খুবই সন্তোষজনক—ইয়ে—কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা। বলুন, বলুন, —তারপর?"

"বলাতে পারছি না, তবুও বলব। এই একটা বছর লেডি মেয়ো-র চাকরি নিয়ে ভালই আছি। আমার বাবা-মা দুজনেই মারা গেছেন। কিন্তু শিক্ষার জোর আছে, নামী দামি মানুষদের সঙ্গে সম্পর্কের জোরও আছে। অস্বীকার করতে পারছি না, লেডি মেয়ো চেহারার দিক দিয়ে বিলক্ষণ বিরক্তিজনক। [illegible], আভিজাত্যের অহঙ্কার আছে, কঠোরহৃদয়া। অথচ আমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহও অপরিসীম। গ্রক্সটন লো হিল প্রাসাদটা তো বড় নিরালা জায়গায়—এত নির্জনতা আমার নাও সইতে পারে—এই ভেবে উনি নিজেই সুইজারল্যাণ্ডে দিনকয়েক ছুটি কাটিয়ে আসতে বলেছিলেন। প্যারিস আর

গ্রিনডেলওয়ার্ল্ড-এর মাঝে ট্রেনে দেখা হলো চার্লস-এর সঙ্গে। বলা উচিত, মিস্টার চার্লস হেনডন-এর সঙ্গে।"

বিচারিক মেজাজে এসে গেলেই শার্লক হোম্‌সের স্বভাব, দশটা আঙুলকে ডগায় ডগায় ছুঁইয়ে রাখা। এখনও ঘটল তাই। তার আগে জমিয়ে বসল চেয়ারে;

বলল—"সেই প্রথম দেখলেন ভদ্রলোককে?"

"তা তো বটেই।"

"বেশ, বেশ। আলাপটা ঘটল কিভাবে?"

"তুচ্ছ একটা ব্যাপার নিয়ে। তিনজনেই বসেছিলাম ফার্স্ট-ক্লাস কামরায়। চার্লসের ব্যবহার এত সুন্দর, গলার স্বর এত মোলায়েম, হাসিটা এত মিষ্টি—"

"বুঝলাম। খুঁটিনাটির দিকে নজর দিন।"

মিস ফরসাইথের বিশাল চোখ দুটো এবার পুরো খুলে গেল।

"ছোট একটা জানলা থেকে শুরু। চার্লস (এই ফাঁকে বলে রাখি, ওর চোখ সত্যিই আশ্চর্য সুন্দর, গোঁফ বেশ পুরু—বাদামি রঙের) বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদন জানিয়ে জানলা নামিয়ে দেওয়ার অনুমতি চাইল লেডি মেয়োর কাছে। রাজী হলেন লেডি মেয়ো। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই গল্পে জমে গেলেন দুজনেই, অনেক দিনের বন্ধুর মতো।"

"বেশ। বেশ।"

"লেডি মেয়োই চার্লসের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। গ্রিনডেলওয়ার্ল্ড পর্যন্ত ট্রেন-জার্নি গায়েই লাগল না, সময় কেটে গেল ঝটপট, বেশ মজায়। অথচ, হোটেল এসপ্লেনডিড-এর বড় হলঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে পেলাম প্রথম বীভৎস শক্‌—যা আমার জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে।

"নামের ডাকে গগন ফাটলেও, হোটেলটা খুব বড় নয়। ছোট হলেও মন কেড়ে নেয়। এর মধ্যেই আমার বোঝা হয়ে গেছিল, মিস্টার হেনডেন খুবই নামীদামি মানুষ—যদিও আত্মপরিচয় দিয়েছিল বিনীত ভঙ্গিমায়—একা মানুষ তাই বেড়াতে বেরিয়ে পুরুষ পরিচারক এনেছে শুধু একজনকে। হোটেলের ম্যানেজার মঁসিয়ে ব্যানজার নিজেই এগিয়ে এসে বাতাসে মাথা ঠুকে বিরাট অভিবাদন জানালেন দুজনকেই। খাটো গলায় চার্লস তাঁকে কি যেন বলতেই ভদ্রলোক আর একবার গভীর অভিবাদন জানিয়ে সম্মান দিলেন। হাসিমুখে ঘুরে দাঁড়াল চার্লস—সঙ্গে সঙ্গে পালটে গেল গোটা মুখের চেহারা—ব্যবহার—সব কিছু।

"চেহারাটা এখনও ভাসছে চোখের সামনে। গায়ে লঙকোট, মাথায় টপহ্যাট, বগলে বেশ ভারী মালাক্কা বেতের ছড়ি। পেছন দিকে রয়েছে ফায়ারপ্লেস। ফায়ারপ্লেস ঘিরে রয়েছে চিরসবুজ গাছ আর ফার্নের আধখানা চাঁদের মতো বাহারি সজ্জা। ফায়ারপ্লেসের নিচু ম্যান্টলসেলফের ওপর রয়েছে আশ্চর্য সুন্দর ডিজাইনের একটা সুইস ঘড়ি।

"ঘড়িটা আমার নজরে আসেনি সেই মুহূর্ত পর্যন্ত। চার্লস কিন্তু চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠেই ঠিকরে গেছিল ফায়ারপ্লেসের দিকে। মালাক্কা বেতের ভারী ছড়ি দিয়ে প্রচণ্ড জোরে এক ঘা মেরেছিল ঘড়ির ঢাকনিতে। তারপরেও দমাদম কষিয়ে গেছে

ঘড়ি টুকরো টুকরো হয়ে মেঝেতে পাতা কম্বলের ওপর গড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত।

"ঘুরে দাঁড়িয়েছিল তারপরেই, ফিরে এসেছিল হাল্কা চালে আস্তে আস্তে পা ফেলে। ঘড়ি চুরমার করা হলো কেন, তা নিয়ে একটা কথাও না বলে, পকেটবুক বের করে একটা ব্যাঙ্কনোট গুঁজে দিল মঁসিয়ে ব্র্যানজারের মুঠোয়—ঘড়ির যা দাম, তার দশগুণ টাকা। হাল্কা সুরে কথা শুরু করল তারপরেই—সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ে।

"বুঝতেই পারছেন মিস্টার হোম্‌স্‌, আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম স্তম্ভিত অবস্থায়। আমার তো মনে হলো, লেডি মেয়ো তাঁর মর্যাদাবোধকে অটুট অবস্থায় রেখে দিলেও বিষম ভয়ে যেন সিঁটিয়ে গেলেন। একদম ভয় পায়নি কিন্তু চার্লস—শুধু যা অকস্মাৎ ভয়ানক উগ্রমূর্তি ধারণ করে যেন উন্মাদ হয়ে গেছিল—ঘড়ি গুঁড়ো করার কঠিন সঙ্কল্প যেন মস্তিষ্কের প্রতিটা স্নায়ুকোষকে ইস্পাতের মতো শক্ত করে তুলেছিল। ঠিক এই সময়ে চার্লসের পুরুষ পরিচারকের দিকে চোখ গেছিল আমার। স্বাভাবিকভাবেই এতো মানীগুণী লোকের সঙ্গে এসেও নিজেকে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় রাখেনি—দাঁড়িয়েছিল একগাদা মালপত্র নিয়ে। লোকটা খর্বকায়, কৃশকায়, গালে মাটন-চপের মতো গালপাট্টা দাড়ি। কাণ্ড দেখে যেন বিব্রত হয়ে পড়েছে। খারাপ কাজ যেন তাকে লজ্জায় ফেলেছে—কথাটা বলতে যদিও আমার বেশ কষ্ট হচ্ছে।

"সেই মুহূর্তে এই প্রসঙ্গে কোনও কথা হয়নি। মনের মধ্যেও ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ে গেছিল। পরের দুটো দিন চার্লস ওর প্রশান্ত মেজাজের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেল। তৃতীয় দিনে সকালে দেখা হলো ডাইনিং রুমে—ব্রেকফাস্ট টেবিলে। একই ঘটনা ঘটল আবার।

"প্রথম তুষারপাতের ওপর রোদ্দুর ঠিকরে জানলা দিয়ে ঢুকে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল বলে সব জানলার ভারী পর্দা কিছুটা টেনে রাখা হয়েছিল। ঘর প্রায় ভর্তি। অতিথিরা ব্রেকফাস্ট খাচ্ছেন। মর্নিংওয়াক সেরে হাতে মালাক্কা বেতের ছড়ি নিয়েই প্রাতরাশ খেতে এসেছিল চার্লস।

"বলছিল লেডি মেয়োকে—'ভোরের বাতাস যদি খেয়ে আসতেন ম্যাডেম, চনমনে হয়ে যেতেন—কোনও খাবার বা পানীয় এত উপাদেয় নয়।'

"এই পর্যন্ত বলেই কথা থামিয়ে তাকিয়ে রইল একটা জানলার দিকে। কামানের গোলার মতো ধেয়ে গেল পাশ দিয়ে, ছড়ি দিয়ে দমাদম করে মেরে গেল পর্দাটাকে, তাতেও ক্ষান্ত না হয়ে পর্দা টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিল মেঝের ওপর—তখনই দেখা গেল ছড়ির মারে বিধ্বস্ত ঘড়িটাকে, বেশ বড় ঘড়ি। হাসিহাসি মুখে যেন তাকিয়ে রয়েছে সূর্য-মুখ। অজ্ঞানই হয়ে যেতাম যদি না লেডি মেয়ো আমার হাত খামচে ধরতেন।"

চেয়ারে বসেই হাতের দস্তানা খুলে নিয়েছিল মিস ফরসাইথ। এখন আঙুল বুলিয়ে নিল দুই গালে।

বললে তারপরে—"চার্লস শুধু ঘড়ি চুরমার করে না, ঘড়ি কবর দেয় তুষারের তলায়, এমনকি ঘড়ি লুকিয়ে রাখে নিজের ঘরের কাবার্ডে।

চেয়ারে হেলে পড়ে, কুশানে মাথা দিয়ে, চোখ বন্ধ করে শুনছিল শার্লক হোম্স্। এখন তার চোখের পাতা খুলল অর্ধেক।

"কানাডেই? ব্যাপারটা দেখছি আরও সৃষ্টিছাড়া হয়ে দাঁড়াচ্ছে! আপনি জানলেন কি করে?"

"লজ্জার মাথা খেয়ে পুরুষ পরিচারককে জিজ্ঞেস করেছিলাম।"

"লজ্জার মাথা খেয়ে কেন?"

"এ প্রশ্ন করবার অধিকার তো আমার ছিল না। সামান্য মেয়ে আমি, চাকরি করি—আমার কী অধিকার আছে চার্লসের ঘরের খবর জানবার?"

"অবশ্যই সে অধিকার আপনার আছে," নরম গলায় বললে হোম্স্—"যাকগে, প্রশ্ন করলেন পুরুষ পরিচারককে—আপনার বর্ণনা অনুযায়ী লোকটা খর্বকায়, কৃশকায়, গালে মাটন-চপের মতো গালপাট্টা দাড়ি। তার নাম?"

"মনে তো হয়, ট্রিপলে। চার্লস ওকে 'ট্রিপ' বলে ডাকে, বেশ কয়েকবার শুনেছি। দিব্যি গেলে বলতে পারি, ওর মতো বিশ্বাসী মানুষ আর হয় না। একগুঁয়ে ইংলিশ মুখখানা দেখলেও মনে স্বস্তি পাই। আমি যে চার্লসকে—ইয়ে—এ ব্যাপারে আমার আগ্রহ এত বেশি কেন, ও তা জানে, বোঝে, উপলব্ধি করে। তাই তো আমাকেই শুধু বলেছে, এর আগে চার্লস পাঁচখানা ঘড়িকে হয় কবর দিয়েছে, না হয় লুকিয়ে রেখেছে। তাতে ও ভয় পেয়েছে, একথা মুখে স্বীকার না করলেও ওর মুখ দেখে বুঝেছি, চার্লসের এহেন অদ্ভুত কাণ্ড ওর কাছে বেশ ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে—ঠিক যে অবস্থা হয়েছে আমার নিজের তা সত্ত্বেও বলব, চার্লস কিন্তু উন্মাদ নয়! না, না, একেবারেই নয়! শেষ ঘটনাটা শোনবার পর আপনাকেও আসতে হবে একই সিদ্ধান্তে।"

"শেষ ঘটনা?"

"ঘটেছে মাত্র চারদিন আগে। লেডি মেয়োর স্যুটে আছে একটা ছোট্ট ড্রইং রুম, একটা পিয়ানোও আছে এই ঘরে। মিউজিক আমার প্রাণ, মিউজিক আমার ধ্যান। চা-পানের পর লেডি মেয়ো আর চার্লসকে পিয়ানোর বাজনা শোনানো আমার অভ্যেসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। চারদিন আগে সবে বাজনা শুরু করেছি, এমন সময়ে চার্লসকে একটা চিঠি দিতে ঘরে ঢুকল হোটেলের এক পরিচারক।"

"এক সেকেণ্ড। ডাকঘরের ছাপটা দেখেছিলেন?"

"দেখেছিলাম বিদেশী ছাপ," একটু অবাক হয়ে বললে মিস্ ফেরস্মিথ।—"কিন্তু সেটা তো গুরুত্বপূর্ণ নয়, কেননা আপনি—"

"আমি—কী?"

আচমকা বিমূঢ়তা-বন্যায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল মিস্ ফেরস্মিথ। পরক্ষণেই তা কাটিয়ে ওঠার জন্যই হুড়মুড়িয়ে চলে এল কাহিনি-বর্ণনায়।

"খাম ছিঁড়ে চিঠি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মড়ার মতো ফ্যাকাশে মেরে গেল চার্লস। অস্ফুট স্বরে কি যেন বলেই ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আধঘণ্টা পরে

নিচে নেমে শুনলাম, ট্রেপলে-কে নিয়ে মালপত্র সমেত হোটেল ছেড়ে চলে গেছে চার্লস। কোনও মেসেজ রেখে যায়নি। কোনও খবরও পাঠায়নি। তারপর থেকে চার্লসকে আর দেখিনি।"

মাথা নামিয়ে নিল সিলিয়া ফরসাইথ। অশ্রুর আভাস দেখলাম দুই চোখে।

"মিস্টার হোম্‌স্, প্রাণ খুলেই যখন সব বললাম, তখন আপনিও নিশ্চয় প্রাণ খুলে কথা বলবেন আমার সঙ্গে। কি লিখেছিলেন চিঠিটায়?"

প্রশ্নটা এমনই পিলে চমকানো যে আমার শিরদাঁড়া সিধে হয়ে গেছিল তৎক্ষণাৎ। শার্লক হোম্‌সের মুখ একদম নির্বিকার। স্নায়ুকম্পিত দীর্ঘ আঙুলগুলো কেবল এগিয়ে গেছিল পার্সিয়ান পাউচের মধ্যে রাখা তামাকের দিকে। তামাক দিয়ে ক্লে পাইপ ঠেসে গেল নিবিষ্ট মনে।

জবাবটা দিল এমনভাবে যা পাল্টা প্রশ্ন নয়—"চিঠিটায় কি লিখেছিলাম, এই তো প্রশ্ন আপনার?"

"হ্যাঁ, সেইটাই প্রশ্ন আমার। কারণ, ও চিঠি আপনি লিখেছিলেন। আপনার সই আমি দেখেছিলাম। এসেছি সেই কারণেই!"

"কী আশ্চর্য!" বলেই, হোম্‌স্ মুখে চাবি দিয়ে রইল বেশ কয়েক মিনিট। নীল ধোঁয়া আবর্ত রচনা করে চলল শরীর ঘিরে, শূন্য চাহনি কিন্তু নিবদ্ধ রইল ম্যান্টলসেলফের ঘড়ির ওপর।

টিপে টিপে কথা বলল তারপর—"মিস ফরসাইথ, মাঝেমধ্যে জবাব দেওয়ার সময়ে হুঁশিয়ার হতে হয়। আপনাকে আর একটা প্রশ্ন করতে চাই।"

"বলুন?"

"মিস্টার চার্লস হেনডনের সঙ্গে কি এখনও বন্ধুত্ব বজায় রেখেছেন লেডি মেয়ো?"

"নিশ্চয়! বরং তা আরও নিবিড় হয়েছে। বেশ কয়েকবার অ্যালেক বলেও ডাকতে শুনেছি—নিশ্চয় ওর ডাকনাম!" একটু যতি দিল মিস ফরসাইথ, তারপরেই শুধোল সন্দিগ্ধ সুরে—"কিন্তু এ প্রশ্ন করলেন কেন?"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল হোম্‌স্।

"শুধু আপনার খাতিরেই এই কেসে মাথা গলাবো। আজ রাতেই ফিরছেন গ্রন্থটন লে' হিল প্রাসাদে?"

"হ্যাঁ ফিরছি। কিন্তু এই কি সব? আর কিছুই বলবেন না? আমার একটা প্রশ্নেরও তো জবাব দিলেন না!"

"কিন্তু আমার কাজের পদ্ধতি একটু অন্য রকমের। ওয়াটসন তা জানে। তবে, আপনি কি আজ থেকে সাতদিন পরে রাত নটায় দরজা খুলে দিতে পারবেন? এই ঘরে? ধন্যবাদ। আশা করছি, তখন কিছু খবর দিতে পারব।"

সাক্ষাৎকারের ইতি যে ওইখানেই, শান্তস্বভাবে তা জানিয়ে দিল হোম্‌স্। উঠে দাঁড়িয়ে এমন অসহায় ভাবে হোম্‌সের দিকে তাকিয়ে রইল মিস ফরসাইথ যে বেশ বুঝলাম, আমার দিক দিয়ে সান্ত্বনাসূচক কিছু বলা দরকার।

"ম্যাডাম, মন হালকা করে ফেলুন। বিশ্বাস রাখুন আমার বন্ধুর ওপর—সেইসঙ্গে আমার ওপর।"

কৃতজ্ঞ নয়নে তাকিয়েছিল মিস ফরসাইথ। অত্যন্ত মার্জিত চাহনি। চৌকাঠ পেরিয়ে গিয়ে দরজা টেনে বন্ধ করে দেওয়ার সাঙ্গে সঙ্গে সবেগে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম বন্ধুবরের দিকে।

বলেছিলাম রুক্ষস্বরে—"একটু সহানুভূতি দেখালে ভালো হতো না?"

"তাই নাকি? তাই নাকি? হাওয়া তাহলে ওই দিকেই বইছে?"

ধপ করে চেয়ারে বসে উত্তপ্ত স্বরেই চালিয়ে গেলাম—"কী লজ্জা! কী লজ্জা! ব্যাপারটা তুচ্ছ মানছি। কিন্তু তুমি ওই ঘড়ি-ভাঙনেওয়ালা পাগলটাকে চিঠি লিখতে গেলে কেন, মাথায় ঢুকছে না।"

চেয়ারে হেলে পড়ল হোম্‌স্‌। দীর্ঘ, শীর্ণ তর্জনী রাখল আমার হাঁটুর ওপর।

"ওয়াটসন, এরকম কোনও চিঠি আমি লিখিনি।"

"সে কী?"

"ধীরে, ধীরে। আমার নাম কাজে লাগানোর ঘটনা নতুন নয়। এই কেসে প্রচ্ছন্ন রয়েছে নারকীয়তা।"

"কেসের ব্যাপারে তুমি তাহলে সিরিয়াস?"

"এতই সিরিয়াস যে আজ রাতেই কন্টিনেন্ট রওনা হচ্ছি।"

"কন্টিনেন্ট! সুইজারল্যাণ্ডে যাচ্ছ নাকি?"

"আরে না। সুইজারল্যাণ্ড নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবো কেন? আমাদের যেতে হবে আরও দূরে—সূত্রের সন্ধানে।"

"কোথায়?"

"সেটাও বলতে হবে?"

"মাই ডিয়ার হোম্‌স্‌!"

"সব তথ্যই তো তোমার সামনে রয়েছে। মিস ফরসাইথকে যা বললাম, তুমি তো জানো, আমি আমার নিজের পদ্ধতিতে চলি। মাথা খাটাও, ওয়াটসন, মাথা খাটাও!"

বেকার স্ট্রিটের প্রথম বাতি জ্বলবার আগেই বন্ধুবরের অনাড়ম্বর গোছগাছ সাঙ্গ হয়ে গেল। বসবার ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইল আমার দিকে। মাথায় কানঢাকা ভ্রমণ-টুপি, গায়ে ওভারকোট, পায়ের কাছে গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ।

"যেহেতু তুমি এখনও আঁধারে রয়েছ, তাই শেষ কথাটা বলে যাই। মিস্টার চার্লস হেনডন একদম সইতে পারেন না ঘড়ির—"

"জানি, জানি, ঘড়ির চেহারা ওঁর সহ্য হয় না।"

মাথা নাড়তে নাড়তে হোম্‌স্‌ বললে, "তা নয়, তা নয়। যে-পাঁচটা ঘড়ির কথা বলেছে পুরুষ পরিচারক, আমি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সেই পাঁচখানা ঘড়ির দিকে।"

"সে ঘড়িগুলোকে তো চুরমার করেননি মিস্টার চার্লস হেনডন!"

"আর ঠিক সেই কারণেই ওই পাঁচটা ঘড়ির দিকে তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করছি। সামনের সপ্তাহে ঠিক এই দিনে রাত ন'টায় ফের দেখা হবে।"

পরমুহূর্তেই ঘরে রইলাম আমি একা।

নিরানন্দ সাতটা দিন কোনও মতে কাটিয়ে দিলাম। থার্সটনের সঙ্গে বিলিয়ার্ড খেললাম। পাইপের পর পাইপ তাম্রকূট সেবন করলাম। মিস্টার চার্লস হেনডনের কেস সংক্রান্ত তথ্যপঞ্জী নিয়ে মনে মনে তোলাপাড়া করলাম। শার্লক হোম্‌সের দীর্ঘ সান্নিধ্যে থাকার ফলে আর পাঁচজনের চাইতে আমার পর্যবেক্ষণ শক্তি একটু বেড়েছে বইকি। বেশ মনে হলো, মিস ফরসাইথ বেচারির মাথায় পৈশাচিক বিপদের খাঁড়া ঝুলছে। অতি সুদর্শন মিস্টার চার্লস হেনডন আর প্রহেলিকাবৎ লেডি মেয়োর ওপরেও আস্থা রাখতে পারলাম না।

২৩শে নভেম্বর, বুধবার, সুসংবাদ নিয়ে ফিরে এল আমার স্ত্রী। সচ্ছলতা আসন্ন। খুব শীগগিরই পশার জমাতেও পারব। বউ বাড়ি ফিরে আসায় মেজাজে এসে গেছিলাম। হাতে হাত দিয়ে নিজেদের বাড়িতে ফায়ারপ্লেসের সামনে বসেছিলাম। মিস ফরসাইথের দুর্ভাগ্যের কথা বলতে বলতে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত এল। আমি শতমুখে বলে গেলাম মেয়েটার সৌন্দর্য, যৌবন আর সূক্ষ্ম রুচির কথা। কোনও জবাব না দিয়ে চিন্তাঘন চোখে আগুনের দিকে চেয়ে রইল আমার অর্ধাঙ্গিনী।

দূরে বিগবেন ঘড়িতে রাত সাড়ে আটটার ঘণ্টাধ্বনি টনক নড়িয়ে দিল আমার।

"কী সর্বনাশ! একদম ভুলে গেছিলাম!"

চমকে উঠে বলেছিল আমার স্ত্রী—"কী ভুলে গেছিলে?"

"আজ রাত ঠিক নটার সময়ে বেকার স্ট্রিটে হাজির থাকব, কথা দিয়ে এসেছি যে। মিস ফরসাইথও আসবে।"

আমার হাতের ওপর থেকে হাত তুলে নিয়ে শীতল স্বরে বলেছিল ঘরণী—"তাহলে যাও। মিস্টার শার্লক হোম্‌সের কেস তোমাকে বড় বেশি টেনে রাখে।"

ঘাবড়ে গেলাম। মনে আঘাতও পেলাম। টুপি তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কনকনে ঠাণ্ডার রাত, কুয়াশার চিহ্ন নেই। রাস্তার কাদায় কিন্তু বরফ জমে গেছে। দু-চাকার ঘোড়ার গাড়িতে চেপে আধঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম বেকার স্ট্রিটে। রোমাঞ্চিত কলেবরে নিচ থেকেই দেখে নিলাম, বন্ধুবর শার্লক হোম্‌স অভিযান অন্তে বাড়ি ফিরেছে। ওপরের ঘরে আলো জ্বলছে। ওর দীর্ঘ শীর্ণ আকৃতির ছায়া সরে সরে যাচ্ছে জানলার পর্দায়।

ল্যাচ-কী দিয়ে দরজা খুলে ঢুকলাম ভেতরে। আলতো পায়ে উঠে গেলাম সিঁড়ি বেয়ে। খুললাম বসবার ঘরের দরজা। দেখেই বুঝলাম, এইমাত্র ঘরে ফিরেছে হোম্‌স্। ওভারকোট, মাথার টুপি, গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ঘরময়। অগোছালভাবে থাকা যে ওর স্বভাব। দাঁড়িয়েছিল টেবিলের সামনে। আমার দিকে পেছন ফিরে। সবুজ ঘেরাটোপ দেওয়া আলো পড়েছে সারা গায়ে। একতাড়া চিঠির

ঘাম ছিঁড়ছে। দরজা খোলার শব্দ হতেই ঘুরে দাঁড়াল বটে, কিন্তু আমাকে দেখে আশাহত হলো—মুখে তার অভিব্যক্তি ঘটল।

"ওয়াটসন যে। আমি তো ভেবেছিলাম, মিস ফরসাইথ এসেছেন। দেরি করে ফেলছেন ভদ্রমহিলা।"

"হোমস্, স্কাউন্ড্রেলগুলো যদি বিপদে ফেলে মিস ফরসাইথকে, আমি কিন্তু বদলা নেব।"

"স্কাউন্ড্রেল?"

"মিস্টার চার্লস হেনডন আর ওই স্ত্রীলোকটির কথা বলছি—লেডি মেয়ো।"

হোমসের মুখের পরতে পরতে যে রুক্ষতা আর ব্যগ্রতা প্রকট হয়েছিল, তা ফিকে হয়ে এল।

"ভায়া ওয়াটসন! মানুষটা তুমি বড় ভাল। চিরকাল ছুটে গেছ সুন্দরীরা বিপদে পড়লে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিপদভঞ্জনের ভূমিকায় আপদকে ছিন্নভিন্ন করেছ।"

"কন্টিনেন্টের অভিযান তাহলে সফল হয়েছে?"

"ধীরে, ওয়াটসন, ধীরে। বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ফেলায় দুঃখিত। নাহে, অভিযান সফল হয়নি। মনে হয়েছিল, তলব পড়েছে বিশেষ একটা ইউরোপিয়ান শহরে—যে শহরের নাম তুমি নিজেই তোমার মাথায় এনে ফেলতে পারবে। সেখানেই গেছিলাম, ফিরেও এসেছি খুব অল্পসময়ের মধ্যে।"

"খুলে বলো।"

"ওয়াটসন, ভীষণ আতঙ্কে অষ্টপ্রহর কাঠ হয়ে রয়েছেন এই ভদ্রলোক—মিস্টার হেনডন। অথচ তাঁর উপস্থিত বুদ্ধির অভাব নেই। সুইজারল্যান্ড ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয় বুঝে ফেলেছেন, মিথ্যে চিঠিটা লেখা হয়েছে তাঁকে ফাঁদে ফেলার জন্যে। অথচ তাঁর টিকি ধরতে পারলাম না। কোথায় গেলেন? রয়েছেন কোথায়? মাই ডিয়ার, এবার কি দয়া করে বলবে, ভদ্রলোককে তুমি স্কাউন্ড্রেল ঠাওরালে কেন?"

"ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেছি, তবুও বলব, লোকটাকে আমার সহ্য হচ্ছে না।"

"কেন হচ্ছে না?"

"কোনও মানুষ যদি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়, তখন তার শিষ্টাচারে একটু বাড়াবাড়ি থাকবেই। কিন্তু এই চার্লস হেনডন ভদ্রলোক প্রয়োজনের বেশি মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানান! পাঁচজনের সামনে অশোভন কাণ্ড করে বসেন। কন্টিনেন্টের অভ্যেস বজায় রেখেছেন ইংলিশ লেডিকে 'ম্যাডেম' সম্বোধন করে—বলা উচিত 'ম্যাডাম'। হোমস্, এই সবই তো মানুষকে অপ্রতিভ করার পক্ষে যথেষ্ট—সবই তো অ-ইংলিশ।"

অদ্ভুত চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল শার্লক হোমস্। যেন, বেশ টলে গেছে। জবাবটা দিতে যাচ্ছে, এমন সময়ে চারচাকা গাড়ির গড়গড় খটমট আওয়াজ শুনলাম নিচের রাস্তায়—থেমে গেল আমাদের দরজার সামনে। এক মিনিটও গেল না, সিলিয়া ফরসাইথ চলে এল বসবার ঘরে, সঙ্গে একজন ছোটখাটো চেহারার শক্তপোক্ত

একগুঁয়ে লোক। মাথায় শক্ত গোল টুপি, কিনারা বেঁকানো। গালে মাটন-চপ গালপাট্টা। নিঃসন্দেহে ট্রেপলে নামক সেই বিশ্বস্ত পুরুষ পরিচারক।

ঠাণ্ডার চোটে মিস ফরসাইথের মুখ লালচে মেরে গেছে। গায়ে পশুলোমের ছোট জ্যাকেট, গলায় সুন্দর মাফলার।

ভূমিকার বালাই না রেখে চলে এল কাজের কথায়—"মিস্টার হোমস্, চার্লস এখন ইংল্যাণ্ডে।"

"আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু কোথায়?"

"গ্রক্সটন লো হিল প্রাসাদে। গতকাল টেলিগ্রাম করে আপনাকে জানাব ভেবেছিলাম—বাধা দিলেন লেডি মেয়ো।"

"কি নিরেট বোকা আমি!" দমাস করে টেবিলে ঘুষি মেরে বললে শার্লক হোমস্— "আপনিই তো বলেছিলেন, জায়গাটা বড় নিরালা। ওয়াটসন! দয়া করে 'সারে' জেলার ওই বড় ম্যাপটা এনে দেবে? ধন্যবাদ।" হোমসের কণ্ঠস্বর ধাপে ধাপে কর্কশ হচ্ছে।

"এই তো! এই তো!"

না বলে পারলাম না—"ম্যাপের মধ্যে শয়তানি দেখতে পাচ্ছ নাকি?"

"খোলা জায়গা, ওয়াটসন, একদম ফাঁকা। মাঠ। বন। সবচেয়ে কাছের রেলস্টেশনটা গ্রক্সটন লো হিল প্রাসাদ থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে!" গুঙিয়ে ওঠে হোমস্—"মিস ফরসাইথ! মিস ফরসাইথ! জবাবদিহি করতে হবে আপনাকেই!"

বিষম বিস্ময়ে এক পা পেছিয়ে গেল ইয়ং লেডি।

"আমাকে জবাবদিহি দিতে হবে? উল্টে আমাকে তো কৃতিত্ব দেওয়া উচিত আপনার। একটার পর একটা রহস্য আমার বুদ্ধিশুদ্ধি কি ঘুলিয়ে দেয়নি? চার্লস আর লেডি মেয়ো তো একটা কথাও বলতে চাইছেন না।"

"রহস্যগুলোর ব্যাখ্যা হাজির করছেন না?"

"অবশ্যই!" বলেই, মাথা কাৎ করল পুরুষ পরিচারকের দিকে—"চার্লস একটা চিঠি পাঠিয়েছে ট্রেপলের হাতে, নিজের হাতে পৌঁছে দিতে হবে লণ্ডনে, যদিও আমি জানি না, কি আছে সেই চিঠির মধ্যে।"

অভদ্রভাবে হলেও সসম্মানে বললে খুদে লোকটা—"সরি, মিস। আমাকে যা বলা হয়েছে, আমি তাই করছি।"

সেই প্রথম লক্ষ্য করলাম, ট্রেপলে লোকটা দু'হাতে কষে ধরে রয়েছে একটা খাম, যেন কেউ ছিনিয়ে নিতে এলে নাকের জলে চোখের জলে করে ছাড়বে। লোকটা কাজ করে পরিচারকের, কিন্তু পোশাক পরেছে সহিসের। মাটন-চপ গালপাট্টার ফ্রেমে বাঁধাই ফ্যাকাশে চোখ দুটোর চাহনি চঞ্চল হয়ে উঠেছে ঘরময়। লম্বা পা ফেলে তার দিকে এগিয়ে গেল শার্লক হোমস্।

বললে—"চিঠিখানা আমাকে দেখাতে পারো?"

শার্লক হোমসের কীর্তিকাহিনী লিখতে বসে অনেকবার একটা মন্তব্য আমি

লিপিবদ্ধ করেছি—আহাম্মকরাই অত্যন্ত একগুঁয়ে অনুগত হয়। ট্রেপলের চোখে লক্ষ্য করলাম সেই কাঠগোঁয়ার প্রভুভক্তি।

"মাফ করবেন। চিঠি দিতে পারব না। অর্ডার যা আছে, তার অন্যথা হবে না। তাতে যা হয় হবে।"

"বাপু হে, দ্বিধা করার সময় এটা নয়। চিঠি পড়তে তো চাইছি না, কাকে লেখা হয়েছে, তা দেখতে চাই খামের সামনের দিকে, আর পেছন দিকে দেখতে চাই সীলমোহরের ছাপ। দেরি নয়, এখুনি। তোমার মনিবের জীবন চলে যেতে পারে কথা বাড়ালে!"

দ্বিধায় পড়ল ট্রেপলে, জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিল ঠোঁট। খুব সাবধানে, চিঠির একটা কোণ আঙুল দিয়ে চেপে ধরে এগিয়ে ধরল সামনে—খাম হাতছাড়া করার পাত্র সে নয়, তা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল। তফাৎ থেকে যা দেখবার দেখে নিয়ে শিস দিয়ে উঠল হোম্স্।

"চিঠি লেখা হচ্ছে পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস ওয়ারেনকে। দেখি, দেখি, সীলমোহরটা দেখি? বাঃ! বেশ! যা ভেবেছিলাম। এ চিঠি এখুনি হাতে পৌঁছে দেওয়ার ভার তোমাকে দেওয়া হয়েছে?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"তবে দৌড়োও! কিন্তু চার-চাকার গাড়িটা রেখে যাও—এখুনি দরকার হবে আমাদের।"

দুমদাম শব্দ করে সিঁড়ি দিয়ে ট্রেপলে নেমে না যাওয়া পর্যন্ত মুখে চাবি দিয়ে রইল হোম্স্, কিন্তু দেখলাম আগেকার সেই চঞ্চলভাব ফিরে এসেছে সারা শরীরে।

"ওয়াটসন, ব্র্যাডশ খুলে ট্রেনের সময়গুলো দেখে নাও। অস্ত্র আছে কাছে?"

"আমার এই ছড়িটা সম্বল।"

"ছড়িতে কাজ দেবে বলে মনে হয় না," বলতে বলতে টান মেরে খুলল টেবিলের বাঁদিকের ড্রয়ার।

"গ্রেটকোটের পকেটে রেখে দাও এই বস্তুটা। পয়েন্ট থ্রি টু জিরো ওয়েবলে রিভলভার, চেম্বারে আছে এলিস-এর নাম্বার টু কার্তুজ—"

রিভলভারের নলচের ওপর আলো ঠিকরে যেতেই ভয়চকিত ধ্বনি ঠিকরে এল মিস ফরসাইথের গলা দিয়ে—এক হাত বাড়িয়ে ম্যান্টলপিস খামচে ধরে সামলে নিল নিজেকে।

"মিস্টার হোম্স্।" এই পর্যন্ত বলেই ঘুরিয়ে নিল মুখ। "ব্রিক্সটন স্টেশনে যাওয়ার ট্রেন ঘন ঘন ছাড়ে। বিশ মিনিট পরেই আছে একটা। স্টেশন থেকে প্রাসাদ ঠিক তিন মাইল।"

"চমৎকার!"

"কিন্তু সে ট্রেনে যাচ্ছি না।"

"কেন ম্যাডাম?"

"বলবার সময় পেলাম কই? লেডি মেয়ো নিজেই এখন আপনার সাহায্য চাইছেন। আজ বিকেলেই ওঁকে রাজী করিয়েছি। তাঁর অনুরোধ, দশটা পঁচিশের ট্রেন ধরতে হবে। সেইটাই শেষ ট্রেন। গাড়ি নিয়ে উনি গ্রন্থটন স্টেশনে হাজির থাকবেন।" এই পর্যন্ত বলেই ঠোঁট কামড়ে ধরে সামলে নিল মিস ফরসাইথ—"লেডি মেয়ো দয়ামায়ার অবতার ঠিকই, কিন্তু মাঝেমধ্যে বড় উদ্ধত হয়ে গিয়ে কড়া গলায় প্রভুত্ব জাহির করেন। লাস্ট ট্রেনেই আমাদের যেতে হবে।"

কাদা, যানজট, অস্বচ্ছ আলো—এই সব পেরিয়ে ওয়াটারলু পৌঁছেছিলাম যখন, তখন ট্রেন ছাড়ার সবুজ সঙ্কেত দুলছে।

স্টেশনের গুমোট ছেড়ে খোলা জায়গায় ট্রেন বেরিয়ে আসতেই স্বল্পালোকিত কামরায় বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করলাম—ঘূরন্ত চাকার ঘটাং ঘট শব্দেও বেশ ফূর্তি এল মনের মধ্যে। হোম্‌স্‌ কিন্তু একদম বোবা হয়ে গিয়ে একটু ঝুঁকে বসে রয়েছে। দেখছি ওর ঈগলপাখির মতো মুখরেখা পাশের দিক থেকে মাথার ওপর সাঁটা টুপির পাশ দিয়ে পূর্ণচন্দ্র রোশনাই বিকিরণ করে যাচ্ছে শাণিত মুখাবয়বে। সাড়ে এগারোটা নাগাদ নামলাম একটা গ্রাম্য স্টেশনে। গ্রামের লোক তখন আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে কাদা।

কোথাও কিছু নড়ছে না, একটা কুকুরও ঘেউ ঘেউ করছে না, স্টেশনের কাছে দাঁড়িয়ে একটা ছাদখোলা ল্যানডো ঘোড়ার গাড়ি—ঘোড়ার সাজ থেকে টুং-টাং আওয়াজও বেরোচ্ছে না। পিঠ খাড়া করে কিন্তু বসে রয়েছে কোচোয়ান—একইভাবে পেছনের সিটে আসীন রয়েছে বেঁটে আর মোটাসোটা এক বয়স্কা মহিলা—যিনি পাথর-কঠিন চোখ মেলে দেখে যাচ্ছেন আমাদের হনহনিয়ে এগিয়ে আসা।

সাগ্রহে কথা বলতে গেছিল মিস ফরসাইথ, কিন্তু প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা এক হাত তুলে তাকে নিরস্ত করলেন। এঁর মুখাবয়বের প্রায় সবটুকুই জুড়ে রয়েছে বিরাট একটা নাক। শ্রীঅঙ্গ মুড়ে রেখেছেন পশুলোমের আচ্ছাদন দিয়ে।

কথা বললেন কিন্তু অদ্ভুত গভীর আর সঙ্গীতময় স্বরে—"ইনি মিস্টার শার্লক হোম্‌স্‌, সঙ্গের এই ভদ্রলোক অবশ্যই ডক্টর ওয়াটসন,—আমি লেডি মেয়ো।"

বলেই, আশ্চর্য তীক্ষ্ণ আর অন্তর্ভেদী চোখ মেলে আমাদের চুলচেরা পর্যবেক্ষণ সাঙ্গ করলেন।

তারপর—"অনুগ্রহ করে পদার্পণ করুন ল্যানডোয়। এই শীতের রাতে খোলা গাড়িতে স্বাগতম জানানোর জন্য দুঃখিত। আমার কোচমান," ড্রাইভারকে দেখিয়ে—"চায় জোরে গাড়ি হাঁকাতে। বদ্ধ গাড়ির অ্যাক্সেলটাও ভেঙে রেখেছে। —বিলিংস, সোজা হল-এ চলো, জোরে!"

শনশনিয়ে উঠল চাবুক, অমথা বেগে ঘুরে গেল পেছনের দুটো চাকা, লাফিয়ে গিয়ে সামনের সঙ্কীর্ণ রাস্তায় ঠিকরে গেল ল্যানডো—পথের দু-পাশে কাঁটাখোঁচা ঝোপ আর কঙ্কাল বৃক্ষ।

ভরাট সুরেলা স্বরে কথা চালিয়ে গেলেন লেডি মেয়ো—"কিন্তু এই আমার ভাল

লাগে। একটা সময় ছিল, যখন আমার যৌবন ছিল, দুরন্ত বেগে গাড়ি ছোটানোর বাতিক ছিল, জীবনটাকেও চালিয়েছি পবনবেগে।"

"মৃত্যুও কি তখন বায়ুবেগে আসত? যেমন আসতে চলেছে আপনার বন্ধুর ক্ষেত্রে আজ রাতে?" শার্লক হোম্‌সের সবিনয় প্রশ্ন।

বরফ-ঠাণ্ডা পথের ওপর অশ্বখুরধ্বনি উগ্রতর হয়ে উঠল।

প্রশান্ত স্বরে জবাব দিলেন লেডি মেয়ো—"মিস্টার হোম্‌স্‌, আপনি আর আমি দুজনেই দেখছি দুজনকে বুঝে ফেলেছি।"

"তা তো বটেই। কিন্তু আমার জিজ্ঞাসার জবাব পেলাম না।"

"নির্ভয়ে থাকুন। নিরাপদেই আছে।"

"আপনি নিশ্চিত?"

"তাই তো বললাম, একেবারে নিরাপদে আছে! প্রক্টন লো হিল-এর পার্কে টহল চলছে। প্রাসাদ ঘিরে আছে সান্ত্রী। ওর গা ছুঁতেও পারবে না।"

আমি কিন্তু ফেটে পড়েছিলাম। সেটা ল্যানডো-র নক্ষত্রবেগে ছুটে চলার জন্যে হতে পারে, অথবা কানের ওপর হু-হু করে বাতাস আছড়ে পড়ার জন্যেও হতে পারে। অথবা মাথা খারাপ করে দেওয়ার মতো সমস্যায় জড়িয়ে পড়ার জন্যেও হতে পারে। সঠিক কারণটা আজও পরিষ্কার নয় আমার কাছে।

বলেছিলাম কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে নিয়ে গিয়ে—"ক্ষমা করবেন এই পোড় খাওয়া মাথামোটা অ্যাডভেঞ্চারিস্টকে। কোনও জিজ্ঞাস্যরই জবাব আমার জানা নেই। আমার কথা বাদ দিন। আপনার পাশেই যিনি বসে রয়েছেন, এই ইয়ং লেডির ওপর সদয় হোন! কে এই মিস্টার চার্লস হেনডন? ঘড়ি চুরমার করেন কেন? তাঁর জীবন সুতোর ডগায় ঝুলছে কেন?"

ঈষৎ কর্কশ গলায় ধমক দিল হোম্‌স্‌—"ওয়াটসন, তুমি থামবে? মিস্টার চার্লস হেনডন যে অ-ইংলিশ, এই কথাটা বলে তুমিই তো আমাকে টলিয়ে দিয়েছিলে।"

"তাতে আমাদের লাভটা কি হচ্ছে?"

"তথাকথিত 'চার্লস হেনডন' ইংলিশম্যান নন।"

"ইংলিশম্যান নন।" চমকে উঠল সিলিয়া ফরসাইথ—"কিন্তু ইংরেজি তো বলেন পরিষ্কার! অত্যন্ত পরিষ্কার।" বলতে বলতে কণ্ঠস্বর বুঁজে এল ইয়ং লেডির।

আমিও আমার উদগত বিস্ময়কে সংযত রাখতে পারলাম না—"নিচু মহলের মানুষও নন?"

"ঠিক উল্টো, ওয়াটসন। তোমার বুদ্ধিবৃত্তি কখনও রাস্তা হারায়নি। ভদ্রলোক অত্যন্ত উঁচু মহলের পুরুষ—অসামান্য প্রতিপত্তি ওঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে যায়। ইউরোপ মহাদেশের একটা রাজ আদালতের নাম করতে পারো—খেয়াল রেখো ওয়াটসন, রাজ আদালত—যেখানে ইংরেজিতে কথাগুলোকে টেক্কা মেরে গেছে স্বদেশী ভাষায় কথা বলা?"

"আমার জানা নেই।"

"তাহলে যা জানো, তা মনে করবার চেষ্টা করো। মিস ফরসাইথ যখন দেখা করতে এলেন, তার একটু আগেই দৈনিক কাগজের কয়েকটা বিরক্তিকর বাজে খবর জোরে জোরে পড়ে শোনাচ্ছিলাম তোমাকে। তার মধ্যে একটা খবর ছিল নিহিলিস্টদের নিয়ে—অত্যন্ত বিপজ্জনক সন্ত্রাসবাদী দল—রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যাদের মূল লক্ষ্য—রাজতন্ত্রী রাশিয়াকে যারা ধ্বংস করতে চায়—এরা কুচক্র আঁটছে ওডেসা-তে গ্র্যাণ্ড ডিউক অ্যালেক্সি-কে নিকেশ করার জন্যে। বুঝেছো? গ্র্যাণ্ড ডিউক অ্যালেক্সি। লেডি মেয়ো 'মিস্টার চার্লস হেনডন'কে একটা ডাকনাম ধরে কথা বলতেন—"

"অ্যালেক!"

"হয়তো নিছক কাকতালীয়। কিন্তু সাম্প্রতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি, রাশিয়ার জার-কে '৮১ সালে ডিনামাইট ফাটিয়ে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয়েছিল—সেটা ছিল ঘড়ি-বোমা—ঘড়ির টিক-টিক আওয়াজ যাতে চাপা পড়ে যায়, তাই তা রাখা হয়েছিল বাজানো অবস্থায় একটা পিয়ানোর তলায়। ওয়াটসন, ডিনামাইট বোমা হয় দু-রকমের, লোহার খোলা দিয়ে টাইটভাবে মোড়া যে-বোমা, তাতে থাকে ছোট্ট পলতে—আগুন লাগিয়েই ছুঁড়ে দেওয়া যায়। ঘড়ি-যন্ত্র থাকে আর এক রকম ডিনামাইটে—সেটাও লোহা দিয়ে মোড়া—কিন্তু ঘড়ি চলার জোরালো আওয়াজ শুনেই টের পাওয়া যায় বোমা রয়েছে কোথায়।"

সপাং করে চাবুক আছড়ে পড়ল ঘোড়ার পিঠে। সারবন্দী ঝোপঝাড় যেন কাটিমের গা থেকে খুলে যাচ্ছে স্বপ্নদৃশ্যের মতো। ড্রাইভারের দিকে পেছন ফিরে বসে আছি আমি আর হোম্‌স্‌। বিপরীত আসনে মুখোমুখি বসে লেডি মেয়ো আর মিস ফরসাইথ—চাঁদের আলোয় সাদা হয়ে রয়েছে তাঁদের মুখ।

"হোম্‌স্‌, এবার বুঝেছি! ক্রিস্টালের মতো স্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে সমস্ত রহস্য। স্রেফ ওই কারণেই ঘড়ি-যন্ত্র দেখতে পারেন না ভদ্রলোক।"

"ভুল বললে। ঘড়ির আওয়াজ সইতে পারেন না।"

"আওয়াজ?"

"আরে হ্যাঁ। কথাটা যখন বলতে গেলাম, অধীর হয়ে কথা শেষ করতে দাওনি আমাকে। মনে পড়ছে? আমি বলতে গেছিলাম, উনি একদম সইতে পারেন না ঘড়ির আওয়াজ। তুমি কিন্তু তোমার স্বভাবমতো 'আওয়াজ' শব্দটা বলবার আগেই আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলে, জানি, জানি, ঘড়ির 'চেহারা' ওঁর সহ্য হয় না।"

ধমক খেয়ে আমি চুপসে গেলাম।

শার্লক হোম্‌স্‌ কিন্তু বলে যাচ্ছে—"মনে করো দেখি, পাঁচজনের সামনে দু-বার যখন ঘড়ি ভেঙেছেন, দু-বারই কিন্তু ঘড়ির চেহারা না দেখেই ঘড়ির দিকে তেড়ে গিয়ে ছড়ি চালিয়েছিলেন। শব্দ-সক্রিয় আক্রমণ ঘটেছিল দুটো ক্ষেত্রেই। মিস ফরসাইথ কি বলেছিলেন, মনে করে দেখ : একটা ক্ষেত্রে ঘড়ি ছিল বাহারি চিরসবুজ গাছের আড়ালে আর এক ক্ষেত্রে ছিল পর্দার আড়ালে ঘড়ির টিক-টিক আওয়াজই

যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ তাঁর কাছে—তাই ভাবনা-চিন্তায় সময় নষ্ট না করে নিমেষে ঘড়ি গুঁড়িয়েছেন, ওঁর বিশ্বাসে যা ঘড়ি-বোমা, তার কলকব্জা নষ্ট করে দিয়েছেন।"

"কিন্তু ছড়ির মারে তো জ্বলে উঠে ফেটেই যেত বোমা?"

"সত্যি বোমা হলে কি ঘটত, তা কে বলতে পারে? তবে, লোহার খোলসের লাঠির ঘায়ে সেটা হতো কিনা সন্দেহ। দুই ক্ষেত্রেই কিন্তু দেখছি রীতিমতো সাহসী এক পুরুষকে। তাড়া খাওয়া শিকার হয়েও ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্ধের মতো ধেয়ে যাচ্ছেন, লাঠি চালাচ্ছেন। বাবার মৃত্যু হয়েছে কিভাবে আর কোন সংগঠন তাঁর পেছন নিয়েছে, তা যখন জানেন, তখন এরকম আচরণ অস্বাভাবিক নয়।"

"তারপর?"

স্বস্তিহীন চোখে রাস্তার দু-পাশে দেখে নিল শার্লক হোম্‌স্‌। দেখছে অনেকক্ষণ ধরেই—পথ যেন ফুরোচ্ছে না।

বললে তারপরে—"মিস ফরসাইথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারেই পরিষ্কার বুঝে গেছিলাম টোপ ফেলে গ্র্যাণ্ড ডিউককে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওডেসা-তে, যাতে উনি সাহস সঞ্চয় করে নৃশংসদের সম্মুখীন হন। কিন্তু, আগেই বলেছি তোমাকে, ওঁর সন্দেহ হয়েছিল। তাই তিনি যেখানে যাবেন ঠিক করলেন—বলো তো সে জায়গাটা কোথায়?"

"ইংল্যাণ্ডে।—আরে না। গ্রক্সটন লো-হিল প্রাসাদে—যেখানে নিরাপত্তা ছাড়াও আছে একটা বাড়তি আকর্ষণ—এক চার্মিং ইয়ং লেডির সান্নিধ্য—যাঁকে অশ্রুসজল চোখে বিদায় নিতে হয়েছে তোমার ঘর থেকে।"

হোম্‌সের মুখ দেখে মনে হলো, বিষম বিরক্তিতে ভীষণ রেগে গেছে।

"সম্ভাবনার তীর কিন্তু সেইদিকেই ঘুরে গেছিল। লেডি মেয়োর মতো উঁচু মহলের মানুষ কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই গল্পে জমে গেছিলেন রেলকামরায় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে এই কারণেই। কথার ঝোঁকে মিস ফরসাইথ তো বলেই দিলেন 'অনেক দিনের বন্ধুর মতো'।"

মিস ফরসাইথের হাতে হাত রেখে শক্ত গলায় বললেন লেডি মেয়ো— "মিস্টার হোম্‌স্‌, আপনার ক্ষমতাকে ছোট করে দেখেছিলাম। অ্যালেক্সিকে জানি ছোট্ট বয়স থেকে। নাবিকের পোশাক পরে যখন সেণ্ট পিটার্সবার্গে ছিল তখন থেকে।"

"যেখানে আপনার স্বামী ছিলেন ব্রিটিশ দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি পদে—খবরটা জেনে এলাম অভিযানে বেরিয়ে। ওডেসায় গিয়ে জানলাম আর একটা অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং ঘটনা।"

"যথা?"

"নিহিলিস্টদের চীফ এজেণ্ট লোকটার প্রাণে ভয় নেই, উন্মাদ আর সংগঠনের জন্যে সবকিছু করতে পারে। এই লোকটিই গ্র্যাণ্ড ডিউকের খুব কাছাকাছি রয়েছে বেশ কিছুদিন ধরে।"

"অসম্ভব!"

"কিন্তু সত্যি।"

ক্ষণেকের জন্যে শার্লক হোমসের দিকে চেয়ে রইলেন লেডি মেয়ো। মুখভাব আগের মতো অতটা পাথর-কঠিন নয়। গর্তে পড়ে লাফিয়ে উঠে একটু বেঁকে গেল ছুটন্ত গাড়ি।

"মিস্টার হোমস, তাহলে শুনে রাখুন, আলেক চিঠি লিখে সব জানিয়েছে পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস ওয়ারেনকে।"

"সে চিঠি আমি দেখেছি। রাশিয়ার রাজবংশের প্রতীক-এর সীলমোহরও দেখেছি।"

"পার্কে টহল চলছে, প্রাসাদ ঘিরে রয়েছে সান্ত্রী।"

"তা সত্ত্বেও শিকারী কুত্তাকে এড়িয়ে যেতে পারে শেয়াল।"

"শুধু তো পাহারা দেওয়া নয়। এই মুহূর্তে আলেক বসে রয়েছে পুরু দেওয়াল দিয়ে তৈরি পুরোনো আমলের একটা কুঠরিতে—দরজায় দুটো তালা ঝুলছে ভেতর থেকে। জানলায় ঘেঁষাঘেঁষি করে বসানো পুরু গরাদ—বাইরে থেকে হাত গলানোও সম্ভব নয়। চিমনি মান্ধাতার আমলের—মাথায় ঢাকা দেওয়া—ফোকরটা এত সরু যে কোনও মানুষ তার মধ্যে দিয়ে গলে নামতে পারবে না—বিশেষ করে ঠিক নিচে যখন আগুন জ্বলছে। এ অবস্থায় শত্রু হানা দেবে কি করে আলেক-এর ওপর?"

"কি করে, জানতে চাইছেন?" ঠোঁট কামড়ে ধরে হাঁটুর ওপর আঙুল বাজিয়ে স্বগতোক্তির সুরে বলে গেল শার্লক হোমস্—"একটা রাতের জন্যে হয়তো নিরাপদ। কেননা—"

বিজয়গর্ব প্রকট হলো লেডি মেয়োর আননে।

বললেন—"সতর্ক থাকার যে কটা পর্ব আছে, কোনোটাকেই অবহেলা করা হয়নি। আলেক-এর পুরুষ পরিচারক, ট্রেপলে, লণ্ডনে চিঠি পৌঁছে দিয়েই প্রশংসনীয় হরিণ-গতিতে ফিরে এসেছে, আপনার ট্রেনের অনেক আগের ট্রেন ধরে। গ্রাম থেকে ঘোড়া জুটিয়ে নিয়ে পৌঁছেছে প্রাসাদে। এই মুহূর্তে সে ছাদ পাহারা দিচ্ছে—আলেক-এর ধারে কাছে যেন কেউ ঘেঁষতে না পারে।"

অসাধারণ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল শেষের এই কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। ছুটন্ত গাড়ির মধ্যে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল শার্লক হোমস্। ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে খামচে ধরল রেলিং। চাঁদের আলোর পটভূমিকায় ওর পোশাকের কিম্ভূত কালোছায়া খাড়া হয়ে রইল আসনের ওপর।

প্রতিধ্বনি করে গেল আতীব্র স্বরে—"ছাদ পাহারা দিচ্ছে? ছাদ পাহারা দিচ্ছে?" বলেই, সবেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে খামচে ধরল কোচোয়ানের কাঁধ। বলে গেল চিল-চিৎকারে—"হাঁকাও চাবুক! ঈশ্বরের দোহাই, চাবুক মেরে ছোটাও ঘোড়া! আর একটা সেকেণ্ডও নষ্ট করা যাচ্ছে না।"

সপাং! সপাং! সপাং! হোমসের মাথার ওপর দিয়ে চাবুক বেরিয়ে গেল পরপর তিনবার। হ্রেষারব ছেড়ে ঘোড়াগুলো যেন শূন্যে লাফ দিয়ে ল্যানডোকে উড়িয়ে নিয়ে

গেল শূন্যপথে। ঝাঁকুনির দাপটে আমরা তখন এ-ওর গায়ে ঠিকরে পড়েছি। এরই মাঝে শোনা গেল লেডি মেয়োর রাগত স্বর।

"মিস্টার হোম্‌স্‌, আপনার মাথা কি খারাপ হয়েছে?"

"যথাসময়ে তা বুঝবেন। মিস ফরসাইথ, 'ট্রেপালে' নাম ধরে কখনও এই লোকটাকে ডাকতে শুনেছেন গ্র্যাণ্ড ডিউককে?"

"ইয়ে—না তো।" কথা জড়িয়ে যায় মিস ফরসাইথের আচমকা এহেন উন্মাদনায়—"আপনাকে তো বলেইছি, চার্লস—যাচ্চলে—গ্র্যাণ্ড ডিউক তো ওকে 'ট্রেপ' নামে ডাকত—আমি ধরে নিয়েছিলাম—"

"পথে আসুন। আপনি ধরে নিয়েছিলেন। লোকটার আসল নাম ট্রেপফ। আপনার দেওয়া প্রথম বর্ণনা শুনেই বুঝেছিলাম, লোকটা বজ্জাতের ধাড়ি, পয়লা নম্বরের মিথ্যেবাদী, আর সাংঘাতিক বিশ্বাসঘাতক।"

পথের দু-পাশের কাঁটাঝোপ ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে যাচ্ছে পেছনে; ঘোড়ার সাজের ঘণ্টাগুলো ঐকতান সৃষ্টি করে চলেছে। প্রকৃতই পবনবেগে উড়ে চলেছি।

বলে যাচ্ছে হোম্‌স্‌—"প্রথম ঘড়িটা চূর্ণ করার সময়ে মনিবের কাণ্ড দেখে যে অপরিসীম ভণ্ডামি দেখিয়েছিল এই লোকটা, তা কি মনে পড়ছে? যেন বিব্রত হয়ে পড়েছে, খারাপ কাজ যেন তাকে লজ্জায় ফেলেছে। ঠিক না? সে চেয়েছিল, আপনি যেন পাগল ভাবেন মিস্টার চার্লস হেনডনকে। বাকি পাঁচটা ঘড়ির খবর জানলেন কি করে? সেগুলো সত্যি নাকি, স্রেফ মনগড়া বুঝছেন কি করে? ট্রেপফ আপনাকে বানানো গল্প শুনিয়েছে। ঘড়ি পুঁতে রাখা আর কাবার্ডে ঘড়ি লুকিয়ে রাখা স্রেফ পাগলামি ছাড়া কিছুই নয়। গ্র্যাণ্ড ডিউক অ্যালেক্সি আদৌ এরকম কাজ করেছেন কিনা তাতে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে।"

প্রতিবাদের সুরে আমি বলতে গেছিলাম—"কিন্তু হোম্‌স্‌, ট্রেপফ তো গ্র্যাণ্ড ডিউকের ব্যক্তিগত পরিচারক—"

"জোরে কোচম্যান, আরও জোরে। কি বলছিলে, ওয়াটসন?"

"বলছিলাম, মনিব-বধের শ'খানেক সুযোগ নিশ্চয় পেয়েছিল ট্রেপফ। ছুরি মারতে পারত, বিষ খাওয়াতে পারত। লোক দেখানো বোমার কি দরকার?"

"লোক দেখানো নরহত্যাই তো সন্ত্রাসবাদীদের গুপ্তমন্ত্র হে। যাতে ঢি-ঢি পড়ে যায়, রাতারাতি সবাই জেনে যায়—অমুক সন্ত্রাসবাদীদের নাম শুনলেই গায়ে কাঁটা দেয়। ওরা প্রকাশ্যে নরহত্যা করে ঢাকঢোল পিটিয়ে—গুপ্তহত্যা বা চুপিসাড়ে মানুষ খুন ওদের কোষ্ঠিতে লেখা নেই। বিস্ফোরণ ঘটবে, বাড়ি ভেঙে পড়বে—তবেই তো দুনিয়া জানবে এদের ক্ষমতা কী মারাত্মক!"

লেডি মেয়োও কিন্তু এই শুনে গলার স্বর চড়িয়ে ফেললেন—"কিন্তু পুলিশ কমিশনারকে লেখা চিঠিটা?"

"নিঃসন্দেহে সেটা বেকার স্ট্রিটের বাড়ির খুব কাছেই কোনও রাস্তার ড্রেনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। যাক, গ্রক্সটন লো হিপ প্রাসাদ দেখতে পাচ্ছি মনে হচ্ছে।"

এর পরের ঘটনাগুলো সব তালগোল পাকিয়ে রয়েছে আমার মনের মধ্যে। চোখের সামনে দেখেছিলাম একটা জ্যাকোবিয়ান প্রাসাদ—টানা, লম্বা, প্যারিসের মঠবাড়ির মতো। মোলায়েম লাল রঙের ইটে তৈরি। জানলাগুলোয় মোটামোটা গরাদ গাঁথা। চ্যাপ্টা ছাদ। কাঁকর বিছোনো বাগান-পথের ওপর দিয়ে সেই বাড়ি যেন বিপুল বেগে ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে। গাড়ির পাদানি থেকে পা রাখবার কম্বলগুলো ছিটকে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে। পূর্ণ সম্বিৎ ফিরে এসেছে লেডি মোয়োর। তিনি চড়া গলায় কড়া হুকুম দিয়ে যাচ্ছেন একটার পর একটা। নার্ভাস চাকরবাকররা হন্তদন্ত হয়ে ছুটছে।

তারপরেই আমি আর হোম্‌স্‌ তরতরিয়ে উঠে গেলাম একটা সিঁড়ি বেয়ে মিস ফরসাইথের পেছন পেছন। ওক কাঠের সোপানে বিছোনো পুরু কার্পেট মাড়িয়ে ঢুকলাম একটা মস্ত হলঘরে। হলঘর থেকে সরু সিঁড়ি উঠে গেছে ছাদের দিকে—সিঁড়ি না বলে মই বলা উচিত। সিঁড়িতে পা দেওয়ার আগে থমকে দাঁড়িয়ে মিস ফরসাইথের হাত স্পর্শ করল শার্লক হোম্‌স্‌।

বলল শান্তস্বরে—"আপনি থাকবেন এখানে।"

বলেই, পকেটে হাত ঢুকিয়েছিল। কানে ভেসে এসেছিল ধাতব ক্লিক শব্দ। নিমেষে বুঝেছিলাম, হোম্‌স্‌ নিজেও সশস্ত্র হয়ে এসেছে। অথচ আমাকে একদম বলেনি।

এখন বললে—"এস, ওয়াটসন।"

আমি গেলাম পেছন পেছন পা টিপে টিপে, সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে খুব আস্তে ছাদের ঠেলা দরজা ঠেলে তুলল হোম্‌স্‌।

বললে ফিসফিসিয়ে—"একদম আওয়াজ করবে না। দেখলেই গুলি চালাবে—যদি বাঁচতে চাও।"

"কিন্তু সে কোথায় জানব কি করে?"

ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা লাগল চোখেমুখে। পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলাম চ্যাপ্টা ছাদের ওপর দিয়ে। আমাদের চারপাশেই শুধু চিমনি আর চিমনি, একসঙ্গে জড়ো করা ভৌতিক চেহারার লম্বাটে ধোঁয়ার নল, হেথায় হোথায় স্তূপীকৃত ধোঁয়ায় কালো পাত্র—এ সবই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে একটা বিশাল সিসে দিয়ে তৈরি গোল গম্বুজ ঘিরে—চাঁদের আলো ঝিলমিল করছে গম্বুজের ছাদে। অনেক দূরে, যেখানে দেওয়ালের তিনকোনা ওপরদিকটায় রয়েছে ঢালু ছাদ, যে-ছাদ থেকে একটা গাছ গজিয়েছে—তার তলায় একটা কালো ছায়ামূর্তি হাঁটু-গেড়ে বসে রয়েছে চাঁদের আলোয় ধোওয়া একটা মাত্র চিমনির মাথায়।

গন্ধক-দেশলাইয়ের নীলাভ শিখা দেখতে পেলাম। তারপরেই দেখলাম হলুদ দ্যুতি, পরমুহূর্তেই শুনলাম পলাতে পোড়ার হিসহিস আওয়াজ আর চিমনির মধ্যে ঠক-ঠকাস শব্দ। হোম্‌স্‌ দৌড়োল উল্কাবেগে চিমনি, ধোঁয়ার নল আর বাজে জিনিসের স্তূপ পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে কুব্জ মূর্তির দিকে—সে তখন ছিটকে যাচ্ছে চিমনির কাছ থেকে।

"গুলি চালাও ওয়াটসন!"

একই সঙ্গে গর্জে উঠেছিল দুজনের পিস্তল। ট্রেপফের পাঙাসপানা মুখখানা ঝটকান মেরে ঘুরে গেল আমাদের দিকে। আর, ঠিক সেই মুহূর্তেই অনেকগুলো ধোঁয়ার নল সমেত চিমনিটা সাদা আগুনের নিরেট থামের ওপর দিয়ে ছিটকে গেল শূন্যে। ছাদ দুলে উঠল আমার পায়ের তলায়। আবছাভাবে মনে আছে, পাকসাট খেয়ে গড়িয়ে যাচ্ছি ছাদের ওপর দিয়ে, ভাঙাচোরা ইট হয় গায়ে পড়ছে, অথবা গোল গম্বুজের ছাদে দুমদাম আওয়াজ ঠিকরে গিয়ে ছাদে এসে পড়ছে।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলেছিল হোম্‌স্—"ওয়াটসন, জখম হয়েছো?"

"একটু যা ঘুরপাক খেয়ে গেছি তার বেশি নয়। কপাল ভাল, মুখ থুবড়ে পড়েছিলাম। নইলে—"চারপাশে স্তূপীকৃত ভাঙা চিমনি আর ধোঁয়ার নলের রাবিশ দেখিয়েছিলাম আঙুল তুলে।

ধুলো আর ধোঁয়া কুয়াশা রচনা করে ফেলেছিল। তার মধ্যে দিয়েই হাতড়ে হাতড়ে পৌঁছেছিলাম শয়তান শিরোমণির কাছে।

সিসের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা বীভৎস বস্তুটার দিকে চেয়ে বলেছিল হোম্‌স্—"ভগবানের আদালতে গিয়ে জবাবদিহি দিক। আমাদের গুলিচালনার ফলে দ্বিধা করেছিল মাত্র এক সেকেণ্ডের জন্যে—ওই একটা সেকেণ্ডই কাল হয়ে দাঁড়াল। চিমনি দিয়ে বোমা বিস্ফোরণের পুরো ধাক্কাটা নিতে হয়েছে নিজের শরীর দিয়ে। একেই বলে, নিঠুর মরণ রক্তচরণ নাচে তাথৈ তাথৈ," ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে তিক্তস্বরে—"একটু দেরি করার ফলে মক্কেলকে বাঁচাতে পারলাম না—মানুষের আদালতে এই নরপিশাচকে হাজির করতেও পারলাম না।"

বলতে বলতেই, আচমকা পাল্টে গেল মুখচ্ছবি। আঁকড়ে ধরল আমার বাহু।

"কী আশ্চর্য! চিমনির ধোঁয়া-নলগুলোই বাঁচিয়ে দিল আমাদের। কি ছিল নিচে? কি বলেছিলেন লেডি মেয়ো? মাথায় ঢাকনা আছে? ঢাকনা...ঝটপট। একদম দেরি নয়!"

ঝড়ের বেগে ঠেলে তোলা দরজা গলে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম নিচের চাতালে। অনেক দূরে উৎকটগন্ধী ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে দেখতে পেলাম দরজা ভেঙে ঝুলছে। পরমুহূর্তেই হাজির হলাম গ্র্যাণ্ড ডিউকের বেডরুমে। দৃশ্য দেখে গুঙিয়ে উঠল হোম্‌স্।

একসময়ে যা ছিল রাজকীয় অগ্নিকুণ্ড, এখন তা মুখব্যাদান করে রয়েছে—বেজায় ভারী পাথরের ঢাকনার ধ্বংসাবশেষের নিচের এবড়োখেবড়ো গহ্বরের মধ্যে দিয়ে। অগ্নিকুণ্ডের আগুন বিস্ফোরণের ধাক্কায় ঠিকরে এসেছে ঘরের মধ্যে, রক্ত-রাঙা ছাইগুঁড়ো জ্বলিয়ে দিচ্ছে কার্পেট, পোড়া গন্ধে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে তীরবেগে ছিটকে গেল হোম্‌স্, পরক্ষণেই দেখলাম, ঝুঁকে রয়েছে একটা বিধ্বস্ত পিয়ানোর পেছন দিকে।

"ঝটপট, ঝটপট, ওয়াটসন। এখনও প্রাণ আছে শরীরে। এ ব্যাপারে আমার করণীয় কিছু নেই, যা করবার তুমি করো।"

যমে-মানুষে লড়াই চলেছিল সারা রাত ধরে। ইয়ং ডিউককে ধরাধরি করে নিয়ে গেছিলাম দেওয়ালে তক্তা লাগানো একটা ঘরে। সেখানেই প্রাণ যায় যায় অবস্থা হয়েছিল ভদ্রলোকের সূর্য যখন দেখা দিয়েছে পার্কের মাথায় বিপদ কেটে গেল তখন। আচমকা ব্রেনশক সংজ্ঞাহীন অবস্থায় এনে ফেলেছিল ডিউককে: এখন তা রূপান্তরিত হলো গভীর নিদ্রায়। স্বাভাবিক ঘুম।

বললাম—"জখম হয়েছেন শুধু বাইরে—তবে হ্যাঁ, এই চোট মৃত্যুও এনে দিতে পারত। ঘুম যখন এসেছে, তখন বেঁচে গেলেন। মিস সিলিয়া ফরসাইথ হাজির থাকলেই দ্রুত সেরে উঠবেন।"

মিনিট কয়েক পরে রৌদ্রস্নাত শিশিরসিক্ত ঘাস মাড়িয়ে যখন হেঁটে চলেছি হরিণ-উদ্যান দিয়ে, শার্লক হোম্‌স্ বললে—"ছোট্ট এই কেসের বিবরণ যখন লিখবে, কৃতিত্ব দিও যথা জায়গায়।"

"কৃতিত্ব তো তোমার?"

"না, বন্ধু, না। নাটকের শেষ দৃশ্য স্বস্তির কারণ হয়েছে শুধু একটাই কারণে—আমাদের পূর্বপুরুষরা বাড়ি তৈরির শিল্পকলা ভালভাবেই রপ্ত করেছিলেন। ফায়ারপ্লেসের ওপরের পাথরের ঢাকনিটার বয়স দু-শ বছর। কিন্তু এত শক্ত যে ইয়ং ম্যানের মুণ্ডুটা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দেয়নি—বিস্ফোরণ আগলেছে বুক পেতে—নিজে ভাঙেনি। ফলে, ভাগ্য সদয় হলেন রাশিয়ার গ্র্যাণ্ড ডিউকের ক্ষেত্রে, আর সুনাম বাড়ল বেকার স্ট্রিটের শার্লক হোম্‌সের।"

❑ এই গল্পটি লিখেছেন আড্রিয়ান কন্যান ডয়াল ও জন ডিকসন কার ❑

[দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য সেভেন ক্লকস]

শঙ্কার ডঙ্কা রহস্য

এর আগেও আমি লিখেছি, গ্রেট আর্টিস্টদের মতো শুধু আর্ট নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিতে চেয়েছে শার্লক হোমস্। ক্রাইম ডিটেকশন একটা আর্ট। আপাত রক্তহীন কেস নিয়ে মগজ খাটিয়ে সুরাহা বের করবার অবকাশ যেখানে নেই, সেখানেও নির্বিকার, অলস, বিমুখ। টাকার পেছনে দৌড়য়নি—অসাধ্য সাধন করার সুযোগ পেলেই আহার নিদ্রা পর্যন্ত ভুলে গেছে। কুবের-ক্লায়েন্টদের সহজ সরল কেস নেয়নি—নির্ধনদের বিষম বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে—নিজের শরীরকে ধ্বংস করে। জটিলতার জট ছাড়িয়ে ও অপরিসীম আনন্দ পায়—ওর নিজস্ব ক্রাইম ডিটেকশনের ধারায়—সেই ওর পুরস্কার। প্রকৃতই আর্টিস্ট।

স্মরণীয় ১৮৯৫ সালের কেসপঞ্জীতে চোখ বুলোচ্ছিলাম। হোমস্ প্রাণপাত পরিশ্রম করে আর জীবনপণ করে যে কেসের হিল্লে করেছে, আমি সে সবের খসড়া লিখে রাখি আমার নোট-বইতে—এক-একটা কেস এক-একটা রত্ন—হারিয়ে যাক, আমি তা চাই না। আত্মভোলা হোমস্ অবশ্য কীর্তিলোভী নয় বলেই এই চর্চায় অনাগ্রহ দেখায়। নির্লোভ সে প্রায় সব দিক থেকেই—নিরঙ্কু রহস্যই শুধু ওকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে—তখন ও অন্য মানুষ—অতন্দ্র, ধ্যানমগ্ন, বেপরোয়া।

নোট-বইয়ে লিখে রেখেছি এই রকমই একটা কেস বিবরণ। অর্থগৃধ্নুনয় বলেই নিছক কৌতূহল বশে হোমস্ ছুটে গিয়ে জড়িয়ে পড়েছিল এমন এক শঙ্কার ডঙ্কা বাজানো রহস্যে যেখানে এক পোড়ো-পোড়ো বাড়ির মধ্যে গান গায় ক্যানারি পাখির বিরাট বাহিনী আর কড়িকাঠে থাকে ভূতের ইকড়ি মিকড়ি।

জুন মাসের প্রথম দিকে কার্ডিনাল টোসকা-র সহসা মৃত্যু নিয়ে তদন্ত সমাপন করেছিল শার্লক হোমস্। পোপ-এর বিশেষ অনুরোধেই মাথা ঘামিয়েছিল কেসটা নিয়ে। ফলে, অবর্ণনীয় ধকল গেছিল ওর স্নায়ু আর শরীরের ওপর দিয়ে। শঙ্কিত হয়েছিলাম ওর অস্থির অবস্থা আর ভগ্ন স্বাস্থ্য দেখে। আমি তো শুধু ওর বন্ধু নই—ওর মেডিক্যাল অ্যাডভাইসারও বটে। তাই দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না আমার।

জুন মাসের শেষের দিকে অঝোরধারায় বৃষ্টি পড়ছিল। চাঙা করবার জন্য হোমসকে জোর করে নিয়ে গেছিলাম নামকরা এক খানাপিনার জায়গায় ডিনার খাওয়ার জন্যে। ভালমন্দ খাওয়ার পর কফি আর সুরা নিয়ে সোফায় গা এলিয়ে দিয়েছিলাম। খানদানি জায়গাটার লম্বা লম্বা জানলার সামনে দলবদ্ধ যাযাবর টাইপের মানুষদের হাল্কা হাবভাবে দেখলাম, হোমস্ নিজেও একটু একটু করে হাল্কা হয়ে যাচ্ছে। মগজের প্রতিটি কোষ অনেক নির্যাতন সয়েছে, এখন একটু শৈথিল্যসুখ ভোগ করছে। হাতে গেলাস নিয়ে অলস নয়নে আমোদপ্রিয় মানুষগুলোকে যখন অবলোকন করে

যাচ্ছে, তখন হঠাৎ দ্যুতিময় হয়ে উঠল ওর ধূসর হীরক চোখ। চেয়ে রয়েছে দরজার দিকে।

বললে—"লেসট্রেড! এখানে কেন?"

পাতলা চেহারার ইঁদুর-মুখো স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড ডিটেকটিভকে দেখলাম দোরগোড়ায়। খুব আস্তে কৃষ্ণ চক্ষু বুলিয়ে দেখছে ঘরের প্রত্যেককে।

আমি বলেছিলাম—"হয়তো তোমাকে খুঁজছে। জরুরি কেস নিয়ে নিশ্চয় নাস্তেহাল হচ্ছে।"

"ওয়াটসন, তাহলে তো ছ্যাকড়া গাড়ি নিয়ে চলে আসত। এসেছে হেঁটে, দেখছো না বুটজুতো ভিজে গিয়ে জবজব করছে।"

পুলিশের চোখ, ঠিকই দেখে ফেলল আমাদের। ইশারায় ডাকল হোম্‌স্। ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল লেসট্রেড। বসে পড়ল ঝুপ করে।

"ব্যাপার কী?" জিজ্ঞেস করেছিল হোম্‌স্।

তাচ্ছিল্যের স্বরে লেসট্রেড বলেছিল—"স্রেফ রুটিন চেকিং। ডিউটি জিনিসটা বড় নির্দয় মিস্টার হোম্‌স্, খানাপিনার এই বোহেমিয়ান আড্ডায় বেশ কিছু বোয়াল কাৎলা রুই ধরেছি এর আগে। বেকার স্ট্রিটের ঘরে বসে আপনি যখন পরম সুখে তত্ত্ব নিয়ে স্বপ্ন দেখেন, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের এই বেচারারা তখন প্র্যাকটিক্যাল কাজ করে পায়ের সুতো ছিঁড়ে বেড়ায়। পোপ আর রাজা-রাজড়াদের প্রশস্তি কপালে জোটে না—কিন্তু পান থেকে চুন খসলেই পুলিশকর্তা আমাদের ছিঁড়ে ফালা ফালা করে দেন।"

"আরে ছ্যা।" শরীফ মেজাজে বলে গেল হোম্‌স্—"তোমার বড়কর্তারাও আমাকে খাতির করে চলেন--বেশ কয়েকটা জটিল ব্যাপারকে সরল করে দিয়েছিলাম। যেমন, রোনাল্ড অ্যাডেয়ার মার্ডার, ব্রুস-পার্টিংটন চুরি..."

"তা ঠিক, তা ঠিক," হোম্‌স্‌কে আর ফর্দ বাড়াতে দিল না লেসট্রেড। ওর কৌতুকতরলিত চোখ এড়িয়ে গিয়ে তাকাল আমার দিকে—"এবার একটা কেস এনেছি ডক্টর ওয়াটসনের জন্যে।"

"বলো কী!"

"নিশ্চয়। কমবয়সী কোনও নারী যদি ছায়া দেখে চমকে ওঠে, তাহলে সেই সমস্যার সমাধান করতে হবে তো ডক্টর ওয়াটসনকেই।"

গরম হয়ে গেলাম আমি—"লেসট্রেড, পরিহাসটা হজম করতে পারছি না।"

"ভায়া ওয়াটসন, রুখে যাও। শুনতে দাও কি ব্যাপার।"

"ব্যাপার খুবই অবাস্তব, মিস্টার হোম্‌স্। আপনার সময় নষ্ট করতে চাইনি। তারপর ভাবলাম, মাথা খাটিয়ে দু-একটা সদুপদেশ যদি দেন, তাহলে হয়তো মেয়েটার হঠকারিতা আটকানো যাবে। শুনুন তাহলে।

"লণ্ডনের ইস্টএণ্ড অঞ্চলে নদীর ধারে ডেটফোর্ডে বেশ কয়েকটা জঘন্য বস্তি আছে। কিন্তু এদের মধ্যেই আছে খানকয়েক চোখ ঠিকরে যাওয়ার মতো ব্যবসাদার বড়লোকদের বাড়ি—তৈরি হয়েছিল কয়েক শতাব্দী আগে। এই রকমই একখানা

পোড়ো-পোড়ো বাড়িতে কম করেও গত একশ বছর ধরে বসবাস করছেন উইলসন ফ্যামিলি। চীনদেশে চুটিয়ে ব্যবসা করতেন পূর্বপুরুষরা। ব্যবসা ল্যাটে ওঠে এক প্রজন্ম আগে। চলে আসেন সাবেকি বাড়িতে। হোরেসিও উইলসন তাঁর স্ত্রী, এক ছেলে আর এক মেয়েকে নিয়ে দিব্যি সংসার পেতেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন ভদ্রলোকের ভাই থিওবোল্ড। উনি থাকতেন বিদেশে। দেশে ফিরে ইস্তক রয়েছেন দাদার কাছে।

"বছর তিনেক আগে হোরেসিও উইলসনের ডেডবডি আঁকশি মেরে তোলা হয় নদী থেকে। জলে ডুবে মৃত্যু। যেহেতু অষ্টপ্রহর মদে চুরচুর হয়ে থাকতেন, তাই ধরে নেওয়া হয়েছিল, কুয়াশায় ভুল করে নদীতে পা দিয়ে ডুবে গেছেন। ওঁর স্ত্রীর হার্টের অবস্থা ভাল ছিল না। হার্ট অ্যাটাকে মারা যান এক বছর পরে। ঘটনাটা আমাদের গোচরে এসেছিল দুটো পুলিশ স্টেটমেন্টের মাধ্যমে। ডাক্তার খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার পর একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন একজন পুলিশ কনস্টেবল। দ্বিতীয় স্টেটমেন্টটা দিয়েছিল টেমস নদীর একটা বজরার নৈশ-প্রহরী।"

"স্টেটমেন্ট দুটো কি সম্পর্কে?" হোমসের প্রশ্ন।

"উইলসন ভবন থেকে নাকি হট্টগোল শোনা গেছিল। টেমস-এর পাড়ে কুয়াশার রাতে জায়গা চিনতে নিশ্চয় ভুল করেছিল। কনস্টেবল জানিয়েছে, চিৎকারটা এমনই বীভৎস যে শুনলে গায়ের রক্ত জল হয়ে যায়। লোকটাকে আমার ডিভিশনে পেলে আচ্ছা করে কড়কে দিতাম। আইনরক্ষকদের মুখ দিয়ে এই জাতীয় কথা বেরোনো উচিত নয়।"

"তখন রাত ক'টা?"

"রাত দশটা—যে-সময়ে মারা যান ভদ্রমহিলা। নির্ঘাৎ হার্ট অ্যাটাক।"

"তারপর?"

নোট-বই খুলে দেখে নিল লেসট্রেড। বললে—"খোঁজ-খবর নিয়েছি তারপরে। গত ১৭ মে মিস্টার উইলসনের মেয়ে ম্যাজিক লণ্ঠনের মজা দেখতে গেছিল বাড়ির এক দাসীকে নিয়ে। বাড়ি ফিরে দেখল, হাতলচেয়ারে মরে গিয়ে বসে রয়েছে ভাই, ফিনিয়াস উইলসন। জন্মসূত্রে মায়ের কাছ থেকে দুটি রোগ লাভ করেছিল ছেলেটা। এক, হার্টের শোচনীয় অবস্থা; দুই, রাতে ঘুম না হওয়া। এবার কিন্তু বীভৎস চিৎকার আর্তনাদের কোনও গুজব শোনা যায়নি। তবে, মরা মানুষটার মুখের ভাব দেখে স্থানীয় ডাক্তার পুলিশ ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। হার্ট ফেল করার জন্যেই যে মৃত্যু এসেছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছিল। মুখের ওই ভীষণ বিকৃতি নাকি কখনও-সখনও হার্ট অ্যাটাকের দরুন দেখা যায়। মনে হয়, ভয়ানক আতঙ্ক দেখতে পাওয়া গেছিল চোখের সামনে।"

"কথাটা ঠিক," সায় দিলাম আমি।

লেসট্রেড বললে—"মেয়েটির নার্ভ ফেলিওর। ভীষণ ঘাবড়ে গেছে। কাকার কাছে যা শুনলাম, অভিশপ্ত বাড়ি বেচে দিয়ে বিদেশে পালাতে চায়। তার দোষ দিই না, বড় ঘন ঘন মৃত্যু হানা দিচ্ছে উইলসন পরিবারে।"

"কাকা থিওবোল্ড কি বলেন?"

"আমার তো মনে হয়, কাল সকালেই তাঁর মুখ দেখতে পাবেন আপনার ঘরে। এসেছিলেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে—যদি পুলিশ বুঝিয়ে-সুজিয়ে ভাইঝিকে আটকে রাখতে পারে। বাড়ি যেন না বেচে। কিন্তু আমাদের অনেক বড় কাজ নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মেয়েদের ঠাণ্ডা করার সময় আমাদের নেই। তাই বলেছি আপনার শরণাপন্ন হতে।"

"খুবই স্বাভাবিক। গুছিয়ে বসেছিলেন একটা জায়গায়, হঠাৎ যদি ঠাঁইনাড়া হতে হয়, রোখবার চেষ্টা তো করবেনই।"

"ঠিক তা নয়, মিস্টার হোম্‌স্। ভাইঝিকে সত্যিই স্নেহ করেন উইলসন—ভাবনা তার ভবিষ্যৎ নিয়ে," দেঁতো হাসি ঝিলিক দিল ইঁদুর-মুখে—ধূর্ত শেয়ালের হাসিও বলা যায় সেই চাপা হাসিকে। বললে—"মিস্টার থিওবোল্ড লোকটাকে পার্থিব মানুষ বলা যায় না। আমার এই অ্যাডভেঞ্চার ঠাসা কর্মজীবনে অনেককে অনেকরকম অদ্ভুত ব্যবসা করতে দেখেছি। এই ভদ্রলোকের ব্যবসাটা ক্যানারি পাখি ট্রেনিং দেওয়া।"

"প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা।"

"তাই কী?" লেসট্রেডের চোখে-মুখে এমন একটা আত্মতুষ্টি প্রকাশ পেল যা দেখে গা জ্বলে গেল আমার। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললে—"মিস্টার হোম্‌স্, আপনি নিশ্চয় অনিদ্রা রোগে ভোগেন না। ভুগলে বুঝতেন, মিস্টার থিওবোল্ড উইলসন যে সব পাখিদের ট্রেনিং দেন, তারা অন্য ধরনের ক্যানারি। গুড নাইট, জেন্টেলমেন।"

ভিড় ঠেলে দরজার দিকে যখন যাচ্ছে পুলিশ ডিটেকটিভ, আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম হোম্‌স্‌কে "কথাটার হেঁয়ালি তো মাথায় ঢুকল না, বলতে চায় কী?"

"ঠারে ঠোরে জানিয়ে গেল, ও যা জানে, আমরা তা জানি না," হোম্‌স্ বললে নীরস স্বরে—"অনুমান করা মানেই আঁধার হাতড়ে বেড়ানো। এতে কোনও শান্তি নেই। বিশ্লেষণী মনকে বিভ্রান্ত করে দেয়। কাল পর্যন্ত সবুর করা যাক। তবে হ্যাঁ, পুরুতদের ঝাড়ফুঁক, মাদুলি-তাবিজ যেখানে কাজ দিলেও দিতে পারে, সেখানে মাথা গলাতে চাই না।"

বন্ধুবর বেঁচে গেল সাতসকালে কেউ না আসায়। কিন্তু আমি একটা আর্জেন্ট কেস দেখতে গেলাম একটা বাজে পাড়ায়—সঙ্গে রিভলভার নিয়ে। লাঞ্চের পর। ফিরে এসে দেখলাম, বাড়তি চেয়ার দখল করে রয়েছেন এক মাঝবয়সী চশমাপরা ভদ্রলোক। তখন বিকেল শুরু হয়েছে। আমাকে দেখেই চেয়ার ছেড়ে যখন ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াচ্ছেন, তখনি দেখলাম, ভদ্রলোক প্যাকাটির মতো রোগা। তবে মুখটা পোড়খাওয়া ঠাসা। হাবভাবও বিদগ্ধজনের মতো। ম্যাড়মেড়ে হলদেটে পার্চমেন্ট মুখখানার পরতে পরতে অজস্র আঁকিবুঁকি রৌদ্র-প্রধান দেশে বহু বছর থাকলে মুখের চামড়ার অবস্থা এই রকমই হয়।

হোম্‌স্ বলে উঠল—"ঠিক সময়ে এলে ওয়াটসন, ইনিই মিস্টার থিওবোল্ড উইলসন—যাঁর কথা কাল রাতে শুনলে লেসট্রেডের মুখে।"

হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ দিয়ে আমার করমর্দন করলেন মিস্টার থিওবোল্ড

উইলসন—"ডক্টর ওয়াটসন, অনেক শুনেছি আপনার নাম। মিস্টার শার্লক হোম্‌স্ যদি অনুমতি দেন, তাহলে বলি, ওঁর নাম জনগণের দুয়ারে পৌঁছে দেওয়ার মূলে আপনার অবদান রয়েছে বিলক্ষণ। আপনিই জানিয়ে দিয়েছেন গোটা দেশকে, এই রকম একটা জিনিয়াস রয়েছে আমাদের মধ্যে। বাড়তি লাভ হবে যদি দয়া করে আপনি সঙ্গে আসেন। ডাক্তার মানুষ তো, আপনাকে দেখলেও ভাইঝি বেচারা মনে জোর পাবে।"

হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিমায় হোম্‌স্ দেখে নিলে আমাকে। বললে—"মিস্টার উইলসনকে কথা দিয়েছি, ওঁর সঙ্গে যাব ডেটফোর্ডে। ওঁর ভাইঝি নাকি পণ করেছে, আগামী কালই গৃহত্যাগ করবে। মিস্টার উইলসন, আবার বলে নিচ্ছি, গিয়ে কিছু করতে পারব বলে মনে হয় না।"

"আপনি বড় বিনয় করেন, মিস্টার হোম্‌স্। ব্যাপারটা সরকারি পুলিশকে জানিয়েছিলাম এই আশায় যে, আমার অভাগিনী ভাইঝিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাড়িছাড়া হতে দেবে না একটাই ব্যাপার মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে—গত তিন বছরে যাই ঘটুক না কেন—সে সবের মূলে অতিপ্রাকৃত কোনও বিভীষিকা নেই। বাড়ি ছেড়ে পালানোটা স্রেফ বোকামি হবে," এই পর্যন্ত বলে একটু শুষ্ক হাসি হেসে নিলেন মিস্টার উইলসন—"ইন্সপেক্টর নিজেই বললেন আপনার দোর ধরতে। যেই রাজী হয়ে গেলাম, অমনি মুখখানা ব্যাজার করে ফেললেন।"

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে নিরুত্তাপ স্বরে বলে গেল হোম্‌স্—"তার কারণ আছে। লেসট্রেড আমার কাছে অনেক ব্যাপারে ঋণী। ওয়াটসন, মিসেস হাডসনকে বলবে একটা গাড়ি ডাকতে? যেতে যেতে বাকি কথা শুনব মিস্টার উইলসনের মুখে।"

লণ্ডন শহরের সবচেয়ে জঘন্য গ্রীষ্মদিবস ছিল সেই দিনটা। ব্ল্যাকফ্রায়ার্স ব্রীজ দিয়ে যখন গড়গড়িয়ে যাচ্ছে আমাদের ঘোড়ার গাড়ি, তখনই দেখলাম, জঙ্গলের গরম পঙ্কভূমি থেকে যেমন বিষাক্ত বাষ্প কুণ্ডলি পাকিয়ে ওঠে, সেইরকম কুয়াশা উঠছে নদীর বুক থেকে। ইস্টএণ্ডের যে, রাস্তাগুলো বেশি চওড়া, তা জমজমাট হয়ে রয়েছে দোকানপাট ব্যবসা-বাণিজ্যের দৌলতে। লোক থিকথিক করছে, মালবওয়া ঘোড়ার গাড়ি রাস্তা কাঁপিয়ে ছুটেছে। দু-পাশে বেরিয়েছে সরু সরু গলির গোলকধাঁধা। নদীর ধারে গিয়ে এই অলিগলিগুলোই দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। কে বলবে, একসময়ে এই জায়গাটাই ছিল প্রাচীন ইংল্যাণ্ডের সমুদ্র বাণিজ্যের মূল ঘাঁটি। সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য জড়ো হতো এইখানেই। লক্ষ্য করলাম, হোম্‌স্ শুধু উদাসীন নয়, একঘেয়েমির ফলে মেজাজ খিঁচড়ে বসে আছে। অগত্যা আমাকেই সৌজন্য রক্ষার খাতিরে কথাবার্তা চালিয়ে যেতে হলো।

বললাম—"শুনলাম, আপনি নাকি ক্যানারি এক্সপার্ট?"

গভীর আগ্রহের রোশনাই দীপ্যমান হলো পাওয়ারফুল লেন্সের আড়ালে মিস্টার উইলসনের দুই চোখে—"এখনও স্টুডেন্টই রয়ে গেলাম। তবে হ্যাঁ, প্র্যাকটিক্যাল রিসার্চ করে চলেছি তিরিশটা বছর ধরে। 'ফ্রিঞ্জিলা ক্যানারিয়া'দের পর্যবেক্ষণ, প্রজনন আর ট্রেনিং—এই তিনটে নিয়ে থাকলে একজন মানুষের গোটা জীবনটা চলে যায়। শুনে কি অনুকম্পা হচ্ছে আপনার? ডক্টর ওয়াটসন, জ্ঞানী-গুণী মহলেও এই বিষয়টা

নিয়ে যে ধরনের অজ্ঞতা দেখা যায়, তা দুঃখজনক। ব্রিটিশ পক্ষীবিজ্ঞান সমিতিতে ক্যানারি আয়ারল্যান্ড সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ পড়ে শুনিয়েছিলাম। তারপর যে সব প্রশ্ন শুরু হয়ে গেল, তার মধ্যে ছ্যাবলামি ছাড়া কিছু নেই।"

"ইন্সপেক্টর লেসট্রেডের কাছে শুনছিলাম, খুদে গাইয়েদের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যাপারে আপনার নাকি নিজস্ব কিছু কৃতিত্ব আছে?"

"গাইয়েই বটে! গায়ক পক্ষী! ফ্রিনজিলা ক্যানারির কানের যা ক্ষমতা, তা এই পৃথিবীর কোনও প্রাণী পায়নি। যা শুনবে, তা নকল করে নেবে হুবহু। আশ্চর্য এই শ্রবণক্ষমতাকে যদি ট্রেনিং দেওয়া যায়, তাহলে মানুষের কত উপকার হবে বলুন তো? ইন্সপেক্টর যথার্থ বলেছেন। আমার গায়ক পক্ষীদের দিয়ে স্পেশ্যাল এফেক্ট সৃষ্টি করতে পারি। স্পেশ্যাল ট্রেনিং দিয়েছি। রাত ঘনিয়ে এলেও আলো জ্বালিয়ে দিলে গলা ছেড়ে গান ধরবে।"

"অসাধারণ গবেষণা করে চলেছেন।"

"মানুষের উপকার করার জন্যে। অনিদ্রা রোগে যারা কষ্ট পায়, আমার ট্রেনিং পাওয়া পাখিরা গান গেয়ে তাদের ঘুম পাড়িয়ে দেয়। আমার ক্লায়েন্ট আছে সারা দেশে। ল্যাম্পলাইট জ্বললেই গান গেয়ে যাবে গাইয়ে পাখিরা সারা রাত ধরে—ল্যাম্পলাইট নিভিয়ে দিলেই গান থামাবে।"

"লেসট্রেড তাহলে ঠিকই বলেছে। পেশাটা আপনার অসামান্য।"

আমরা যখন কথায় নিবিষ্ট, হোম্‌স্‌ তখন অলসভাবে মিস্টার উইলসনের ভারি ছড়িটা হাতে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল।

এখন বললে—"ইংল্যান্ডে ফিরেছেন তিন বছর আগে?"

"হ্যাঁ," বললেন থিওবোল্ড।

"কিউবা থেকে?"

চোখ বড় হয়ে গেল থিওবোল্ড উইলসনের। হোম্‌সের দিকে যখন তাকালেন, দুই চোখে যেন দেখলাম চকিত সতর্কতা।

"তা ঠিক, কিন্তু জানলেন কি করে?"

"কিউবার আবলুশ কাঠ থেকে বানানো হয়েছে এই ছড়ি। সবজেটে আভা আর অসাধারণ চকচকে পালিশ শুধু কিউবা আবলুশের ছড়িতেই দেখা যায়।"

"লণ্ডনে ফেরার পরেও তো কিনে থাকতে পারি, ধরুন, আফ্রিকা থেকে ফিরে?"

"না। এই ছড়ি আপনার সঙ্গে রয়েছে বেশ কয়েক বছর ধরে।" বলতে বলতে ছড়িটাকে গাড়ির জানলার সামনে নিয়ে গেল হোম্‌স্‌—বাইরের আলোয় দেখা যায় ছড়ির চেকনাই। "এই দেখুন, হ্যাণ্ডেলের বাঁ দিকের পালিশে সমান মাপের অনেকগুলো আঁচড় পড়েছে। যদি কেউ বাঁ হাতে ছড়ি ধরেন, অর্থাৎ যিনি ল্যাটা, তাহলে তাঁর বাঁ হাতের অনামিকার আংটি ঘষটে ঘষটে যাবে ঠিক এইখানে হ্যাণ্ডল মুঠোয় ধরলেই। এই পৃথিবীতে যত রকমের নিদারুণ শক্ত কাঠ আছে, আবলুশ সে সবের মধ্যে একটি। এ কাঠের গায়ে এইরকম আঁচড় ফেলতে গেলে সোনার চাইতে

শক্ত কোনও ধাতুতে সময় নিতে হবে বহু বছর। আপনি ল্যাটা, মিস্টার উইলসন, অনামিকায় পরে আছেন রুপোর আংটি।"

"কী আশ্চর্য! এত সোজা! আমি তো ভেবেছিলাম, আপনি ম্যাজিক-ট্যাজিক জানেন। ঠিকই ধরেছেন, ব্যবসা করতাম কিউবায়। ফিরে যখন এলাম, অনেক দিনের সঙ্গী ছড়িও সঙ্গে এল। এসে গেছে উইলসন ভবন। মিস্টার শার্লক হোম্‌স্‌, নিমেষের মধ্যে যেমন আমার অতীত উদ্‌ঘাটন করে দিলেন, সেইভাবে ঝট করে আমার এই মাথামোটা ভাইঝির ভয়টা যদি ভাঙিয়ে দিতে পারেন, চিরকৃতজ্ঞ থাকব আপনার কাছে।"

গাড়ি থেকে নেমে ঢুকলাম একটা সরু গলিতে। দু-পাশে নোংরা বাড়ির সারি। গলি নিশ্চয় নেমে গেছে নদীর দিকে। কেননা, হলদেটে কুয়াশা উঠে আসছে সেইদিক থেকে। একপাশে উঁচু, ভাঙা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, হেলে পড়া লোহার গেটওলা একটা মান্ধাতার আমলের মস্ত বাড়ি—সামনে রয়েছে লাগোয়া বাগান।

গেট পেরিয়ে বাগানের রাস্তায় যখন উঠলাম, থিওবোল্ড উইলসন বললেন—"একটা সময়ে সুদিন ছিল এই বাড়ির। এখন বয়স হয়েছে। পিটার দ্য গ্রেট যখন এসেছিলেন 'স্কেলস কোর্টে' থাকবার জন্যে, এই বাড়ি তৈরি হয়েছিল তখন। ওপরের জানলা থেকে তাঁর জঙ্গল হয়ে যাওয়া বাগান দেখা যায়।"

সাধারণত, পরিবেশ আমার মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। সেদিন কিন্তু মুষড়ে পড়েছিলাম বিষাদ-ভারাক্রান্ত সম্মুখ-দৃশ্য দেখে। বাড়িটা খানদানি সন্দেহ নেই—আভিজাত্য ঘেরা। আকারেও বিরাট। কিন্তু সারা গায়ে যেন দাগড়া দাগড়া ঘা আর খোসপাঁচড়ার দাগ—জলহাওয়ার দাপটে পলস্তারা খসে খসে পড়ে যাওয়ার ফলে বেরিয়ে পড়েছে। ছ্যাতলা পড়া সেকেলে ইঁট। লম্বা লম্বা শুঁড় বের করে একটা দেওয়ালকে জাপটে ধরে রয়েছে আইভির জঙ্গল। উঠে গেছে ছাদ পর্যন্ত চিমনি পৌঁচিয়ে।

ঝোপঝাড় আর কাঁটাগাছে ভরে গেছে বাগান। গোটা জায়গা জুড়ে ভাসছে ছাতাপড়া বাসি দুর্গন্ধ—যে গন্ধ ভেসে আসছে নদী থেকে।

ছোট্ট একটা হলঘরের মধ্যে দিয়ে আরামদায়ক ফার্নিচার দিয়ে সাজানো ড্রইংরুমে আমাদের নিয়ে গেলেন থিওবোল্ড উইলসন। লেখবার টেবিলে বসে কাগজ বাছছিল একটি মেয়ে। মুখে ফুট-ফুট দাগ। চুলের রঙ তামাটে। আমরা ঘরে ঢুকতেই তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল।

পরিচয় করিয়ে দিলেন থিওবোল্ড—"ইনি মিস্টার শার্লক হোম্‌স্‌, আর ইনি ডক্টর ওয়াটসন।—আমার ভাইঝি জ্যানেট। অহেতুক ভয়ে মরছে, ওর ভয় কাটিয়ে দিন।"

আমাদের দিকে মেয়েটির এগিয়ে আসার মধ্যে কিন্তু ভয়ের লেশমাত্র দেখলাম না। তবে লক্ষ্য করলাম, ঠোঁট কাঁপছে থরথর করে নার্ভাস টেনশানের দরুন। বাগাড়ম্বর না করে বললে সোজাসুজি—"কালই চলে যাচ্ছি, কাকা। এঁরা আমার মত পালটাতে পারবেন না। দুঃখ আর ভয় ছাড়া এখানে কিছু নেই। ভয়টাই বেশি।"

"কিসের ভয়?"

"সেইটাই তো বোঝাতে পারছি না। ছায়া দেখলে চমকে উঠি। খুট খুট আওয়াজ শুনলে সিঁটিয়ে যাই।"

মিস্টার উইলসন বললেন—"টাকা-পয়সা আর বাড়ির মালিকানা যখন পেয়েছিস, শুধু ছায়ার ভয়ে বাপ-পিতামহের ভিটে ছেড়ে পালাবি? লোকে বলবে কি? বড় হয়েছিস, বুদ্ধি হয়নি?"

মমতা মাখানো গলায় হোম্‌স্ বললে—"ইয়ং লেডি, আমরা এসেছি তো আপনাকে সাহায্য করতে, আপনার ভয় কাটিয়ে দিতে। হঠকারিতার পরিণাম সব সময়ে শুভ হয় না।"

"মেয়েদের একটা স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি থাকে। হাসছেন?"

"মোটেই না। বরং, মানছি। অনেক সময়ে তার মধ্যেই থাকে নিয়তির ভাবী নিশানা, ভবিষ্যতের পথনির্দেশ। এগোনো সমীচীন, না দাঁড়িয়ে থাকাই সমীচীন। সে যাক, এসেছি যখন, বাড়িটা একটু ঘুরিয়ে দেখাবেন না?"

"চমৎকার বলেছেন!" খুশিতে ফেটে পড়লেন থিওবোল্ড উইলসন—"আয়, জ্যানেট। এবার চম্পট দেবে তোর ছায়া আতঙ্ক আর শব্দ আতঙ্ক।"

দল বেঁধে গেলাম একতলার ঘরে ঘরে সব ঘরই আসবাবপত্রে ঠাসা।

সিঁড়ির কাছে পৌঁছে জ্যানেট বললে—"এবার যাবো শোবার ঘরগুলোয়।"

হোম্‌স্ বললে—"মদ, কাঠ, কয়লা রাখবার পাতাল ভাঁড়ার ঘর নেই? পুরোনো বাড়ি তো।"

"আছে বইকি। কিন্তু বেশি কাজে লাগে না। থাকে শুধু কাঠ আর পাখির বাক্স—কাকার। আসুন এদিকে।"

পাথর দিয়ে তৈরি পাতাল-কুঠরির মধ্যে যেন চাপ চাপ বিষাদ জমে আছে। একদিকে রয়েছে গাদা করা কাঠ, আর একটা পেটমোটা ওলন্দাজ স্টোভ। লোহার পাইপ স্টোভ থেকে উঠে কড়িকাঠ ফুঁড়ে চলে গেছে। দূরের একটা কোণ জুড়ে রয়েছে জল গরমের এই যন্ত্র। কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে কাচ দিয়ে মোড়া একটা দরজা খুলতেই দেখা গেল শ্রীহীন বাগান—পাথর বাঁধাই চাতাল বেয়ে নেমে এল ক্ষীণ আলো। বাতাসে ভাসছে সোঁদা গন্ধ। হোম্‌স্ হঠাৎ তন্ময় হয়ে গেল গন্ধ শোঁকার ব্যাপারে। আমিও শুঁকলাম। কাছেই নদী রয়েছে। সেখানকার জলো বাতাস আসছে এখানেও।

হোম্‌স্ বললে—"টেমস-এর পাড়ে বাড়ি থাকলে ইঁদুরের উপদ্রব হয়। এখানেও হয় নাকি?"

"হতো। কাকা এদের সব বিদেয় করেছে।"

হোম্‌স্ মেঝের দিকে কেন চেয়ে রয়েছে, তা দেখতে গিয়ে দেখলাম পিঁপড়ে বাহিনী। স্টোভের তলা থেকে লাইন দিয়ে বেরিয়ে মেঝের ওপর দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলে যাচ্ছে বাগানে। বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ছোট্ট ছোট্ট কণা। ছড়ি দিয়ে দেখিয়ে হোম্‌স্ বললে—"দেখে শেখা উচিত। আমরা যতটা খাই, তার তিন গুণ সাইজের ডিনার টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে। এদের কাছে শেখা উচিত ধৈর্য, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা।"

চুপ মেরে গিয়ে চিন্তানিবিড় চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল মেঝের দিকে। বললে আপন মনে –"উচিত শিক্ষা।"

শক্ত হয়ে গেল মিস্টার উইলসনের ঠোঁট—"সামান্য ব্যাপার, কিন্তু ভাবছেন বেশি। ডাস্টবিনে গিয়ে নোংরা ফেলার মেহনৎ বাঁচাতে চাকর-বাকর নোংরা ফেলে স্টোভের মধ্যে। পিঁপড়ের দঙ্গল সেই কারণেই।"

"তাই বুঝি, ডালায় তালা মেরে রেখেছেন?"

"রাখতে হয়। চান তো, চাবি নিয়ে আসছি। চান না? বেশ। তাহলে চলুন, বেডরুমে যাওয়া যাক।"

ওপর তলায় গিয়ে হোম্‌স্ বললে জ্যানেটকে—"ভাই যে-ঘরে মারা গেছে, সেই ঘরটা দেখব।"

একটা দরজা খুলে দিয়ে বললে মিস উইলসন—"এই ঘরটা।"

বেশ বড় ঘর। ফার্নিচারের মধ্যে আছে রুচি আর বিলাসিতা। দেওয়ালের দুটো গভীর কুলুঙ্গিতে বসানো দুটো জানলা দিয়ে আসছে আলো। দুই জানলার মাঝে বসানো রয়েছে আর একটা পেটমোটা স্টোভ। ঘরের হলুদ রঙের সঙ্গে যাতে মানিয়ে যায়, তাই হলুদ রঙের টালি বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্টোভের পাইপ থেকে ঝুলছে একজোড়া পাখির খাঁচা।

হোম্‌স্ বললে—"পাশের এই দরজা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায়?"

"আমার ঘরে," বললে জ্যানেট—"আগে থাকত আমার মা।"

বেশ কয়েক মিনিট তন্ময়ভাবে ঘরময় পাক দিল হোম্‌স্।

তারপর বললে—"আপনার ভাইয়ের দেখছি রাত জেগে পড়াশুনোর অভ্যেস ছিল।"

"ঘুম আসত না যে। কিন্তু আপনি কি করে—"

"খুব সহজে। আর্ম-চেয়ারের ডানদিকের কার্পেটে মোমবাতির ফোঁটা ফোঁটা মোম জমে রয়েছে। কিন্তু একি! একি দেখছি?"

জানলার ধারে গিয়ে থমকে গেছে হোম্‌স্। ওপরের দেওয়াল দেখছে সূচাগ্র চোখে। পরক্ষণেই লাফিয়ে উঠে গেল গোবরাটে। হাত বাড়িয়ে দিয়ে আলতো করে আঙুলের ডগা বুলিয়ে নিল পলস্তারার কয়েক জায়গায়। নেমে যখন এল তখন ভ্রূকুঞ্চনের মধ্যে লক্ষ্য করলাম বিমূঢ় ভাব। গোল হয়ে চর্কিপাক দিতে লাগল ঘরময়। শিবনেত্র হয়ে চেয়ে রইল কড়িকাঠের দিকে।

বললে আপনমনে—"অত্যাশ্চর্য!"

তোৎলা হয়ে গেল জ্যানেট—"কী...কী দেখছেন, মিস্টার হোম্‌স্?"

"ফুলের ডাঁটার পাশে চাকার মতো যেরকম প্যাঁচ থাকে, শামুকের খোলায় যেরকম গোল-গোল দাগ থাকে, সেইরকম চাকা-চাকা দাগ আর লাইন দেখছি ওপর দিকের দেওয়ালে আর পলস্তারায়।"

যেন বিষম লজ্জায় পড়ে গেলেন মিস্টার উইলসন—"আর বলেন কেন! হারামজাদা আরশুলাদের জ্বালায় অস্থির হয়ে গেলাম। পায়ে করে ময়লা টেনে নিয়ে যাচ্ছে

যেখানে সেখানে। জ্যানেট, তোকে কতবার বলেছি, উঁকর-বাঁকরদের একটু শাসন কর। মিস্টার হোমস্, আবার কি হলো?"

পাশের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল হোমস্। পাল্লা খুলে ভেতরে উঁকি দিয়ে ফের গিয়ে দাঁড়াল জানলার সামনে।

বললে—"বৃথাই এলাম। কুয়াশা যেভাবে ঠেলে উঠছে, এবার বিদায় নেওয়া দরকার। এরাই কি আপনার সেই বিখ্যাত ক্যানারি?" স্টোভের ওপর ঝোলানো খাঁচাগুলো দেখাল হোমস্।

"ওগুলো নিছক নমুনা। আসুন এদিকে।"

গলিপথ দিয়ে আমাদের নিয়ে গিয়ে একটা দরজা খুলে দিলেন মিস্টার উইলসন।

"দেখুন!"

ঘরটা অবশ্য ওঁরই শোবার ঘর। কিন্তু আমার সমস্ত পেশাগত জীবনে এরকম বেডরুমে কখনও ঢুকিনি। মেঝে থেকে কড়িকাঠ পর্যন্ত বোঝাই পাখির খাঁচায়। সোনালী পালকের ছোট্ট ছোট্ট গাইয়েরা সুরের ইন্দ্রজাল রচনা করে চলেছে ঘরময়।

"দিনের আলোই হোক, কি লণ্ঠনের আলোই হোক—ওদের কাছে সব সমান," বলেই ডাক দিলেন "ক্যারী! ক্যারী!" সঙ্গে সঙ্গে শিস দিয়ে গেয়ে গেলেন অনবদ্য একটা সুর যে-সুর আমার চেনা।

'ক্যারী' নামধারী খুদে বিহঙ্গ অবিকল্প সুর তুলে নিল গলার মধ্যে—শুনিয়ে দিল আমার মধ্যে।

বললাম সবিস্ময়ে—"চাতক পাখির গান!"

"ঠিক ধরেছেন। সোজা আকাশে ওঠার সময়ে এই গান গেয়েই বিখ্যাত হয়েছে ভরত পক্ষী। আগেই বললাম না, 'ফ্রিনজিলা' নকল করতে পারে হুবহু—যদি ঠিকমতো ট্রেনিং দেওয়া যায়।"

"কিন্তু এই সুরটা তো চিনতে পারছি না," হঠাৎ কয়েকটা পাখি শিস দিয়ে উঠেছিল খুব মিহি গলায়, সুর চড়ছিল একটু একটু করে—গা শিউরোনো অদ্ভুত সুর।

খাঁচাটার ওপর ঝপ করে একটা তোয়ালে চাপা দিয়ে দিলেন মিস্টার উইলসন।

বললেন—"নিরক্ষীয় অঞ্চলের রাতের পাখির গান ওদের নাম 'পেপেরিনো'। একটু শাস্তি দিলাম। দিনের আলোয় দিনের গান গাওয়ার শিক্ষা দিই আমি—রাতের গান দিনের বেলা কেন?"

এই সময়ে হোমস্ বললে—"স্টোভের বদলে এই ঘরে দেখছি খোলা ফায়ারপ্লেস রেখেছেন নিশ্চয় ঠাণ্ডা হাওয়ায় দাপট এই ঘরেই বেশি।"

"সেরকম অবশ্য লক্ষ্য করিনি। আরে, কুয়াশা তো বেড়েই চলেছে। মিস্টার হোমস্, ফিরতে বেশ কষ্ট পাবেন।"

"তাহলে এখুনি রওনা হওয়া যাক।"

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে হলঘরে যখন দাঁড়িয়েছি, টুপি এনে দিলেন মিস্টার উইলসন।

জ্যানেটের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে খুব আস্তে বললে হোম্‌স্—"আগে যা বলেছি, তা খেয়াল রাখবেন। মেয়েদের সহজাত অনুভূতিতে আমার বিশ্বাস আছে। চোখে দেখা না গেলেও সত্য অনেক সময়ে টের পাওয়া যায়। গুড নাইট।"

বাগানের পথ মাড়িয়ে গেলাম ঘোড়ার গাড়ির দিকে। দাঁড়িয়েছিল আমাদের ফেরার পথ চেয়ে। আলো টিম টিম করছে ক্রমশ উঠে আসা কুয়াশার দাপটে।

গাড়ি ছুটল পশ্চিম দিকে রাস্তা কাঁপিয়ে। জঘন্য রাস্তা। তার ওপর দপদপ করছে গ্যাস ল্যাম্পের আলো। দু'পাশে অসংখ্য ভাটিখানা। ফুটপাতে হলুদ কুয়াশা এত ঘন হয়ে উঠেছে যে পথচারীদের দেখে মনে হচ্ছে যেন প্রেতমূর্তি। আগাগোড়া কিন্তু নিশ্চুপ হয়ে বসে রইল হোম্‌স্।

তাই বলেছিলাম—"না বেরোলেই পারতে। একে তো শরীরের বারোটা বাজিয়ে বসে আছো। তার ওপর খামোকা বাড়তি ধকল।"

"মানছি, ওয়াটসন। উইলসন ফ্যামিলির ব্যাপারে মাথা না দিলেই পারতাম। এনার্জির অপচয়। তবুও কি জানো, কোথাও একটা গোলমাল আছে। ধরি-ধরি করেও ধরতে পারছি না।"

"পৈশাচিক অথবা নারকীয় অথবা বীভৎস কিছুই তো চোখে পড়ল না। বরং বেশ গান শুনে এলাম।"

"একই অবস্থা আমারও। অথচ মাথার মধ্যে যে-কটা পাগলা ঘন্টি আছে, সবগুলো একসঙ্গে বেজে চলেছে। ফায়ারপ্লেস কেন, ওয়াটসন, ফায়ারপ্লেস কেন? অন্য বেডরুমগুলোয় স্টোভ থেকে যে পাইপ উঠেছে, সেইসব পাইপের কানেকশন আছে পাতাল ঘরে রাখা পাইপের সঙ্গে। লক্ষ্য করেছো?"

"একটা বেডরুমে লক্ষ্য করেছি।"

"আরে না। একই ব্যবস্থা আছে পাশের ঘরেও—যে ঘরে মারা গেছেন জ্যানেটের মা।"

"ঘর গরম রাখার সাবেকি ব্যবস্থা—এর মধ্যে গলদ তো কিছু দেখছি না।"

"কড়িকাঠের দাগগুলো?"

"ধুলো নয়, ভুসোকালির গোল গোল দাগ।"

"ভুসোকালি! ভুল দেখেছো, হোম্‌স্।"

"নাহে, ছুঁয়ে দেখেছি, গন্ধ শুঁকেছি, খুঁটিয়ে চোখ চালিয়েছি। কাঠ-ভুসোর ছোট ছোট দাগ আর রেখা।"

"সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক ব্যাখ্যা নিশ্চয় একটা আছে।"

কিছুক্ষণ আবার সব চুপচাপ। শহরের কাছে চলে এসেছে ঘোড়ার গাড়ি। জানলার কাচের মধ্যে দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছি। কাচ আবছা হয়ে এসেছে আর্দ্রতায়। আঙুল ঠুকে চলেছি কাচের ওপর আপন মনে। এমন সময়ে চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল বন্ধুবরের অকস্মাৎ বিস্ময়চকিত টিপ্পনীতে। চোখ বড় করে তাকিয়ে রয়েছে আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে।

অস্ফুট স্বরে শুধু বললে –"কাচটা দেখো।"

ধোঁয়াটে হয়ে আসা কাচের ওপর আমার আঙুল ঠোকার ফলে জাগ্রত হয়েছে কতকগুলো গোল গোল দাগ আর লাইন। জড়িয়ে-মড়িয়ে গেছে আমি এলোমেলো ভাবে আঙুলের কসরৎ দেখিয়েছিলাম বলে।

ধাঁই করে নিজের কপাল চাপড়ে নিয়েই ঝনাৎ করে পাশের জানলাটা খুলে ফেলল হোম্‌স্। মুখ বাড়িয়ে হেঁকে অর্ডার দিল গাড়োয়ানকে। ঘুরে গেল ঘোড়ার গাড়ি। ছিপটির মার খেয়ে ঘোড়া ছুটল যে পথে এসেছিল—সেই পথে। রাস্তার অন্ধকার ততক্ষণে আরও ঘন হয়েছে।

কোণে হেলে বসল হোম্‌স্। বিষম আক্ষেপের স্বরে বলে গেল—"ওয়াটসন, ওয়াটসন, আমরা তো সেরকম অন্ধ নই। অন্যের চোখে যা অদৃশ্য থেকে যায়, আমাদের চোখে তা দৃশ্যমান হয়। প্রত্যেকটা বাস্তব বিষয় ছিল তো চোখের সামনে—প্যাট প্যাট করে চেয়েছিল আমার দিকেই—অথচ আমার যুক্তি জাগ্রত হয়নি।"

"কি-কি বাস্তব বিষয়?"

"মোট ন-টা আছে। চারটের কথা বলাই যথেষ্ট। কিউবা থেকে এক ভদ্রলোক এসেছেন। তিনি অদ্ভুতভাবে ট্রেনিং দেন ক্যানারি পাখিদের। নিরক্ষীয় নৈশ-পক্ষীদের এক জানেন। নিজের শোবার ঘরে ফায়ার প্লেস রাখেন। শয়তানি তো এইখানেই, ওয়াটসন। দাঁড়াও, দাঁড়াও।"

দুই রাস্তার মোড়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিল হোম্‌স্। দোকানপাটে জমজমাট মোড়। রাস্তার আলো ঠিকরে যাচ্ছে বন্ধকী কারবারের দোকানের সামনে ঝোলানো সোনালি বল থেকে। লাফিয়ে নেমে গেল হোম্‌স্। ফিরে এল মিনিট কয়েক পরেই। গড়ালো গাড়ির চাকা।

খুক-খুক করে হেসে বললে—"কপাল ভাল, শহরের মধ্যে ছিলাম। ইস্টএণ্ডের বন্ধকী দোকানে কিন্তু গলফ-ক্লাব পেতাম না।"

"একী!" বলেই, চুপ মেরে গেলাম বস্তুটা আমার হাতে হোম্‌স্ গুঁজে দিতেই বেশ ভারি একটা গলফ-ক্লাব। একদিক চ্যাটালো। সেই প্রথম গা শিরশির করে উঠেছিল আমার অজানিত আশঙ্কায়। বুঝতে পারছি না কেন একটা নারকীয় আতঙ্ক শিহরণ জাগিয়ে চলেছে আমার প্রতিটি লোমরন্ধ্রে।

ঘড়ি দেখে নিয়ে হোম্‌স্ বললে—"এখনও হাতে সময় আছে হে। একটা স্যাণ্ডউইচ আর এক গেলাস হুইস্কি খেয়ে নেওয়া যাক ভাটিখানায়।"

সেন্ট নিকোলাস চার্চের ঘড়িতে যখন দশটা বাজছে, তখন আমরা আবার ঢুকলাম দুর্গন্ধময় বাড়িটায়। কুয়াশা-ঘেরা বিষণ্ণ বাড়ির ওপরতলার জানলায় একটা আলো জ্বলছিল মিটমিট করে।

হোম্‌স্ বললে—"মিস উইলসনের ঘর। বাড়ির সবাইকে ডাকাডাকি না করে খানকয়েক নুড়ি ছোঁড়া যাক জানলা টিপ করে।"

তাই করলাম। প্রায় খটাস করে খুলে গেল জানলার পাল্লা।

ভয়ে কাঁপা গলার আওয়াজ ভেসে এল নিচে—"কে? কে ওখানে?"

"আমি শার্লক হোম্‌স্," নরম গলায় বললে বন্ধুবর—"মিস উইলসন, এক্ষুণি কথা বলা দরকার আপনার সঙ্গে। ভেতরে ঢোকার কোনও ছোট দরজা আছে?"

"আপনার বাঁদিকে আছে। কিন্তু হলো কী?"

"এখুনি নেমে আসুন। কাকাকে বলবেন না।"

বাঁ দিকে একটু হাঁটতেই পেয়ে গেলাম দরজা ততক্ষণে মিস উইলসনও নেমে এসেছে। পরনে ড্রেসিং গাউন। চুল এলো করা কাঁধের ওপর। হাতে মোমবাতি। চোখ ভয়চকিত। ছায়া কাঁপছে আর নাচছে পেছনের দেওয়ালে।

বললে দম আটকানো গলায়—"কী হয়েছে?"

হোম্‌স্ বললে—"আমার কথামতো যদি চলেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। কাকা কোথায়?"

"শোবার ঘরে।"

"চমৎকার। আমি আর ডক্টর ওয়াটসন থাকব আপনার ঘরে—আপনি চলে যাবেন আপনার ভাইয়ের শোবার ঘরে। যদি প্রাণে বাঁচতে চান—ঘর ছেড়ে বেরোবেন না।"

"ভয় ধরিয়ে দিলেন!"

"নির্ভয়ে থাকুন—আপনাকে আগলাব আমরা। দুটো প্রশ্ন করছি। প্রথম প্রশ্ন ঃ আজ সন্ধ্যায় আপনার ঘরে এসেছিলেন কাকা?"

"এসেছিল। 'পেপেরিনো' পাখি ঝুলিয়ে দিয়ে গেল অন্য পাখিদের পাশে—খাঁচায়। বললে, এই রাতটাই তো থাকবি এই বাড়িতে, তাই যতটা পারি গান শুনিয়ে দিই।"

"শেষ রজনীর সঙ্গীত। ভালো! দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ মা আর ভাইয়ের মতো কি অনিদ্রা আর হৃদরোগে ভোগেন?"

"হ্যাঁ। হার্টের অবস্থা খুব খারাপ। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে।"

"চলুন, পা টিপে টিপে ওপরে যাওয়া যাক। আপনি ঢুকবেন লাগোয়া ঘরে। এস, ওয়াটসন।"

মোমবাতির আলোয় মার্জার চরণে উঠে গেলাম ওপরতলায়। হোম্‌স্ যে-ঘরটা দেখে গেছে, ঢুকলাম সেই ঘরে। লাগোয়া ঘরে টুকটাক জিনিস আনতে গেল জ্যানেট। ঘরময় চক্কিপাক দিয়ে খাঁচা দুটোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল হোম্‌স্। তোয়ালের খোল তুলে ভেতরে উঁকি দিল। খুদে গায়করা নিদ্রামগ্ন।

লক্ষ করলাম, হোম্‌সের মুখ গ্র্যানাইট কঠিন হয়ে উঠেছে। কথাও বলল পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকির শব্দে—"দুর্জনের মগজে যখন মৌলিক ফন্দী খেলে, তখন তাকে মেপে ওঠা যায় না।"

ফিরে এল মিস উইলসন। তার শোবার ব্যবস্থা ঠিকঠাক হয়েছে কিনা দেখে নিয়ে হোম্‌স্ আর আমি চলে এলাম পাশের ঘরে—পৌঁছে দিয়ে এল জ্যানেট। ঘরটা ছোট। আরামে থাকার মতো আসবাব দিয়ে সাজানো। জ্বলছে একটা রুপোর তেল-ল্যাম্প। টালি দিয়ে বাঁধানো ওয়ার্মিং-স্টোভের ঠিক ওপরে ঝুলছে একটা খাঁচা। ভেতরে রয়েছে তিনটে ক্যানারি আমরা ঘরে ঢুকতেই গান থামিয়ে সোনালি ঘাড় বেঁকিয়ে দেখছে আমাদের।

দুজনে বসলাম দুটো চেয়ারে।

হোমস্ বললে ফিস ফিস করে—"আধঘণ্টা বসে থাকা যাক হাত-পা এলিয়ে। আলোটা নিভিয়ে দাও।"

"কিন্তু আতঙ্ক রয়েছে যে অন্ধকারেই।"

"কোনও আতঙ্ক নেই অন্ধকারে।"

"আমার কাছে অন্তত একটু পেট আলগা হতে পারছ না? একটা কিছু নষ্টামি করানো হচ্ছে পাখিদের দিয়ে, তা তুমি জেনেছো। কিন্তু শুধু ল্যাম্পের আলোয় কী বিপদ আসতে পারে, তা কিন্তু বলছো না।"

"ওয়াটসন, নিজস্ব একটা আইডিয়া খাড়া করে নিয়েছি। একটু ধৈর্য ধরে দেখাই যাক না। একটা ব্যাপারে শুধু তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্টোভের মাথায় ওই যে কব্জা দেওয়া ঢাকনিটা রয়েছে ফুটোর ওপর—যে ফুটো দিয়ে শিক ঢুকিয়ে স্টোভ খোঁচানো হয়—নজর রেখো ওইদিকে।"

"গোলমাল তো কিছু দেখছি না। স্বাভাবিক ব্যাপার।"

"দেখলে তাই মনে হয়। একটু তলিয়ে ভাবো। লোহার স্টোভের খুঁচোনোর ফুটোয় টিনের ঢাকনি থাকবে কেন?"

"কী সর্বনাশ। এই উইলসন লোকটা তাহলে ইণ্টার-কানেকটিং পাইপ দিয়ে পাতালঘরের স্টোভ থেকে মারাত্মক বিষ গ্যাস পাঠিয়ে দিচ্ছে ঘরে ঘরে আত্মীয়-স্বজনদের খতম করে সম্পত্তির মালিক হওয়ার মতলবে? সেইজন্যেই নিজের ঘরে রেখেছে ফায়ারপ্লেস?"

"কাছাকাছি গেছ। তবে, মিস্টার উইলসনকে তুমি যতটা ভোঁতা ভাবছ, তা নয়। অনেক সূক্ষ্ম। নিপুণ খুনী হতে গেলে দুটো গুণ থাকা দরকার—হৃদয়হীনতা আর কল্পনাশক্তি। এবার লক্ষ্মী ছেলের মতো আলোটা নেভাও। হাত-পা একটু ঢিলে দাও। আমার যুক্তির সোপান যদি সঠিক হয়, তাহলে আজ রাতেই হবে আমাদের নার্ভের শক্তির পরীক্ষা। কাল ভোরের আলো দেখা নির্ভর করছে এই পরীক্ষায় পাশ করার ওপর।"

আলো নিভিয়ে দিয়ে বসে রইলাম অন্ধকারে। রিভলভারটা সঙ্গে থাকার ফলে মনে অনেকটা জোর পাচ্ছিলাম। কর্নেল সিবাসটিয়ান মোরান-এর সঙ্গে টক্করের পর থেকেই পকেটে রিভলভার নিয়ে বেরই—বিশেষ করে যখন খারাপ পাড়ায় রুগী দেখার ডাক পড়ে। বসে বসে ভাবছিলাম, হোমস্ কিসের ইঙ্গিত দিয়ে গেল ওর কথার মধ্যে; কিন্তু ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ায় চিন্তায় আবিলতা এসে গেল একটু পরেই—ঢুলুনি শুরু হয়ে গেছিল সঙ্গে সঙ্গে।

কানের কাছে শুনেছিলাম হোমসের ফিসফিসানি—"ওয়াটসন, একটু ডিসটার্ব করছি। ডিউটির ডাক এসেছে।"

"কি করতে হবে, তাই বলো।"

"শোনো। কান খাড়া করে গান ধরেছে-'পেপেরিনো'।"

শঙ্কার ডঙ্কা বাজানো সেই মুহূর্তগুলোর স্মৃতি আমার মনের পটে চিরকাল থেকে

যাবে। ল্যাম্পের শেড হেলিয়ে দিয়েছিল হোমস্, আলো গিয়ে পড়েছিল বিপরীত দেওয়ালে- জানলা আর টালি দিয়ে বাঁধানো বিরাট স্টোভ-এর ওপর—স্টোভের ওপর ঝোলানো খাঁচাটার ওপর। কুয়াশা আরও নিবিড় হয়েছে। ল্যাম্পের আলো জানলার কাচ ভেদ করে গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে বাইরের দ্যুতিময় মেঘপুঞ্জে। এই মেঘ কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে যেন ফুটে চলেছে জানলার কাচের সার্সির ওপর। আসন্ন আতঙ্কের পূর্বাভাস আমার মনের আনাচে কানাচে ছায়া বিস্তার করে চলেছে। পরিবেশ কিন্তু মনকে বিষাদ ভারাক্রান্ত হতে দিচ্ছে না—কেননা, ক্যানারিদের খাঁচা থেকে ভেসে আসছে অদ্ভুত, রোমহর্ষক শব্দলহরী—কখনও উচ্ছ্বসিত, কখনও স্তিমিত। কম্পমান সেই বিহঙ্গ-কূজন কখনও খাদে নেমে গিয়ে গলার মধ্যে সুরের আবর্ত রচনা করছে, তারপর আস্তে আস্তে উদারা, মুদারা ছড়িয়ে তারায় পৌঁছে একটি মাত্র তন্ত্রী ঝঙ্কারে ঘরময় সহস্র নিক্কণ-ধ্বনির সম্মিলিত মোহাবেশ সৃষ্টি করে চলেছে। সম্মোহনের যাদু নিহিত সেই সুরসপ্তক মুহুর্মুহু উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে, লোমকূপে লোমকূপে যুগপৎ শিহরণ আর মরণের হাতছানি সঞ্চারিত করে দিয়ে, স্নায়ু কাঁপে তুলছে সর্ব অঙ্গ। বর্তমান যেন মুছে যাচ্ছে, মন ধেয়ে যেতে চাইছে জানলার কাচের বাইরে ঘুরপাক-খাওয়া ওই কুহেলীরাশির অভ্যন্তরে—সে কুহেলী যেন পুঞ্জাকারে অবস্থান করছে বিদেশীয় কোনও বনাঞ্চলের গহনে। হারিয়ে ফেলেছিলাম সময়ের হিসেব। আচমকা সুরের মায়াজাল বিস্তার করা বন্ধ করে দিল খুদে পাখিরা। ঘরজোড়া সূচীভেদ্য নৈঃশব্দ্য। বুঝি শ্বাসরোধের পরিস্থিতি এনে দিল। ফিরে এলাম বাস্তব জগতে। দৃষ্টি চালনা করেছিলাম ঘরের অপর প্রান্তে। নিমেষে যেন তড়িতাহত হলাম। হৃৎপিণ্ডের অকস্মাৎ উত্তাল অবস্থা কাটিয়ে দিল আমার মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থা।

একটু একটু করে ওপর দিকে উঠছে স্টোভের ঢাকনি।

আমার বন্ধুবর্গ জানে, আমার স্নায়ু দুর্বল নয়। সহজে বিচলিত হবার পাত্র আমি নই। আমি ভীতু নই, সহজে ঘাবড়ে যাই না, তা সত্ত্বেও স্বীকার করছি, রজনীর সেই ত্রাহস্পর্শ যোগে চেয়ারের দুই হাতল সবলে খামচে ধরে আমি বিস্ফারিত চাহনি নিক্ষেপ করেছিলাম অতীব বীভৎস এক আগন্তুকের পানে যার শনৈঃ শনৈঃ উত্থান ঘটে চলেছিল ফুটোর বাইরে। স্বীকার করছি, কয়েকটা মুহূর্ত সম্পূর্ণ পঙ্গু অবস্থায় আসীন ছিলাম চেয়ারে।

টিনের ঢাকনিটা ইঞ্চি খানেকের মতো হেসে ঠেলে উঠেছে, সেই ফাঁক দিয়ে হলদেটে, কাঠির মতো কয়েকটা জিনিস কিলবিল করছে, থাবা মেরে, আঁচড়ে-আঁচড়ে ফুটোর ওপরটা খামচে ধরবার প্রয়াস পাচ্ছে। পরের মুহূর্তেই বিদ্যুৎবেগে, বস্তুটা বেরিয়ে এল বাইরে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল স্টোভের ওপর।

দক্ষিণ আমেরিকার পাখিভুক টারানটুলা মাকড়সা চিরকালই আমার কাছে বিভীষিকা স্বরূপ। কিন্তু ল্যাম্প-আলোকিত ঘরে যে মূর্তিমান গা-হিম-করা আতঙ্ককে আবির্ভূত হতে দেখেছিলাম সেই নিশীথ রাতে—টারানটুলা তার কাছে শিশু। আকারে ডিনারপ্লেটের চাইতেও বৃহৎ। হলুদ বপু কঠিন আর মসৃণ। বপু ঘিরে রয়েছে একাধিক অস্থিপদ। পাগুলো উঠে গেছে শরীর ছাড়িয়ে- ভঙ্গিমাটা খুবই পরিচিত—গুঁড়ি মেরে রয়েছে

লাফিয়ে আসার পূর্বমুহূর্তে। অবয়ব সম্পূর্ণ রোমহীন গুচ্ছ গুচ্ছ শক্ত কাঁটার ঝোপ অস্থিপদের সন্ধিগুলোয় চিকচিক করছে বিরাট বিষাক্ত চোয়াল ল্যাম্পের আলো ঠিকরে যাচ্ছে রক্তদ্যুতিময় পূতিসম অশুভ অক্ষিপুঞ্জ থেকে।

"ওয়াটসন, একদম নড়বে না," বাতাসের সুরে বললে হোমস্। কণ্ঠস্বরে এমন এক আতঙ্ক-ব্যঞ্জনা, যা আমি কখনও ওর গলায় শুনিনি।

মূর্তিমান বিভীষিকা কিন্তু সচকিত হলো ওইটুকু শব্দতরঙ্গেই। একটিমাত্র অনায়াস লম্ফ মেরে স্টোভের মাথা থেকে চলে গেল পাখির খাঁচার ওপর। সেখান থেকে পরবর্তী ক্ষিপ্রগতি লাফে পৌঁছে গেল দেওয়ালে। দেওয়াল থেকে কড়িকাঠে। অবিশ্বাস্য জ্বরতপ্ত গতিবেগে চাকিপাক দিয়ে চলল রক্তজল করা বিদ্যুৎরেখায়—আমার দুই চক্ষুপ্রত্যঙ্গ দিয়েও ঠাহর করতে পারছিলাম না সে কখন, কোথায়, কিভাবে আছে।

প্রেতাবিষ্ট ভঙ্গিমায় চেয়ার ছেড়ে সামনে ধেয়ে গেল শার্লক হোমস্। ধাবমান আতঙ্ক যখন বিদ্যুৎরেখায় দেওয়ালের ওপর এসে পড়ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে লম্ফ-ক্লাব দিয়ে দমাদম করে পিটোতে পিটোতে গলা চিরে চেঁচিয়ে গেল আত্মহারা অবস্থায়—"মারো! মারো! মারো! মেরে পিণ্ডি পাকিয়ে দাও!"

খসে পড়া পলস্তারার ধুলোয় ভরে গেল ঘরের বাতাস। চেয়ার ছেড়ে আমি ছিটকে যেতেই ঠিকরে গেল একটা টেবিল। অতিকায় অষ্টাপদ একটি মাত্র লাফে ঘরের এদিককার দেওয়াল থেকে গেল ওদিককার দেওয়ালে এবং পড়ে গেল কোণঠাসা অবস্থায়। গলার শির তুলে আমাকে হুঁশিয়ার করে দিল হোমস্—"নড়বে না, ওয়াটসন।" বলার সঙ্গে সঙ্গে চলল হাতের গুরুভার গলফ-গদা—এবার নির্ভুল লক্ষ্যে—ঠাস...ঠাস...ঠাস...প্রতিটা মারণ-আঘাতের সঙ্গে শোনা যাচ্ছে থপাৎ...থপ...থপ...থপ শব্দ...রক্ত জমিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। মরণ-মার খেয়ে পিণ্ডি পাকিয়ে গিয়েও কালান্তক সেই মাকড়সা দেওয়াল আঁকড়ে ঝুলে রইল সেকেণ্ড খানেক...তারপর আস্তে আস্তে খসে পড়ল মেঝের ওপর, অনেকগুলো ভাঙা ডিমের তালগোল পাকানো অবস্থায়—তিনটে হাড়ের ঠ্যাং তখনও থিরথির করে কেঁপে চলল চটকানো, থেঁৎলানো কদর্য পিণ্ডের মধ্যে থেকে।

টেবিলে পা আটকে যাওয়ায় আমি ধরণী আশ্রয় করেছিলাম। হোমস্ আমাকে উঠতে দেয়নি। এখন ওই অবস্থাতে থেকেই বলেছিলাম অস্ফুট কণ্ঠে—"হোমস্...হোমস্...লাফ মেরেছিল তোমার দিকেই...কিন্তু ফসকে গেল।"

বলে, উঠে দাঁড়ালাম।

হোমস্ জবাব দিল না। দেওয়ালে ঝোলানো আয়নায় দেখলাম ওর প্রতিকৃতি মুখ বিবর্ণ। সমস্ত অবয়ব অদ্ভুতভাবে শক্ত। চেহারায় মৃত্যুর হিমেল পরশ

বললে খুব শান্ত স্বরে—"ওয়াটসন, এখানে তোমার পালা, ওর বিধবা বউ এসেছে।"

লাট্টুর মতো ঘুরে গিয়ে যে দৃশ্য দেখেছিলাম তা আমার সারা জীবন মনে থাকবে। স্টোভ থেকে দু-ফুট তফাতে প্রস্তর-মূর্তির মতো নিথরদেহী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শার্লক

হোমস্। স্টোভের মাথায় আবির্ভূত হয়েছে আর একটা নিশার আতঙ্ক ভর দিয়ে রয়েছে পেছনের অস্থিপদে—কাঁপছে কদাকার দেহ—লাফ দেওয়ার পূর্ব মুহূর্ত।

অতিকায় সেই মাকড়সাকে দেখামাত্র সহজাত অনুভূতি দিয়ে বুঝে নিয়েছিলাম, এখন যদি একচুলও নড়ি, করালরূপী ওই কালান্তক লাফ দেবে নিমেষে। তাই রিভলভারটা টেনে বের করেছিলাম খুব আস্তে। গুলি চালিয়েছিলাম নির্ভুল নিশানায়।

বারুদের ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে দেখেছিলাম, যেন গুটিসুটি মেরে যাচ্ছে বর্ণনাতীত সেই বিভীষিকা, পিছু হটতে গিয়ে গেল উল্টে, পড়ে গেল স্টোভের খোলা ফুটোর মধ্যে। খড়মড়, কড়মড়, ছপ-ছপাস আওয়াজটা মিলিয়ে গেল দূর হতে দূরে। তারপর পিনড্রপ সাইলেন্স।

জোর প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় তখন কিন্তু আমার হাত কাঁপছে থরথর করে। বলেছিলাম ভাঙা গলায়—"পালাতে গিয়ে পড়েছে পাইপের মধ্যে। হোমস্, ঠিক আছো তো?"

চোখে চোখে তাকালো বন্ধুবর, আশ্চর্য আভা দেখলাম দুই মণিকায়।

বললে অবিচল স্বরে—"ভায়া, লাখো ধন্যবাদ তোমাকে। একচুলও যদি নড়তাম—কিন্তু, ও কী?"

বাড়ি কাঁপিয়ে একটা দরজা বন্ধ হলো নিচের তলায়। তারপরেই শুনলাম খড়মড় শব্দ। ছুটছে কেউ বাগানের নুড়ি বিছোনো পথ বেয়ে।

দরজার দিকে ছিটকে গেল হোমস্—"ধরো, ধরো! তোমার গুলির আওয়াজ শুনেই বুঝেছে খেল খতম। পালাতে দেব না!"

কিন্তু নিয়তির লিখন ছিল অন্যরকম। লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গিয়ে কুয়াশার মধ্যে ধেয়ে গেছিলাম বটে, থিওবোল্ড উইলসন ততক্ষণে অনেকখানি সময় পেয়েছিলেন সটকান দেওয়ার। নদীমুখো গলির মধ্যে বিলীয়মান পদশব্দ শুনেছিলাম কিছুক্ষণের জন্যে—তারপর তা হারিয়ে গেল দূরে।

হাঁপাতে হাঁপাতে হোমস্ বলেছিল—"লাভ নেই ওয়াটসন। নাটের গুরু চম্পট দিয়েছে। অফিসিয়াল পুলিশ এখন যদি কিছু করতে পারে। ওই শোনো! কে চেঁচালো?"

"তাই তো! কার চিৎকার?"

"এই কুয়াশায় খুঁজে কোনও লাভ হবে না। চলো, ফিরে যাই। ভয়ে কুঁকড়ে থাকা মেয়েটাকে একটু সান্ত্বনার বাণী শোনানো দরকার—এবাড়িতে ভয় দেখানো ভয়ানকদের উপদ্রব আর ঘটবে না।"

ফেরার পথে বলেছিলাম হোমস্কে—"এ যে সাক্ষাৎ বিভীষিকা—এমন প্রাণীও পৃথিবীতে আছে? নিশ্চয় কোনও অজানা প্রজাতি?"

"তা নয়, ওয়াটসন। যমদূত এই মাকড়সার নাম 'গ্যালিওডেস'। কিউবার জঙ্গলে নরক রচনা করে। দুনিয়ার কপাল ভালো, এহেন মৃত্যুদূতদের কিউবা ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না। এরা হলো নিশাচর প্রাণী। যতদূর মনে পড়ছে, চোয়ালের চাপে ছোটখাট প্রাণীর শিরদাঁড়া ভেঙে দিতে পারে। জ্যানেট কি বলেছিল মনে পড়ছে?

কাকা ফিরে আসার পর থেকে ইঁদুর অদৃশ্য হয়েছে এ-বাড়ি থেকে। উইলসনই নিয়ে এসেছিলেন এই দুই পিশাচ-প্রাণীকে। তারপর মাথায় খেলেছিল অভিনব আইডিয়া। বিশেষ জাতের ক্যানারিদের কিউবা-র রাতের পাখিদের ডাক নকল করানো শেখানো থাক। যে-পাখি 'গ্যালিওডেস'দের কাছে সুখাদ্য। কড়িকাঠে যে ইকড়িমিকড়ি দাগ দেখেছিলে তা এঁকে গেছে মাকড়সাদের ভুসোকালি মাখা পা। আমাদের কপাল ভাল, বাড়ির কাজের মেয়েরা ম্যান্টলপিসের হাইটের ওপরে হাত বাড়িয়ে ধুলো-ময়লা সাফ করার মেহনৎ নিতে চায় না। ফলে, পোয়া বারো কনসালটিং ডিটেকটিভদের।

"ওয়াটসন, ক্ষমার অযোগ্য আমার এই অহেতুক বিলম্ব। চোখের সামনেই তো ভাসছিল সমস্ত ঘটনা শুরু থেকেই—পুরো ব্যাপারটা সাজানো হয়েছে আশ্চর্য মুন্সিয়ানায়। বাহাদুর বটে এই থিওবোল্ড উইলসন।

"শয়তান শিরোমণি লোকটার পৈশাচিক ধূর্ততার তারিফ না করে পারছি না। মাকড়সা আতঙ্কদের পাতাল ভাঁড়ারের স্টোভে পুরে রেখে ঠিক ওপরতলার দুটো বেডরুমে পাইপের কানেকশান দিয়ে দেওয়া তো নেহাতই ছেলেখেলা। স্টোভের ওপর পাখির খাঁচা ঝুলিয়ে দিলেই হলো, পাইপগুলো পাখির গান বিবর্ধিতভাবে পৌঁছে দেবে পাতালঘরের স্টোভে বন্দী নরক-দূতদের কাছে। আদিম প্রবৃত্তি তাদের টেনে নিয়ে যাবে পাখির গানের উৎসের দিকে—যে-পাইপ দিয়ে গান ভেসে আসছে—যাবে সেই পাইপের ভেতর দিয়ে। কাজ হাসিল হয়ে যাওয়ার পর তাদের কোনও রকম লোভ দেখিয়ে পাতালঘরের স্টোভে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেই হলো। স্বজন নিধন হয়ে চলবে একজনের পর একজন—শেষকালে পুরো সম্পত্তির মালিক হয়ে বসবেন নরপিশাচ থিওবোল্ড উইলসন।"

"মরণ কামড় দিতে পারে এই আটপেয়ে আতঙ্ক?"

"দুর্বল স্বাস্থ্য যাদের, তাদের কাছে মৃত্যুর সামিল হলেও হতে পারে। কিন্তু পৈশাচিক ধূর্ততা তো সেইখানেই, ওয়াটসন। যত বিষধরই হোক না কেন, কামড়ানোর আগে শুধু দর্শন দান করেই নরকের দূতরা আত্মারাম খাঁচাছাড়া করে দিতে পারে। প্রৌঢ়া মহিলার হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ করেছে, করেছে তাঁর ছেলের। দুজনেরই ছিল অনিদ্রা আর হৃদরোগ। গভীর রাতে নিরীহ পাখিদের মধুগান শুনতে শুনতে আচমকা চোখের সামনে আবির্ভূত হয় পিশাচপ্রতিম এই বিভীষিকারা, স্টোভের ভেতর থেকে—কোন হৃৎপিণ্ড তা সইতে পারে? ধাক্কাটা যে কি মারাত্মক, তার প্রমাণ তো [illegible] এই দুজন! দুজনেই অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী ওই দুজন কিন্তু প্রেতলোকের বিভীষিকার চাইতেও অনেক বেশি আতঙ্কসঞ্চারী এই দুই নরকের কীটকে দেখামাত্র আঁৎকে উঠে মারা গেছে—হার্ট ফুঁড়ে বুলেট বেরিয়ে গেলে মৃত্যু হয় [illegible] নিমেষ মধ্যে—সেই ভাবে।"

"একটা ব্যাপার বুঝলাম না। ক্টল্যাণ্ড [illegible] গেছিল কেন?"

"লৌহ স্নায়ুর অধিকারী বলে [illegible] আতঙ্কে আধখানা হয়ে গেছে স্রেফ সহজাত অনুভূতির দৌলতে। বাড়িছাড়া না হলে যে সে বাঁচবে না—এই পূর্বাভাস তার মনের মধ্যে বিষম জেদ এনে দিয়েছে—বাপ-ঠাকুর্দার ভিটের চাইতে প্রাণের মায়া

বেশি—বাড়ি সে ছাড়বেই। সুতরাং তাকে নিকেশ করা দরকার আর দেরি না করে। একই প্রক্রিয়ায়।

"ভাইঝিকে যমালয়ে পাঠিয়ে দেওয়ার পর খুল্লতাতের দিকে সন্দেহের আঙুল তুলতেও আর কেউ পারবে কি? তিনি আগবাড়িয়ে গেছেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে। তাদের সাহায্য ভিক্ষা করেও ক্ষান্ত হননি—রহস্যভেদী শার্লক হোমসের শরণ নিয়েছে। এরপর দুনিয়ার কারও মনে সন্দেহের বাষ্পও থাকার কথা নয়। ভাই আর মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে জ্যানেট রজ্জুতে সর্পভ্রম করে। কাহিল হৃৎপিণ্ডকে থামিয়ে দিয়েছে। আইনের দিক দিয়ে সম্পত্তি দখলে আর কোনও বাধাই তো রইল না।

"পাতাল ভাঁড়ার ঘরে স্টোভের ঢাকনিতে তালা লাগানো ছিল মনে আছে? ইস্পাত স্নায়ুর অধিকারী বলেই যেচে চাবি আনতে চেয়েছিলেন থিওবোল্ড। বিলকুল ব্লাফ। ফিরে এসে বলতেন, 'হারিয়ে' ফেলেছেন চাবি। যদি জেদ ধরতাম, তালা ভাঙতাম—তাহলে দুজনের পরিণতি কি হতো—আন্দাজ করে নাও।"

থিওবোল্ড উইলসনের খবর আর পাওয়া যায়নি। দু-দিন পরে টেমস নদী থেকে তোলা হয়েছিল এক পুরুষ দেহ। গলে যাওয়া লাশ বলে সনাক্ত করা যায়নি। খুব সম্ভব, জাহাজের প্রপেলার শরীরটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে দিয়েছিল। পকেট খুঁজেও নামধাম পায়নি পুলিশ। পেয়েছিল একটা খুদে নোটবই। তার পাতায় পাতায় লেখা 'ফ্রিনজিয়া ক্যানারিয়া'দের সহবৎ শেখানো মন্ত্রগুপ্তি।

প্রতিবেদনটা পড়বার পর বলেছিল শার্লক হোমস্—"জ্ঞানীগুণীরাই মৌচাকের চাষ করে' কিন্তু তা নিয়ে ঢাক ঢাক গুড় গুড় করে না। অকপটে স্বীকার করে—এই আমাদের পেশা।"

❏ এই গল্পটি লিখেছেন অ্যাড্রিয়ান কন্যান ডয়াল ❏

[দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য টু ওমেন]

পদ্মরাগ প্রহেলিকা

নোটবই খুলে দেখছি, ১৮৮৬ সালের শীতের সময়ে প্রথম প্রবল তুষারঝটিকা দেখা গেছিল নভেম্বর মাসের দশম রজনীতে। আকাশের মুখ অন্ধকার ছিল সারাদিন অসহ্য হয়ে উঠেছিল শৈত্য প্রবাহ। দামাল হাওয়া আছাড়ে আছড়ে পড়েছিল জানলার কাঁচে। বিকেল হতে না হতেই মনে হয়েছিল যেন সন্ধ্যে নেমে এসেছে। রাতের অমানিশাকে ঠেকিয়ে রাখতে বৃথাই বেকার স্ট্রিটের রাস্তায় জ্বলে উঠেছিল একটার পর একটা স্ট্রিট-ল্যাম্প। তার পরেই হুহুঙ্কারে ধেয়ে এল তুষার ঝঞ্ঝার প্রথম বাহিনী। জনহীন পথেঘাটে উন্মত্ত অট্টহাসি হেসে তাণ্ডব নৃত্য নেচে গেল প্রলয়ঙ্কর হিম-হুঙ্কার।

মাত্র তিন সপ্তাহ আগে বন্ধুবর শার্লক হোমস্‌কে নিয়ে ফিরেছিলাম ডার্টমুর থেকে অত্যাশ্চর্য সেই কেসের সুষ্ঠু সমাধানের পর—যে কেসের বৃত্তান্ত আমি অন্যত্র লিপিবদ্ধ করেছি "দ্য হাউণ্ড অফ দ্য বাস্কারভিলস" শিরোনামায়। এরপর বেশ কয়েকটা অপরাধ রহস্য বন্ধুবরের গোচরে আনা হয়েছিল বটে, কিন্তু কোনটাতেই উৎসাহিত বোধ করেনি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আর সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তির নিপুণ জটাজাল বিস্তারের সুযোগ না থাকায়—মানসিক দক্ষতা প্রকাশের অবকাশ যেখানে ক্ষীণ, সেখানে ওর মন উদ্দীপিত হতে চায় না—যুক্তিবিজ্ঞান আর অবরোহ মতে সিদ্ধান্ত প্রণয়নের সুযোগ যেখানে অনুপস্থিত—সেই সব কেসে নিজেকে গুটিয়ে রাখাই ও সমীচীন মনে করে কারণ, প্রেরণা পায় না। তখন কিন্তু ও বিলক্ষণ বিরস বদনে আর ক্ষিপ্ত মেজাজে থাকে।

আমাদের সাদামাটা বসবার ঘরে বসে দুই বন্ধু সেই সময়ে অধ্যয়ন-নিরত ছিলাম। ফায়ার প্লেসে পট পট শব্দে আগুন জ্বলছে। ডাক্তারী জার্নাল নিয়ে আমি বসেছিলাম আমার চেয়ারে—কিন্তু পড়ায় মন বসছিল না বলে বারে বারে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলাম দুই আইবুড়োর শ্রীহীন ছন্নছাড়া ঘরের চেহারার ওপর। জানলার কাঁচ কাঁপছিল ঝনঝন শব্দ তুলে অবয়বহীন আতঙ্ক পবনদেবের মুহুর্মুহুঃ আক্রমণে। ফায়ার প্লেসের একদম শেষপ্রান্তে আর্মচেয়ারে বসে অলস, অবসন্ন ভঙ্গিমায় "B" লেখা কেস-হিস্ট্রির খাতা নাড়াচাড়া করছিল হোমস্। এই খাতাতেই 'বাস্কারভিল কুকুর' কেসের খুঁটিনাটি বিবরণ ও সংগ্রহ করে রেখেছে। মাঝে মাঝে অবশ্য আপন মনে খুক খুক করে হাসছে বিশেষ বিশেষ নাম আর ঘটনা চোখে পড়তেই। একবার ভাবলাম, ডাক্তারি পত্রিকা 'ল্যানসেট' রেখে দিয়ে 'বাস্কারভিল' কেস নিয়ে স্মৃতির রোমন্থন করা যাক, এমন সময়ে নিচের তলায় ঘন্টা বেজে উঠল। ঝড়ের আওয়াজ ছাপিয়েও সেই শব্দ দুজনেরই কানের পর্দায় আছড়ে পড়ল।

সোল্লাসে বললাম—"ওহে হোমস্, লোক এসেছে তোমার দর্শন পাওয়ার জন্যে।"

"এবং তিনি একজন মক্কেল," বললে হোমস্। হাতের জাবদাখাতাটা সরিয়ে

রাখল পাশে—"এসেছেন খুবই জরুরী ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে," বলতে বলতে দেখে নিল খটমট ঝনঝন শব্দে কম্পমান জানলার কাঁচগুলো—"এমন দুর্যোগের রাতই প্রশস্ত করে—"

মুখের কথা মুখেই রইল। সিঁড়ি কাঁপানো পদধ্বনি রকেটের বেগে উঠে এল দোতলায়, বিষম ধাক্কায় খুলে গেল কপাট. ঘরের মধ্যে প্রায় হুমড়ি খেয়ে ঢুকে পড়ল দর্শনার্থী।

লোকটা মাথায় খাটো, হৃষ্টপুষ্ট। গায়ের বর্ষাতি থেকে ঝরঝর ধারায় জল পড়ছে মেঝের কার্পেটে। মাথার শক্ত টুপি গলায় এঁটে বাঁধা উলের মাফলার দিয়ে। ল্যাম্পের শেড হেলিয়ে দিয়েছিল হোম্স্—আলো ধেয়ে যাচ্ছিল দরজার দিকে। সেই আলোয় দেখলাম, লোকটা টলছে। ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। হাসির খোরাক হয়ে উঠেছে অমন একখানা চর্বি থলথলে চেহারা আর গলায় মুখে মাফলার পেঁচিয়ে রাখার জন্যে। কিন্তু হাসতে পারছি না তার অসহায় মুখচ্ছবি দেখে, তার বাদামি চোখের মূর্ত আতঙ্ক দেখে; তার টলটলায়মান আকৃতি দেখে—শক্তির শেষ বিন্দুর অপচয় ঘটিয়ে ফেলেছে যেন প্রাণ হাতে নিয়ে শার্লক হোম্সের কাছে আসতে গিয়ে।

সহৃদয় স্বরে বললে হোম্স্—"কোট খুলে আগুন ঘেঁষে বসুন।"

"ক্ষমা করবেন এই রবাহুতকে। কিন্তু পরিস্থিতি এমনই প্যাঁচালো হয়ে উঠেছে—"

"কুইক, ওয়াটসন!"

দড়াম করে কার্পেটের ওপর উপুড় হয়ে আছাড়ে পড়ল আগন্তুক—আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর আগেই।

আমি যখন দৌড়ে গিয়ে ব্র্যান্ডি এনে তার ঠোঁট-ফাঁক করে গলায় ঢালছি হোম্স্ তখন মাফলার ঢিলে করে দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিয়েছে আমার ঘাড়ের ওপর—"ওয়াটসন, কি বুঝলে একে দেখে?"

"প্রচণ্ড শক খেয়েছে। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে সম্পন্ন, সম্মানীয় মুদী। জ্ঞান ফিরে পেলেই বাকি সব জানা যাবে।"

"আরে, ছ্যা! আর একটু বেশি আশা করেছিলাম তোমার কাছে। এটা মুদীর ক্যাশবাক্স ভাঙার কেস নয়—আরও ঘোরালো। লোকটা বাটলার। খুবই বড়লোকের বাড়ির খাস ভৃত্য। এই প্রলয় মাথায় নিয়ে ছুটতে ছুটতে যখন এসেছে, কার্পেটে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছে, তখন ব্যাপারটা সামান্য নয়।"

"মাই ডিয়ার হোম্স্!"

"এক গিনি বাজি ধরছি। বর্ষাতির নিচে আছে উর্দি।—দেখলে?"

"তা না হয় হলো। কিন্তু 'খুবই বড়লোকের বাড়ি'—বোঝাচ্ছ কি ভাবে?"

লোকটার শিথিল হাত দুটো তুলে ধরল হোম্স্—"ওয়াটসন, বুড়ো আঙুল দুটোর সামনের দিক দেখো। কালচে মেরে গেছে, তাই যারা সব সময়ে বসে থেকে যারা কাজ করে তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোকের বুড়ো আঙুলের রুপো দিকটা এইভাবে কালচে মেরে যায়। এই লোক বুড়ো আঙুল দিয়ে রুপো ঘষে চকচকে রাখে।"

"আরে ভায়া, সে কাজ তো নরম চামড়া নিয়ে ঘষলে আরও বেশি চকচক করে।"

"মামুলি রুপোর ক্ষেত্রে কথাটা সত্যি। কিন্তু খুব দামি আর খাঁটি রুপো ঘষে চকচকে রাখতে হলে বুড়ো আঙুলের দরকার হয়। সেই কারণেই বলেছিলাম, এ লোক এসেছে খুবই বড়লোকের বাড়ি থেকে। ছুটে বেরিয়ে এসেছে, জুতো পাল্টানোর সময়ও পায়নি। তুষার পুড়ছে সন্ধ্যে ছটা থেকে একনাগাড়ে, অথচ পায়ে রয়েছে পেটেন্ট চামড়ার পাম্পশু।"

ঠিক এই সময়ে সংজ্ঞাহীনের জ্ঞান ফিরে এল, দু-চোখ খুলে গেল। হোম্স্ বলে গেল—"এখন ভাল লাগছে তো? আমি আর ডক্টর ওয়াটসন তুলে বসিয়ে দিচ্ছি চেয়ারে। একটু জিরিয়ে নাও। তারপর বলো, শিয়রে কি জাতীয় শমন এসে দাঁড়িয়েছে।"

"শমন বলে শমন! আমাকে তাড়া করেছে।"

"কে?"

"পুলিশ। স্যার জন পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছেন! অ্যাব্বাস পদ্মরাগ লোপাট হয়ে গেছে!"

গলা যেন চিরে গেল কথাগুলো বলার সময়ে। হোম্স্ তক্ষুনি ঝুঁকে পড়ে আঙুল রাখল নাড়ির ওপর। এর আগে বেশ কয়েক ক্ষেত্রে দেখেছি, হোম্সের ভেতরে যেন চৌম্বক শক্তি আছে। উৎকণ্ঠায়, উদ্বেগে, হতাশায়, কেউ যখন ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে বসেছে, হোম্স্ শুধু আঙুল ছুঁইয়ে তার মধ্যে শান্তি আর সান্ত্বনা সঞ্চারিত করে দিতে পারে। এই ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। আতঙ্কের বিদ্যুৎ-লহরী উধাও হলো লোকটার বিস্ফারিত চোখ থেকে।

তখন বললে শার্লক হোম্স্—"এবার বলো, কি ব্যাপার।"

আগের চাইতে অনেক সহজ গলায় সে বললে—"আমার নাম অ্যানড্রু জোলিফ। ম্যাঞ্চেস্টার স্কোয়ারে স্যার জন আর লেডি ডোভারটনের বাটলার আমি। এ চাকরি করছি গত দু-বছর ধরে।"

"হর্টিকালচারালিস্ট স্যার জন? উদ্যান পালন বিদ্যায় যিনি নিপুণ?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ। লোকে বলে, স্যার জন অ্যাব্বাস পদ্মরাগমণি আর ফ্যামিলির অন্য মণি-জহরতদের যতটা ভালবাসেন, তার চাইতে অনেক বেশি আদর করেন তাঁর বাগানের ফুল-কে, বিশেষ করে লাল ক্যামেলিয়া ফুল-কে।"

"আমিও শুনেছি লাল ক্যামেলিয়ার কথা। তবে আরও শুনতে চাই তোমার মুখে।"

"অ্যাব্বাস পদ্মরাগের দিকে তাকালেও বুক দুর দুর করে ওঠে। ঠিক যেন এক ডেলা রক্ত। শয়তানের আগুনে ভেতরটা যেন রাঙা হয়ে থাকে। গত দু-বছরে এই পদ্মরাগ মণি আমি স্বচক্ষে দেখেছি মোটে দু-বার। মারাত্মক বিষধরকে যেমন ঝাঁপির মধ্যে রেখে দেওয়া হয়—ঠিক তেমনিভাবে এই লোহিত মণিকে স্যার জন রেখে দেন তাঁর শোবার ঘরে সিন্দুকের মধ্যে—যাতে দিনের আলো না ঢোকে—সেই আলো থেকে শক্তি টেনে নিয়ে মহাভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে না পারে। দ্বিতীয়বারের দেখাটা কপালে ঘটেছে আজ রাতে। ডিনার খাওয়ার একটু পরেই একজন গেস্ট, তাঁর নাম ক্যাপ্টেন মাস্টারম্যান, স্যার জনের কাছে প্রস্তাব রাখলেন—সবাইকে দেখানো হোক সেই পদ্মরাগমণিকে যার বুকে আগুনের মালসা নিয়ে বসে আছে স্বয়ং শয়তান—"

"গেস্টদের নাম?" বক্তিমে শুনতে শুনতে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে শার্লক হোম্স্।

"নাম? ওহো. আপনি গেস্টদের নাম জানতে চাইছেন? ক্যাপ্টেন মাস্টারম্যান তো ছিলেনই, উনি তো লেডি ডোভারটনের ভাই। আর ছিলেন লর্ড আর লেডি ব্ল্যাকমিনস্টার, মিসেস ডানবার, অনারেবল উইলিয়াম র‍্যাডফোর্ড—যিনি আমাদের পার্লামেন্ট-মেম্বার, আর ছিলেন মিসেস ফিঞ্জসিমন্স—লেমিং।"

শার্টের হাতায় একটা শব্দ টুকে নিয়ে হোমস্ বললে—"তারপর বলো।"

"আমি তখন লাইব্রেরী ঘরে কফি দিচ্ছিলাম হাতে হাতে। পদ্মরাগ দেখার ইচ্ছে জানালেন ক্যাপ্টেন। মহিলারাও তক্ষুণি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন—তাঁরাও দেখতে চান আশ্চর্য রত্নকে। স্যার জন তখন বললেন—পদ্মরাগ দেখিয়ে আমি যতটা পুলকিত হবো, তার চাইতে বেশি হবো যদি ফুল-ঘরে গিয়ে আমার সাধের ক্যামেলিয়া দেখেন—ওই দেখুন একটা ফুল গাউনে লাগিয়ে রেখেছেন আমার স্ত্রী—জুয়েল-বক্সেও কি এমন সৌন্দর্যের আকর আছে? ভাবুন, ভেবে বলুন কি চান।"

"দেখতে চাই পদ্মরাগ!" হেসে বললেন মিস্টার ডানবার। ওপরতলায় গিয়ে জুয়েল-বক্স নিয়ে নেমে এলেন স্যার জন। টেবিলে রেখে পেটিকার ডালা খুললেন। সবাই ভিড় করে দাঁড়ালেন রত্ন ঘিরে। লেডি ডোভারটন হুকুম দিলেন, আমি যেন এখুনি ফুল-ঘরে যাই—সেখানকার আলোগুলো জ্বালিয়ে দিই, কেন না সবাই মিলে এখুনি যাবেন ফুলের জলসা দেখতে। কিন্তু দেখতে পেলাম না একখানাও লাল ক্যামেলিয়া।"

"মাথায় ঢুকল না।"

"নেই, স্যার, নেই! সব উধাও! ফুল-ঘর ভর্তি টকটকে লাল ক্যামেলিয়াদের কেউ নেই—সব নিরুদ্দেশ!" বলতে বলতে গলা ভেঙে গেল বাটলারের।—"ফুল-ঘরে ঢুকলাম, মাথার ওপর ল্যাম্প তুলে ধরলাম, মনে হলো নির্ঘাৎ পাগল হয়ে গেছি আমি। ক্যামেলিয়া ঝোপ বহাল তবিয়তে রয়েছে ঠিকই—কিন্তু নেই ডজনখানেক প্রকাণ্ড সাইজের ফুল—অথচ আজ বিকেলেই তাদের দেখেছি, নয়নং সার্থক করেছি—ল্যাম্পের আলোয় তাদের একখানা পাপড়িও পড়ে থাকতে দেখলাম না।"

লম্বা হাতখানা প্রিয় পাইপের দিকে বাড়িয়ে দিল শার্লক হোমস্।

বললে—"তোবা! তোবা! দিল খুশ করার মত ঘটনা বটে! তারপর কি হলো?"

"পাঁই পাঁই করে দৌড়োলাম লাইব্রেরী ঘরে খবরটা দেওয়ার জন্যে। শুনেই তারস্বরে বললেন লেডি ডোভারটন—'অসম্ভব! ডিনার খেতে আসবার আগে আমি নিজেই তো একটা ক্যামেলিয়া তুলে গাউনে লাগিয়েছি।' স্যার জন বললেন—'পেট খেয়ে নেশা করেছে বাটলার' বলেই, টেবিলের ড্রয়ারে জুয়েল-কেস ঢুকিয়ে দিয়ে দৌড়লেন ফুল-ঘরের দিকে—পেছন নিলেন সবাই। ক্যামেলিয়াদের কিন্তু দর্শন পাওয়া গেল না।"

"শেষ কখন দেখা গেছিল ক্যামেলিয়া সুন্দরীদের?"

"আমি নিজে দেখেছিলাম বিকেল চারটে নাগাদ। লেডি ডোভারটন ফুল তুলেছিলেন ডিনারের আগে, তার মানে আটটা নাগাদ দেখেছিলেন। কিন্তু মাথা ব্যথা'র কারণ তো ক্যামেলিয়া নয়—পদ্মরাগ!"

"আ-চ্ছা!"

চেয়ারে ঝুঁকে বসল বাটলার।

বলে গেল ফিস ফিস করে—"প্রায় মিনিট খানেকের জন্যে কেউ ছিলেন না লাইব্রেরী ঘরে। ফুলের অন্তর্ধান রহস্যের ধাক্কায় স্যার জন প্রায় উন্মাদ অবস্থায় লাইব্রেরী ঘরে ঢুকেই টেবিলের ড্রয়ার টেনে খুলেই যেন অজ্ঞান হয়ে যাবেন মনে হলো। ড্রয়ার শূন্য। ক্যামেলিয়াদের মত জুয়েল-কেসও বাতাসে মিলিয়ে গেছে।"

সেকেণ্ড কয়েক আমরা বোবা মেরে রইলাম। পট পট আওয়াজ করে গেল শুধু ফায়ারপ্লেসের জ্বলন্ত অঙ্গার, সেই সঙ্গে দামাল হাওয়া তাথৈ তাথৈ নেচে চলল জানলা বেচারাদের কাঁচের ওপর।

তারপর যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন স্বরে বললে হোমস্—"জোলিফ, অ্যানড্রু জোলিফ। কাটারটন হিরে ডাকাতির নায়ক—তাই না?"

দু-হাতে মুখ চাপা দিল বাটলার।

গুঙিয়ে উঠল পরক্ষণেই—"স্যার, স্যার, ভালই হলো আপনি জানেন। কিন্তু ভগবান জানেন, জেল থেকে বেরিয়েই এই তিনটে বছর কিভাবে সৎপথে আমি থেকেছি। ক্যাপ্টেন মাস্টারমানে মানুষ অত্যন্ত ভাল। জামাইবাবুকে বলে কয়ে এই চাকরিটা জুটিয়ে দিয়েছিলেন। সেই দিন থেকে আজকের দিন পর্যন্ত তাঁর গায়ে কালি ছিটোনোর মত একটা কুকর্মও আমি করিনি। যা মাইনে পাই, তাতেই খুশি। জমিয়েই যাচ্ছি—বড় ইচ্ছে একদিন চুরুটের দোকান কিনব জমানো টাকায়।"

"যা বলছিলে, তা বলো।"

"সহিস ছোকরাটাকে পুলিশ ডাকতে পাঠিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম হল ঘরে। লাইব্রেরী ঘরের দরজা একটু ফাঁক ছিল। তাই কানে ভেসে এল ক্যাপ্টেন মাস্টারমান বলছেন ভগ্নীপতিকে—'ড্যাম ইট, জন। খোঁড়া কুত্তাটাকে একটা সুযোগ দিতে চেয়েছিলাম তোমার এখানে চাকরি দিয়ে। ইস্, তখনই যদি তোমাকে বলে রাখতাম ওর অতীতের কথা। সবাই যখন ফুল-ঘরে, নিশ্চয় ও তখন ওখান থেকে সরে পড়ে চলে এসেছিল এই ঘরে। তার পরেই—' মিস্টার হোমস্, পরের কথাগুলো শোনবার জন্যে আর দাঁড়াইনি। চাকরটাকে বলে দিলাম, কেউ যদি ডাকে আমাকে, তাকে বলে দেবে, আমি গেছি মিস্টার শার্লক হোমসের কাছে। দৌড়চ্ছি তুষার-ঝড় মাথায় নিয়ে। আপনার কথা অনেক শুনেছি। অভাবী মানুষ যদি নির্দোষ হয়, তাকে বাঁচাতে আপনি এগিয়ে আসেন—আপনার মাথা হেঁট হয় না। স্যার, আপনি ছাড়া আমার আর কোনও গতি নেই।—মাই গড, যা ভেবেছিলাম!"

সশব্দে কপাট খুলে ঘরে পদার্পণ করল এক দীর্ঘদেহী শ্বেতকেশ পুরুষ। মাথায় কানঢাকা টুপিতে তুষার জমে রয়েছে।

হোমস্ বললে—"এস, গ্রেগসন। তোমারই পথ চেয়েই বসে রয়েছি।"

"তাতো থাকবেনই," শুষ্ক জবাব ইন্সপেক্টর গ্রেগসনের—"যার সন্ধানে আসা, তাকে যখন পেয়েছি, তখন চললাম।"

বিধ্বস্ত বাটলার সবেগে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—"কিন্তু আমি তো নির্দোষ। মণির বাক্সও ছুঁইনি!"

নিমর্তেতো হাসি ছিটিয়ে পকেট থেকে একটা সাদা বাক্স বের করল পুলিশ-প্রতিনিধি। নেড়ে দিল বাটলারের নাকের সামনে।

"এই তো সেই জুয়েল-কেস!" ত্রয় খাবি খেতে খেতে বললে জোলিফ।

"পাওয়া গেছে তোমারই বিছানার তলায়—রেখেছিলে যেখানে! দোষ কবুল তো হয়েই গেল!"

ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে মেরে গেল জোলিফ। বোঁজা গলায় আগের কথাই বলে গেল আর একবার—"মণির বাক্স আমি ছুঁইনি। হাতও দিইনি।"

এতক্ষণ নির্বাক থাকার পর এবার সরব হলো শার্লক হোম্স্—"গ্রেগসন, একটু সবুর করা যাক। আব্বাস পদ্মরাগ পেয়েছো?"

"না। বাক্স খালি। তবে বেশি দূর নিশ্চয় যেতে পারেনি—স্যার জন যখন পাঁচ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দিতে চেয়েছেন—"

"বাক্সটা দেখতে পারি? থ্যাংকিউ। অদ্ভুত! একী ছিরি হয়েছে বাক্সের! তালা ভাঙা হয়নি—কিন্তু আস্ত নেই একটা কব্জাও! ভেলভেটের রঙটা চমৎকার। তবে—"

বলেই, ফস করে লেন্স বের করল হোম্স্। রত্ন-বাক্স রাখল শেড দেওয়া টেবিল-ল্যাম্পের আলোয়, নিরীক্ষণ করে গেল লেন্সের মধ্যে দিয়ে।

কথা ফুটল অনেকক্ষণ পরে—"অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং! ভাল কথা, জোলিফ, পদ্মরাগ পাথর কি সোনায় গাঁথা ছিল?"

"কারুকাজ করা সোনার লকেটে সেট করা ছিল। লকেট ঝুলছিল সোনার চেনে। কিন্তু...কিন্তু—"

"নিশ্চিন্ত থেকো। আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাব তোমার স্বার্থে। গ্রেগসন, আর আটকে রাখব না তোমাকে।"

খট করে হাতকড়া পরিয়ে দিল স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ শুষ্কবদন জোলিফের কব্জিতে—পর মুহূর্তেই দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিদায় নিল কয়েদীকে নিয়ে।

বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা নিবিড় ললাটে ধূমপান করে গেল হোম্স্। চেয়ার টেনে নিয়ে গেছিল অগ্নিকুণ্ডের সামনে। দুই চেটোর মধ্যে চিবুক ন্যস্ত। আগুনের লাল আভা নেচে নেচে যাচ্ছে চিন্তায় আবিল দুই চক্ষু আর কাটারি-সম মুখাবয়বের ওপর দিয়ে।

বললে হঠাৎ—"ননপ্যারিউ ক্লাবের, নাম কখনও শুনেছো, ওয়াটসন?"

"জীবনে শুনিনি," স্বীকার করলাম মুক্তকণ্ঠে।

"লণ্ডন শহরের সব চেয়ে বিশেষ জাতের জুয়াড়ীদের ক্লাব। সদস্যদের ছাপা লিস্ট বাইরে প্রকাশ পায় না—গোপনে থাকে। সদস্য তালিকায় আছে এমন সব নাম যা শুনলে তোমার চক্ষুস্থির হয়ে যাবে। কিছুদিন আগে সেই লিস্ট আমি দেখেছিলাম।"

"কেন, ভায়া?"

"ওয়াটসন, যেখানে কুবের, সেখানেই ক্রাইম। মানবজাতির গোটা ইতিহাস জুড়ে রয়েছে এই একটাই পাপবোধ—অধঃপতনে নেমে যাওয়ার সিঁড়ি।"

"কিন্তু অ্যাববাস পদ্মরাগের সঙ্গে এ ক্লাবের সম্পর্কটা কোথায়?"

"হয়তো কোথাও নেই—অথবা, হয়তো আছে। পাইপ-র‍্যাকের ওপরে রয়েছে জীবনী-তালিকা। 'M' চিহ্ন দেওয়া খণ্ডটা পেড়ে দেবে? কী সর্বনাশ! এই একটি মাত্র হরফের আড়ালে রয়ে গেছে এতগুলো কুখ্যাত নাম। ওয়াটসন, নামের এই ফর্দটা একটু পড়ে দেখো—আখেরে কাজ দেবে। পেয়েছি যাকে খুঁজছি। ম্যাপিন্স; মার্সটন—বিষ খাইয়ে মানুষ মারা যার কাজ; মাস্টারম্যান। ক্যাপ্টেন দ্য অনারেবল ক্রস মাস্টারম্যান। জন্ম ১৮৫৬ সালে, শিক্ষা...হুম...হা!...হিলিয়ার্স ডিয়ারবর্ন উত্তরাধিকার জালিয়াতি; ননপেরিউ ক্লাবের সেক্রেটারি; মেম্বার অফ—যাকগে।" বইটা সোফায় ছুঁড়ে ফেলে দিল হোম্‌স্। "ওয়াটসন, নৈশ অভিযানে রওনা হতে চাও?"

"অবশ্যই। কিন্তু কোন চুলোয়?"

"পরিস্থিতি যেখানে নিয়ে যায়।"

বাতাসের প্রলয়রূপ তখন প্রশমিত হয়েছে। বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। এক নাগাড়ে তুষারপাতের ফলে রাস্তা সাদা হয়ে গেছে। লোকজন একদম নেই। নিস্তব্ধ। দূরের বিগবেন ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত দশটা বাজল। মাফলার দিয়ে নাক মুখ জড়িয়ে নিয়েও নিদারুণ ঠাণ্ডায় হাড় পর্যন্ত বুঝি ঠক ঠক করে কাঁপছিল। মেরিলিবোন রোড পর্যন্ত কোনমতে হেঁটে গিয়ে একটা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়িতে উঠে বসে যেন প্রাণে বাঁচলাম।

কম্বল টেনে ফুটোফাটাগুলো বন্ধ করতে করতে হোম্‌স্ বললে—"ম্যাঞ্চেস্টার স্কোয়ারের অবস্থাটা একটু দেখে গেলে ক্ষতি কী?" তুষার-ছাওয়া রাস্তার ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটল গাড়ি। একটু পরেই পৌঁছে গেলাম গন্তব্যস্থানে। গাড়ি থেকে নামলাম একটা নজর-কেড়ে-নেওয়ার-মত জর্জিয়ান প্রাসাদের সামনে। হোম্‌স্ তর্জনী নামিয়ে দেখাল রাস্তা।

বললে—"অতিথিরা বিদায় নিয়েছেন। তুষারপাত বন্ধ হওয়ার পর গাড়ির এই চাকাগুলোর দাগ পড়েছে রাস্তায়।"

দরজা খুলে দিল যে পরিচারক, আমাদের নাম লেখা কার্ড নিয়ে সে গেল ভেতরে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো অন্দরে। হলঘর পেরিয়ে ঢুকলাম একটা ভারি সুন্দর লাইব্রেরী ঘরে। ফায়ার প্লেসের আগুনের ধারে বসেছিলেন এক দীর্ঘকায়, ছিপছিপে চেহারার খানদানী আকৃতির ভদ্রলোক, চুলে পাক ধরেছে; মুখমণ্ডল বিষাদ-গম্ভীর। লম্বা সোফায় বসেছিলেন এক ভদ্রমহিলা; আমরা ঘরে ঢুকতেই উঠে দাঁড়ালেন, নিমেষহীন নয়নে চেয়ে রইলেন আমাদের দিকে।

লেডি ডোভারটনের বহু প্রতিকৃতি এঁকেছেন শিল্পীরা। হালফিল আঁকা স্বনামধন্য সেই শিল্পীদের শিল্পকর্ম যে কিছুই নয়, তা প্রতিটি অণুপরমাণু দিয়ে উপলব্ধি করলাম সজীব সুন্দরীকে চাক্ষুষ দেখার পর। অপরিসীম উদ্ধতা বিধৃত ওঁর সর্বঅঙ্গে। কামিনী যখন গরবিনী হন, তখনই তা প্রকৃত অঙ্গরাগ হয়ে বরতনুকে মণিঝাজার করে তুলতে

পারে। লেডি ডোভারটন এই দুর্লভ সম্পদের অধিকারিণী। পরে আছেন সাদা সাটিনের গাউন' একটি মাত্র স্কারলেট পুষ্প লেলিহান অগ্নির মত জ্বলছে বুকের বডিসের ওপর। বড় বড় মোমবাতিদের স্বর্ণাভ রশ্মি স্ফুলিঙ্গ বিতরণ করে যাচ্ছে—মাথা ভরা পিঙ্গলবরণ কেশদামে গাঁথা হীরের টায়রা থেকে; ফলে, যেন পাথর কুঁদে গড়া মুখখানা দেবকন্যার আননের মতই জ্যোতি বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে চলেছে।

লম্বা লম্বা পা' ফেলে পরমাগ্রহে এগিয়ে এলেন স্যার জন—"মিস্টার শার্লক হোম্‌স্! কী সৌভাগ্য! এই দুর্যোগ মাথায় নিয়ে দুর্গতকে সাহায্য করতে এসেছেন! এই মহত্ত্ব আপনাকেই মানায়!"

মাথা হেলিয়ে অভিবাদনের মাধ্যমে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে হোম্‌স্ বললে—"স্যার জন, অ্যাব্বাস পদ্মরাগের দাম তার যে অনেক।"

"ওহো! পদ্মরাগ! তাতো বটেই, তাতো বটেই। খুবই পরিতাপের বিষয় এমন একটা মণি বিলকুল হাওয়া হয়ে গেল, বলতে গেলে চোখের সামনে থেকেই! তা যাক, অন্য রত্ন তো রয়েছে ফুল সম্বন্ধে আপনার অনুরাগ—"

কথাটা শেষ করতে পারলেন না স্যার জন। বাহুতে আঙুল রাখলেন তাঁর দামিনীরূপিনী অর্ধাঙ্গিনী।

বললেন উত্তপ্ত স্বরে—"তদন্ত যখন পুলিশের হাতে, তখন মিস্টার শার্লক হোম্‌সের দরকার আছে কি এ বাড়িতে তাঁর পায়ের ধুলো দেওয়ার?"

"লেডি ডোভারটন," বিনয়-বচনে প্রত্যুত্তর সাজিয়ে গেল হোম্‌স্—"সামান্য সময় নেব আপনাদের। ফুল-ঘরে কয়েকটা মিনিট—তার বেশি নয়।"

"ফুল-ঘরের সঙ্গে নিখোঁজ রত্নের সম্পর্কটা কোথায়, জানতে পারি?"

"সেটাই তো আমি জানতে চাই।"

ঊষ্ণতা বিরহিত হাসি হেসে বললেন লেডি ডোভারটন—"ততক্ষণে তো চোরকে চোপাবে পারদে।"

"আমার ত' মনে হয় না।"

"অদ্ভুত কথা বলছেন! একালের কুখ্যাত রত্ন-চোর লোপাট করেছে পদ্মরাগ।"

"তাও করে থাকতে পারে, ম্যাডাম! আপনি কি মনে করেন, যে-লোক একবার জেল খেটে এসেছে হীরে চুরি করে, যার অতীত কুকীর্তি নিশ্চয় অজানা নয় বর্তমান অন্নদাতার, সে অন্নদাতারই রত্ন চুরি করবে? করে, লুকিয়ে রেখে দেবে এমন একটা জায়গায় যেখানে আগে খুঁজতে যাবে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ?"

স্বীয় বক্ষদেশ স্পর্শ করে বললেন লেডি ডোভারটন—"এমনটি তো আগে ভাবিনি।"

"খুবই স্বাভাবিক। ফুলটা তো ভারি সুন্দর! লাল ক্যামেলিয়া। আজ বিকেলেই তো ছিঁড়ে এনেছেন?"

"সন্ধ্যা নাগাদ—ডিনারের একটু আগেই।"

"ফুল যায়, ফুল আসে।" বিষণ্ণ সুরে বললেন স্যার জন।

"তা বটে। আপনার এই ফুল-ঘরটা দেখবার বড় ইচ্ছে ছিল।"

স্যার জনের দেওয়া লোকের পেছন পেছন গেলাম। লাইব্রেরী ঘর থেকে বেরিয়েছে ছোট্ট একটা গলি পথ—শেষ হয়েছে ফুল-ঘরের কাঁচের দরজার সামনে। আমি আর স্যার জন দাঁড়িয়ে রইলাম দরজার সামনে। মোমবাতি হাতে একা ভেতরে গেল হোম্‌স্। সেখানকার দম-আটকানো, উষ্ণ অন্ধকারে ওর পদ সঞ্চারণ ঘটে চলল অতি ধীর গতিতে। কিম্ভূত আকৃতির ক্যাকটাস আর বিশাল নিরক্ষীয় ফুলের আড়ালে আবডালে মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেল মোমবাতি হাতে মস্ত জোনাকির মত। পৌঁছে গেল ক্যামেলিয়া ঝাড়ের সামনে। আলো নিয়ে গেল কাছে। তারপর খুঁটিয়ে দেখল লেন্সের মধ্যে দিয়ে।

"কালাপাহাড়ের কাণ্ড! শিল্পের শত্রু! হাতের ছুরি চালিয়েছে কশাইয়ের মত", ম্রিয়মান স্বরে বলে গেলেন স্যার জন।

"ছুরি নয়—কাঁচি। নখ কাটার ছোট কাঁচি," বললে হোম্‌স্—"ছুরি দিয়ে ঘষে ঘষে কাটলে বোঁটা থেকে শুঁয়ো বেরিয়ে থাকত। আরও আছে। এই একটা পাতার খানিকটা কেটে গেছে। বোঁটা কাটবার সময়ে কাঁচির ডগা এগিয়ে থেকে পাতা কেটে ফেলেছে। যা দেখবার দেখে নিয়েছি, এখানে আর কিছু নেই।"

ফেরবার সময়ে গলি পথের ছোট্ট একটা জানলার সামনে থমকে দাঁড়াল হোম্‌স্। ছিটকিনি খুলল, ফস করে জ্বালাল দেশলাইয়ের কাঠি, ঝুঁকে পড়ল গোবরাটের ওপর দিয়ে।

স্যার জন বললেন—"যে রাস্তায় ফেরিওয়ালারা যাতায়াত করে, এখান থেকে সেই রাস্তা দেখা যায়।"

হোম্‌সের ঘাড়ের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়লাম আমিও। দূরে একটা সরু রাস্তা দেখা যাচ্ছে—ফেরিওয়ালাদের রাস্তা—সেই রাস্তা আর এই বাড়ির দেওয়াল পর্যন্ত জমি নরম তুষারে ছেয়ে আছে। হোম্‌স্ মুখে কিছু বলল না বটে, তবে গোবরাট থেকে সরে আসবার সময়ে লক্ষ্য করলাম, কেন জানি বেশ অবাক হয়েছে হোম্‌স্। নিছক অবাক হওয়া নয়, তার সঙ্গে যেন একটু ব্যথা মিশে রয়েছে।

লাইব্রেরী ঘরে আমাদের পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন লেডি ডোভারটন।

কৌতুক-তরলিত নীল নয়ন নাচিয়ে বললেন হোম্‌স্‌কে—"আপনার সুনাম নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। ভেবেছিলাম, নিখোঁজ ফুল আর অ্যাব্বাস পদ্মরাগ নিয়ে ফিরবেন!"

হোম্‌স্ জবাবটা দিল শীতল স্বরে—"সেই আশা নিয়েই যাচ্ছি—ফিরিয়ে আপনাকে দেবই।"

"দম্ভটা বিপজ্জনক।"

"অন্যের মুখেই শুনে নেবেন—দম্ভ জিনিসটা আমার অভিধানে লেখা নেই। চলি এখন, ডক্টর ওয়াটসনকে নিয়ে এখন যেতে হবে ননপ্যারিল ক্লাবে—কী সর্বনাশ! হাত পাখাটি ভেঙে ফেললেন যে! যাবার আগে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি অনধিকার প্রবেশের জন্যে। গুড নাইট।"

বুকে চিবুক ঠেকিয়ে মৌন হয়ে বসে রইল শার্লক হোম্‌স্ চলমান গাড়ির মধ্যে। অক্সফোর্ড স্ট্রিট এসে যেতেই আচমকা লাফিয়ে উঠল আসন ছেড়ে। ঠেলে তুলল মাথার ওপরকার ছাদ; হুকুম দিল গাড়োয়ানকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে।

তার পরেই রগ টিপে ধরে বসে পড়ল আসনে—"কী অসম্ভব আহাম্মক আমি! মগজে কুয়াশা ঢুকেছিল এতক্ষণ।"

গাড়ি ততক্ষণে ঘুরে গেছে—যে পথে এসেছি, সেই পথেই ফিরে চলেছে।

"হলোটা কী?" শুধিয়েছিলাম আমি।

"ওয়াটসন, আত্ম-সন্তুষ্টিতে ভোগার লক্ষণ যদি কখনও আমার মধ্যে দেখতে পাও, কানে কানে শুধু একটা শব্দ বলবে—'ক্যামেলিয়া'।"

স্যার জন ডোভার্টনের ম্যানসনের গাড়ি বারান্দায় গাড়ি গিয়ে দাঁড়ালো একটু পরেই। বিড় বিড় করে বলে গেল হোম্‌স্—"বাড়ির কাউকে ডাকাডাকির দরকার নেই। ফেরিওয়ালাদের রাস্তার গেট তো এইটা।"

বাড়ির গা ঘেঁষে রাস্তা বরাবর হনহনিয়ে হেঁটে গেল হোম্‌স্—থমকে দাঁড়াল যে জানলাটার সামনে—সেটা গলিপথের সেই জানলা। তিলমাত্র দ্বিধা না করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সেইখানেই। দু-হাত দিয়ে খুব সাবধানে তুষার সরাতে লাগল জানলার ঠিক নিচের জায়গাটা থেকে। উঠে দাঁড়াল একটু পরেই। দেখলাম, তুষার খুবলে একটা বড়সড় কালচে গর্ত বানিয়ে ফেলেছে।

হাসল খুক খুক করে—"ওয়াটসন, একটু ঝুঁকি নেওয়া যাক। দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালানো যাক।"

আমিও জ্বালালাম কাঠি। দেখলাম, তুষার খুঁড়ে তলার কালচে মাটি বের করে ফেলেছে হোম্‌স্। সেখানে পড়ে রয়েছে, লালচে-বাদামি রঙের একগোছা তুষার-জমাট ফুল।

বলেছিলাম চাপা গলায়—"ক্যামেলিয়া!"

শক্ত মুখে উঠে দাঁড়াল হোম্‌স্—"এরই নাম ছক কেটে শয়তানি," তার পরেই হেঁট হয়ে একটা শুকনো কালচে পাপড়ি তুলে নিয়ে রাখল হাতের চেটোয়—"খুবই বুদ্ধির কাজ করেছে অ্যানড্রু জোলিফ। গ্রেগসনের হাতে পড়ার আগেই বেকার স্ট্রিটে পৌঁছোতে পেরেছিল।"

"হাঁক ডাক দিই?"

আর একদফা খুক খুক করে শুষ্ক হাসি হেসে নিয়ে হোম্‌স্ বললে—"ওয়াটসন, তুমি হলে ধর-তক্তা-মার-পেরেক ধাঁচের মানুষ। সবুর, সবুর! চলো পা টিপে টিপে গিয়ে উঠে পড়ি গাড়িতে। সোজা যাব সেন্ট জেমস স্ট্রিটে।"

সময়ের হিসেব হারিয়ে ফেলেছিলাম সেই রাতে। পিকাডিলি থেকে সেন্ট জেমস স্ট্রিটে গিয়ে গাড়ি দাঁড়িয়েছিল একটা আলো ঝলমলে জমকালো অট্টালিকার সামনে। প্রাসাদ-চত্বরের ঘড়িতে তখন বাজে রাত বারোটা।

ঘন্টা বাজিয়ে দিয়ে হোম্‌স্ বললে—"প্রতিবেশীরা যখন গহন ঘুমে তলিয়ে যায়, তখন জেগে ওঠে ননপ্যারিউ ক্লাব।"

দরজা খুলে দাঁড়াল পরিচারক। হোম্‌স্ কি যেন লিখল ওর নামাংকিত কার্ডে, গছিয়ে দিল পরিচারকের হাতে। তার পেছন পেছন গেলাম হল ঘরে। সেখানে থেকে মার্বেল পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম ওপরতলায়। ঘরের পর ঘর দেখলাম। উঁচু

সিলিং। বিলাসবহুল। সান্ধ্য পোশাক পরা মানুষদের জটলা প্রতিটি ঘরে। কেউ পড়ছে খবরের কাগজ। রোজউড কাঠের তাস খেলার টেবিলে জমায়েৎ হয়েছে বহু জন।

পথ-প্রদর্শক আঙুলের টোকা দিল একটা দরজায়। ঢুকলাম ভেতরে। ঘরটা ছোট। ক্রীড়াজগতের ছবি দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো। চুরুটের কড়া গন্ধ ভাসছে বাতাসে। ফায়ার প্লেসের পাশে চেয়ারে হেলান দিয়ে সৈনিক আকৃতির এক দীর্ঘবপু পুরুষ। গোঁফ ছোট করে ছাঁটা। মাথাভর্তি চুল পিঙ্গলবর্ণের দাড়ি আমাদের দেখে উঠে দাঁড়িয়ে খাতির তো দেখালেনই না উল্টে হোম্‌সের নামাংকিত কার্ডটা আঙুলের মধ্যে ঘোরাতে ঘোরাতে এমন বরফঠাণ্ডা নীল চোখে চেয়ে রইলেন, যা দেখেই লেডি ভোভারটনের কথা ভাবতে বাধ্য হলাম।

বললেন বৈরী স্বরে—"জেন্টেলমেন, দেখা করার সময়টা কিন্তু অদ্ভুত। রাত অনেক হয়েছে।"

"রাত আরও বাড়ছে, সেই সঙ্গে দেরিও হয়ে যাচ্ছে", মন্দ্রমন্থর কণ্ঠে জবাবটা দিয়ে গেল শার্লক হোম্‌স্—"দরকার নেই, দরকার নেই, চেয়ারের। ক্যাপ্টেন মাস্টারম্যান, দু-পায়ে খাড়া থাকতেই আমি বেশি ভালবাসি।"

"তাহলে তাই থাকুন। কি চান?"

"অ্যাব্বাস পদ্মরাগ।"

চমকে উঠে আঁকড়ে ধরলাম আমার ছড়ি।

নৈঃশব্দ্য। ক্ষণেকের জন্যে। মাস্টারম্যান চেয়ে আছেন হোম্‌সের দিকে। চেয়ারে হেলান দিয়ে। তারপর, মাথা হেলিয়ে দিলেন চেয়ারের মাথায়। হাসলেন। কপট হাসি।

বললেন—"দুঃখিত। একটু বেশি চেয়ে ফেলেছেন। ননপ্যারিউ ক্লাবের মেম্বারদের মধ্যে পলাতক চাকর থাকে না। জোলিফ-এর খোঁজ নিন অন্যত্র।"

"জোলিফ-এর সঙ্গে কথা হয়ে গেছে।"

"তাই নাকি?" পরম তাচ্ছিল্যে নাসিকা কুঞ্চন করলেন মাস্টারম্যান—"জোলিফের স্বার্থ দেখতে এসেছেন?"

"না। ন্যায়দণ্ডের স্বার্থ দেখতে এসেছি।"

"খুব কড়া কথা বলছেন যে! মিস্টার হোম্‌স, আপনার কপাল ভাল, ঘরে কোনও সাক্ষী নেই। তাই আপনাকে ন্যায় আদালতে টেনে নিয়ে যেতে পারলাম না। মানহানির মামলায় স্রেফ পাঁচ হাজার গিনি গচ্চা যেত আপনার। বেরিয়ে যাওয়ার দরজা আপনার পেছনেই আছে।"

ফায়ারপ্লেসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো হোম্‌স্। পকেট থেকে ঘড়ি বের করল। মিলিয়ে নিল ম্যান্টলপিসের ঘড়ির সঙ্গে।

বললে—"এখন বারোটা বেজে পাঁচ মিনিট। কাল সকাল নটার মধ্যে বেকার স্ট্রিটে পদ্মরাগ পৌঁছে দেবেন।"

এবার কিন্তু চেয়ার ছেড়ে ছিটকে গেলেন মাস্টারম্যান। সেইসঙ্গে শোনালেন শ্বাপদ-গর্জন—"আপনাকে আমি—"

ওতে কোনও কাজ হবে না, ক্যাপ্টেন মাস্টারম্যান, কিস্সু লাভ হবে না। তবে, আপনার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যে, আমি যে ধাপ্পাবাজ নই—এই প্রতীতি জন্মানোর জন্যে, কয়েকটা পয়েন্ট আপনার কানে তেলে দিয়ে যাই। জোলিফের অতীত আপনি জানেন। জেনেশুনেই স্যার জনের কাজে তাকে বহাল করেছিলেন, আপনার সুরক্ষার জন্যে—ভবিষ্যতে।"

"মিস্টার বকমবাজ, বড্ড বাজে বকছেন। প্রমাণ করতে পারবেন?"

অবিচলিত স্বরে বলে গেল হোম্স্—"এল সেই ভবিষ্যৎ। আপনার দরকার হলো অনেক টাকার। আব্বাস পদ্মরাগের যা দাম—তত টাকা। তাসের জুয়োয় যা দেনা করেছেন, সেই হিসেবটা দেখলেই জানা যাবে টাকার পরিমাণটা কত। পরিকল্পনায় রূপ দেওয়া শুরু করলেন। ষড়যন্ত্রে সাহায্য নিলেন নিজের সহোদরার। চরম ধড়িবাজি দিয়ে নির্মম নাটক সাজালেন।

"যে জুয়েল-কেসে পদ্মরাগ আছে, সেই বাক্সের নিখুঁত বিবরণ জেনে নিলেন লেডি ডোভারটনের কাছ থেকে। হুবহু নকল একটা রত্ন-বাক্স বানিয়ে নিলেন। এইবার একটা মুশকিল দেখা গেল। সিন্দুক থেকে কদাচিৎ রত্ন-বাক্স বের করতেন স্যার জন। কবে বের করবেন, তার ঠিক নেই ডিনার-পার্টি আসন্ন, আপনি সেখানে নিমন্ত্রিত। খুব সোজা সমাধান এসে গেল মাথায়। মহিলারা যেন সমস্বরে রত্ন দেখার বায়না ধরেন। তাহলেই পদ্মরাগ আনবেন স্যার জন। সে না হয় হলো। কিন্তু পদ্মরাগ যখন উপস্থিত হবে লাইব্রেরী ঘরে, তখন ঘর ফাঁকা করে দিয়ে সবাই বেরিয়ে যাবেন—এইটা কি করে করা যায়? এইখানেই পাচ্ছি কামিনী বুদ্ধির সূক্ষ্ম প্যাঁচ। ক্যামেলিয়ার তারিফ শুনলেই বুক দশ হাত হয়ে যায় স্যার জনের। মোচড় মারা যাক এই দুর্বলতায়। ছক যেভাবে কেটেছিলেন, ঘটলও তাই।

"ক্যামেলিয়া ঝাড়ের সব ফুল নিপাত্তা—জোলিফ বহন করে আনল এই দুঃসংবাদ। শোনামাত্র স্যার জনের মাথায় রইল না পদ্মরাগের নিরাপত্তার কথা, রত্ন-বাক্স ঢুকিয়ে দিলেন হাতের কাছের ড্রয়ারে। দৌড়লেন ফুল-ঘরের দিকে—পেছনে গেলেন গেস্টরা। আপনি সটকে এলেন। রত্ন-বাক্স পকেটে পুরলেন। চুরি যখন ধরা পড়ল, তখন আগ বাড়িয়ে জানিয়ে দিলেন নির্জলা সত্য তথ্য—বটলার হীরে ডাকাতি করে জেল খেটে এসেছে। এমন একটা শকুনি-বুদ্ধি দিয়ে বাজিমাৎ করেও গোড়ায় গলদ রেখে গেলেন—দুটো।

"এক, নকল রত্ন-বাক্স ভাঙলেন আনাড়ি হাতে। রেখে এলেন জোলিফের বিছানার তলায়—রেখেছিলেন নিশ্চয় ঘন্টা কয়েক আগেই। ফিকে রঙের ভেলভেটে মোড়া বাক্স লেন্সের মধ্যে দিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম সেই ভেলভেট। দুটো ডগাগুলো একদম ঘষা খায়নি। পেনডান্ট জুয়েল ভেলভেটের বাক্সে রেখে দিলে, ভেলভেটে দাগ পড়বেই—ঘষা লাগবেই। নকল রত্ন-বাক্সে তা নেই।

"দু-নম্বর ভুলটা মারাত্মক। আপনার সহোদরা বললেন, ডিনারের ঠিক আগেই একটা ফুল তুলে এনে গাউনে লাগিয়েছেন। তাই যদি হয়, তাহলে আটটার সময়ে ফুল-ঝাড়ে সব ফুল থাকার কথা। জিজ্ঞেস করলাম আমার মনকে, ঝটপট সমস্ত ফুল

যদি সরিয়ে দিতে চাই, তাহলে কি করব? জবাবটা এই ঃ সবচেয়ে কাছের জানলা দিয়ে ফেলে দেব, যা আছে গলি পথে।

"জানলার নিচে কিন্তু পুরু হয়ে জমে রয়েছে তুষার। ফুলের চিহ্ন নেই। স্বীকার করছি, এই দেখে আমার মাথাটা একটু গুলিয়ে গেছিল। তারপরেই অবশ্য ধাঁধা-রহস্য প্রাঞ্জল হয়ে গেছিল। ডক্টর ওয়াটসন জানেন, তখন আমি কি করেছিলাম। ঝড়ের বেগে ফিরে এসেছিলাম। জানলার নিচে জমে থাকা তুষার একটু একটু করে সরিয়েছিলাম। দেখেছিলাম, জমাট শক্ত মাটির ওপর—পড়ে রয়েছে নিখোঁজ ক্যামেলিয়ার দল। ক্যামেলিয়া ফুল খুব হাল্কা। তুষার ভেদ করে নিশ্চয় তলিয়ে যায়নি, তুষার পাতের আগেই শক্ত মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তুষার পাত শুরু হয়েছিল সন্ধ্যে ছ-টায়। তাহলে, লেডি ডোভারটন যা বলেছিলেন, তা স্রেফ মনগড়া। শুকিয়ে যাওয়া ওই ফুলের দলের মধ্যেই রয়েছে ঘোট পাকানো এই চক্রান্ত-রহস্যের সহজ, সরল সমাধান।"

হোমস্ যখন টানটান শরীরের বুদ্ধিতীক্ষ্ণ যুক্তিমালা সাজিয়ে যাচ্ছে নিপুণ ভঙ্গিমায়, আমি তখন লক্ষ্য করে যাচ্ছিলাম ক্যাপ্টেন মাস্টারম্যানের মুখের চেহারা। গনগনে মুখ হলো কুৎসিত পাণ্ডুর। হোমস্ স্তব্ধ হতেই ছিটকে গেলেন কোণের টেবিলের সামনে—দুই চোখে দেখলাম দুরভিসন্ধির স্ফুলিঙ্গ।

সুমিষ্ট স্বরে হোমস্ শুধু বলল—"আমি তো নেব না।"

ড্রয়ারে হাত রেখে থমকে গেলেন মাস্টারম্যান।

বললেন অবরুদ্ধস্বরে—"করতে চান কী?"

"কাল সকাল ন-টার আগে পদ্মরাগ যদি ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে পাবলিক কিছুই জানবে না। আমার অনুরোধে, স্যার জনও এই নিয়ে আর তদন্ত করবেন না। তাঁর স্ত্রী-র সুনাম আমি রক্ষা করব। এর উল্টোটা যা করব, তা এই ঃ সহোদরার যোগসাজসে একজন নিরীহ মানুষকে আপনি ফাঁসাতে যাচ্ছেন তাই আমার পূর্ণ শক্তি আপনার বিরুদ্ধে আমি প্রয়োগ করব। পৈশাচিক মানুষদের যে পরিণতি হয়, আমার হাতে আপনার ক্ষেত্রে তাই ঘটবে।"

"কিন্তু কেলেঙ্কারির যে আর শেষ থাকবে না!" গলা চিরে গেল ক্যাপ্টেন মাস্টারম্যানের। "তাসের জুয়োর দেনায় ডুবে আছি ননপ্যারিউ ক্লাবে—পদ্মরাগ ফেরৎ দিলে টি-টি পড়ে যাবে—" বলেই, থেমে গেলেন। নীল চোখে নীল বিদ্যুৎ খেলিয়ে বললেন—"হোমস্, ধরে নিন খেলায় মেতেছি দুজনে। আমার প্রস্তাবটা—"

দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াল শার্লক হোমস্ বললে হিমশীতল স্বরে—"কাল সকাল ন-টা পর্যন্ত সময় দিলাম, এসো ওয়াটসন।"

সেন্ট জেমস স্ট্রিটে যখন গাড়ির প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি, তখন হোমস্ বললে—"ওয়াটসন, নিশ্চয় খুব ক্লান্ত?"

"ঠিক বিপরীত। তোমার সান্নিধ্যে এলেই এনার্জি উপচে পড়ে।"

"ঘন্টা কয়েকের বিশ্রাম দরকার তোমার। আজ রাতের অ্যাডভেঞ্চার শেষ হয়েছে।"

কিন্তু তা হয়নি। ভাড়াটে গাড়ি পেলাম দেরিতে। বেকার স্ট্রিটে ফিরে যখন সদর

দরজার ল্যাচে চাবি লাগিয়েছি আমি, মেরিলিবোন রোডের দিক থেকে ধেয়ে এল একটা চার চাকার চারদিক বন্ধ ঘোড়ার গাড়ি। দাঁড়ালো রাস্তায় আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখান থেকে কয়েক ফুট দূরে। পরক্ষণেই সর্বাঙ্গে ঢাকা এক মহিলা ত্বরিৎ পদে এগিয়ে এলেন। অঙ্গাবরণে সর্বশরীর মুড়ে রেখে দিলেও তাঁর দীর্ঘ তনু, গরবিনী আকৃতি আর রানির মত মাথা কাৎ করে রাখার কায়দা দেখেই বুঝলাম, তিনি কে। দাঁড়ালেন আমাদের মুখোমুখি—তুষার ছাওয়া ফুটপাতে।

কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পেল সেই ঔদ্ধত্য—"মিস্টার হোম্‌স্, কথা আছে আপনার সঙ্গে।"

ভুরু তুলল বন্ধুবর। বলল প্রশান্ত স্বরে—"ওয়াটসন, ওপরে গিয়ে গ্যাসটা জ্বালিয়ে দেবে?"

শার্লক হোম্‌সের সান্নিধ্যে থেকেছি বহু বছর, দেখেছি অনেক কেস। বহু সুন্দরী মহিলা আমাদের ঘরের চৌকাঠ মাড়িয়েছেন। কিন্তু সেই রাতে যে অনিন্দ্য-সুন্দরী আমাদের সাদামাটা বসবার ঘরে প্রবেশ করলেন স্কার্টের গভীর খসখস শব্দ সৃষ্টি করে, তাঁর ধারে কাছে আসবার যোগ্যতাও কারও নেই।

অপসৃত হয়েছিল মুখের অবগুণ্ঠন। গ্যাস-লাইটের নরম দ্যুতিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল নিখুঁত মুখাবয়ব। আলো ঠিকরে যাচ্ছিল তাঁর দীর্ঘ পক্ষ্ম নীল চোখ থেকে। সেই চোখে দেখলাম দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান। হোম্‌সের চোখের তারা পাথরের মত শক্ত—সেখানে আপসের কোনও লেশ নেই।

কণ্ঠস্বরেও প্রকাশ পেল কঠোরতা—"এত রাতে তো আপনাকে আশা করিনি, লেডি ডোভারটন।"

"আমি তো ভেবেছিলাম, আপনি সর্বজ্ঞ, ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ," যেন হাল্কা ব্যঙ্গের বাজনা বাজিয়ে গেলেন অপরূপা—"কিন্তু এখন দেখছি, নারী সম্পর্কে আপনি নিতান্তই অজ্ঞ।"

"আপনার কথার তাৎপর্য—"

"ধরতে পারলেন না। দম্ভের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। নিখোঁজ পদ্মরাগ যে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে, যতক্ষণ না তার অবসান ঘটছে, আমার উদ্বেগ যাচ্ছে না। কথা দিয়ে এসেছিলেন, পদ্মরাগ ফিরিয়ে দেবেন। স্বীকার করুন আপনার ব্যর্থতা।"

"পক্ষান্তরে, আমি সফল হতে চলেছি।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন অনুপমা। নীল নয়নে দেখা দিয়েছে নীল নভরশ্মি। নিঃসীম ঔদ্ধত্যের ব্যঞ্জনা শুনিয়ে গেলেন কণ্ঠস্বরে—"সুরুচির প্রকাশ দেখছি না আপনার এই পরিহাসে।"

এর আগে আমি লিখেছি, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি শার্লক হোম্‌সের অপরিসীম অবিশ্বাস থাকলেও, কখনও শিষ্টাচারের কমতি দেখিনি কোনও মহিলার সামনে। সেই রাতে এই প্রথম ব্যতিক্রম দেখলাম লেডি ডোভারটনের ক্ষেত্রে। গ্র্যানাইট-কঠিন হয়ে গেল মুখের প্রতিটি রেখা।

বললে সুকঠিন স্বরে—"ম্যাডাম, রাত অনেক হয়েছে। তাই ভূমিকা বর্জন করছি। ননপ্যারিউ ক্লাবে গেছিলাম। আপনার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করেছি। বলে এসেছি,

কিভাবে অ্যাকবাস পদ্মরাগ সরিয়েছেন। বলেছি, নাটকে কি ছিল আপনার ভূমিকা।"

"মাই গড!"

"কাজটা যে নিতান্ত অনিচ্ছায় করেছেন, সে রকম ভাবনার আত্মবঞ্চনা আমার মধ্যে নেই।"

চুরমার হয়ে গেল অতুলনীয়ার সমস্ত ঔদ্ধত্য। স্থাণু হয়ে রইলেন সেকেণ্ড কয়েক ল্যাম্পের আলোয়। তার পরেই নতজানু হয়ে বসে পড়লেন। খামচে ধরলেন হোম্‌সের কোট। হেঁট হয়ে ঝট করে তাঁকে তুলে খাড়া করে দিল শার্লক হোম্‌স্।

বললে সহজ স্বরে—"আমার কাছে নয়, নতজানু হোন আপনার স্বামীর সামনে। কৈফিয়ৎ তো আপনাকেই দিতে হবে।"

"কথা দিচ্ছি—"

"সবই জানি। কিন্তু আর কেউ জানবে না।"

"বলবেন না তো আমার স্বামীকে?" গলা ভেঙে গেল লেডি ডোভারটনের।

"বলে আমার লাভ কী? জোলিফ ছাড়া পাবে কাল সকালে। সেই হবে পদ্মরাগ প্রহেলিকার উপসংহার।"

"আপনার এই অনুকম্পার পুরস্কার পাবেন ঈশ্বরের কাছে। ক্ষতি যা হয়ে গেছে, তার সুরাহার চেষ্টা আমি করব। কিন্তু আমার ভাই...আমার অভাগা ভাই...তাসের জুয়োয় আকণ্ঠ দেনা করে—"

"ক্যাপ্টেন মাস্টারম্যানকে নিয়ে বেশি দুশ্চিন্তা করবেন না। তাঁর দেউলে হয়ে যাওয়া, পরিণামে ক্লাব-কেলেঙ্কারি—দুটো ঘটনাই তাঁকে অনেক সম্মানের পথে নিয়ে যাবে—এখনকার চেয়ে, কেলেঙ্কারি যখন অতীতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে, তখন স্যার জনকে বুঝিয়ে বললে, উনিই ক্যাপ্টেন মাস্টারম্যানের জন্যে মিলিটারি সার্ভিসের ব্যবস্থা করে দেবেন সাগর পারের কোনও দেশে। ওঁর বয়স কম। বাচনভঙ্গী আর উদ্যম তো দেখে এলাম। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এই রকম পুরুষই দরকার।"

ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছিলাম সেই রাতে। পরের দিন ঘুমিয়েছিলাম বেলা দশটা পর্যন্ত। বসবার ঘরে ঢুকে দেখলাম, শার্লক হোম্‌স্ প্রাতরাশ সেরে নিয়ে আগুনের ধারে বসে রয়েছে বহু পুরোনো লাল ড্রেসিং গাউন পরে। পা ছড়িয়ে দিয়েছে আগুনের দিকে। বাতাস ভরে আছে আম্রকূটের কূট গন্ধে। প্রাতরাশ খাওয়ার পর এই পাইপ টানে হোম্‌স্। ঠেসে নেয় আগের দিনের পোড়া তামাক। মিসেস হাডসনের কাছে চাইলাম কফি, ডিম আর একটু শুকর মাংস।

অর্ধনিমীলিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে বললে হোম্‌স্—"যথা সময়ে এলে।"

"যে কোনও সময়ে ব্রেকফাস্ট বানিয়ে দেওয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে মিসেস হাডসনের।"

"তা বটে। তবে ব্রেকফাস্টের প্রসঙ্গ তুলিনি। স্যার জন ডোভারটনের প্রতীক্ষায় রয়েছি।"

"তাহলে তো তোমার একলা থাকা দরকার। ব্যাপারটা খুবই স্পর্শকাতর বিষয়।"

কিন্তু আমাকে চেয়ার ছেড়ে উঠতে দিল না হোম্‌স্—"মাই ডিয়ার ওয়াটসন, তোমার থাকা দরকার। এসে গেছেন ভিজিটর ভদ্রলোক—মিনিট কয়েক আগেই চলে এসেছেন।"

দরজায় আঙুলের টোকা পড়ল। দীর্ঘতনু ঈষৎ ঝুঁকিয়ে চৌকাঠ অতিক্রম করলেন সুবিখ্যাত উদ্যান-বিশারদ।

আবেগ কম্পিত গলায় বললেন—"মিস্টার হোম্‌স্, কি খবর আছে আমার জন্যে? বলুন, বলুন!"

হোম্‌স্ বললে একটু হেসে—"হাঁ, খবর একটা আছে বটে।"

ছিটকে এগিয়ে এলেন স্যার জন—"ক্যামেলিয়ার খবর নিশ্চয়?"

"লাল ক্যামেলিয়াকে আপাতত ভুলে যাওয়াই ভাল। নতুন কুঁড়ি দেখে এসেছি ফুল-ঘরে।"

"তা ঠিক," গদগদ স্বরে বললেন স্যার জন—"প্রকৃতির সম্পদ এত ভালবাসেন? পদ্মরাগটা খোয়া গেল বটে...ফিরে পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা আছে?"

"তা আছে। তবে ওই প্রসঙ্গে কথা বলার আগে এক গেলাস পোর্ট পান করা যাক।"

ভুরু তুলে ফেললেন স্যার জন—"সাত সকালে পোর্ট? মিস্টার হোম্‌স্, আমি তো ভেবেছিলাম—"

হাসি মুখে তিনটে গেলাসে লোহিত মদিরা ঢেলে হোম্‌স্ একটা গেলাস ধরিয়ে দিল স্যার জনের হাতে—"বেজায় ঠাণ্ডা পড়েছে। সুরাপানের উপযুক্ত সময়।"

কিন্তু সে মেজাজে যে নেই স্যার জন, তা মালুম হলো তাঁর ভুরু কুঁচকোনো দেখে। ব্যাজার মুখেই গেলাস ছোঁয়ালেন ঠোঁটে। ক্ষণেকের সূচীভেদ্য স্তব্ধতার পরেই চমকিত চিৎকার ঠিকরে এল গলা দিয়ে। বিছানার সাদা চাদরের মত সাদা হয়ে গেছে ভদ্রলোকের মুখবর্ণ, বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছেন হোম্‌সের দিকে—ঠোঁট থেকে হাতের রুমালে খসে পড়েছে অগ্নিময়, ঝলক ছিটোনো একটা কৃস্ট্যাল।

"অ্যাব্বাস পদ্মরাগ!" যেন দম আটকে এল স্যার জনের।

প্রাণ খুলে হাসতে লাগল শার্লক হোম্‌স্ দুই মুঠো এক করে।

দমকা হাসির ফাঁকে ফাঁকে অবশ্য বলেও গেল—"ক্ষমা করবেন, স্যার জন, আমাকে ক্ষমা করবেন। এই সব নাটকীয় মুহূর্তে ক্লাইমাক্স না এনে পারি না—আমার এই বন্ধু ডক্টর ওয়াটসন হাড়ে হাড়ে তা জানে। রোগটা বোধহয় রয়েছে আমার রক্তে—'ভারনেট' রক্ত তো।"

সাদা রুমালের ওপর রাখা অগ্নিময় দ্যুতি বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে চলেছে বিশাল রত্ন। ফ্যালফ্যাল করে তা দেখছেন স্যার জন যেন, বজ্রাহত।

গলা কেঁপে গেল কথা বলতে গিয়ে—"গুড হেভেনস্! নিজের চোখকেই যে বিশ্বাস করতে পারছে না। পেলেন কি করে?"

"হু-হু! এই একটা ব্যাপারে প্রশ্রয় দিয়ে যান এই অধমকে; এইটুকুই শুধু বলা

যেতে পারে যে, আপনার বাটলার সম্পূর্ণ নির্দোষ। যথেষ্ট অবিচার করা হয়েছে বেচারার ওপর। আজ সকালে সে ছাড়া পেয়েছে। পদ্মরাগও ফিরে এসেছে আসল মালিকের হাতে। এই নিন লকেট আর সোনার চেন। আমিই খুলে রেখেছিলাম পাথর থেকে—যাতে লাল পোর্টে লাল রত্ন লুকিয়ে রেখে আপনাকে চমকে দিতে পারি। প্লীজ, এই নিয়ে আর কোনও কথা নয়।"

"বেশ, তাই হবে। আপনার ওপর আমার আস্থা আরও বাড়ল। কিন্তু কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগটা—"

"আমি তো বড়লোক নই। আপনি যে পাঁচ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন—"

"তারও অনেক বেশি আপনার প্রাপ্য," পকেট থেকে চেকবই বের করতে করতে বললেন স্যার জন উল্লাস ফেটে-পড়া কণ্ঠে—"ও ছাড়াও, আমার লাল কামেলিয়ার একটা চারা পাঠিয়ে দেব আপনাকে।"

এইবার গম্ভীর হয়ে গেল হোম্‌স্। বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদন জানালো নাটকীয় কায়দায়—"তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেব আমার প্রিয় বন্ধু ডক্টর ওয়াটসনকে। খুশি হবো যদি দুটো আলাদা চেক লেখেন। আড়াই হাজার শার্লক হোম্‌সের নামে, আড়াই হাজার অ্যানড্রু জোলিফের নামে। এই ঘটনার পর থেকে সে বিলক্ষণ নার্ভাস হয়ে থাকবে আপনার বাড়ির কাজে। ওর ইচ্ছে চুরুটের ব্যবসা করার। এই টাকায় তা হয়ে যাবে। থ্যাংকিউ, মাই ডিয়ার স্যার। এবার কিন্তু সত্যি সত্যিই সকালের নিয়ম ভঙ্গ করে এক গেলাস পোর্ট পান করে অ্যাবস পদ্মরাগ প্রহেলিকা নাটকে যবনিকা ফেলা যাক।"

❑ এই গল্পটি লিখেছেন অ্যাড্রিয়ান কন্যান ডয়াল ❑

[দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ আব্বাস রুবি]

জুয়ারী মোমমূর্তি

বন্ধুবর শার্লক হোমসের হাঁটু মচকে যাওয়ার পর থেকেই শুরু হয়ে গেল ভাগ্যের পরিহাস—একটার পর একটা। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই এসে গেল একটা অতীব আশ্চর্য কেস—যে কেস নিয়ে তক্ষুনি ওকে যেতে হবে গায়ের লোমখাড়া করার মত একটা পাতাল ঘরে—যে ঘরের খবর জনসাধারণের অজানা নয়।

কপাল খারাপ বলেই অ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়ে হাঁটু মচকে ফেলেছিল হোমস্। স্রেফ ক্রীড়াচ্ছলে কথা দিয়েছিল, বিনা প্রস্তুতিতেই একহাত গ্লোভ-বক্সিং লড়ে যাবে বলীবর্দ সমান বুলি বয় র‍্যাশার-এর সঙ্গে। সে হলো গিয়ে পেশাদার বক্সার—নামডাক যথেষ্ট—তার হাত চলে হাতুড়ির মত, মার মারে মোক্ষম। প্রাণ নিয়ে টানাটানির মত কেস হাতে না থাকার ফলে খেয়ালী বন্ধুবর কিনা তাকেই এক টক্কর নেবে কথা দিয়ে বসেছিল—তিলমাত্র প্র্যাকটিস না করে। লড়াইটা হয়েছিল প্যানটন স্ট্রিটের ক্রিব স্পোর্টিং ক্লাবে। দর্শকদের চমকে দিয়ে বুলি বয়-কে নক আউট করে দিয়েছিল শার্লক হোমস্—সে বেচারা পাঁয়তারা কষবার আগেই।

মারধর নিমেষে শেষ করে দিয়ে, অক্ষত ডান হাত নিয়ে, হোমস্ যখন বিজয়গর্বে নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নামছে, দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল তখনই। অনুতপ্ত ক্লাব সেক্রেটারি সিঁড়িটা পরে মেরামত করে দিয়েছিলেন—কিন্তু হোমসের দামি হাঁটুটা তো বিলক্ষণ চোট পেল। বন্ধুর আক্কেলকেও বলিহারি যাই। হাত যেন নিশপিশ করছে, সুযোগ একবার পেলেই হলো।

খবরটা যখন পেলাম, তখন দুপুরের আহারে বসেছিলাম আমি আর আমার বউ। বাইরে তুমুল ঝড় বইছে, তেমনি বৃষ্টি হচ্ছে। ঠাণ্ডায় হাড় পর্যন্ত কনকনিয়ে যাচ্ছে। হাতের কাছে নোটবইটা যদিও নেই, তাহলেও বলতে পারি, খবরটা পেলাম ১৮৯০ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে। টেলিগ্রাম করে খবর পাঠিয়েছিলেন মিসেস হাডসন। পড়েই চিল-চিৎকার ছেড়ে টেলিগ্রাম এগিয়ে দিয়েছিলাম স্ত্রী-রত্নের দিকে।

হুকুম হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ—"এক্ষুনি যাও। দিন দুয়েক মিস্টার শার্লক হোমসের কাছে থেকে ওঁকে চাঙ্গা করে দিয়ে এস। আম্পেটুদার তো রয়েছে, তোমার রুগী ও সামলে দেবে।"

তখন আমি থাকতাম প্যাডিংটন অঞ্চলে। তাই বেকার স্ট্রিটে যেতে বেশি সময় লাগেনি। গিয়ে দেখলাম, যা ভেবেছিলাম ঠিক সেইভাবেই সোফায় বসে পা ছড়িয়ে রয়েছে বন্ধুবর। গায়ে বেগুনি রঙের ড্রেসিং গাউন। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাঁটুটা রেখেছে একগাদা কুশনের ওপর। বাঁ হাতের কাছে ছোট টেবিলের ওপর রয়েছে একটা কম পাওয়ারের মাইক্রোসকোপ। সোফার ওপরেই ডান দিকে রেখেছে দৈনিক কাগজের একটা পাহাড়।

চোখে মুখে অবসাদের ভারি ছায়া থাকলেও ওর আতীক্ষ্ণ উদ্দীপনাময় প্রকৃতি তো আমার অজানা নয়। হাঁটু মচকালেও মেজাজ খিটখিটেই রয়ে গেছে। মিসেস হাডসন টেলিগ্রামে শুধু লিখেছিলেন, সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে হাঁটু মচকেছে। আমি কিন্তু খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সব বৃত্তান্ত জেনে নিলাম। কাহিনীর শুরুতেই তা লিপিবদ্ধ করেছি।

সব বলবার পর অপ্রসন্ন স্বরে বলেছিল হোম্‌স্—"ওহে ওয়াটসন, জাঁক দেখানোর মত মুরোদ এখনও যে আছে এই শরীরে, তা তো দেখিয়ে দিলাম। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময়ে হুঁশিয়ার থাকা উচিত ছিল। বোকামিটা করেছি সেইখানেই।"

"বড়াই করা তোমাকে সাজে, তা মানছি। বুলি বয় কিন্তু জাঁদরেল লড়াকু।"

"ঠিক উল্টোটা দেখে এলাম আমি। ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে জাঁদরেল হিসেবে জাহির করা হয়েছে। তার ওপর, আধামাতাল। সে যাক, ভায়া ওয়াটসন, তোমার নিজের শরীরও তো দেখছি ভাল যাচ্ছে না।"

"কী সর্বনাশ! তুমি জানলে কি করে? আচমকা ঠাণ্ডা আমাকে একটু কাবু করেছে বটে। কিন্তু চেহারায় তো তার প্রকাশ ঘটেনি এখনও, গলা ভাঙেনি—তুমি টের পেলে কি করে?"

"এত আশ্চর্য হচ্ছো কেন? জেনেছি খুব সহজে। নিজের নাড়ি নিজে দেখছিলে। ডান হাতের তর্জনীর ডগায় লেগে থাকা সিলভার নাইট্রেটের দাগ চলে এসেছে বাঁ কব্জির বিশেষ জায়গায়। কিন্তু একী! করছো কী?"

কথায় কান না দিয়ে মচকানো হাঁটুর ব্যাণ্ডেজ খুলে জখম জায়গাটা ভাল করে দেখে নিয়ে ফের ব্যাণ্ডেজ করে দিলাম।

রুগীকে চাঙা রাখার জন্যে এই সময়ে কথা চালিয়ে যেতে হয়। আমিও মুখ বন্ধ করলাম না। হাঁটুর চোট একটু দমিয়ে দিয়েছে, তা তো বুঝতেই পারছিলাম। তাই বললাম—"একদিক দিয়ে আমি খুশিই হয়েছি তোমার চলৎশক্তিহীন অবস্থা দেখে।"

কটমট করে চেয়ে রইল হোম্‌স্—কথা কিন্তু বলল না।

আমি কিন্তু চালিয়ে গেলাম—"দিন পনেরো না হয় সোফাবন্দী হয়ে থাকতে হবে—কিন্তু কাজ আটকে থাকবে না। গত গ্রীষ্মে তোমার দাদা মাইক্রফটের সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিল, তখন তুমিই কিন্তু বলেছিলে, পর্যবেক্ষণ শক্তির ব্যাপারে আর অবরোহ প্রণালী মতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে, তোমার দাদা তোমার ওপরে যায়।"

"যা সত্যি, তাই বলেছিলাম। গোয়েন্দা তদন্তের শুরু আর শেষ যদি চেয়ারে বসে করতে হয়, তাহলে আমার দাদার সমকক্ষ হওয়ার মত ক্রিমিনাল এজেন্ট আজও পৃথিবীতে জন্মায়নি।"

"হে বন্ধু, তাতে আমার সন্দেহ আছে। যাকে সে কথা। এই যে তোমাকে ঠায় বসে থাকতে হচ্ছে পিঠ খাড়া করে, এই সময়ে যদি মাথা খাটানোর মত একটা কেস এসে হাজির হয়, সবচেয়ে খুশি হবো আমি—কেন না, তখনই তুমি বসে বসে গোয়েন্দাগিরি দেখানোর সুযোগ পেয়ে যাবে—"

"কেস কোথায় হে? কোনও কেস-ই নেই!"

"ভেঙে পড়ো না। কেস ঠিকই আসবে।"

"আজকের কাগজের 'নিরুদ্দেশ' কলমটা পড়েছো? টনক নড়ানোর মত কিছুই নেই। শুধু কি তাই? নতুন রোগজীবাণুর খবর পড়েও মনের মধ্যে সেই আনন্দ আর পাচ্ছি না। একই অবস্থা তোমার আর আমার —দুজনেই চাই কাজ।"

এই পর্যন্ত বলেই থামতে হলো হোম্‌স্‌কে—কেন না, একটা চিঠি হাতে ঘরে ঢুকলেন মিসেস হাডসন। চিঠিটা ওঁর হাতে পৌঁছে দিয়ে লোক চলে গেছে। আমার ভবিষ্যৎবাণী যে এত তাড়াতাড়ি ফলে যাবে, সেই মুহূর্তে তা না ভাবলেও দামি কাগজে বানানো লেফাপার ওপর বংশপ্রতীকের নামাংকন দেখেই বুঝলাম, খাম যিনি পাঠিয়েছেন, তিনি বিলক্ষণ বড়লোক। খাম ছিঁড়ে চিঠি পড়ে হোম্‌স্‌ কিন্তু ভীষণ বিরক্ত হয়ে নাসিকাধ্বনি করে তৎক্ষণাৎ কাগজ টেনে জবাব লিখতে বসে গেল যাতে ল্যাণ্ডলেডি পাঠিয়ে দিতে পারেন স্থানীয় বার্তাবাহকের হাত দিয়ে পত্রপ্রেরকের কাছে।

তারপর বললে আমাকে—"খুব যে স্তোকবাক্য শোনাচ্ছিলে আমাকে! জঘন্য বানানে এই চিঠি কে লিখেছেন জানো? স্যার গারভিজ ডারলিংটন! অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছেন কাল সকাল এগারোটায়। আমি যে রাজী, তা যেন হারকিউলিস ক্লাবে জানিয়ে দিই।"

"ডারলিংটন! আরে, এ নাম তো তোমার মুখেই আগে শুনেছি!"

"সে ছিল শিল্পসামগ্রী কেলেংকোর ডারলিংটন। আসল লিওনার্দো পেন্টিং বলে গছিয়েছিল একটা নকল ছবি—কেলেঙ্কারি ঘটিয়ে ছেড়েছিল গ্রসভেনর গ্যালারিতে। স্যার গারভেজ আর এক ডারলিংটন—অনেক বেশি মর্যাদা ধরেন এই ডারলিংটন—তবে খামতি নেই কেলেঙ্কারি ঘটিত ব্যাপারে।"

"লোকটা কে?"

"উড়নচণ্ডে, লম্পট, দুশ্চরিত্র, ঘুষোঘুষিতে পোক্ত—নাটক নভেলের ব্যারনদের মত। যেমন উদ্ধত, তেমনি হামবড়া—তবে কল্পনায় গড়া জীব নয়—আমাদের ঠাকুর্দাদের আমলে এরকম জীব ছিল বিস্তর।" বলেই, কি যেন ভাবল হোম্‌স্‌। তারপর—"এই মুহূর্তে লোকটার একটু বুঝে চলা দরকার।"

"কৌতূহল চাগিয়ে দিলে কিন্তু?"

"ওয়াটসন, আমি রেসুড়ে নই? তা সত্ত্বেও বলি, গত বছরের ডার্বি রেসে কপাল ফিরিয়েছেন স্যার গারভেজ। কুলোকে বলে, তা করেছেন ঘুষের জোরে আর গোপন খবর পাচার করে।—মাইক্রোসকোপটা সরিয়ে রাখবে?"

সরিয়ে রাখলাম। ছোট টেবিলে রইল শুধু বংশপ্রতীক নামাংকিত দামি চিঠির কাগজটা—হোম্‌স্‌ই ফেলে দিয়েছিল টেবিলে একবার চোখ বুলিয়েই।

পকেট থেকে বের করল পদ্মরাগমণি বসানো সোনার নস্যির কৌটো। দেখেই চিনলাম। বোহেমিয়ার রাজার উপহার।

"ওয়াটসন, স্যার গারভেজ ডারলিংটনের প্রতিটি গতিবিধি এখন নজরে রাখা

হয়েছে। সন্দিগ্ধ কোনও ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করলেই ঘোড়দৌড়ের মাঠে ঢোকা তাঁর বন্ধ হয়ে যাবে—জেলে হয়তো যেতে হবে না। বাজি ধরেছিলেন কোন ঘোড়ার ওপর, তার নামটা মাথায় আসছে না—"

নামটা আমি বলে দিয়েছিলাম সোৎসাহে—"লর্ড হোভ-এর 'বেঙ্গল লেডি'। ঘোড়াটা ছিল এক ইণ্ডিয়ান রাজার তিন ফার্লং এগিয়ে থেকে রেস শেষ করেছে। হোম্‌স্, আর তো বলতে পারব না—এ ব্যাপারে তোমার মতই অজ্ঞ আমি।"

'তাই নাকি?"

"এই নীচ সন্দেহটা প্রকাশ না করলেই পারতে, হোম্‌স্। তুমি হয়তো মজা পাচ্ছ, আমি কিন্তু কষ্ট পাচ্ছি! আমার ঘরে বউ রয়েছে, ব্যাঙ্কে টাকা কমে এসেছে। তাছাড়া ঝড়জলের এমন দিনে কি ধরনের ঘোড়দৌড় হয়, তাও জানা নেই।"

"আরে ভায়া, গ্র্যাণ্ড ন্যাশন্যাল রেসকোর্স তো এখান থেকে খুব দূরে নয়।"

"ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে! লর্ড হোভ দুটো ঘোড়া নামিয়েছেন গ্র্যাণ্ড ন্যাশন্যালে। 'থাণ্ডার ল্যাড'-কে পছন্দ অনেকের, 'শিয়ারনেস' এর দৌড় নিয়ে অনেকের সন্দেহ আছে। আমার কিন্তু মনে হয়, ক্রীড়াজগতের রথীমহারথীদের নিয়ে এই জাতীয় কুৎসা বিশ্বাসযোগ্য নয়। লর্ড হোভ-এর সুনাম আছে যথেষ্ট।"

"বলেছ ঠিকই। যথেষ্ট সম্মান ধরেন লর্ড হোভ—স্যার গারভেজ ডারলিঙটনের বন্ধু তিনি নন।"

"কিন্তু স্যার গারভেজ তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন নিশ্চয় কোনও সমস্যা নিয়ে, অথচ তোমার কোনও আগ্রহ নেই কেন?"

"বন্ধু ওয়াটসন, ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার আলাপ যদি থাকত, তাহলে দেখতে আগ্রহ-সঞ্চারী কোনও ব্যাপার নিয়ে উনি মস্তিষ্ক ঘর্মাক্ত করেন না—শুধু একটা ব্যাপার ছাড়া। ভদ্রলোক সাংঘাতিক রকমের হেভিওয়েট বক্সার।—আরে, আজ সকালেই তো বুলি নয়ের সঙ্গে আমার টক্করের আসরে হাজির ছিলেন স্যার গারভেজ!"

"সেক্ষেত্রে তোমার কাছে ওঁর প্রত্যাশা কী?"

"আমার জানা নেই। এক টিপ নস্যি চলবে, ওয়াটসন? নাহে না, নস্যির নেশা আমার নেই, তবে কি জানো, নিকোটিনের অতিরিক্ত বিষ নিয়ে একনাগাড়ে আত্মহনন থেকে একটু বৈচিত্র্য দরকার।"

না হেসে পারলাম না।

"মাই ডিয়ার হোম্‌স্, তুমি নিজেই একটা দৃষ্টান্ত হয়ে রইলে। সব ডাক্তারই জানে, তোমার মত রুগীরা যখন চোট পেয়ে কাবু হয়ে পড়ে, হয়তো সেই চোট তেমন কিছু নয়, কিন্তু হাসির খোরাক জোগানোর পক্ষে যথেষ্ট—তখন বাচ্চা ছেলের মত ছেলেমানুষী করতে থাকে।"

খটাস করে নস্যির কৌটো বন্ধ করে দিয়ে পকেটে রাখল হোম্‌স্।

বললে—"ওয়াটসন, ছ-ঘণ্টা আমার সঙ্গে কথা বলবে না। মুখ ফসকে এমন জবাব দিয়ে দিতে পারি যার জন্যে পরে পস্তাতে হবে আমাকেই।"

তাই রাতের খাবার পর্যন্ত থেকে গেলাম মুখ বুঁজে। তারপরেও উষ্ণ ঘরে আরামে

বসে রইলাম অনেকক্ষণ। হোম্‌স্‌ আপন মনে ক্রাইম-পঞ্জী সাজিয়ে গেল বর্ণানুক্রমিক ভাবে, আর আমি পাতা উল্টে গেলাম ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালের। ঘরের মধ্যে শুধু ঘড়ির টিক টিক আওয়াজ আর অগ্নিকুণ্ডের পট-পটাস আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। মার্চের পাগলা হাওয়া সঙ্গে বৃষ্টি টেনে এনে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে জানলায় পিস্তল নির্ঘোষের মত শব্দ করে, দাপাচ্ছে আর গজরাচ্ছে চিমনির ফোকরে ঢুকে পড়ে।

খিটখিটে গলায় হঠাৎ বললে হোম্‌স্‌··· "নাহে, আশা করে বসে থাকার মত বোকামি আর নেই। কেস আসবে না আমার দোরগোড়ায়—ওই শোনো। ঘণ্টা বাজছে না?"

"হ্যাঁ, বাজছে।" আমিও শুনলাম—ঝড়ের আওয়াজ ছাপিয়ে কানে ভেসে আসছে। "কিন্তু এমন ঝড়বাদলার দিনে এল কে?"

লম্বা ঘাড় উঁচু করে দেখতে দেখতে হোম্‌স্‌ বললে—"মক্কেল যদি হন, তাহলে বলব উৎকট সমস্যা নিয়ে এসেছেন রাত দুটোর সময়ে এমন প্রলয় মাথায় করে।"

বিছানা ছেড়ে উঠতে বেশ খানিকটা সময় নিলেন মিসেস হাডসন। তারপর খুলে দিলেন রাস্তার দরজা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকল দুজন ভিজিটর। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই দুজনেই একই সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছিল। বসবার ঘরের সামনে না আসা পর্যন্ত কারুর কথাই স্পষ্ট হয়নি।

শুনলাম এক তরুণী কণ্ঠস্বর—"প্লীজ, ঠাকুর্দা, মিস্টার হোম্‌স্‌ ঠিকই ধরে নেবেন তুমি ভুল দেখেছো।"

পুরুষ কণ্ঠ বললে রেগেমেগে—"মোটেই ভুল দেখিনি। যা দেখবার তা দেখেছি। কাল সকালেই আসতে চেয়েছিলাম—ওঁর শোনার দরকার ছিল—তুই আটকে দিলি।"

"তুমি রজ্জুতে সর্পভ্রম করেছো। 'বিভীষিকা-ঘর' ভয় পাওয়ারই জায়গা।"

"ছিয়াত্তর বছরে পা দিয়েছি বটে, কিন্তু চোখ আমার যা দেখে, মুখে তাই বলি। মনে মনে বানাই না। দুজনের একজন মোমমূর্তি—ঠিকই দেখেছি। মিউজিয়াম যেদিন থেকে বেকার স্ট্রিটে শুরু হয়েছে, সেদিন থেকে রাতে পাহারা দিয়ে আসছি। ভুল দেখবো আমি?"

বসবার ঘরের সামনে পৌঁছেই চুপ মেরে গেল দুজনেই। বেঁটে আর মোটাসোটা ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে। জেদী মুখ। গায়ে জলে ভেজা বাদামি রঙের গ্রেটকোট। ট্রাউজারসটা চেককাটা। মাথাভর্তি সাদা চুল। নিরেট শরীর।

সঙ্গের তরুণী একেবারে অন্য ধাঁচের। সুন্দরী, লাবণ্যময়ী। চোখ ধূসর, মাথার চুলও ধূসর। চক্ষুঘেরা নেত্রলোম কৃষ্ণবর্ণের। নীল রঙের অনাড়ম্বর পোশাক রয়েছে পরনে—গলায় আর কব্জিতে সাদা চুনট। তার ভাবভঙ্গীতে একাধারে রয়েছে কমনীয়তা আর ভীরুতা।

সুগঠিত হাত কিন্তু থির থির করে কাঁপছে।

মনোহর ভঙ্গিমায় চিনে নিল আমাদের দুজনের মধ্যে কে শার্লক হোম্‌স, কে ডক্টর ওয়াটসন। এত রাতে উৎপাত ঘটানোর জন্যে ক্ষমাও চেয়ে নিল।

বলালে দ্বিধাজড়ানো স্বরে—"আমার নাম এলিনর বাক্সটার। বুঝতেই পেরেছেন,

আমার এই ঠাকুর্দা মেরিলিবোন রোডের ম্যাডেম টপিন-এর মোমমূর্তি মিউজিয়ামে রাতের পাহারাদার।" বলতে বলতে থেমে গেল হোমসের হাঁটুর চেহারা দেখে—"একি! হাঁটুতে চোট লাগিয়েছেন?"

"ও কিছু নয়," বললে হোমস্—"আসুন ভেতরে। ওয়াটসন, এঁদের গ্রেট কোট, ছাতা...ঠিক আছে। এবার বসুন আমার সামনে—এখানে। ক্রাচ আছে আমার, কিন্তু বসে থাকতে চাই সোফাতেই—কিছু মনে করবেন না। কী বলছিলেন?"

ঠাকুর্দার কথাবার্তা মনঃপূত না হওয়ায় বিলক্ষণ মুষড়ে পড়েছিল মিস বাক্সটার, এক দৃষ্টে চেয়েছিল ছোট টেবিলের দিকে। চমকে উঠল হোমসের কথায়। মুখের রঙও একটু পালটে গেল যখন দেখল হোমসের সূচীতীক্ষ্ণ চোখ নিবদ্ধ রয়েছে তার ওপর।

বললে—"ম্যাডেম টপিন-এর মোমমূর্তি মিউজিয়ামের খবর তো রাখেন?"

"বিখ্যাত মিউজিয়াম।"

"কখনও গেছেন?"

"আমি যে জাতভাই ইংরেজদের মত একই ধাতুতে গড়া। দুর্গম দূরের অঞ্চলে দাওয়ার জন্যে পাগল—কিন্তু সদর দরজা থেকে কয়েকশ গজ দূরে যেতে নারাজ। ওয়াটসন, দেখেছো ম্যাডেম টপিন-এর মিউজিয়াম?"

"না। তবে সুনাম শুনেছি যথেষ্ট। পাতালঘরের বিভীষিকাকক্ষ। একটা রাত ওখানে যে কাটাতে পারবে, তাকে নাকি দেওয়া হবে মোটা টাকা।"

একবগ্গা বৃদ্ধ চেয়ারে বসতে বসতে ভাঙা গলায় হেসে উঠল হো-হো করে। ডাক্তারি চোখে আমি দেখে নিলাম। বৃদ্ধ-র শরীরময় যন্ত্রণা ছড়িয়ে রয়েছে।

"ননসেন্স! এক বর্ণও বিশ্বাস করবেন না।"

"সব বুজরুকি?"

"অসম্ভব। রাত্রে থাকতেই দেবে না। সিগারেটখোর কেউ যদি ধূমপান শুরু করে দেয়, খাণ্ডবদাহন হতে কতক্ষণ? এই ভয় দেখালেই সবাই চম্পট দেয়।"

হোমস্ বললে—"বিভীষিকা-কক্ষ তাহলে আপনাদের উদ্বেগের কারণ নয়?"

"আজ্ঞে না। অনেক পিশাচ প্রকৃতির মানুষের মোমমূর্তি বসানো হয়েছে, ফাঁসি দিতে পটু একটা জল্লাদের মোমমূর্তিও দেখতে পাবেন...নরপ্রেত...নরপ্রেত...প্রত্যেকেই।" বলতে বলতে গলা চড়ে গেল বৃদ্ধ-র—"তবে মেলা মানেই তো এই রকম...এ না হয় মোমের মেলা...বদখৎ রক্তজমানো ব্যাপার-স্যাপার তো থাকবেই...তবে কি জানেন, স্যার, মোমের মূর্তিরা যখন তাস খেলতে বসে যায়, তখন পিলে চমকায় বইকি!"

বৃষ্টির আচমকা ঝাপটায় ঝনঝনিয়ে উঠল জানলার সার্সি। ঝুঁকে বসল হোমস্।

"মোমের মূর্তিরা তাস খেলছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। দিব্যি গেলে বলছি।"

"সব মূর্তিই তাস পিটছে, না, শুধু কয়েকটা?"

"শুধু দুটো।"

"জানলেন কি করে? খেলতে দেখেছেন?"

"ও লর্ড! দেখতে যেন না হয়! কিন্তু হাতে যখন গোনাগুণতি তাস দেখতে পেলাম না—অথচ তাসের সংখ্যা যখন টেবিলে বেড়ে গেছে—নিশ্চয় জালিয়াতি কারবার—তখন কি মনে হয়? বলুন, আপনি বলুন?"

"কী সর্বনাশ!" কড়া তামাক বৃদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়ে স্বগতোক্তি করে গেল শার্লক হোম্‌স্‌।

"আমি হলাম গিয়ে স্যাম বাক্সটার, বাজে কথা বলার লোক নই। চোখের জোরও কমেনি। আর, এই যে আমার নাতনি, নেলি বাক্সটার, শিক্ষাদীক্ষা আছে, কাজকর্মও করছে ভাল, কিন্তু রোজ সকাল সাতটার সময়ে ঠিক ছুটে আসবে মিউজিয়ামে...বাতে ভুগছি কিনা...সাতটায় আমার ছুটি...আমাকে নিয়ে বাসে করে ফিরবে বাড়ি।

"আজ রাতে অবশ্য ঘন্টাখানেক আগে চলে এল নেলি...কেন জানি ওর আতঙ্ক হয়েছে আমাকে নিয়ে...কখনও আসে না...কিন্তু চলে এল আজ রাতে...একা নয়...সঙ্গে বব পার্সনিপ...আমাকে দিল ছুটি—আমার কাজ নিল নিজের কাঁধে...তখুনি ঠিক করলাম, যাব শার্লক হোম্‌সের কাছে...এতদিন তাঁর অনেক গল্প পড়েছি...তাঁকেই সব বলা যাক...বেশি দূরে তো থাকেন না...স্যার, এসেছি এই কারণেই।"

ঘাড় কাৎ করে রইল হোম্‌স্‌।

বললে খুব আস্তে—"কিন্তু কাল সকালে আসতে চেয়েছিলেন বলছিলেন আমার নাতনিকে...আমার শোনার দরকার ছিল...আপনাকে আসতে দেওয়া হয়নি। একটু খুলে বলবেন?"

"বিভীষিকা-ঘরের বিভীষিকার কথাই আপনাকে বলতে চেয়েছিলাম কাল ভোররাতে। ঘরের একটা দিক রেলিং দিয়ে ঘেরা আছে—যাতে কেউ মোমের মূর্তিদের কাছে যেতে না পারে—সারি সারি খুপরিতে বসানো আছে মোমের মূর্তি। নিষিদ্ধ এই জায়গাটার নাম দেওয়া হয়েছে 'অপরাধের ইতিহাস'।

"ইতিহাসটা এক সুদর্শন যুবকের অপরাধের কাহিনী। তার মনের জোর কম। বদসঙ্গে পড়ে জুয়োর নেশায় মেতেছিল, সর্বস্বান্ত হয়েছিল, বদমাস বুড়োকে খুন করেছিল ভুল বুঝতে পেরে। কিন্তু ফাঁসির দড়ি তো তাকে ছেড়ে দেবে না।—এটা একটা শিক্ষা।"

"নৈতিক শিক্ষা," বলে গেল হোম্‌স্‌—"ওয়াটসন, শুনলে তো? তারপর কি হলো, মিস্টার বাক্সটার?"

"দেখুন স্যার, কাণ্ডটা ঘটেছে এই জঘন্য নিষিদ্ধ জায়গাটাতেই। সেখানে তো রয়েছে শুধু দুটো মূর্তি—একটা ওই ছোঁড়া, আর একটা ওই বুড়ো। মুখোমুখি বসে রয়েছে দুই মহাপাপী সুন্দর একটা ছোট্ট ঘরে। টেবিলের ওপর রয়েছে সোনার মোহর —সত্যি সোনা নয় অবশ্য। মোহর নিয়ে আজকাল কেউ জুয়ো খেলে না—খেলত আগে—"

"অষ্টাদশ শতাব্দীতে। গায়ের জামাকাপড়ও নিশ্চয় সেই যুগের?"

"তা তো বটেই ছোকরা বসে রয়েছে আপনার দিকে মুখ করে টেবিলের ওদিকে—কিন্তু বুড়ো বদমাসটা পিঠ ফিরিয়ে বসে রয়েছে টেবিলের এদিকে—তুলে

রয়েছে হাতের তাস এমন ভঙ্গিমায় যাতে তাসগুলো বাইরে থেকে দেখা যায়—তার মুখের কুটিল সপা হাসিটাও দেখা যায়।

"শুনুন কাল রাতে কি হয়েছে! কাল রাত বলছি বটে, আসলে কিন্তু দুটো রাত আগের কথা বলছি—কেননা, তখন তো ভোরের আলো ফুটছে। জঘন্য জায়গাটার সামনে দিয়ে হন হন করে হেঁটে যাচ্ছিলাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কিছু না দেখেই। ঠিক একঘণ্টা পরে হঠাৎ খটকা লাগল মনে—কি যেন একটা দেখেছি—অথচ মনে করতে পারছি না—যা দেখেছি তো স্বাভাবিক নয় বলেই কাঁটার মত খচখচ করে চলেছে মনের মধ্যে—অথচ বুঝতে পারছি না। তাই ঠিক করলাম, যাই আর একবার, দেখে আসি কেন মনটা বেগড় হয়ে রয়েছে।

"কি বলব, স্যার, পিলে চমকে উঠেছিল এক ঝলক দেখেই। বদমাস বুড়োটার হাত বাইরে দাঁড়িয়ে থেকেও দেখা যায়,তা তো আগেই বললাম। এই বুড়োর হাতে যতগুলো তাস থাকে, ততগুলো নেই—রয়েছে তার কম। নিশ্চয় হাত সাফাই করে কিছু তাস ফেলে দিয়েছে টেবিলের ওপর।

"ভাঁওতা দেওয়ার মন এই শর্মার নেই। চোখ যা দেখেছে, মগজে তার ছাপ পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল করিনি। তাই সকাল সাড়টায় নেলি যখন এল আমাকে বাড়ি নিয়ে যাবে বলে, কিচ্ছু বললাম না ওকে—মেজাজটা যে তিরিক্ষে হয়ে গেছিল—একে রাত জাগা, তায় বাতের যন্ত্রণা। মনে মনে কিন্তু ঠিক করে রেখেছিলাম, আর একটা রাত দেখবো। বুড়ো বেগড় কিছু করে কিনা, নিশ্চিত হওয়া দরকার। যা দেখলাম, তাতে আক্কেল গুড়ুম কার না হয় বলুন?

"না স্যার, ভয়কাতুরে লোক আমি নই। চোখে ভুল দেখতে যাব কেন? আপনি যা দেখেন, আমিও তাই দেখি। বলতে পারেন, মজা করার জন্যে কেউ হাতের তাস পালটে দিয়েছে, হাত থেকে তাস না নিয়ে রেখেছে টেবিলে। কিন্তু অমন কর্ম তো দিনের বেলা করা সম্ভব নয়—কেউ না কেউ দেখে ফেলবেই। রাতে করা সম্ভব, কেননা পাশের দরজাটায় ঠিক মত তালাবন্ধ হয় না। পাবলিকের ইয়ার্কিও হতে পারে না! ওরকম গাড়োয়ানি ফাজলামি করা হয় নেপোলিয়নের মাথায় গাধার টুপি অথবা রানির থুৎনিতে দাড়ি এঁকে দিয়ে—যাতে সবার চোখে পড়ে। কিন্তু রাত বিরেতে এসে মোমমূর্তির হাতের তাস বদল করে দেওয়ার মত ঝুঁকি নিয়ে লাভ কি হচ্ছে? অষ্টরম্ভা। অষ্টরম্ভা! তাহলেই বলুন, কাজটা কার? আর কেন?"

বেশ কয়েকটা মিনিট নিশ্চুপ হয়ে রইল শার্লক হোম্‌স্।

তারপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাঁটুর দিকে তাকিয়ে বললে গম্ভীর গলায়—"আমার খিটখিটে মেজাজের তুলনায় আপনার সহনশীলতা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। আপনার এই বেগড় প্রহেলিকা নিয়ে মস্তিষ্ক ঘর্মাক্ত করতে চাই।"

ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল এলিনর বাক্সটার—"বলছেন কী? সত্যিই আপনি সিরিয়াস?"

"একদম। মিস্টার বাক্সটার, মোমমূর্তি দুটো তাসের কি খেলা খেলছে?"

"সেটা তো বলতে পারব না। যেদিন থেকে কাজে লেগেছি, সেইদিন থেকেই

অবশ্য তাসের খেলাটা বোঝবার চেষ্টা করেছি—মাথায় ঢোকেনি। হুইস্ট? ন্যাপ? বলতে পারব না।"

"পেছন ফিরে থাকা মোমমূর্তির হাতের তাস কমে গেছে, তা যখন লক্ষ্য করেছেন, তখন কি দেখেছেন, ঠিক ক'টা তাস কমেছে?"

"আজ্ঞে?"

"দেখেননি! আমার দুর্ভাগ্য? আর একটা প্রশ্ন করছি—খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। মোমমূর্তিরা তাদের জুয়ো খেলছে কিনা দেখেছেন?"

সচমকে বলেছিলাম আমি—"মাই ডিয়ার হোমস্—" কিন্তু হাত তুলে আমাকে নিরস্ত করে দিল বন্ধুবর। বললে মিস্টার বাক্সটারকে—"টেবিলের তাস কি নড়ানো সরানো হয়েছিল? অথবা, সোনার মোহর?"

একটু ভেবেচিন্তে মিস্টার স্যামুয়েল বাক্সটার বললেন—"না তো! ভারি মজার ব্যাপার তো!"

কমল হিরের মত ঝিকমিকিয়ে উঠল হোমসের দুই চক্ষু—ঘষে নিল দু'হাত—অর্থাৎ, সূত্রের সন্ধান মিলেছে!

কথা বলল কিন্তু বিকারবিহীন গলায়—"আমিও তাই ভেবেছিলাম। এই মুহূর্তে হাতে যখন তেমন কাজ নেই, তখন আপনার এই কাজ নিয়েই মাথা ঘামানো যাক। ভবিষ্যতে একটা বাজে কাজ নিয়ে মাথা ঘামালেও ঘামাতে পারি—স্যার গারভেজ ডার্লিংটন-এর কাজ—খুব সম্ভব লর্ড হোভ-ও জড়িয়ে আছেন তার মধ্যে—একী! একী! মিস বাক্সটার অমন করছেন কেন?"

চেয়ার ছেড়ে ছিটকে গেছিল এলিনর বাক্সটার—এখন বিস্ময়-বিদারিত চোখে চেয়ে রইল হোমসের দিকে।

"লর্ড হোভ! তাই বললেন তো?"

"তাই তো বললাম। এ নামের সঙ্গে আপনার পরিচয় ঘটল কি করে জানতে পারি?"

"কারণ, উনি আমার অন্নদাতা।"

"তাই নাকি?" দুই ভুরু কপালে তুলে ফেলে বললে হোমস্—"ঠিক ঠিক! আপনি টাইপিস্ট। কব্জির ঠিক ওপরেই আপনার জামার হাতায় পর-পর দুটো সমান্তরাল লাইন—ডবল লাইন—টেবিল টাইপিস্ট হাত চেপে বসলে এই রকম ডবল লাইনের চাপ পড়ে হাতে। লর্ড হোভ-কে তাহলে আপনি জানেন?"

"না। সামান্য মেয়ে আমি—ওঁর টাইপের কাজ করি পার্ক লেনের ডিউন-হাউসে—তবে খুব একটা দেখিনি ওঁকে!"

"যাচ্চলে! কপালটা আর একটু খারাপ হলেই বা কী? ওহে ওয়াটসন, এই বড়বাদলার রাতে যদি তোমাকে বাইরে যেতে বলি, বেঁকে বসবে না তো?"

বললাম বিষম বিস্মিত হয়ে—"নিশ্চয় নয়। কিন্তু কেন?"

"আরে ভায়া, এই জঘন্য সোফাটা আমাকে এমন আঁকড়ে রয়েছে... রোগশয্যা... রোগশয্যা...নড়তে পারব না...কোথাও যেতে পারব না...তাই চাইছিলাম, তুমি হও

আমার চোখের মণি—তোমার চোখের মধ্যে দিয়ে আমি দেখব মিস্টার বাক্সটার, বাতের ব্যথায় আপনি কাবু, ওই ব্যথা নিয়ে অনুগ্রহ করে ডক্টর ওয়াটসনকে একচক্কর ঘুরিয়ে আনবেন মোমমূর্তির মিউজিয়ামে? এক্সেলেন্ট, থ্যাংকিউ!"

আমি বললাম—"কিন্তু সেখানে গিয়ে আমার কি করতে হবে বলো?"

"আমার টেবিলের ওপরের টানা ড্রয়ারে কয়েকটা খাম দেখতে পাবে।"

"পেয়েছি।"

"প্রত্যেক মোমমূর্তির হাতে ক'খানা করে তাস আছে, তা গুনবে, তারপর, বাঁদিক থেকে ডানদিকে তাসগুলো এখন যেমন পরপর সাজানো আছে, ঠিক সেইভাবে সাজানো অবস্থায় তুলে এক-একটা মূর্তির হাতের তাস এক-একটা খামে রাখবে—খুব সাবধানে। তারপর একইভাবে টেবিলের ওপর রাখা তাসগুলো যে রকম পরের পর অবস্থায় আছে, ঠিক ওইভাবে গুছিয়ে নিয়ে রাখবে আর একটা খামে। প্রত্যেকটা খামে চিহ্ন দিয়ে রাখবে সেইভাবে। ঝাঁ করে ফিরে আসবে আমার সামনে।"

বিপুল উত্তেজনায় ফেটে পড়েছিলেন বৃদ্ধ স্যাম বাক্সটার—"স্যার—"

"না, না, না। এখন একদম কথা বলতে চাই না। হেঁয়ালি সমাধানের যে সূত্রটা মাথায় চর্কিপাক দিচ্ছে, তাকে সিধে করতে দিন...কাজটা খুব কঠিন।" বলতে বলতে ভুরু কুঁচকে গেল হোমসের—"প্রথমেই জানতে চাই কি খেলা চলছে মোমমূর্তির মিউজিয়ামে।"

স্যাম বাক্সটার আর তাঁর নাতনিকে নিয়ে তমিস্রাময় দুর্যোগের রাতে রওনা হলাম তৎক্ষণাৎ। মিস বাক্সটারের সহস্র আপত্তি সত্ত্বেও দশ মিনিট পর গিয়ে দাঁড়ালাম বিভীষিকা কক্ষের জুয়োর আসরের সামনে।

ধূলি-ধূসর কাঁচের ফানুসে বন্দী গ্যাসবাতির নীলচে স্ফুলিঙ্গর ম্লান আলোয় দেখলাম এলিনর বাক্সটারের রূপমুগ্ধ রবার্ট পার্সিনিপ ছোকরাকে। দেখতে শুনতে ভালই। কিন্তু দম আটকানো ছায়ামায়ায় ভরা সারি সারি মোমমূর্তিদের নিশ্চল অবস্থায় দেখেও মনে হলো সবাই যেন আমাদের পেছন ফেরার অপেক্ষায় ওৎ পেতে রয়েছে— মাকড়সার মত নিঃশব্দে লাফিয়ে পড়বে ঘাড়ে।

ম্যাডেম টুসো-এর এই প্রদর্শনীর বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন—হেন ব্যক্তি নেই যে না জানে। আমার গা কিন্তু শির শির করে উঠেছিল 'অপরাধের ইতিহাস' নামক প্রদর্শনী-কক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে। মোম দিয়ে গড়া বলে মনেই হয় না—ঠিক যেন জ্যান্ত মানুষ। গায়ের রঙ পর্যন্ত নিখুঁত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে চালু ছিল যে পরচুলা, তা পর্যন্ত রয়েছে মাথায়, কোমরে ঝুলছে ছোট তলোয়ার। নিতান্ত অসময়ে শার্লক হোমসের পরিহাস প্রিয়তাকে প্রশ্রয় দিতে এসেছিলাম বলেই মনকে শক্ত রেখেছিলাম—নইলে আমার প্রবৃত্তিই হতো না অমন জায়গায় যাওয়ার।

বিতৃষ্ণাটা প্রকটতর হয়েছিল লোহার রেলিং-গুলো যখন মুকাভিনয়-কক্ষের দুই মূর্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছি।

নিজের দুনিয়ায় ফিরে এসে স্যাম বাক্সটার কিন্তু খিটখিটে গলায় মোড়ল গিরি শুরু করে দিয়েছিলেন। এক দাবড়ানি দিয়েছিলেন নাতনিকে—"খবরদার, তাস ছুঁবি না!"

পরক্ষণেই হুকুমজারি করলেন আমার ওপর—"গুনে নিন, স্যার, গুনে নিন। বদমাস, বুড়োর হাতে ন'টা তাস, ছোকরার হাতে যোলটা।"

"চুপ!" ফিসফিসিয়ে ওঠে এলিনর বাক্সটার—"ওপর তলার সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ হচ্ছে না?"

"ধ্যাৎ! নিশ্চয় বব পার্সনিপ। এই ঝড়জলের রাতে সে ছাড়া আর কারও এত গরজ নেই।"

আমি বললাম—"মিস্টার বাক্সটার, ঠিকই বলেছিলেন। টেবিলে রাখা তাস খুব বেশি নড়েনি সরেনি। বিশেষ করে বকাটে জুয়ারী ছোকরার সামনে রাখা তাসের স্তূপ জায়গা ছেড়ে একদম নড়েনি। ওর কনুইয়ের কাছে রয়েছে বারোটা তাস—"

"উনিশটা রয়েছে বদমাস বুড়োর কনুইয়ের কাছে!"

বৃদ্ধর গণনা সঠিক। মোমের আঙুলে আমার আঙুল ঠেকে যেতেই শিহরণ অনুভব করেছিলাম সর্বাঙ্গে। চিহ্ন দেওয়া চারখানা লেফাপায় পুরে নিলাম চার সেট তাস। বদ্ধ কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলাম খোলা হাওয়ায় দ্রুত পদ সঞ্চালনে। বৃদ্ধ বাক্সটারের তুমুল আপত্তি সত্ত্বেও তাঁকে নাতনি সহ বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। হঠাৎ পাওয়া একটা ছ্যাকড়া গাড়িতে করে—এক মাতালকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে গাড়িটা যাচ্ছিল সামনে দিয়ে।

তুরীয় আনন্দে ফিরে এলাম বন্ধুবরের উষ্ণ কক্ষে। ঢুকেই দমে গেলাম হোমসের কাণ্ড দেখে। উঠে পড়েছে সোফা ছেড়ে। দাঁড়িয়ে রয়েছে টেবিলের পাশে সবুজ শেড দেওয়া ল্যাম্পের ধারে. তন্ময় হয়ে দেখছে একটা খোলা অ্যাটলাস—ডান বগলে ক্রাচ লাগিয়ে বজায় রাখছে ভারসাম্য।

আমি চেঁচামেচি করতেই এক দাবড়ানি দিল হোমস্—"বাস, বাস. আর নয়! খামগুলো এনেছো? বাঃ! বাঃ! দাও দিকি আমার হাতে। থ্যাংকিউ। পিঠ ফিরিয়ে যে বদমাস মোম-বুড়ো বসেছিল, তার হাতে ছিল ন'টা তাস। ঠিক বলেছি?"

"হোমস্! হোমস্! তুমি জানলে কি করে?"

"স্রেফ যুক্তিবিদ্যা খাটিয়ে! দাও তাস, এবার দেখা যাক।"

শক্ত গলায় বললাম—"দাঁড়াও বন্ধু, দাঁড়াও। একটু আগে বলছিলে, তোমার একটা ক্রাচ আছে। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে বস্তুটাকে জোটালে কি করে? ক্রাচটা তো দেখছি অসাধারণ। খুব হাল্কা ধাতু দিয়ে তৈরি মনে হচ্ছে, ল্যাম্পের আলোয় দিব্বি চকচকও করছে—"

"ছিল, ছিল, আগে থেকেই ছিল আমার কাছে।"

"আগে থেকেই ছিল?"

"অ্যালুমিনিয়ামে তৈরি—একটা কেসের স্মারক চিহ্ন। যে কেসটার সমাধান করেছিলাম তুমি আমার জীবনীকার হয়ে আমাকে দশজনের সামনে উজ্জ্বল করে ধরে তোলার অনেক আগে। ভুলো মন তোমার, আগেই একবার তোমাকে কেসটার কথা বলেছিলাম। এখন দয়া করে ক্রাচ প্রসঙ্গ বিস্মৃত হও। তাস দেখাও। বিউটিফুল! বিউটিফুল!"

গোলকুণ্ডা হিরের খনির সমস্ত হিরে সামনে এসে হাজির হলেও হোমস্ এত

উচ্ছ্বসিত হতো কিনা সন্দেহ আছে। কি দেখেছি আর কি শুনেছি, তা যখন বললাম, তখন আরও খুশিতে ফেটে পড়ল আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধু

"কী আশ্চর্য! এখনও রয়েছ আঁধারে? বেশ, বেশ, এক কাজ করো। এই নাও ন'খানা তাস। যেভাবে পর পর সাজানো আছে, ঠিক ওইভাবে পরপর মেলে রাখো টেবিলের ওপর। নামগুলো একে একে বলে যাও।"

"রুইতনের গোলাম," ল্যাম্পের তলায় তাস রাখতে রাখতে বললাম—"হরতনের সাত, চিড়িতনের টেক্কা—এ আবার কী, হোমস্!"

"চোখে পড়েছে তাহলে?"

"চিড়িতনের টেক্কা রয়েছে দুটো—একটার পর আর একটা।"

"বিউটিফুল বললাম তো এই কারণেই! কিন্তু গুনলে তো মোটে চারটে তাস। বাকি পাঁচটা দ্যাখো "

"ইস্কাবনের দুরি, হরতনের দশ—তাজ্জব ব্যাপার—চিড়িতনের তৃতীয় টেক্কা, রুইতনের গোলাম রয়েছে আরও দুটো!"

"চমৎকার! তোমার সিদ্ধান্ত?"

"আঁধারে আলো দেখতে পাচ্ছি মনে হচ্ছে। ম্যাডেম টপিন-এর নাম ডাক ছড়িয়েছে শুধু একটাই কারণে—সূক্ষ্ম চাতুরি খাটিয়ে উনি জড়বস্তুকেও প্রায় জীবন্ত করে তোলেন। বুড়ো মোমমূর্তিটা পাকা জুয়াড়ী, তাকে গড়াও হয়েছে সেইভাবে—যেন ঠকাচ্ছে ছোঁড়া মোমমূর্তিকে। বুড়ো যাতে দান জেতে, তাই তার হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে জাল তাস।"

"এর মধ্যে সূক্ষ্ম চাতুরি খুব একটা নেই বলেই মনে হয় আমার। তোমার মত নির্লজ্জ জুয়াড়ীও তিনখানা রুইতনের গোলাম আর তিনখানা চিড়িতনের টেক্কা ফেলে দান জেতবার চেষ্টা করবে না। ভুল বললাম, ওয়াটসন?"

"নাহে, ঠিকই বলেছো। অসুবিধে আছে।"

"আরও আছে, হাতের তাস আর টেবিলে রাখা তাস—সবগুলো যদি গোনো, পাবে ছাপ্পান্নটা তাস—চারখানা বেশি তাস—তাসের প্যাকেটে থাকে বাহান্নটা তাস।"

"কিন্তু কেন? হেঁয়ালির সমাধানটা হচ্ছে কি করে?"

টেবিলেই পড়েছিল অ্যাটলাসটা। ছোঁ মেরে তুলে নিতে গিয়ে টলে গিয়ে ক্রাচে ভর দিয়ে কোন মতে সামলে নিল বটে হোমস্—কিন্তু ককিয়ে উঠতে হলো।

অ্যাটলাস পড়ে গেল তার পরেই—"টেমস নদীর মোহনায় এই দ্বীপটার নাম—"

"হোমস্, আমার প্রশ্নটা কিন্তু হেঁয়ালির সমাধান সংক্রান্ত!"

"এই তো তোমার প্রশ্নের জবাব।"

হোমসের সান্নিধ্যে থেকে এইভাবেই জ্বলেছি বহুবছর ধরে—আমার মত ভোগান্তি ভুগতে আর কাউকে হয়নি। আমার কোনও আপত্তি কানে না তুলে জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছিল ওপর তলায় আমার পুরোনো শোবার ঘরে। মাথার মধ্যে রহস্যের কাঁটা নিয়ে ঘুমোতে পারব না জানতাম। তবুও মড়ার মত ঘুমিয়েছিলাম। বেলা এগারোটা নাগাদ ব্রেকফাস্ট খেতে নিচে নেমেছিলাম।

শার্লক হোমস্ প্রাতরাশ খেয়ে নিয়ে ফের গিয়ে বসেছিল সোফায়। ভাগ্যিস দাড়ি-টাড়ি

কামিয়ে ঝকঝকে পরিষ্কার মুখে নেমেছিলাম। দেখলাম, মিস এলিনরের সঙ্গে তোফা গল্প জুড়ে দিয়েছে হোমস্। মেয়েটার ভীরুতা কেটে গেছে বন্ধুবরের সহজ সরল আপন করে নেওয়া কথাবার্তায়।

অথচ ওর মুখে লেগে রয়েছে গাম্ভীর্যের ছোঁয়া। গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা চেপে রেখেছে মনের মধ্যে।

ঘণ্টা বাজিয়ে চেয়ে নিলাম একটু শূকর মাংস আর ডিম।

শুনলাম হোমস্ বলছে মিস বাক্সটারকে—"আমার অনুমিতিতে একটা খটকা থেকে যাচ্ছে মানছি, তবুও একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাকে বলবার সময় হয়েছে। কিন্তু একী অসভ্যতা—!"

দড়াম করে খুলে গেছে বসবার ঘরের দরজা। আরও বিশদভাবে বলতে গেলে, লাথিয়ে খোলা হয়েছে কপাট। অবশ্য টটাচ্ছিলে। কেননা, লাথি মেরেছেন যে ভদ্রলোক, তাঁর তূর্যনিনাদের মত অট্টহাসির অট্টরোলে ঘরের চার দেওয়াল চৌচির হবার অবস্থায় পৌঁছেছে।

দরজার ফাঁকে দাঁড়িয়ে লালমুখো হোংকা এক ভদ্রলোক। মাথায় চকচকে টুপি। গায়ে সাদা ওয়েস্টকোটের ওপর দামি ফ্রককোট—পকেটঘড়ির ডালায় বসানো হিরে থেকে দ্যুতি ঠিকরে যাচ্ছে। গলবন্ধতে সাঁটা একটা জ্বলন্ত চুনি।

হোমসের মত মাথায় অত লম্বা না হলেও ভদ্রলোক প্রস্থে বিপুলকায় এবং ওজনও বিলক্ষণ, আকৃতিতে প্রায় আমার মত। উচ্চরোলের অট্টহাসি আর একবার নিনাদিত হলো ঘরের মধ্যে, ধড়িবাজি মাখানো কুৎকুতে চক্ষু যুগলে বিদ্যুৎ ঝলকিত হলো ছোট্ট একটা চামড়ার থলি তুলে ধরে নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে।

"দোস্ত হাজির দেখছি!" সে কী উত্তপ্ত উচ্ছ্বাস—"স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মাল তো আপনি, তাই না? চাইবার আগেই এই দিলাম এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা!"

থ হয়ে গেলেও অবিচল রইল শার্লক হোমস্।

"স্যার গারভেজ ডারলিঙটন?"

আমাকে আর মিস বাক্সটারকে দেখলেনই না চোয়াড়ে জেন্টলম্যান। হন হন করে ঢুকলেন ঘরে। ঝনঝন শব্দে মোহরের থলি নাড়তে লাগলেন হোমসের নাকের সামনে।

পরক্ষণেই, অমন গুরুভার শরীর নিয়ে, মার্জার চরণে ধেয়ে গেলেন জানলার সামনে—উঁকি দিলেন, নিচের রাস্তায়।

"নিপাত যা...নিপাত যা...বুড়ো কিলিয়াস লেচ! কয়েকমাস ধরে লেলিয়ে রেখেছে আমার পেছনে! দু-দুটো চাকরকে দিয়ে স্টীম লাগিয়ে খুলে দেখছে আমার চিঠি! এক ব্যাটার পিঠ ভেঙে দিয়েছি!" আর একবার দেওয়াল চৌচির করা অট্টহাসি হাসলেন স্যার গারভেজ—"যাক সে কথা!"

হোমসের মুখের চেহারা পাল্টে যাচ্ছিল বটে, কিন্তু বিক্ষুব্ধ মুখচ্ছবি প্রশান্ত হয়ে গেল পরমুহূর্তেই—যখন মোহরের থলিটা সোফায় ছুঁড়ে ফেলে দিলেন স্যার গারভেজ ডারলিঙটন।

"স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড ম্যান, রেখে দিন মালকড়ি—আমার দরকার হবে না। এবার

হোক কাজের কথা। তিনমাসের মধ্যেই আপনাকে লড়িয়ে দেব ব্রিস্টলের আতঙ্ক জেম পারলিংয়ের সঙ্গে। টাকায় ডুবিয়ে দেব আপনাকে, তারপর তুলে নেব আপনারই ছাল ছাড়িয়ে — চড়া বাজি ধরে। বক্সার হিসেবে আপনার নাম ডাক যখন নেই—এইট টু ওয়ান বাজি হাঁকবো।"

হোম্‌স্‌ শুধু বলল—"আপনি আমাকে পেশাদার বক্সার বানাতে চান?"

"আরে, আপনি হলেন গিয়ে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড ম্যান, ইংলিশ বোঝেন না?"

"ইংলিশ বললে তো বুঝব।"

"দূর মশায়, ঠাট্টা করছিলাম। তাহলে ওই কথাই রইল!"

বলেই রঙ্গচ্ছলে, কিন্তু উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে, স্যার গারভেজ তাঁর বাঁ হাতের গোদা মুষ্টি চালনা করলেন হোম্‌সের নাকের ডগার সামনে দিয়ে। চোখের পাতাও ফেলল না হোম্‌স্‌। আর একবার উচ্চণ্ড অট্টহাসি হাসলেন ভদ্রলোক।

এবং বললেন লৌহ কঠিন স্বরে—"মিস্টার ডিটেকটিভ, ভদ্রতা বজায় রাখবেন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলবার সময়ে। হাঁটু জখম বলে ছেড়ে দিলাম, নইলে দু-টুকরো করে ছাড়তাম!"

আর সইতে পারলেন না মিস এলিনর বাক্সটার। ভয়ানক হল্লাবাজি আর মারদাঙ্গা ব্যাপার তাঁর মুখ রক্তহীন করে তুলেছিল। এখন চেষ্টা করলেন দেওয়ালে পিঠ দিয়ে নিজেকে অনস্তিত্ব করে তোলার।

গলার শির তুলে চিৎকার ছেড়েছিলাম আমি—"ভদ্রমহিলার সামনে অশোভন কথা বলবেন না।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে ঘুরে গেলেন স্যার গারভেজ। দুই চোখে অপরিসীম ঔদ্ধত্য বিকিরণ করে দেখে নিলেন আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত। পরক্ষণেই ছাড়লেন হুঙ্কার—"এটা কে? ওয়াটসন? হাতুড়ে ডাক্তারটা?" বলেই, নিরেট ভারি লাল মুখখানা নিয়ে এলেন আমার মুখের সামনে—"বক্সিং-এর মারপ্যাঁচ কিছু জানা আছে?"

"খুব বেশি না।"

"তাহলে আর শিক্ষা দিলাম না," খেলার ছলে আর এক দফা ঘরকাঁপানো অট্টহাসি হেসে—"ভদ্রমহিলা? কোন ভদ্রমহিলা?" মিস বাক্সটারকে দেখে যেন একটু দমে গেলেন। কিন্তু বাম-কটাক্ষ বর্ষণ করতে ছাড়লেন না—"হাতুড়ে ডাক্তার, একে ভদ্রমহিলা বলা যায় না—একটা পয়মাল!"

"স্যার গারভেজ, এই আমার লাস্ট ওয়ার্নিং!"

"ওয়াটসন, একটু দাঁড়াও," শান্ত গলায় বললে শার্লক হোম্‌স্‌—"স্যার গারভেজ ডারলিংটনকে ক্ষমা করে দাও। তিন দিন আগেই তো ইনি এসেছেন ম্যাডাম টুসো-এর মোমমূর্তি প্রদর্শনী।"

নৈঃশব্দ্য। ফায়ারপ্লেসে শুধু কয়লা পোড়ার পটপট আওয়াজ আর জানলায় অনন্ত বাদলা-সঙ্গীত। কিন্তু হতোদ্যম হবার পাত্র নন স্যার গারভেজ।

বললেন নাসিকাকুঞ্চন সহযোগে বিষম তাচ্ছিল্যে—"স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পচা মাল,

কে বলেছে আপনাকে, তিন দিন আগে গেছিলাম ম্যাডেম টুসোর মোমমূর্তি দেখতে?"

"কেউ বলেনি, তবে আমার হাতে যে তথ্যগুলো এসেছে, তা থেকে এ ছাড়া অন্য সিদ্ধান্ত হয় না। মোমমূর্তির এগজিবিশন দেখতে যাওয়া দোষের কিছু নয়, তাই না? পেছনের ফেউ সন্দেহ করবে না—ফেউদের যিনি পয়সা খরচ করে আপনার পেছনে লাগিয়েছেন, সেই বিখ্যাত স্পোর্টসম্যান স্যার ফিলিয়াস বেলচ-এরও মনে কোনও সন্দেহ দেখা দেবে না। উনি যে চান না গত বছরের ডার্বি রেসে গোপন খবর চালাচালি করে যে রকম টাকা কামিয়েছেন—তার পুনরাবৃত্তি যেন ঘটে।"

"বড় বাজে বকেন!"

"তাই নাকি? কিন্তু আপনার স্পোর্টস প্রীতি তো আমার অজানা নেই—তাস খেলাতেও আপনার অনুরাগ আছে বইকি।"

"তাস?"

"খেলার তাস।" বলতে বলতে ড্রেসিং গাউনের পকেট থেকে এক গোছা তাস বের করে মাথার ওপরে তুলে ধরল—"ঠিক এই ন'খানা তাস।"

"মতলব কি আপনার?"

"ভারি আশ্চর্য একটা ঘটনা তাহলে নিবেদন করা যাক। বিভীষিকা-কক্ষ দেখতে গেলেন এক ভিজিটর। জুয়াড়ী-কক্ষর সামনে দিয়ে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে গেলেন—নিরীহ চাহনি বুলিয়ে নিলেন বিশেষ এক মোমমূর্তির হাতে ধরা তাসগুলোর ওপর।

"এক রাতে কিন্তু গোপনে করা হলো একটা অনুচিত কাজ। অদ্ভুত রকমের অনুচিত কাজ। রীতিমত অন্যায় কাজ। ছোকরা জুয়াড়ীর হাতে ধরা তাস স্পর্শও করা হয়নি—সেই কারণেই তাসগুলো রয়েছে ধুলোমাখা আর তেল চিটচিটে অবস্থায়। কিন্তু এক ব্যক্তি, বিশেষ এক ব্যক্তি, বুড়ো জুয়াড়ীর হাতে ধরা তাসের কয়েকটা তাস সরিয়ে নিয়েছে, সেই সঙ্গে কম করেও অন্য দুটো তাসের প্যাকেট থেকে চারটে তাস নিয়ে বুড়োর হাতে সাজিয়ে রেখেছে।

"এমন কাজ করা হলো কেন? ফাজলামি ইয়ার্কি মারার জন্যে নিশ্চয় করা হয়নি—বেপরোয়া জুয়োয় মেতেছে দুই মোমমূর্তি—এই দৃশ্য করার জন্যে কেউ তা করেনি। দুষ্কৃতীর মোটিভ যদি তাই হতো, তাহলে নকল সুবর্ণমুদ্রাগুলোকেও এদিক ওদিক করে রাখত। কিন্তু সোনার টাকা সে ছোঁয়নি।

"নির্জলা সত্যি জবাবটা অতিশয় সহজ আর অতীব সুস্পষ্ট। আমাদের বর্ণমালায় হরফের সংখ্যা ছাব্বিশ। ছাব্বিশকে দুই দিয়ে গুণ করলে হয় বাহান্ন। একটা তাসের প্যাকেটে থাকে বাহান্নটা তাস। ধরে নেওয়া যাক, ইংরেজির এক-একটা তাসের জন্যে এক-একটা হরফ নির্দিষ্ট করে রাখা হলো। কী হলো? একটা গুপ্ত-সঙ্কেত—বাচ্চারা লেখালেখির সময়ে যা করে, শিলে চমকে দেয়।

স্যার গারভেজ ডারলিংটনের শক্তিক অট্টহাসি এবার যেন কাংসঘণ্টার মত বেজে ওঠে। লালচে হাত গলবন্ধে আঁটা লাল চুনির ওপর রেখে টিটকিরি দিলেন—"সে আবার কী? গর্দভের মত এসব কি কথা হচ্ছে?" হোমস্ অবশ্য অপ্রতিহত রইল—"কিন্তু

ঘড়িবাজির গুপ্ত সঙ্কেত ধরে ফেলা যায়—নয় হরফের একটা বার্তায় যদি থাকে দুটো 'e' আর দুটো 's'। ধরে নেওয়া যাক, রুইতনের গোলাম দাঁড়িয়েছে 's' অক্ষরটার প্রতিমূর্তি হয়ে, চিড়িতনের টেক্কা দাঁড়িয়েছে 'e' অক্ষরটার প্রতিনিধি হয়ে।"

না বলে আর পারলাম না—"গুপ্ত সঙ্কেত রচনার প্রেরণা হিসেবে আইডিয়াটা মন্দ নয়, কিন্তু এর মধ্যে যুক্তিবিজ্ঞান কোথায়, হোম্‌স্? এই অক্ষরগুলোই যে একটা বার্তায় থাকবে, তা তুমি জানছ কি করে?"

'জবাব একটাই : বার্তাটা আমি জানি। তুমিই বলেছ আমাকে।"

"আমি বলেছিলাম?"

"হ্যাঁ। তাসগুলো যদি হরফের প্রতিভূ হয়, আমরা পাচ্ছি শব্দটার গোড়ার দিকে দুটো 'e' আর শেষের দিকে দুটো 's'। আন্দাজ করে নিচ্ছি, শব্দের প্রথম হরফটা নিশ্চয় 's', শেষের দুটো 's' এর আগে আছে একটা 'e'। শব্দটা যে Sheerness—তা বুঝতে বেশি ধূর্ততা লাগে না।"

"আরে ভায়া, Sheerness শব্দটা এই আলোচনায় আসছে কেন?"

"কারণ, শব্দটা রয়েছে টেমস নদীর মোহনায়। এটা গেল ভৌগোলিক দিক দিয়ে। এবার বলা যাক আর একটা দিক। খবরটা তুমিই দিয়েছিলে আমাকে। লর্ড হোভ যে ঘোড়া ধরেছেন, তার নাম Sheerness। যদিও এই ঘোড়া নামছে গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল রেসে, তুমি কিন্তু বলেছিলে—বাজি জিততে পারবে না—এ ঘোড়ার কাছ থেকে তেমন আশা করা যায় না। কিন্তু খুব গোপনে যদি ঘোড়াটাকে ট্রেনিং দেওয়া হয়—যেমন ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল 'বেঙ্গল লেডি'কে—"

"তাহলে তো জুয়াড়িদের পোয়াবারো। গোপন খবরটা যার কাছে, মোটা টাকার বাজি ধরবে সে এই ঘোড়ার ওপর!'

বাঁ হাতে তাসগুলোকে পাখার মত মেলে ধরল শার্লক হোম্‌স্। বললে ঈষৎ বিষণ্ণ কিন্তু কঠিন কণ্ঠে—"মাই ডিয়ার মিস এলিনর বাক্সটার, স্যার গারভেজ ডারলিংটনের হুকুমে এ কাজ করলেন কেন? মোমমূর্তির মিউজিয়ামকে খবর চালাচালির কাজে খাটানো হচ্ছে—তা জানেন না আপনার ঠাকুর্দা। জানলে তাঁর মনের অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? স্যার গারভেজ যে বার্তা জানতে চান, তা পেয়ে যাচ্ছেন মিউজিয়ামে ঢুকেই—অথচ তাঁকে কারও কাছে যেতে হচ্ছে না, কাউকে চিঠি লিখতে হচ্ছে না, কারও সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন না।"

স্যার গারভেজকে আগে দেখে বিবর্ণ হয়ে গেছিল মিস বাক্সটার, তীব্র আর্তনাদকে ঝপ করে লুকিয়ে ফেলেছিল গলার মধ্যে। কিন্তু সেই অবস্থা এখনকার অবস্থার তুলনায় কিছুই নয়। এখন তার ধূসর চোখে যন্ত্রণার অভিব্যক্তি, চাহনি অতিশয় করুণ, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেও পারছে না—ঈষৎ টলছে। স্খলিত স্বরে জবাব একটা দিতে গেছিল—

কিন্তু নরম গলায় থামিয়ে দিল হোম্‌স্—"কোনও কৈফিয়ৎই টিকবে না, মিস বাক্সটার। কাল রাতে এ ঘরে আপনি ঢোকবার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই জেনে গেছিলাম, স্যার গারভেজের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে।"

"মিস্টার হোম্‌স্, মিস্টার হোম্‌স্, তা তো আপনার জানবার কথা নয়!"

"তা অবশ্য নয়। এই যে আমি সোফায় বসে রয়েছি, আমার বাঁ হাতের কাছে রাখা ছোট টেবিলটার দিকে দয়া করে দৃকপাত করুন। ঘরে যখন ঢুকেছিলেন, তখন টেবিলের ওপর ছিল শুধু একটা জিনিস—অন্য কিছু ছিল না। একটা চিঠি—দামি কাগজে স্যার গারভেজ ডারলিঙটনের বংশ প্রতীকের জ্বলজ্বলে চোখে পড়ার মত নামাংকন।"

হতভাগিনীর কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে যেন হাহাকার ধ্বনি—"হা ঈশ্বর!"

"চিঠি দর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছিলেন। চোখের পাতা না ফেলে এক দৃষ্টে চেয়েছিলেন টেবিলের দিকে। যেন, চিনতে পেরেছেন। যেই দেখলেন, আমি তাকিয়ে আছি আপনার দিকে—ভীষণ চমকে উঠলেন—আপনার মুখের রঙ পর্যন্ত পালটে গেল। খেজুড়ে আলাপ শুরু করেছিলাম আমি। আপনারই মুখ থেকে জেনে নিয়েছিলাম, আপনি কাজ করেন লর্ড হোভ-এর কাছে—যিনি কিনা Sheerness ঘোড়ার মালিক—"

"না! না! না!"

"মোম-মূর্তির হাতে যে-তাস বসানো ছিল, সে-তাস পালটে অন্য তাস বসিয়ে দেওয়া সম্ভব শুধু আপনার দ্বারা। আপনার ঠাকুর্দা তো বলেই গেলেন, ম্যাডেম টপিন-এর মিউজিয়ামের পাশের দরজাটার তালা ঠিক মত বন্ধ হয় না। ঠাকুর্দাকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার আগে রাত্রে কাকপক্ষীকে না জানিয়ে তাস বদলাবদলি করে দেওয়া সম্ভব শুধু আপনার পক্ষে।

"প্রথম রাতে খটকা লাগা সত্ত্বেও আপনার ঠাকুর্দা আপনাকে তা বলেননি—যদি বলতেন, সেই রাতেই আপনি প্রমাণ নষ্ট করে ফেলতেন। উনি বলেছিলেন পরের রাতে, যখন আপনি আর রবার্ট পার্সনিপ দুজনেই হাজির রয়েছেন—একা ছিলেন না। কিন্তু আপত্তি তুলেছিলেন যেই শুনেছিলেন মিস্টার বাক্সটার দেখা করতে চান আমার সঙ্গে। কথাচ্ছলে ডক্টর ওয়াটসন একটা খবর আমাকে বলেছিলেন। আপনি নাকি ওপরতলায় সিঁড়িতে কার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন। ওই অছিলা তুলে সবাইকে সরিয়ে দিয়ে অথবা নিজে চমকে ওঠার ভান করে মোমমূর্তির হাতের তাস ছত্রাকার করে দেওয়ার ফিকিরে ছিলেন।"

প্রতিবাদের সুরে আমি বলেছিলাম—"আর নির্যাতন চালিও না, হোম্‌স্! আসল অপরাধী তো মিস বাক্সটার নন—পালের গোদা সামনেই দাঁড়িয়ে হি-হি করে হেসেই চলেছেন!"

হোম্‌স্ বললে—"মিস বাক্সটার, আপনার মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চাই না। Sheerness ঘোড়ার শক্তি অবগত হয়েছিলেন দেয়ালের পাশের ঘরে টকাস-টকাস শব্দে যখন নিরীহ টাইপরাইটার বেজেই চলে, তখন ক্রীড়ামোদী ব্যক্তিরা অসতর্ক হয়ে কথা বলতে থাকেন। স্যার গারভেজ কিন্তু আপনাকে বলেই রেখেছিলেন, টাইপ করার সময়ে কান খোলা রাখতে, মূল্যবান সংবাদ কর্ণগোচর হলেই যেন তাঁকে আপনি জানিয়ে দেন। ওঁকে চোখে রাখবার অনেক আগেই এই নির্দেশ আপনি পেয়েছিলেন।

"পদ্ধতিটা মৌলিক। অবাক হচ্ছিলাম একটা কারণে। কানে যা শুনছেন, তা লিখে জানাচ্ছেন না কেন স্যার গারভেজকে। খটকা পরিষ্কার হয়ে গেল উনি এখানে আসবার পর। শুনলাম, ওঁর সব চিঠি স্টীম দিয়ে খুলে পড়ে নেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে, তাসের মাধ্যমে খবর চালাচালি খুবই নিরাপদ। কিন্তু প্রমাণ যখন হাতে এসে গেছে—"

গর্জে উঠলেন স্যার গারভেজ—"দূর মশায়! কোনও প্রমাণই আপনার হাতে আসেনি!"

বলার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতখানাকে যেন সাপের মত খেলিয়ে ছোবল মারলেন হোম্‌সের হাতের মুঠোয়। হোম্‌স্ ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠল তৎক্ষণাৎ—যন্ত্রণায় কাতরে উঠল হাঁটুতে ব্যথা পাওয়ায়। ডান হাতে খপ করে হোম্‌সের কাঁধ খামচে সোফায় ঠেলে ফেলে দিলেন স্যার গারভেজ।

আর একবার অট্ট অট্ট হাস্যরোলে নিনাদিত হলো বসবার ঘর।

কাকুতি কণ্ঠে বললে মিস বাক্সটার—"প্লীজ, গারভেজ! ওভাবে তাকিয়ো না আমার দিকে। ক্ষতি তো করতে চাইনি!"

"চা-ও-নি! এই টিকটিকিটার বাসায় ঢুকে আমার পিণ্ডি চটকাচ্ছিলে তো এতক্ষণ ধরে। আঁৎকে উঠেছিলে আমাকে দেখেই! গা রি-রি করে যাদের দেখলে, তুমি হলে গিয়ে সেই জাতের মেয়েছেলে! বলে বেড়াবো সব্বাইকে! হটো, পথ দাও!"

"স্যার গারভেজ," বললাম আমি—"লাস্ট ওয়ার্নিং দেওয়া হয়ে গেছে আপনাকে!"

"আরে, হাতুড়েও মাথা গলাচ্ছে! পিণ্ডি চটকে ছাড়াবো—"

স্বীকার করছি আমার কপালটা ভালো। হোম্‌স্‌ও বুঝতে পারেনি অত ঝট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবো। চিল-চিৎকারে ঘর ফাটিয়ে ছেড়ে দিল মিস বাক্সটার।

হাঁটুর ব্যথা সত্ত্বেও তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিল শার্লক হোম্‌স্।

"সাবাস, ওয়াটসন! বাঁ হাত প্রথমে, সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত! জীবনে এমন মার দেখিনি! কমসে কম মিনিট দশেকের জন্যে অজ্ঞান করে দিলে!"

আঙুলের গাঁটে ফুঁ দিতে দিতে বলেছিলাম—"অমন আওয়াজ করে মেঝেতে আছড়ে পড়লে মিস বাক্সটারের ধাত ছেড়ে তো যাবেই! ভড়কে গেছেন মিসেস হাডসনও—শুনতে পাচ্ছ সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ! দৌড়ে আসছেন ডিম আর শূকর মাংস নিয়ে!"

"ওয়াটসন! ওয়াটসন! তুমি একটা চীজ!"

"হাসছ কেন? হাসির কথা কিছু বলেছি?"

"আরে না! মাঝে মাঝে মনে হয় তুমি অনেক গভীর জলের জীব—সে তুলনায় ঘাটে জলেই আমার যত ওড়পানি!"

"ব্যঙ্গ করছ? করো, করো! অকাট্য প্রমাণকে তো নাকচ করতে পারবে না! যাক সে কথা, পাবলিকের কাছে হেয় করবেন স্যার গারভেজকে—প্লীজ! মিস বাক্সটারও তাহলে ফেঁসে যাবেন!"

"বটে! বটে! কিন্তু ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে যে আমার হেস্তনেস্ত হওয়া দরকার।

আমাকে উনি পেশাদার বক্সার-এর জায়গায় নামাতে চেয়েছিলেন। এক দিক দিয়ে অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভের পর্যায়ে আমাকে নামিয়ে আনতেই আমার মাথাটা গেছে খারাপ হয়ে! এর চেয়ে বড় অপমান আর হয় না! এরপর ভদ্রলোককে আর ক্ষমা করা যায় না।"

"হোম্‌স্, তোমার কাছে কোনও দিন কিছু চেয়েছি?"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাই হবে' খন। হাতে কিন্তু তাসটা রেখে দিলাম, ভবিষ্যতে যদি বেচাল করেন ঘুমন্ত ওই কুমড়োপটাস, তখন কিন্তু ছাড়ব না। মিস বাক্সটারের ব্যাপারটা—"

"আমি যে ওঁকে ভালবাসি,...মানে, বাসতাম," ককিয়ে ওঠে মিস বাক্সটার।

"আপনি যদ্দিন চাইবেন, তদ্দিন মুখে চাবি এঁটে থাকবে ওয়াটসন। যেদিন বুড়ি ঠাম্মা হয়ে যাবেন, সেদিন যদি অনুমতি দেন, তখন না হয় মুখ খোলা যাবে। তা প্রায় আধ শতাব্দী তো বটেই, স্যার গারভেজ ডারলিঙটন তদ্দিনে হয় নিজেই শিঙে ফুঁকবেন, অথবা আপনার কিছুই আর মনে থাকবে না।"

"থাকবে না! থাকবে না! থাকবে না!"

হেসে ফেলল শার্লক হোম্‌স্—"তাতো বটেই! তাতো বটেই! তাতো বটেই!"

❑ এই গল্পটি লিখেছেন অ্যাড্রিয়ান কন্যান ডয়াল ও জন ডিকসন কার ❑

[দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ওয়াকস গ্যামব্লার্স]

কাঞ্চন যন্ত্রের কাহিনী

"মিস্টার হোম্‌স্‌, এ মৃত্যু ঘটেছে দেবতার অভিশাপে!"

বেকার স্ট্রিটের ঘরে বসে অনেক অত্যাশ্চর্য বিবৃতি শুনেছি, কিন্তু এহেন স্টেটমেন্ট কখনও কানে প্রবিষ্ট হয়নি। কথাটা বললেন, রেভারেণ্ড মিস্টার জেমস অ্যাপলে।

নোট-বই না খুলেই বলতে পারি, সেই দিনটা ছিল ১৮৮৭ সালের এক মনোরম গ্রীষ্ম-দিবস ব্রেকফাস্ট টেবিলে এসে পৌঁছেছিল একটা টেলিগ্রাম। শার্লক হোম্‌স্‌ তাতে চোখ বুলিয়ে নিয়েই অসহিষ্ণু স্বরে বিরক্তি প্রকাশ করে টেলিগ্রাম নিক্ষেপ করেছিল আমার দিকে। টেলিগ্রামের বয়ান খুবই পরিষ্কার। গির্জে সংক্রান্ত ব্যাপারে রেভারেণ্ড জেমস অ্যাপলে সেই সকালে বেকার স্ট্রিটে আসবেন। হোম্‌স্‌ যেন তাঁর জন্যে দয়া করে অপেক্ষা করে।

তারপরেই হোম্‌স্‌ বললে রুক্ষ গলায়, ব্রেকফাস্টের পরে বরাদ্দ পাইপে অগ্নিসংযোগ করতে করতে—"ওয়াটসন, আর তো সওয়া যাচ্ছে না। পাপ পুণ্য নিয়ে কী ভাষণ দেওয়া যায় গির্জেতে, সেই উপদেশ দিতে হবে এখন! বুক দশ হাত হচ্ছে ঠিকই—কিন্তু অসহ্য লাগছে। অদ্ভুত এই মক্কেল সম্বন্ধে ক্রকফোর্ড রেফারেন্স বুক কি বলে দেখো তো।"

বন্ধুবরের পদ্ধতির সঙ্গে বিলক্ষণ পরিচিতি আছে বলেই, যাজকদের রেফারেন্স বুক তাক থেকে টেনে নামিয়ে নিয়ে ছিলাম ও মুখ খোলবার আগেই। তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু চোখে পড়ল না। ভদ্রলোক সমারসেটের এক ছোট্ট গ্রামের গির্জের পুরুৎ। বাইজানটাইন মেডিসিন নিয়ে লিখেছেন একটা মাত্র প্রবন্ধ।

সঙ্গে সঙ্গে তিতিবিরক্ত মন্তব্য প্রকাশ করে বসল হোম্‌স্‌—"অস্বাভাবিক কাণ্ড! গ্রামের এক পুরুৎ আসছেন কনসাল্টিং ডিটেকটিভের কাছে! আরে, ভদ্রলোক তো এসে গেছেন।"

ঘন ঘন ঘন্টাধ্বনি শোনা গেল নিচের তলায়—দর্শনার্থীর যেন আর তর সইছে না। মিসেস হাডসন এসে খবর দেওয়ার আগেই ভদ্রলোক হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লেন ঘরে। তালঢ্যাঙা, পাতলা চেহারা, কাঁধ খুব চওড়া। পরনে গ্রাম্য পাদ্রির পরিচ্ছদ। পরোপকারী মুখভাবে পাণ্ডিত্যের ছাপ রয়েছে। দুই গাল জুড়ে ঝুলছে সাবেকি জুলপি।

গোল কাচের চশমার ভেতর দিয়ে পিটপিট করে তাকিয়ে চিৎকার একখানা ছাড়লেন বটে —"মাই ডিয়ার স্যার, খুবই ঝামেলায় পড়ে আপনার সময় নষ্ট করাতে এসেছি।"

শার্লক হোমসের গলায় তৎক্ষণাৎ শোনা গেল স্বাগতমের সুর—"আসুন আসুন।"

দেখিয়ে দিল একখানা বাস্কেট-চেয়ার- -"যেহেতু আমি কনসাল্টিং ডিটেকটিভ, ডাক্তার-বদ্যির মত সব সময়ে দরজা খোলা রাখতেই হয়।"

আসন গ্রহণ করেই পাদরি মশায় বক্তিমে শুরু করলেন যে বাক্যটি শুনিয়ে, এই কাহিনীর সূচনাতেই তার উপস্থাপন ঘটিয়েছি!

"মৃত্যুটা ঘটেছে তাহলে দেবতার অভিশাপে,"একই কথা প্রায় হুবহু আউড়ে গেছিল শার্লক হোমস্, তবে বেশ নরম গলায়। কিন্তু একটু রোমাঞ্চের ছোঁয়া ছিল বইকি পুনরাবৃত্তির মধ্যে—"তবে তো মশায় সমস্যার সমাধান আসবে আপনার মহল থেকে—আমি হালে পানি পাব না।"

ঝটিতি বললেন পাদরি—"মাপ করবেন, বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। অপ্রাসঙ্গিকও বটে। তবে কি জানেন," বলতে বলতে চেয়ারে ঝুঁকে পড়লেন যাজক মশায়—"ব্যাপারটা বীভৎস! ঠাণ্ডা মাথায়, হিসেব-কষা শয়তানি!"

"তাহলে তো শুনতেই হয়।"

"মিস্টার জন ট্রেলনি কয়েক মাইলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জমির মালিক। আমরা তাঁকে স্কোয়ার ট্রেলনি বলে ডাকি। সত্তর বছরে পা দিতে বাকি ছিল আর মোটে তিনটে মাস। চার রাত আগে বিছানায় শুয়ে থেকেই তিনি মহানিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছেন।"

"হুম্। এ রকম ঘটনা প্রায় ঘটে।"

"না, স্যার, না। এ অতি বিরল ঘটনা।" বক্তব্যকে জোরদার করার জন্যে লম্বা তর্জনী তুলে নাড়তে লাগলেন পাদরি। অদ্ভুত ধ্যাবড়া দাগ লেগে রয়েছে আঙুলের ডগায়—"জন ট্রেলনি উত্তম স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। দেহযন্ত্রের কোনও ব্যাধি ছিল না। অন্তত আরও এক ডজন বছর সচল আর সক্রিয় থাকতে পারতেন এই পৃথিবীর জাগতিক ব্যাপারে। বেঁকে বসেছে গ্রামের ডাক্তার ডেথ সার্টিফিকেট কিছুতেই দেবে না। ডক্টর পল গ্রিফিন আবার আমার ভাগ্নেও বটে। ময়না-তদন্ত একটা ভয়াবহ ব্যাপার।"

ইঁদুর রঙের ড্রেসিং গাউনটা তখনও খুলে রাখেনি হোম্‌স্। এমনভাবে এলিয়ে বসেছিল চেয়ারে যেন অবসাদে শরীর ভেঙে পড়ছে। দুই চোখ বন্ধ ছিল এতক্ষণ। এবার চোখের পাতা খুলল অর্ধেক—"ময়না-তদন্ত! কে করলেন? আপনার ভাগ্নে?"

একটু দ্বিধায় পড়লেন মিস্টার অ্যাপলে—"না। করেছেন স্যার লিওপোল্ড হারপার—চিকিৎসা শাস্ত্রে এখন যিনি অগ্রণী। এবার বলা যেতে পারে, স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেনি ট্রেলনির। তাই শুধু পুলিশ নয়, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকেও খবর দেওয়া হয়েছে।"

"আ-চ্ছা!"

অব্যাহত রইল মিস্টার অ্যাপলের কণ্ঠস্বরের রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা—"খুন হননি ট্রেলনি···খুন করাও অবশ্য সম্ভব ছিল না। চিকিৎসা শাস্ত্রের সব পাণ্ডিত্য খাটিয়ে বলতে হয়েছে—কোনও রকম কারণ ছাড়াই তাঁকে ইহলোক ত্যাগ করতে হয়েছে।"

ক্ষণেকের জন্যে থমথমে হয়ে রইল বসবার ঘরে। জানলার অর্ধেক খোলা খড়খড়ি দিয়ে গ্রীষ্মের সূর্য দেখে গেলাম।

তারপর হৃদ্য স্বরে বললে হোম্‌স্—"মাই ডিয়ার ওয়াটসন, সোফার ওপরে পাইপের তাক থেকে একটা কাদামাটির পাইপ নামিয়ে দেবে? ধন্যবাদ। মিস্টার আপলে, ধ্যানমগ্ন হতে গেলে কাদামাটি খুব কাজ দেয়। কয়লার বাক্সটা গেল কোথায়? চুরুট খাবেন নাকি একটা?"

ডগায় ধ্যাবড়া দাগ লাগানো তর্জনী জুলপির ওপর সঞ্চালন করে নিয়ে পাদরি বললেন—"এই মুহূর্তে নয়। ধূমপান করার অবস্থায় নেই। ধূমপান করার সাহসও নেই! দম আটকে যাবে। সমস্ত ঘটনা আপনাকে না বলা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছি না। বলাটা বড় কঠিন। শুনলে আপনি বলে বসবেন, আমি লোকটা বড় অন্য-মনস্ক।"

"তা ঠিক।"

"একেবারে ঠিক! যৌবনকালে চার্চে ডাক পড়ার আগে ভেবেছিলাম ডাক্তারি পড়ব। বারণ করালেন আমার স্বর্গত পিতা। কারণ, আমি অন্যমনস্ক থাকি। যদি ডাক্তার হই, তাহলে রোগীকে হাঁ করে ক্লোরোফর্ম দিয়ে ঘ্যাঁচ করে পিত্ত-পাথর কেটে ফেলে দিতে পারি। অথচ, রোগীর দরকার সামান্য খুকখুকে কাশি সারিয়ে দেওয়া।"

ঈষৎ অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেল হোম্‌সের গলায়—"তা বেশ, তা বেশ, কিন্তু আজ সকালে বিচলিত হয়েছিলেন বিলক্ষণ," তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশরে দর্শনার্থীকে বিদ্ধ করে বলে গেল তিরিক্ষে গলায়—"তাই আজ সকালে লণ্ডনের ট্রেন ধরবার আগে আপনার স্টাডিরুমে বেশ কিছু বই হাঁটকে ছিলেন।"

"ডাক্তারি বই।"

"বইয়ের তাক অত উঁচু করে বানিয়েছেন কেন? অসুবিধে হয় না?"

পাদরির মুখ দিয়ে কথা বেরলো না, লম্বা মুখটা আরও লম্বা হয়ে গেল, চোয়াল ঝুলে পড়ল।

"সে কী! বইয়ের কথা তো আপনাকে বলিনি। না, না, একদম বলিনি, স্টাডিরুমের বইয়ের তাকগুলো যে বেধড়ক উঁচু, তাও বলিনি! এত খবর আপনি জানলেন কি করে, মিস্টার হোম্‌স্?"

"তুচ্ছ ব্যাপার, আঁৎকে উঠবেন না। আপনি হয় ব্যাচেলার, নয় বিপত্নীক—এটাই বা জানলাম কি করে? আরও বলি, আপনার ঘরের কাজকর্ম যে করে দেয়, সে বড্ডই অগোছাল।"

প্রায় আঁৎকে উঠলাম আমি নিজেই—"এবার শুধু মিস্টার আপলে নন, এই অধমও জানতে চায়, এতগুলো সিদ্ধান্তে তুমি পৌঁছলে কিভাবে?"

"ধুলো দেখে!"

"কিসের ধুলো?"

"মিস্টার আপলে ডানহাতের তর্জনীর অগ্রভাগ নজরে আনো, ধূলিময়, তাই তো? কালচে-ধূসর ধুলো—যে জাতীয় ধুলো জমে থাকে বইয়ের মাথায়। ধ্যাবড়া দাগটা একটু ফিকে হয়ে এসেছে বটে, তবে আঙুলে লেগেছে আজ সকালেই। দেখতেই

পাচ্ছে, মিস্টার অ্যাপলে দীর্ঘদেহী পুরুষ, বাহুদুটিও বেশ দীর্ঘ। তাহলে তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, খুব উঁচু তাকের বই পেড়ে নামিয়েছিলেন। ওই ধুলো ছাড়াও চেয়ে দেখো ওঁর টুপির ধুলো—টুপি ঝেড়েমুছে পরিষ্কার করে দেবার খেয়ালও থাকে না কাজের লোকের। কিন্তু যদি ঘরণী থাকতেন ঘরে, টুপি হতো ঝকঝকে। সোজা ব্যাপার।"

"চমকপ্রদ?" সোচ্ছ্বাসে বললাম আমি।

"চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার সস্তা পদ্ধতি," বললে হোমস্—"ক্ষমা করবেন, মিস্টার অ্যাপলে, যা বলতে যাচ্ছিলেন, তাতে বাগড়া দিলাম।"

মিস্টার অ্যাপলে বললেন—"মৃত্যুটা ভয়ানক দুর্বোধ্য। সবচেয়ে খারাপ দিকটা তো এখনও আপনাকে বলিনি। ট্রেলনি-র এক ভাগ্নী আছে। বয়স, একুশ। ভাগ্নী ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই। তার নাম, মিস ডোলোরেস ডেল। মায়ের নাম, মিসেস কোপাল ডেল : গ্রাসটোনবুরি-তে বাড়ি। এখন বেঁচে নেই। কয়েক বছর ধরে ডোলোরেস থাকে ট্রেলনি-র সাদা চুনকাম করা বিশাল বাড়িতে। বাড়িটার নাম, ওডম্যান্স রেস্ট। এটা জানাই ছিল, ডোলোরেস-ই আমার সম্পত্তি পাবে। ডোলোরেসের বিয়ে ঠিক হয়ে রয়েছে যে চমৎকার ছেলেটির সঙ্গে, তার নাম জেফ্রি এইন্সওয়ার্থ। মেয়েটি বড় মিষ্টি, মায়াদয়ারে শরীর, চুলের রঙ হোমারের মদিরা-কৃষ্ণ সমুদ্রের চাইতেও কালো, দক্ষিণী রক্তের দাপটে মাঝে মধ্যে অলক্ষ্য দপ করে জ্বলে ওঠে—"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে," চোখ বন্ধ করে বলে গেল হোমস্—"সবচেয়ে খারাপ দিকটা এখনও কিন্তু বললেন না।"

"এইবার বলছি। যা ঘটনা, তাই। মৃত্যুর আগে, উইল পালটেছিলেন ট্রেলনি। সম্পত্তিচ্যুত করেন ভাগ্নীকে। বুড়ো বয়সেও ট্রেলনির ধাত ছিল বড় কড়া, ভাগ্নী নাকি বড় চপল—সম্পত্তি ওকে দেওয়া সমীচীন নয়। তার বদলে সমস্ত সম্পত্তি দিলেন আমার ভাগ্নে ডক্টর পল গ্রিফিন-কে। ঢি-ঢি পড়ে গেল গোটা তল্লাটে। দু-সপ্তাহ পরে বিছানায় মরে পড়ে রইলেন ট্রেলনি। সন্দেহ এখন আমার ভাগ্নেকে, সে-ই খুনী।"

"খুঁটিয়ে বলুন—কিছু বাদ দেবেন না।"

পাদরি বললেন—"প্রথমেই বলা দরকার, স্কোয়ার ট্রেলনি মানুষটা কঠোর আর, ক্ষমাহীন প্রকৃতির মানুষ। স্কোয়ার ট্রেলনি মানেই এমন এক ব্যক্তিত্ব যাঁর চওড়া হাড় দিয়ে গড়া লম্বা চেহারা দেখা যায় হলুদ চাষের জমি অথবা ঘন সবুজ গাছপালার আড়ালে—যাঁর মাথা বিরাট, রূপোলি দাড়ি লুটোচ্ছে কপাট বুকের ওপর।

"প্রতি রাতে শোবার ঘরে বাইবেলের একটা অধ্যায় তিনি পড়বেনই। তারপর দম দেবেন ঘড়িতে, কেন না, ঠিক ওই সময়ে ঘড়ির দম প্রায় ফুরিয়ে আসে। ঠিক দশটার কাঁটায় দশটায় শোবেন বিছানায়। শয্যাত্যাগ করবেন ভোর ছটায়।"

হোমস্ বললে—"এক সেকেণ্ড। ঘড়ি ধরে কাজ করার এই অভ্যেস কি কখনও পালটাতে দেখা গেছে?"

"বাইবেলে নিবিষ্ট হয়ে গেলে, রাত গড়িয়ে গেলেও খেয়াল থাকত না। তবে তা ঘটত কদাচ। ধর্তব্যের মধ্যে আনবেন না।"

"পরিষ্কার হয়ে গেল। তারপর?"

"ভাগ্নীর সঙ্গে কক্ষনো সুসম্পর্ক বজায় রাখেন নি। তাঁর কড়া শাসন মাঝেমধ্যে বর্বরোচিত পর্যায়ে চলে যেত। দু-বছর আগে ক্ষুর ধার দেওয়ার চামড়ার চাপাটি দিয়ে পিটিয়েছিলেন ডোলোরেস-কে। তারপর শুধু জল আর রুটি দিয়ে আটকে রেখেছিলেন ঘরে। ডোলোরেসের অপরাধ, গিলবার্স্ট আর সুলিভান-এর কমিক অপেরা 'পেসেন্স' দেখতে গেছিল ব্রিস্টলে। চোখের জলে দু-গাল ভেসে গেছিল ডোলোরেসের। ফোঁপাতে ফোঁপাতে যা বলেছিল, তা ক্ষমা করা যায়।"

"কি বলেছিল?" হোম্‌সের প্রশ্ন।

"বুড়ো শয়তান।"

"ডোলোরেসের ভবিষ্যৎ সঙ্গতি নির্ভর করেছিল কি এই সম্পত্তি পাওয়ার ওপর?"

"ঠিক উল্টো, মিস্টার হোম্‌স্। ডোলোরেস-এর ভাবী বর মিস্টার এইন্সওয়ার্থ পেশায় আইনজীবি। সুনাম অর্জন করে ফেলেছে এই বয়েসেই। ট্রেলনি নিজেই তো ছিলেন ওর মক্কেল।"

"ভাগ্নের কথা যখন বলছিলেন, তখন আপনার গলায় আশঙ্কা লক্ষ্য করেছিলাম, ডক্টর গ্রিফিন সম্পত্তি পেতে চলেছেন নতুন উইলের জোরে, এরপর, আপনার ভাগ্নের সঙ্গে ট্রেলনির সম্পর্ক বন্ধুর মতই ছিল তো?"

অস্বস্তি স্পর্শ করে গেল পাদরিকে। নড়ে বসলেন চেয়ারে। জবাবটা দিলেন ঝটিতি—"বিলক্ষণ হৃদ্যতা ছিল দু-জনের মধ্যে। একবার তো প্রাণে বাঁচিয়ে দিয়েছিল স্কোয়ার-কে। তবে হ্যাঁ, ছোকরার মাথা বড় গরম, ক্ষেপে গেলে আর রক্ষে নেই। রগচটা স্বভাবের জন্যে ওই তল্লাটে ওর একটু দুর্নাম হয়েছিল বইকি। আর সেইটাই এখন কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে ওর কাছে। হাওয়া বইছে এখন ওর উল্টোদিকে. পুলিশ যদি দেখিয়ে দেয়, ট্রেলনি মারা গেছেন কিভাবে, তাহলে তক্ষুনি গ্রেপ্তার করা হবে আমার ভাগ্নেকে।"

থেমে গিয়ে ইতি উতি তাকালেন পাদরি, কেননা, কর্তৃত্বব্যঞ্জক টোকা পড়ছে দরজায়। পর মুহূর্তেই খুলে গেল পাল্লা। যার ঘাড়ের ওপর দিয়ে মিসেস হাডসনকে দেখতে পেলাম, সে লোকটা খর্বকায়, কৃশকায় , ইঁদুর-মুখো। গায়ে চেক স্যুট, মাথায় গোল টুপি, নীল চোখের অন্তর্ভেদী কঠিন চাহনি দিয়ে গেঁথে রয়েছে মিস্টার অ্যাপলে-কে। ওঁকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়েছে চৌকাঠে। এখন কণ্ঠে জাগ্রত হলো সবিস্ময় গজরানি।

হেদিয়ে পড়া স্বরে বললে হোম্‌স্ —"লেসট্রেড, ভগবান তোমাকে একটা মস্ত গুণ দিয়েছেন। চিত্ত বিমোহন নাটক ঘটিয়ে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করতে পারো যথাসময়ে।"

গ্যাসোজেন-এর পাশে টুপি রাখতে রাখতে বললে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ— "তখন কিছু কিছু লোকের পরিস্থিতি সঙ্গিন করে তুলি পুরুৎমশায় যখন এসে গেছেন, তখন সমারসেটের ছোট্ট খুন সম্পর্কে যা জানবার তা জেনে ফেলেছেন। প্রতিটি ঘটনা অতিশয় প্রাঞ্জল—সাইনপোস্টের মত দেখিয়ে দিচ্ছে একজনকেই—তাই নয় কি, মিস্টার হোম্‌স্?"

হোম্‌স্‌ বললে—"দুর্ভাগ্যক্রমে, সহিনপোস্ট বস্তুগুলোকে অনায়াসে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় উল্টোদিকে। লেসট্রেড, অতীতে তোমাকে হাতেনাতে বার দুয়েক দেখিয়ে দিয়েছি এই মহা সত্য।"

রেগে লাল হয়ে গেল সরকারি গোয়েন্দা।

"তা ঠিক, তা ঠিক। তবে, এবার সন্দেহ করবার সুযোগ কোথাও নেই। খুন যে করেছে, তার মোটিভ জানা হয়ে গেছে; খুন করবার সুবিধেটা কোথায় তাও জানা হয়ে গেছে। সে লোক কে, তা যখন আমরা জানি—এখন শুধু জানতে হবে, খুনটা করল কিভাবে।"

নিমেষে প্রায় উন্মত্ত অবস্থায় পৌঁছে গেলেন পাদরি—"আমি বলছি, আমার ভাগ্নের কপালটা সত্যিই পুড়েছে। তার কোনও—"

"আমি তো কারও নাম করিনি।"

"কিন্তু বুঝিয়ে দিয়েছেন, সে লোক কে। যখনই শুনেছেন, ট্রেলনি-র ডাক্তার সম্পত্তির ওয়ারিস হতে চলেছে জঘন্য উইলের জোরে—সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন তৎক্ষণাৎ।"

হুঙ্কার ছাড়ল লেসট্রেড—"মিস্টার অ্যাপলে, ভাগ্নের সুনামের ফিরিস্তি শোনাতে নিশ্চয় ভুলে গেছেন।"

"হঠকারী রোম্যান্টিক, মাথা গরম। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথার খুনী কক্ষনো নয়—না, না, কক্ষনো না! আঁতুড়ে অবস্থা থেকে ওকে দেখছি।"

"দেখা যাবে।—মিস্টার হোম্‌স্‌, আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।"

কথাকাটাকাটির সময়ে শিবনেত্র হয়ে বসেছিল শার্লক হোম্‌স্‌, সুদূরের এই চাহনি ওর চোখে আমি তখনই দেখেছি যখন ও জটিল ঘটনাবলীর মধ্যে সমাধান-সূত্র হাতড়ে বেড়ায়, যখন ও টের পায় মূল সূত্রের অস্তিত্ব, কিন্তু নাগাল ধরতে পারে না কিছুতেই। চিন্তালোক থেকে আচমকা ফিরে এল মর্তলোকে। ঘুরে গেল পাদরির দিকে।

"আজ বিকেলেই ফিরছেন তো সমারসেটে?"

"প্যাডিংটন থেকে বিকেল আড়াইটের ট্রেনে," লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন পাদরি—বিবর্ণ গালে দেখলাম রক্ত ফিরে আসছে — "মিস্টার হোম্‌স্‌, আপনি তাহলে—"

"আপনার সঙ্গে যাচ্ছি। আমি আর ডক্টর ওয়াটসন। মিসেস হাডসনকে যদি বলেন, উনি গাড়ি ডেকে দেবেন।"

হুড়মুড় করে নেমে গেলেন পুরুৎমশায়।

পার্সিয়ান চটি-র ভেতর থেকে দা-কাটা তামাক বের করে চামড়ার থলিতে ঠাসতে ঠাসতে হোম্‌স্‌ বললে—"কেসটা অদ্ভুত।"

বললাম—"খুশি হলাম তোমার চিন্তাধারার সম্মতি দেখে। পাদরি বেচারাকে দেখে ইস্তক ক্ষেপে গেছিলে। বিশেষ করে ভদ্রলোক যখন ওঁর ডাক্তার হওয়ার উচ্চাশার কথা বলছিলেন, অন্যমনস্ক স্বভাবের জন্যে রুগীর পিত্তির পাথর কেটে বাদ দেওয়ার সম্ভাবনা-গল্প শোনাচ্ছিলেন— তখন তো রেগে টং হয়ে গেছিলে।"

আলটপকা এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া যে এই রকমটা হবে, তা ভাবিনি। শূন্যপানে দৃষ্টি মেলে রইল শার্লক হোম্‌স্ বেশ কিছুক্ষণ— তারপরেই তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল চেয়ার ছেড়ে।

"কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য।"

উঁচু হনুর হাড়ে দেখলাম রক্তোচ্ছ্বাস, চোখে দেখলাম রোশনাই। এ চাহনি আমি চিনি।

বলে ফেলল উচ্চস্বরে —"ওয়াটসন, ওয়াটসন, আবার তুমি দেখিয়ে দিলে—নিজে প্রোজ্জ্বল না হলেও তুমি আলো বহন করার ক্ষমতা রাখো।"

"পাদরির পিত্তি-পাথরের গল্প শুনিয়ে তোমার চিন্তার পথ সুগম করে দিয়েছি?"

"ঠিক তাই।"

"বলছ কি, হোম্‌স্!"

"এই মুহূর্তে চাই" একটা ফ্যামিলি নাম...বিশেষ একটা কুল নাম। 'B' মার্কা দেওয়া হ্যান্ডবুক-টা দেবে?"

নামিয়ে দিলাম বইটা। যত রাজ্যের প্রেস-কাটিং কেটে এই বইতে সেঁটে রাখে হোম্‌স্। যে খবরে আগ্রহ পায়, তৎক্ষণাৎ সেই খবরকে স্থান দেয় বাঁধানো বইয়ের মত এই খাতার পাতায়।

"হোম্‌স্, 'B' দিয়ে শুরু কোনও ফ্যামিলি নাম তো দেখছি না!"

"তা বটে। দেখতে যে পাবে না, তা জানতাম। বা...বার...বারলেট। হুম। হা! কাজের বই বানিয়েছি একখানা!"

ঝটাঝট কয়েকটা পৃষ্ঠা উল্টে গিয়ে দমাস করে বই বন্ধ করে ফেলল হোম্‌স্। নার্ভাস আঙুল দিয়ে টরে-টক্কা বাজিয়ে গেল মলাটের ওপর, পেছনে ঝিকমিকিয়ে রইল টেস্টটিউব, কাচপাত্র, বাকযন্ত্র, কেমিক্যাল টেবিল, জানলা দিয়ে রোদ পড়েছে সেখানে।

চিন্তনের মধ্যেই বললে আপন মনে—"সব তথ্য অবশ্য হাতে পেলাম না এখনও। না, পুরো নয়—এখনও।"

লেসট্রেড চোখের ইসারা করল আমার দিকে চেয়ে।

বললে দাঁতো হেসে—"পুরোপুরি কিন্তু আমার কাছে! আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না। লাল-দাড়ি ওই ডাক্তারটা পয়লা নম্বরের খুনে শয়তান। খুনী কে—ধরে ফেলেছি, মোটিভ কি—তাও ধরে ফেলেছি।"

"তবে এসেছো কেন?"

"শুধু একটা জিনিস পাচ্ছি না বলে। খুন করেছে সে—ঠিক কথা! কিন্তু করলো কি করে?"

যাত্রাপথে কম করে বারো বার একই প্রশ্ন শুনিয়ে গেল লেসট্রেড। শেষকালে মনে হলো যেন, ট্রেনের চাকা ঘোরার ঘটাং ঘটাং শব্দের সঙ্গে প্রশ্নটার ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি আছড়ে আছড়ে পড়ছে মগজের মধ্যে।

গ্রীষ্মকাল বলেই দিনটা ছিল লম্বা আর বেশ গরম। সমারসেটের ছোট ছোট

পাহাড়ের ওপর অস্তাচলের সূর্য যখন শেষ কিরণ বর্ষণ করে যাচ্ছে, আমরা তখন ট্রেন থেকে নামলাম ছোট্ট একটা স্টেশনে। পাহাড়ের ধারে রয়েছে গ্রাম, প্রতিটা বাড়ির দেওয়ালের তিন কোণা ওপরদিক ঢালু ছাদ দিয়ে ঘেরা। অর্ধেক কাঠ আর অর্ধেক পাথর দিয়ে তৈরি। গ্রাম ঘিরে রয়েছে বিশাল বিশাল এল্ম্ মহীরুহ। বাসায় ফিরছে কাকের দল। তাদের কর্কশ ডাক এতদূরেও ভেসে আসছে। এই সবেরই মাঝে পড়ন্ত রোদে ঝকঝক করছে একটা মস্ত সাদা বাড়ি।

তিক্তস্বরে বললে লেসট্রেড—"একটা মাইল হাঁটতে হবে।"

হোম্স্ বললে—"বাড়িতে আগে নয়। সরাইখানা আছে এ গ্রামে?"

"আছে। ক্যাম্বারওয়েল আর্মস।"

"সেখানেই যাওয়া যাক, আমি তদন্ত চালাতে চাই নিরপেক্ষ জমিতে দাঁড়িয়ে।"

ক্ষেপে গেল লেসট্রেড—"আপনার মতলব—"

"বোঝা কঠিন," বলে, সেই যে মুখে চাবি দিল হোম্স্, প্রাচীন পান্থনিবাসে পৌঁছোনোর আগে একটা শব্দও আর উচ্চারণ করল না। বৈঠকখানায় বসে নোট বইয়ের পাতায় খচমচ করে কি যেন লিখল। ছিঁড়ে নিল দুটো পাতা।

বললে—"মিস্টার অ্যাপলে, আপনার সহিসকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন এই দুটো চিরকুট? একটা 'ওভম্যানস রেস্ট'-য়ে, আর একটা মিস্টার এইপওয়ার্থের কাছে।"

"নিশ্চয়।"

"এক্সেলেন্ট। সেক্ষেত্রে, ডোলোরেস আর তার ভাবী বর না এসে পৌঁছোনো পর্যন্ত এক পাইপ তামাক টেনে নেওয়া যাক।"

চুপচাপ বসে রইলাম কিছুক্ষণ, যে যার চিন্তায় মশগুল। আমি ভাবছিলাম হোম্সের কথা। ওর ওপর অগাধ আস্থা আছে একটাই কারণে। ও যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় থাকে, তখনই বুঝতে হবে—যে সব প্রমাণ প্যাট প্যাট করে চেয়ে থাকে চোখের সামনে—তা গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকৃত সত্য প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থেকে লুকোচুরি খেলছে ওর সঙ্গে।

লেসট্রেড কিছুক্ষণ বোবা মেরে থাকবার পর হঠাৎ বললে শক্ত গলায়—"মিস্টার হোম্স্, নিজেকে বড় রহস্যময় করে তুলেছেন। ডক্টর ওয়াটসনও আপনার নাগাল ধরতে পারছেন না, আপনার থিওরি শুনতে চাই।"

"আমার কোনও থিওরি নেই, আমি শুধু ঘটনা বাজিয়ে দেখছি।"

"আপনার ঘটনা আসল অপরাধীকে এড়িয়ে যাচ্ছে।"

"সেটা দেখা যাবে। ভাল কথা, মিস্টার অ্যাপলে, ডোলোরেসের সঙ্গে আপনার ভাগ্নের সম্পর্কটা কি রকম?

"অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন। ওদের মধ্যে এই যে মেলামেশার সম্পর্ক, এটা আমার ভাল লাগেনি। আর ঠিক সেই জায়গাতেই প্রশ্নটা তুললেন। দোষ মেয়েটার। ওকারণে ক্ষেপে আছে ভাগ্নের ওপর। তা বলে কি প্রকাশ্য করার কি দরকার? পাঁচ জনের সামনেই আজেবাজে কথা বলার কি দরকার? সে দু-চক্ষে দেখতে পারে না—তা কি সবাইকে ডেকে ডেকে বলতে হবে?"

"আচ্ছা! মিস্টার এইন্সওয়ার্থ কি বলেন এই ব্যাপারে?"

"ডোলোরেসের কাণ্ড নিয়ে একদম কথা বলে না। ব্যক্তিগত খেয়াল থাকলেও থাকতে পারে।"

"খাঁটি কথা। প্রশংসনীয় আচরণ। এই তো এসে গেছেন দুজনে।"

ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে খুলে গেল পুরোনো দরজা। ছিমছাম, লাবণ্যময়ী একটি মেয়ে সাঁ করে চলে এল ঘরের মধ্যে। কালো চোখে অস্বাভাবিক দ্যুতি, প্রাণ প্রাচুর্য রয়েছে, হতাশাও রয়েছে, পেছন পেছন এল যে ইয়ং ম্যান, সে বেশ ছিপছিপে। চুল সাদা মুখের রঙ পরিষ্কার টলটলে নীল চোখে ধূর্ততার আনাগোনা। ঘরে ঢুকেই সুবচনের মাধ্যমে অভিবাদন জানালো পাদরিকে ঘনিষ্ঠ জনের কায়দায়।

প্রবল আগ্রহে কিন্তু ফেটে পড়ল ইয়ং লেডি —"আপনাদের মধ্যে মিস্টার শার্লক হোমস্ কোন জন? আপনি? নতুন প্রমাণ পেয়েছেন মনে হচ্ছে?"

"সেইটাই তো শুনতে এসেছি, মিস ডেল। শুনেছি অনেক কিছুই, শুধু একটা বিষয় ছাড়া। আপনার মামা যে রাতে ইয়ে, মারা গেলেন, সে রাতে ঠিক কি-কি ঘটেছিল?"

"মিস্টার হোমস্, আপনি কিন্তু 'মারা গেলেন' শব্দ দুটোর ওপর বেশ জোর দিলেন।"

কাষ্ঠ হেসে বললে এইন্সওয়ার্থ ছোকরা—"তা ছাড়া আর বলবেনই বা কী? যেহেতু মঙ্গলবার রাতে বাজ পড়েছিল, তুমুল ঝড় উঠেছিল—ফলে, তোমার মা ছটফট করেছিলেন—অতএব এক পিপে কুসংস্কার মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে বসে আছো। কোনও মানে হয়? মারা গেছেন কিন্তু ঝড় আর বাজ পড়া থেমে যাওয়ার পর।"

"জানছেন কি করে?" হোমসের প্রশ্ন।

"ডক্টর গ্রিফিন বলেছেন, রাত তিনটের আগে উনি মারা যান নি। রাতের প্রথম দিকে সুস্থই ছিলেন।"

"বেশি নিশ্চিত মনে হচ্ছে আপনাকে।"

ঘাবড়ে গিয়ে হোমসের দিকে চেয়ে রইল এইন্সওয়ার্থ—"নিশ্চিত তো বটেই। মিস্টার লেসট্রেডের মুখেই শুনুন না, সে রাতে তিনবার ওঁর ঘরে গেছিলাম। স্কোয়ার বলেছিলেন বলেই গেছিলাম।"

"তাহলে শুরু থেকে বলে যান, কি-কি ঘটেছিল। মিস ডেল-ও ইচ্ছে করলে—"

"শুনুন বলছি। মামা বলেছিল, মঙ্গলবার রাতে ডিনার খাব সবাই মিলে। আমি, এইন্সওয়ার্থ, ডক্টর গ্রিফিন আর কাকা, 'গুডম্যান্স রেস্ট'-য়ে। প্রথম থেকেই অস্থির-অস্থির লাগছিল ওঁকে। আমি ভাবলাম, অনেক দূরে বাজ পড়ছে বলেই বোধহয় চঞ্চল হয়েছেন। ঝড় জিনিসটা ওঁর দু-চক্ষের বিষ ছিল। ঝড়কে ভয় পেতেন। এখন কিন্তু ভাবছি অন্য সম্ভাবনা। অস্বস্তির শেকড় ছিল সেখানেই ওঁর মনের মধ্যে, বিবেকে। সে যাক গে, রাত যত গড়িয়ে চলল, কাকার নার্ভের অবস্থা ততই শোচনীয় হয়ে উঠতে লাগল স্রেফ উৎকণ্ঠায়। ডক্টর গ্রিফিনের মত আমুদে মানুষও হাসিঠাট্টা দিয়ে আসর জমিয়ে রাখতে পারলেন না বিশেষ করে যখন বাজ পড়ল একটা গাছে—বাড়ির

কাছেই। বললেন—'গাড়ি হাঁকিয়ে ফিরতে হবে এই রাতে ঝড় মাথায় করে—মশায় নিশ্চয় বাড়া পড়বেন না।' সত্যিই অসহ্য মানুষ এই ডক্টর গ্রিফিন।

"কথা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল এইন্সওয়ার্থ। বলেছিল—'বেশ তো, আমি তাহলে থেকে যাই। আমরা নিজেরাই এক-একটা লাইটনিং কন্ডাক্টর।'

"শুনেই চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন মামা: —'ছোকরা, তুমি একটা বুদ্ধির ঢেঁকি। জানো না, এ বাড়িতে ওই জিনিসটা নেই?' বলে, ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল এমনভাবে যেন বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে।"

অকপটে বললে এইন্সওয়ার্থ—"কি বলেছি, তা মনে নেই। কিন্তু যখন তেড়েমেড়ে বলতে লাগলেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বুকের মধ্যে চাপ ভাব হয়—"

"ঘুমের সময়ে বুকে চাপ ভাব হয়?" বললে হোম্‌স্‌।

"চিৎকার করে তাই তো বললেন। আরও বললেন, এমন রাতে কোনও মানুষের একলা থাকা উচিত নয়।"

কথার খেই তুলে নিল ডোলোরেস—"কিন্তু এইন্সওয়ার্থ যখন বললে, 'ভয় কী? আমি থাকছি, রাতে বার দুয়েক এসে দেখে যাব কি রকম আছেন।' শুনেই ছটফটানি কমে গেল মামার। ভাবলেও কষ্ট হয়। এইন্সওয়ার্থ মামাকে দেখতে গেছিল—কখন —কখন গেছিলে?"

"একবার গেছিলাম রাত সাড়ে দশটায়; আর একবার রাত বারোটা; শেষবার ভোরের দিকে।"

"কথা বলেছিলেন স্কোয়ারের সঙ্গে?" শার্লক হোম্‌সের প্রশ্ন।

"ঘুমোচ্ছিলেন তো।"

"তাহলে জানছেন কি করে, উনি বেঁচে ছিলেন?"

"বেশির ভাগ বুড়ো মানুষদের মত, রাতের আলো জ্বালিয়ে রাখতেন স্কোয়ার। নীল আলোর লণ্ঠন—ফায়ারপ্লেসের পাশে বাটিতে বসানো থাকে। বেশি দেখতে পাইনি। তবে, ঝড়ের গজরানির মধ্যেও ওঁর গভীর শ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজ পেয়েছিলাম।"

ডোলোরেস বললে—"পরের দিন সকাল পাঁচটার একটু পরে—" এই পর্যন্ত বলেই আটকে গেল কথা—"পারব না...আর বলতে পারব না!"

এইন্সওয়ার্থ একদৃষ্টে চেয়েছিল ডোলোরেসের দিকে। এখন বললে —"ঠিক আছে...ঠিক আছে। মিস্টার হোম্‌স্‌, এত ধকল আর সইতে পারছে না ডোলোরেস।"

অমনি বলে উঠলেন পাদরি—"তাহলে আমিই বলছি। সবে ভোর হয়েছে, ঘুম ভেঙে গেল পাদরি-বাড়ির দরজায় জোর ধাক্কার আওয়াজ শুনে। 'ওডম্যান্স রেস্ট' থেকে ভয়ানক খবর নিয়ে এসেছে সহিস। নিয়মমত ভোরবেলা চা নিয়ে গেছিল কাজের মেয়ে। দরজার পর্দা টেনে সরিয়েই চিল-চিৎকার করে উঠেছিল স্কোয়ারকে বিছানায় মরে পড়ে থাকতে দেখে। কোনও রকমে জামাকাপড় পরে নিয়ে গেছিলাম 'ওডম্যান্স রেস্ট'-এ। ডোলোরেস আর এইন্সওয়ার্থকে পেছনে নিয়ে শোবার ঘরে যখন ঢুকছি, তখন দেখলাম ডক্টর গ্রিফিন ডাক্তারি ডিউটি সবে শেষ করেছে—আমাকে ডাকবার আগেই ডাকা হয়েছিল ডক্টর গ্রিফিন-কে।

'‘বললে আমাকে —'মারা গেছেন প্রায় দু-ঘন্টা আগে। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছি না, মৃত্যুটা ঘটল কি জন্যে।'

“বিছানার অন্য দিকে গিয়ে প্রার্থনা শুরু করতে যাচ্ছি যখন, ট্রেলনি-র সোনার ঘড়িটা নজরে এল ঠিক তখন। চকচক করছিল সকালের রোদে। ডাঁটি ঘুরিয়ে দম দিতে হয় এ-ঘড়িতে, চাবির দরকার হয় না। ঘড়িটা পড়েছিল ছোট্ট একটা মার্বেল-টেবিলে—অনেক ওষুধপত্রের শিশি বোতলের মধ্যে। বন্ধ ঘরে ওষুধের কড়া গন্ধ ভাসছিল।

“শুনেছি, সঙ্কটকালে তুচ্ছ বিষয়ের দিকে মানুষের মন চলে যায়। তা না হলে ওই কাজটা আমি করতে যাব কেন?

“মনে হলো, ঘড়ি যেন টিক-টিক করছে না। তুলে নিয়ে কানে লাগালাম। কিন্তু টিক-টিক আওয়াজ শুনলাম। ডাঁটিতে দুটো পাক মারতেই স্প্রিং আটকে গেল। তবে হ্যাঁ, কাজটা না করলেই পারতাম। দম দিতে গিয়ে ক্র্যাক ক্র্যাক আওয়াজ হয়েছিল... নির্জন ঘরে সে এক বিচ্ছিরি আওয়াজ...আঁৎকে উঠেছিল ডোলোরেস। ককিয়ে উঠে যা বলেছিল, তা এই : 'থামান! থামান! মরণের ঢাক বাজাচ্ছেন নাকি?' ”

ঘর নিস্তব্ধ। ক্ষণেকের জন্যে, অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল ডোলোরেস।

গভীর গলায় বললে এইন্সওয়ার্থ—“মিস্টার হোম্‌স্, যা এখনও মেলোয়নি। আর জেরা না করে ডোলোরেসকে আজ রাতের মত রেহাই দেবেন?”

উঠে দাঁড়াল হোম্‌স্।

বললে—“ভয় জিনিসটার কোনও ভিত থাকে না, প্রমাণ থাকে না,” বলে, বের করল নিজের ঘড়ি—চেয়ে রইল চিন্তাঘন চোখে।

লেসট্রেড বললে—“রাত বাড়ছে, মিস্টার হোম্‌স্।”

“খেয়াল ছিল না। তাহলে এখন যাওয়া যাক 'গুডম্যান রেস্ট' য়ে।”

পাদরির গাড়ি চেপে চলে এলাম সাদা বাড়িটায়। এক জোড়া ফটকের পরেই গাড়ি চলার সরু পথ। চাঁদ সবে উঠেছে। বীথিপথ চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। দু-পাশে বড় বড় এলম্ গাছ। মোড় ঘুরে গাড়ি পৌঁছোলো গায়ে গতরে ভারি একটা কদাকার বাড়ির সামনে, সবকটা রঙ করা, জানলার পাল্লা বন্ধ। সদর দরজায় ঝুলছে কালো পর্দা।

“বাড়ি তো নয়, বিষাদ-পুরী,” ঘন্টার দড়িতে টান দিয়ে খাটো গলায় বললে লেসট্রেড—“আরে! ডক্টর গ্রিফিন যে. এখানে কি মতলবে?”

দরজা খুলে গেছে। দীর্ঘদেহী, লাল-দাড়ি এক ভদ্রলোক দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে ঢিলে নরফোক জ্যাকেট আর হাঁটু পর্যন্ত লম্বা পাজামা। কটমট করে একে একে যখন আমাদের দেখছে, তখন লক্ষ্য করলাম, দুই হাত তার মুঠো পাকানো, বুক উঠছে আর নামছে ভয়ানক উত্তেজনায়।

ফেটে পড়ল লেসট্রেডকে দেখেই—“মাইল খানেক হাঁটতে চাই, আপনার অনুমতি নিতে হবে নাকি? আপনার জন্যে সন্দেহ তো রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে —ঘুরে

"অবাক হয়েছো মনে হচ্ছে?"

"অবাক তো হবোই। তিনদিন পরে তো ঘড়ির দম ফুরিয়ে যাওয়ার কথা!"

"ফুরিয়েই গেছিল। দম দিয়েছি আমি। নিচের তলায় ডেডবডি দেখবার আগেই এসেছিলাম এই ঘরে। গ্রাম থেকে এতটা পথ এসেছি শুধু শোয়ার ট্রেনিং ঘড়িতে দম দেওয়ার জন্যে কাঁটায় কাঁটায় দশটায়।"

"হোম্স্—!"

"টেবিলের জিনিসগুলো দেখেছো? কুবেরের ভাণ্ডার বললেই চলে! দ্যাখো, লেসট্রেড, দ্যাখো!"

"দেখার কি আছে, হোম্স্? ও রকম ছোট্ট শিশির ভেসেলিন সব দোকানেই পাওয়া যায়!"

"ভেসেলিন তো নয়, ফাঁসির দড়ি! কিন্তু একটা পয়েন্ট...এখনও একটা শুধু পয়েন্ট পরিষ্কার হচ্ছে না", বলতে বলতে চিন্তা কুটিল হলো হোম্সের ললাট— "লেসট্রেড, স্যার লিওপোল্ড হারপার-কে দিয়ে ময়না তদন্ত করালে কি হবে? উনি কি এখানে থাকেন?"

"এখানে থাকেন না, তবে কাছাকাছি রয়েছেন বন্ধুদের বাড়িতে। কপাল ভাল তাই চিকিৎসা শাস্ত্রে ইংল্যাণ্ডের সেরা বিশেষজ্ঞকে পেয়ে গেলাম ময়না-তদন্তের প্রয়োজন হতেই। লোক্যাল পুলিশ তাঁর দ্বারস্থ হতেই উনি রাজী হলেন—তবে বড় বিচ্ছিরি অবস্থায়।"

"কেন?"

"কপালে সর্দি বসে যাওয়ায় শুয়েছিলেন এক বোতল গরম জল আর এক গেলাস গরম তালরসের তাড়ি নিয়ে," মুচকি হেসে বললে লেসট্রেড।

সোল্লাসে বললে হোম্স্—"কেস সম্পূর্ণ হয়ে গেল।"

বোবা বিস্ময়ে দৃষ্টি বিনিময় করলাম আমি আর লেসট্রেড।

চালিয়ে গেল কিন্তু হোম্স্—উল্লাস-ডগমগ গলায়—"লেসট্রেড, আজ রাতে কেউ যেন এ বাড়ি থেকে না বেরোয়। কিভাবে আটকে রাখতে হবে, সেটা তোমার ব্যাপার। ওয়াটসন আর আমি এ ঘরেই থাকব কাল ভোর পাঁচটা পর্যন্ত।"

বৃথাই তর্ক করে গেলাম। কর্তৃত্ব যে ওর রক্তে রয়েছে। হুকুম চালায়, হুকুম মানিয়ে তবে ছাড়ে। একটি মাত্র দোলন চেয়ারে গ্যাঁট হয়ে বসল নিজে, আমাকে জোর করে শুইয়ে দিল গতায়ু মানুষটার শয্যায়—যে-শয্যায় বসে থাকাও আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ঘ্যানর ঘ্যানর করতে বোধহয় ঢুলুনি এসে গেছিল, চমকে উঠলাম হোম্সের ডাকে।

"ওয়াটসন!"

সিধে হয়ে বসেছিলাম তৎক্ষণাৎ। চোখে ধাঁধিয়ে গেছিল সকালের রোদে। কানে ভেসে এসেছিল গতায়ু মানুষটার ঘড়ির টিক টিক আওয়াজ—আমার কানের কাছে।

মার্জার ভঙ্গিমায় আমার দিকে চেয়েছিল শার্লক হোম্স্—যা ওর স্বভাব। দাঁড়িয়ে আছে খাটের পাশে।

গেছে তল্লাটের প্রত্যেকে।" বলতে বলতে লম্বা হাত বাড়িয়ে খপ করে চেপে ধরল হোমসের কাঁধ—"আপনিই শার্লক হোম্‌স্!" আবেগে থর থর করে কাঁপছে গলা—"আপনার চিরকুট পেয়েই চলে এসেছি। ভগবান যেন আপনার সুনাম অক্ষুণ্ন রাখেন! আপনিই শুধু আমার ফাঁসিকাঠে যাওয়া আটকাতে পারবেন। কী আশ্চর্য! সত্যিই আমি একটা জানোয়ার! ভয় ধরিয়ে কাঁদিয়ে দিলাম মিস ডেল-কে।"

দু-হাতে মুখ চাপা দিয়েছে ডোলোরেস, ফোঁপাচ্ছে —"পারছি না...আর পারছি না সইতে...শোকের ভয়ঙ্কর...! ভাবতেও পারছি না!"

সেই মুহূর্তে শার্লক হোম্‌সের কাণ্ড দেখে মেজাজ খিঁচড়ে গেছিল আমার। সবাই যখন মেয়েটাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছি, ও তখন জিজ্ঞেস করছে লেসট্রেডকে ডেডবডি নিশ্চয় ভেতরে আছে। বলার পরেই আমাদের দিকে ফিরেও না তাকিয়ে হনহনিয়ে ঢুকে গেল বাড়ির মধ্যে, পকেট থেকে লেন্স বের করতে করতে।

বেশ কিছুক্ষণ পর, দৌড়োলাম ওর খোঁজে, আঠার মত পেছন পেছন এল লেসট্রেড, একটা পেল্লায় হল ঘরে পৌঁছলাম, অন্ধকার ঘর। বাঁদিকের দরজা দিয়ে মোমবাতি আলোকিত একটা ঘর দেখা যাচ্ছে। শুকনো ফুল স্তূপাকারে সাজানো, খোলা কফিনে সাদা চাদর ঢাকা মৃতদেহ শোয়ানো রয়েছে। হোম্‌সের দীর্ঘ, শীর্ণ মূর্তি ঝুঁকে রয়েছে কফিনের ওপর। আরও ঝুঁকে নিজের মুখ ডেডবডির মুখের মাত্র কয়েক ইঞ্চি ওপরে নিয়ে গেল। মোমবাতির আলো ঝিলিক তুলল হাতে ধরা লেন্সে। ঘর নিস্তব্ধ, তন্ময় হয়ে দেখছে নিথর দেহ লেন্সের মধ্যে দিয়ে। তারপর, খুব আস্তে চাদর টেনে মুখে চাপা দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো।

কথা বলতে গেলাম বটে, কিন্তু আমাকে পাত্তাই দিল না। পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময়ে শুধু ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল সিঁড়ি। উঠলাম ওপরতলায়। লেসট্রেড দেখিয়ে দিল বেডরুম। বড় বড় কালচে ফার্নিচারে আলো পড়ছে একটা ঢাকা দেওয়া ল্যাম্প থেকে, লম্ফটা রয়েছে একটা টেবিলে—বাইবেলের পাশে। খোলা বাইবেল। অন্ত্যেষ্টি ফুলের অসুস্থ গন্ধের সঙ্গে বাড়ির সোঁদা গন্ধ মিশে যাওয়ায় আমার ভাল লাগছিল না মোটেই।

কপাল আর ভুরু কুঁচকে চার হাত পায়ে মেঝেতে হামাগুড়ি দিচ্ছে হোম্‌স্—জানলাগুলোর সামনে। মেঝের প্রতি বর্গ ইঞ্চি খুঁটিয়ে দেখছে লেন্সের মধ্যে দিয়ে। আমার কড়া ধমক শুনে দাঁড়িয়ে উঠল তড়াক করে।

"নাহে, ওয়াটসন! তিন রাত আগে কোনও জানলাই খোলা হয়নি। ঐ ঝড়ের রাতে জানালা খোলা হলে, চিহ্ন দেখতে পেতাম, বলেই, শুঁকে নিল বাতাস—"

"জানলা খোলার তো দরকারও ছিল না।"

"শুনছো?" বলেছিলাম আমি—"ও আবার কিসের শব্দ!"

তাকিয়েছিলাম বিছানার দিকে, সেখানে ঝুলছে পর্দা আর চাঁদোয়া। খাটের মাথায় একটা মার্বেল টেবিলে বিস্তর ধুলিমাখা ওষুধের শিশি-বোতল।

বলেছিলাম—"দেখেছো? সেই সোনার ঘড়ি! মানুষটা নেই, কিন্তু ঘড়ি এখনও চলছে টেবিলের ওপর!"

বললে মন্থর স্বরে—"পাঁচটা বেজে দশ মিনিট। তাই ভাবলাম, তোমার ঘুম ভাঙানো দরকার।"

দরজার টোকা পড়ল ঠিক সেই সময়ে। হেঁকে বললে হোমস্—"লেসট্রেড নাকি? সবাই সঙ্গে আছে তো? চলে এস ভেতরে।"

খাট থেকে লাফ মেরে নামতে না নামতেই ঘরে ঢুকল মিস ডেল। পেছনে ডক্টর গ্রিফিন, এইন্সওয়ার্থ আর পাদরি।

রাগে চোখ জ্বলছে ডোলোরেসের—"এ কী ব্যাপার, মিস্টার হোমস্! আপনার খেয়াল খুশি মত এতগুলো মানুষকে আটক থাকতে হবে সারারাত—মিস্টার অ্যাপলেকে পর্যন্ত কষ্ট দিলেন!"

"খেয়াল খুশির ব্যাপার এটা নয়। আমি দেখিয়ে দিতে চাই, ঠাণ্ডা মাথায় মিস্টার ট্রেলনি-কে খুন করা হয়েছে কিভাবে।"

"খুন!" এবার কণ্ঠ-নিনাদ ছাড়ল ডক্টর গ্রিফিন—"সেটা দেখান ইন্সপেক্টর লেসট্রেড-কে। খুনটা হলো কিভাবে—"

"খুব সহজে, কিন্তু অতিশয় পৈশাচিক পন্থায়। ডক্টর ওয়াটসন বড় চতুর, ঠিক সময়ে ধরিয়ে দিয়েছিল পন্থাটা—যখন আমি হাবুডুবু খাচ্ছি। চুপ, ওয়াটসন, চুপ—একদম কথা বলবে না! সূত্রটা রেখে গেছিলেন মিস্টার অ্যাপলে তাঁর একটা কথার মধ্যে। ডাক্তারি করতে গেলে অন্যমনস্ক স্বভাবের দরুন হয়তো রুগীর পিত্তি-পাথর কেটে ফেলে দিতেন। এই কথাটার সঙ্গে অবশ্য আরও একটা কথা বলেছিলেন। রুগীকে প্রথমে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে নিতেন। ইঙ্গিতবহ শব্দ একটাই—*ক্লোরোফর্ম*।

উন্মাদ-প্রায় স্বরে প্রতিধ্বনি করে গেল ডক্টর গ্রিফিন—"ক্লোরোফর্ম!"

"এগজ্যাক্টলি। আইডিয়াটা বোধহয় খুনীর মাথায় এসেছিল গত বছরের একটা খুনের কেস-রিপোর্ট পড়বার পর। মিসেস অ্যাডেলেড বারলেট নামে এক ভদ্রমহিলা তাঁর ঘুমন্ত স্বামীর গলায় তরল ক্লোরোফর্ম ঢেলে দিয়ে মার্ডার করেছিলেন। অথচ বেকসুর খালাস পেয়েছিলেন তা প্রমাণ করতে না পারায়।"

"দূর মশায়! ট্রেলনি ক্লোরোফর্ম পান করেন নি!"

"তা করেন নি। কিন্তু ধরা যাক, আমি বেশ খানিকটা তুলোয় ক্লোরোফর্ম ঢেলে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের নাকে মুখে চেপে ধরে রইলাম মিনিট কুড়ি। ভদ্রলোক কিন্তু অঘোরে ঘুমোচ্ছিলেন। তাহলে কি হবে?"

"মারা যাবেন। কিন্তু চিহ্ন তো থাকবে!"

"এক্সেলেন্ট! কী চিহ্ন?"

"ক্লোরোফর্মের ধর্ম চামড়া জ্বালিয়ে দেওয়া, ফোস্কা ফেলে দেওয়া। চামড়া ঝলসে যাওয়ার একটু চিহ্ন তো থাকবেই।"

লম্বা তর্জনী বাড়িয়ে মার্বেল টেবিল দেখিয়ে দিল হোমস্। তুলে নিল ভেসেলিনের ছোট্ট শিশিটা—"ডক্টর গ্রিফিন, একটু বুদ্ধি খরচ করে যদি ভেসেলিনের পাতলা প্রলেপ লাগিয়ে দিই বৃদ্ধ মানুষটার নাকে মুখে, তারপর কি চামড়া ঝলসানোর দাগ থাকবে?"

"না, মোটেই না!"

"আপনার চিকিৎসা জ্ঞান আমার চাইতে বেশি। ক্লোরোফর্ম জিনিসটা উদ্বায়ী—খুব তাড়াতাড়ি উবে যায় রক্ত থেকে, ময়না-তদন্ত যদি দিন দুয়েক ঠেকিয়ে রাখা যায়—এই কেসে যা করা হয়েছে তাহলে আর কোনও চিহ্ন থাকবে না।"

"এত তাড়াতাড়ি যায় না, মিস্টার শার্লক হোম্‌স্! একটু—"

"একটু গন্ধ থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে—যা ধরা পড়তে পারে ঘরের মধ্যে, অথবা ময়না-তদন্তের সময়ে। এ ঘরে এত ওষুধের কড়া গন্ধে হাল্কা সেই গন্ধ ঢাকা পড়ে যাবে। ময়না-তদন্তের সময়েও মাথায় সর্দি বসে নাক বুঁজে থাকার দরুন তা ধরতে পারবেন না স্যার লিওপোল্ড হারপার।"

"কী সর্বনাশ! ধরেছেন ঠিক!"

"তাহলে এখন একটা প্রশ্ন তুলে ধরা যাক। জঘন্য এই অপরাধে লাভ কার?" লেসট্রেড এক পা এগিয়ে গেল ডাক্তারের দিকে।

"সাবধান!" কড়িকাঠ-কাঁপানো গর্জন ছাড়লো ডক্টর গ্রিফিন।

ভেসেলিনের শিশি টেবিলে নামিয়ে রেখে ভারি, সোনার ঘড়িটা তুলে নিল হোম্‌স্। ঘড়ি তখনও টিক-টিক করে চলেছে, বরং আরও বেশি আওয়াজ করে।

"আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই কাঞ্চন যন্ত্রের দিকে, কাল রাত দশটায় পুরো দম দিয়েছিল্যম। এখন পাঁচটা বেজে বিশ মিনিট। ঘড়ি এখনও চলছে।"

"তাতে কি হলো?" তেড়ে উঠল ডোলোরেস।

"ঠিক এই সময়ে ঘড়িতে দম দিয়েছিলেন মিস্টার অ্যাপলে—আপনার মামার মৃতদেহ তখন ওই খাটে। এরপর যা করব, তা আপনাদের অসহ্য লাগলেও একটু সয়ে যান।"

বলেই, ঘড়িতে দম দেওয়া শুরু করল ক্র্যাক-ক্র্যাক আওয়াজে। ভাঁটি ঘুরেই চলল—ঘুরুনি বন্ধ হলো না।

"দাঁড়ান!" উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে ডক্টর গ্রিফিন— "একটা গোলমাল রয়েছে!"

"আবার বলছি, এক্সেলেন্ট! কী সেই গোলমাল?"

"আরে মশায়, মিস্টার অ্যাপলে তো দুটো পাক দিতেই ঘড়ি পুরো দম খেয়ে গেছিল! আপনি তো দেখছি সাত-আট পাক দিয়েই ফেললেন—এখন পুরো দম খায়নি!"

"হক কথা বলেছেন! শুধু এই ঘড়ি বলেই নয়, যে কোনও ঘড়িতে যদি রাত্রি দশটায় পুরোদম দেওয়া হয়, তাহলে ভোর হলে মাত্র দু-পাকে ঘড়ি পুরো দম খায় না।"

"মাই গড!" চোখ বড় বড় করে হোমসের দিকে চেয়ে রইল ডাক্তার।

"সুতরাং পরলোকগত মিস্টার ট্রেলনি রাত দশটায় ঘুমোতে যান নি। একনাগাড়ে পত্রপত্তের ফলে তাঁর স্নায়ু অস্থির ছিল, রাত জেগে বাইবেল পড়ে গেছেন—যা উনি প্রায়ই করতেন, শুনেছি মিস্টার অ্যাপলের কাছে, ঘড়িতে দম দিয়েছিলেন যথাসময়ে, মানে, শুতে যাওয়ার ঠিক আগে, রাত তিনটে নাগাদ। যখন অঘোরে ঘুমোচ্ছেন, খুনী তার কাজ হাসিল করে গেছে।"

"অতএব?" গলার শির তুলে চেঁচিয়ে উঠল ডোলোরেস।

"শুধু একজনই ট্রেলনি-কে ঘুমোতে দেখেছে রাত সাড়ে দশটায়, রাত বারোটায়, আবার রাত একটায়। ডাহা মিথ্যে বলেছে অতএব—"

এবার চিৎকার ছাড়লাম আমি—"হোমস্! তুমি বলতে চাও, খুনী তাহলে—"

দরজার দিকে ছিটকে গেল এইন্সওয়ার্থ

অতোধিক বেগে ধাবিত হলো লেসট্রেড। পরক্ষণেই শোনা গেল হাতকড়া পরানোর শব্দ।

ঝাঁপিয়ে উঠে ডোলোরেস ছুটে গেল—না, এইন্সওয়ার্থের দিকে নয়—ডক্টর পল গ্রিফিনের প্রসারিত দু-বাহুর মধ্যে।

সেই রাতে বেকার স্ট্রিটের বাসায় বসে হুইস্কি-সোডা দিয়ে ক্লান্তি অপনোদন করতে করতে হোম্‌স্ বললে—"এইন্সওয়ার্থ খেপে গেছিল ডোলোরেসকে বিয়ে করে সম্পত্তি হাতানোর জন্যে। ঘড়ির প্রমাণ ছাড়াই তো ছিল তার অপরাধের প্রমাণ।"

"মোটেই না," বলেছিলাম আমি।

"ভায়া ওয়াটসন, ট্রেলনি-র উইলের কথাটা মাথায় রেখো।"

"ট্রেলনি তাহলে ওই অন্যায় উইল করেননি?"

"অবশ্যই করেছিলেন। করে, জানিয়ে দিয়েছিলেন পাঁচজনকে কি তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু একজনই শুধু জানত, উইল তিনি আদৌ সই করেন নি।"

"ট্রেলনি জানতেন?"

"এইন্সওয়ার্থও জানতো। উইল বানিয়েছিল যে উকিল। স্বীকারোক্তিতে তা বলেওছে।"

চেয়ারে হেলে বসে দশ আঙুলকে ডগায় ডগায় ঠেকালো শার্লক হোম্‌স্।

"ক্লোরোফর্ম জিনিসটা যে সহজেই পাওয়া যায়, তা ব্রিটিশ পাবলিক জেনে গেছে বারলেট কেসের পর থেকে। সামান্য কয়েকজনকে নিয়ে গড়ে উঠেছে যে গ্রাম্য-সমাজ, সেখানে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের ঘরোয়া বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকে। পাদরির মেডিক্যাল লাইব্রেরিতে গিয়ে বইপত্র উল্টে দেখা খুবই স্বাভাবিক ছিল এইন্সওয়ার্থের পক্ষে। ধড়িবাজির প্ল্যানটা মাথায় এনেছিল তখনই। আমার বিশ্লেষণী তদন্ত অসম্পূর্ণ থেকে যেত যদি স্কোয়ারের মুখের চামড়ার লোমকূপের মধ্যে খুব সামান্য ভেসেলিন আর চামড়া জ্বলে যাওয়া দেখতে না পেতাম লেন্সের মধ্যে দিয়ে। দুটোই দেখেছি, খুবই অল্প মাত্রায়—কিন্তু আদালতে বিচারকদের সন্তুষ্ট করার পক্ষে মোক্ষম প্রমাণ।"

"কিন্তু এই মিস ডেল আর ডক্টর গ্রিফিনের ব্যাপারটা?"

"ওদের কাণ্ড দেখে হকচকিয়ে গেছো?"

"নারী চরিত্র বড় দুর্জ্ঞেয়।"

"মাই ডিয়ার ওয়াটসন, খড়ের মত দপ করে জ্বলে ওঠা যে মেয়ের ধাত, সেই মেয়ে যখন একই স্বভাবের এক পুরুষের সান্নিধ্যে আসে আর যত্রতত্র তার মুণ্ডপাত করতে ছাড়ে না, তখন অন্তরের অন্তস্থলে নিবিড় গভীর গোপন আকর্ষণের আভাস

আমার চোখে অন্তত ধরা পড়ে সে তুলনায়, এইন্সওয়ার্থ, হিস্কেবী পুরুষ, ঠাণ্ডা মাথার পুরুষ, অষ্টপ্রহর মিস ডেল-কে নজরে নজরে রেখে তার মন জয় করতে ব্যগ্র। প্রেমের এই ত্রিভুজে মেয়েরা অসাধারণ অভিনয় করে যায়—করতে হয়। ভাগ্নীর মন কি চায়, তা মামা ধরে ফেলেছিলেন বলেই উইল পাল্টেছিলেন। মেয়েদের না মানেই হ্যাঁ। যে যত চটে, সে তত পটে!"

'তাহলে ডোলোরেস খোলাখুলি বলে দিলেই তো পারত, এইন্সওয়ার্থ তার ভাবী বর নয়!"

'ভুলে যেও না, ভাগ্নীকে মামা শাসন করতেন কেন? চপলা চঞ্চলা অস্থিরমতি বলে। বিয়ে ভেঙে দিয়ে লোক হাসাতে চাইনি ডোলোরেস—নিজের কাছে ছোট হয়ে যেত—মামার রক্তচক্ষু ফের দেখতে হতো। মামা কিন্তু অন্তর্যামী। ভাগ্নী ফাঁপড়ে পড়েছে বুঝে, মুখে কিছু না বলে, উইলের মারফৎ দেখিয়ে দিলেন—কি তাঁর অভিপ্রায়। হাসছ কেন, ওয়াটসন?"

'ক্যাম্বারওয়েল নামটার জন্যে। লন্ডনেও রয়েছে, সমারসেট-য়েও রয়েছে ক্যাম্বারওয়েল।"

'তাহলে গল্প যখন লিখবে, 'ক্যাম্বারওয়েল পয়জনিং কেস' নাম না দিয়ে অন্য নাম দিও। লোকে গুলিয়ে না ফেলে।"

❒ এই গল্পটি লিখেছেন অ্যাড্রিয়ান কন্যান ডয়াল ও জন ডিকসন কার ❒

❒ দ্য অ্যাডভেনচার অফ দ্য গোল্ড হান্টার্স ❒

লোহিত বিধবার রহস্য

"ভায়া ওয়াটসন, তোমার সিদ্ধান্ত ষোল আনা খাঁটি," বললে বন্ধুবর শার্লক হোম্‌স্—"দারিদ্র্য আর অপরিচ্ছন্নতার স্বাভাবিক ছাঁচ থেকেই বেরিয়ে আসে মারদাঙ্গা অপরাধ।"

"একেবারে ঠিক," একমত হয়েছিলাম আমি—"আমিও ভাবছিলাম—এই পর্যন্ত বলেই সবিস্ময়ে চাইলাম বন্ধুর দিকে—"গুড হেভেনস, হোম্‌স্! বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? আমার অন্তরের অন্তস্থলে যে চিন্তা খেলছে, তা তুমি ধরলে কি করে?"

দশ আঙুলকে ডগায় ডগায় ঠেকিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল প্রিয় বন্ধু। অর্ধেক নামানো চোখের পাতার একটু ফাঁক দিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিল আমাকে। খুক খুক করে হেসে নিয়ে বললে—"হে বন্ধু, আমার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত; তাই তোমার সুচিন্তিত অভিমত প্রসঙ্গে আলোচনা না করাই সমীচীন। তোমার একটা মস্ত গুণ আছে। অবশ্যম্ভাবী পরিণতিকে অনুধাবন করার অক্ষমতাকে দিব্বি গোপন করে যেতে পারো। তার পর অবশ্য শিষ্টাচারী ভদ্রলোকের মত যুক্তিবদ্ধ সহজ ব্যাখ্যা মেনে নাও।"

ক্ষেপে গেলাম ওর হামবড়া ভাব দেখে। বললাম—"আমার মনের মধ্যে চিন্তার তোলাপাড়া যুক্তির বঁড়শি দিয়ে ধরা যায় কি করে, সেটাই তো মাথায় আসছে না।"

"কঠিন নয় মোটেই। গত কয়েক মিনিট তোমাকে নজরে রেখেছিলাম। প্রথমে দেখলাম শূন্য চাহনি। চোখ ঘুরল ঘরময়। দেখলে বুককেস। চোখ আটকে গেল 'লা মিজারেবল' বইটার ওপর। গত বছর এই বইটা পড়ে খুব বিচলিত হয়েছিলে। চিন্তায় ডুবে গেলে। চোখ সরু হয়ে গেল। মানুষের অবর্ণনীয় কষ্ট ফের তোমাকে নাড়া দিয়েছে বুঝলাম। তারপর চোখ ঘুরে গেল জানলার দিকে। দেখলে তুষার ঝরছে, আকাশ ধূসর হয়ে রয়েছে, ছাদে ছাদে বরফ জমে রয়েছে। এবার আস্তে আস্তে চোখ ফেরালে ম্যান্টলপিসের ওপর। চেয়ে রইলে বড় ছুরিটার দিকে—যে ছুরি দিয়ে মাংসের কাবাব বানানোর মত গেঁথে রাখি সেই সব চিঠি যাদের উত্তর আমি দেব না। ভ্রূকুটি ঘন হলো ললাটে। হতাশভাবে ঘাড় নাড়লে আনমনে। অনেকগুলো ধারণার সহাবস্থান ঘটেছে। হিউগো-র ভয়ানক মণ্ড-কাহিনী, শীতে বস্তিবাসীদের দারিদ্র্য, চুল্লির আরামদায়ক উষ্ণতা, খোলা ছুরির ফলা। চোখমুখের ভাব বিমর্ষ হয়ে গেল। মানবজাতির ট্র্যাজেডির মূলে কারণ আর যে কর্মফল, তা উপলব্ধি করলে মন বিষাদে ভরে যাবেই।"

"একেবারে ঠিক। আমার সব চিন্তাকে সঠিক অনুসরণ করেছো। যুক্তিবিদ্যা একেই বলে!"

"পদ্ধতিটা একদম মৌলিক, ওয়াটসন।"

"তোমার নিজস্ব।"

১৮৮৭ সাল তখন শেষ হতে চলেছে। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে শুরু হয়েছিল যে প্রচণ্ড তুষার-ঝটিকা, তার লৌহমুষ্টি বেশ ভালভাবেই চেপে বসেছে গোটা দেশটার ওপর। বেকার স্ট্রিটে হোম্‌সের ঘরের জানলা দিয়ে দেখছি ধূসর আকাশ বিষণ্ণ বদনে যেন অনেক নিচে নেমে এসেছে, তুষার-কণার পর্দার মধ্যে দিয়ে অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে—টালির ছাদে জমা সাদা বরফ।

গোটা বছরটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে আমার বন্ধুর কাছে, আরও বেশি গুরুত্ব বহন করে চলবে আমার মনের মধ্যে, কারণ মাত্র দু-মাস আগে মিস মেরি মর্সটন তার নিয়তিকে আমার নিয়তির সঙ্গে মিলিয়ে দিতে সম্মত হয়েছে। ছিলাম আর্মি থেকে অবসর নেওয়া অর্ধেক বেতনের ব্যাচেলর ডাক্তার, পেলাম বিবাহিত জীবনের স্বর্গীয় সুখ। শার্লক হোম্‌স্ যদিও গায়ে পড়ে বিস্তর ব্যঙ্গোক্তি বর্ষণ করে গেছে, কিন্তু আমরা স্বামী-স্ত্রী কেউই তা গায়ে মাখিনি একটাই কারণে ; দুজনে দুজনকে পেয়েছি তো হোম্‌সেরই কলকাঠি নাড়ার ফলে। ওর কঠোর বিদ্রূপ তাই সহ্য করেছি, কারণটাও বুঝতে পেরেছি।

ডিসেম্বরের ৩০ তারিখের অপরাহ্নে আমাদের পুরোনো বাসায় এসেছিলাম কয়েকটা ঘণ্টা গল্পগুজবে কাটিয়ে যাওয়ার জন্যে। গত সাক্ষাৎকারের পর, নতুন কোনও কেস এসেছে কিনা, সেটাও জানবার ইচ্ছে ছিল। ঘরে ঢুকেই দেখেছিলাম মুখ কালো করে কুঁড়ের বাদশার মতো হোম্‌স্ বসে আছে গায়ে ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে, ওর প্রিয় দা-কাটা তামাকের উৎকট গন্ধে ঘর ভরে রয়েছে, ঘর ভর্তি ধোঁয়া দেখে মনে হচ্ছে যেন বাইরের কুয়াশা ঘরে আস্তানা নিয়েছে, ধোঁয়ার মধ্যে চুল্লির আগুন কাঠকয়লার অঙ্গার-এর রূপ নিয়েছে—গুমে গুমে পুড়ছে।

নতুন কেস প্রসঙ্গে জানতে চাইতেই গলার স্বর তীক্ষ্ণ করে এক পশলা নালিশ ঝরিয়ে গেল হোম্‌স্—"কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু নেই। বার্ট স্টিভেন্সের দুঃখজনক লোকান্তর-কেস সমাধান করার পর থেকেই মনে হচ্ছে, অপরাধ জগতে সৃজনশীল প্রতিভার বিলক্ষণ অভাব ঘটেছে।" এই পর্যন্ত বলেই কথার ঝাঁপিতে তালা ঝুলিয়ে গুটিসুটি মেরে বসে রইল আর্ম-চেয়ারে বিষণ্ণ ভঙ্গিমায়। নিরুপায় হয়ে আমি যখন ঘরময় চোখ বুলোচ্ছি আর ভাবছি, তখনই সে কথাগুলো বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বলে গেল আমাকে, এই কাহিনীর সূচনা ঘটিয়েছি তাই দিয়ে।

যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই ছিদ্রান্বেষী চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল হোম্‌স্। বললে—"ওহে ওয়াটসন, মনে হচ্ছে, মূল্য দেওয়া এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। বাঁ চোয়ালের অযত্ন দেখে কষ্ট হচ্ছে। দাড়ি কামানোর আয়না নিশ্চয় কেউ ঘুরিয়ে রেখেছে। তাছাড়া, অমিতব্যয়কে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছো।"

"অবিচার হয়ে যাচ্ছে না?"

"আরে ভায়া, এই শীতে পাঁচ পেনির কমে ফুল পাওয়া যায় না! বোতামের ঘর সাক্ষী—গতকালই ফুল লাগিয়ে বিলাসিতা করেছো!"

"তুমি যে এত কৃপণ স্বভাবের, তা এই প্রথম দেখলাম," বলেছিলাম তেড়িমেড়ি গলায়।

প্রাণ খুলে অট্টহাসি হেসে নিল হোম্‌স্—"মাই ডিয়ার ওয়াটসন, ক্ষমা করে দিও এই অধমকে। ব্যাপার কি জানো, মানসিক শক্তি একদম খরচ হচ্ছে না। অতিসঞ্চয় চাপ দিয়ে চলেছে নার্ভের ওপর। ঝাল ঝাড়ছি তোমার ওপর। আরে, আরে, এ আবার কী!"

সিঁড়ি কাঁপিয়ে উঠে আসছে গুরুভার দুটি চরণ। হাতের ইসারায় চেয়ার দেখিয়ে হোম্‌স্ বললে—"একটু বসে যাও। গ্রেগসন আসছে, খেল শুরু হবে এখুনি।"

"গ্রেগসন?"

"ওই রকম মেপে মেপে আর কেউ পা ফেলে না। লেসট্রেডের পা এত ভারি নয়। অথচ, এই পায়ের অধিকারীকে মিসেস হাডসন চেনেন। তাই সঙ্গে আসেননি। নির্ঘাৎ গ্রেগসন।"

হোমসের কথা ফুরোতেই আঙুলের গাঁটের বাদ্যি শোনা গেল দরজায়। পরক্ষণেই কান পর্যন্ত ঢাকা ভারি ওভারকোট পরা একটা মূর্তি ঢুকল ঘরে। হাতের কাছের চেয়ারে ছুঁড়ে ফেলে দিল মাথার টুপি, টান মেরে খুলে ফেলল মুখের নিচের দিকে জড়ানো মাফলার। দেখা গেল স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড ডিটেকটিভের শণবর্ণ ঝাঁকড়া চুল আর লম্বাটে, পাণ্ডুর মুখাকৃতি।

আমার দিকে অর্থব্যঞ্জক অপাঙ্গ চাহনি নিক্ষেপ করে হোম্‌স্ বললে—"আরে, গ্রেগসন যে! এমন দুর্যোগ মাথায় করে যখন এসেছো, তখন কাজটা নিশ্চয় জরুরী! ওভারকোটটা নামাও না গা থেকে, বসে পড়ো আগুনের ধারে।"

মাথা ঝাঁকিয়ে বললে পুলিশ-ডিটেকটিভ—"সময় একদম নেই।" বলতে বলতে ওলকপি সাইজের একটা মস্ত রূপোর ঘড়িতে সময় দেখে নিল—"ঠিক আধঘণ্টা পরে ছাড়বে ডার্বিশায়ারের ট্রেন। ঘোড়ার গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখেছি রাস্তায়। আমার মত অভিজ্ঞ অফিসারের কাছে এ-কেস নেহাৎই জলভাত। তবুও আপনার সান্নিধ্য পেলে ধন্য হবো।"

"কৌতূহলোদ্দীপক কিছু ঘটেছে মনে হচ্ছে?"

"মার্ডার, মিস্টার হোম্‌স্, মার্ডার," আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না গ্রেগসন—"নিছক মার্ডার নয়, আশ্চর্য মার্ডার—লোক্যাল পুলিশের টেলিগ্রাম থেকে যা বুঝলাম। কাউন্টি-র ডেপুটি-লেফটেন্যান্ট লর্ড জোসেফিন কোপ-কে বাড়ি কাঁপিয়ে খুন করা হয়েছে আর্নসওয়ার্থ কাসল-এ। এ জাতীয় ক্রাইম সমাধানের যথেষ্ট যোগ্যতা রয়েছে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের। কিন্তু পুলিশ টেলিগ্রামের অদ্ভুত বিবৃতিটা পড়ে মনে হলো, আপনিও চাইবেন আমাদের সঙ্গে থাকতে। আশাকরি—"

সামনে ঝুঁকল হোম্‌স্, পার্সিয়ান চটির মধ্যে থেকে সমস্ত তামাক বের করে নিয়ে ঠাসল থলিতে, উঠে দাঁড়াল এক ঝটকায়।

বললে সোল্লাসে—"শুধু একটা শার্ট আর টুথব্রাশ নেবার সময়টুকু দাও। ওয়াটসন, তোমার জন্যেও নিচ্ছি। না, ভায়া, না, একদম কথা নয়। তোমার সঙ্গ না পেলে আমি

যে বড় অসহায়। অগতির গতি তুমি। লিখে দাও একটা চিরকুট বউ-কে, পাঠিয়ে দেবেন মিসেস হাডসন। ফিরব আগামীকাল। গ্রেগসন, আমি তৈরি যেতে যেতে শুনব বিশদ ব্যাপার।"

দৌড়তে দৌড়তে প্ল্যাটফর্মে যখন ঢুকছি, গার্ড তার ফ্ল্যাগ নাড়তে শুরু করে দিয়েছে। প্রথম খালি কামরার দরজা টেনে খুলে লাফিয়ে উঠলাম ভেতরে। তিনটে কম্বল সঙ্গে এনেছিল হোম্‌স্। মুড়ি দিয়ে বসলাম তিন কোণে। শীতের বিলীয়মান দিবালোক ভেদ করে ছুটে চলল ট্রেন।

হোম্‌স্ মাথায় দিয়েছে কানঢাকা টুপি, মুখে নিয়েছে পাইপ নীল ধোঁয়ার কুণ্ডলি রচনা করে চলেছে, চোখে ভাসছে আগ্রহের রোশনাই

বললে—"গ্রেগসন, এবার বলো সব কথা।"

"যা বলেছি, তার বেশি কিছুই জানি না।"

"দুটো শব্দ কিন্তু তোমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে। মার্ডারটা 'আশ্চর্য', আর টেলিগ্রামের বয়ানটা 'অদ্ভুত'। কেন বললে?"

"দুটো শব্দই ব্যবহার করেছি একই কারণে। লোক্যাল ইন্সপেক্টর টেলিগ্রামে জানিয়েছে, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ যেন 'ডার্বিশায়ার কাউন্টি গাইড' আর 'গেজেটিয়ার' পড়ে নেন। আশ্চর্য! অদ্ভুত!"

"ভালই তো বলেছে। পড়েছো কী?"

"'গেজেটিয়ার' পড়ে জানলাম, লর্ড জোসেলিন পদমর্যাদায় ডেপুটি—লেফটেন্যান্ট, সামাজিক আভিজাত্যে কাউন্টির সবচেয়ে খানদানি মানুষ। বিবাহিত। নিঃসন্তান, স্থানীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সমিতিতে বিলক্ষণ অবদানের জন্যে প্রসিদ্ধ। 'গাইড' পড়ে জানলাম...এই তো সঙ্গে এনেছি," বলতে বলতে পকেট থেকে একটা পুস্তিকা বের করল গ্রেগসন। পাতা উল্টে গেল। তারপর—"পেয়েছি। আর্নসওয়ার্থ ক্যাসল। তৃতীয় এডওয়ার্ডের শাসনকালে নির্মিত। এগিনকোর্ট যুদ্ধজয়ের উৎসব উপলক্ষে পঞ্চদশ শতাব্দীর রঙিন কাচ বসানো জানলা। ১৫৭৪ সালে রাজা এসে সন্দেহ করেন কোপ ফ্যামিলির ক্যাথলিক প্রবণতা আছে। বছরে একবার জনসাধারণকে মিউজিয়াম দেখতে দেওয়া হয়, আছে সামরিক আর অন্যান্য স্মারক বস্তুর বিপুল সংগ্রহ। একটা ছোট গিলোটিন-ও আছে। বর্তমান মালিকের মামার বাড়ির এক পূর্বপুরুষকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার জন্যে প্রথম তৈরি হয়েছিল ফরাসি বিপ্লবের সময়ে 'নাইমস' শহরে। সেই পূর্বপুরুষটি পালিয়ে যান বলে গিলোটিন আর ব্যবহার করা হয়নি। নেপোলিয়নের যুদ্ধের পরে ফ্যামিলি তা কিনে নেয় স্মারক বস্তু হিসেবে। নিয়ে আসে আর্নসওয়ার্থ ক্যাসলে। লোক্যাল ইন্সপেক্টরটার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে নিশ্চয়। মিস্টার হোম্‌স্, এ থেকে কাজের জিনিস কিস্‌সু পাওয়া যাবে না।"

"চট করে মতামত দিয়ে ফেলো না। কারণ না থাকলে লোক্যাল ইন্সপেক্টর 'গেজেটিয়ার' পড়াতে বলতেন না। আপাতত দেখো, প্রকৃতির দৃশ্য অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। অস্পষ্ট হয়ে আসছে পার্থিব বস্তু, অথচ

রয়েছে অস্তিত্ব—নিরেট অস্তিত্ব—দর্শনেন্দ্রিয়ের কাছে তা অদৃশ্য। গোধূলি অনেক শেখায়

আমার দিকে তাকিয়ে চোখের ইঙ্গিত করে দেঁতো হেসে বললে গ্রেগসন—"ও অবশ্য শেখায়। মিস্টার হোম্‌স্ কবিত্ব করেন ভালই। আমার কিন্তু ঘুম পাচ্ছে।"

তিন ঘণ্টা পরে নামলাম ছোট্ট একটা স্টেশনে। তুষার-পাত থেমেছে। গ্রামের ছাদে ছাদে বরফ জমে রয়েছে। দিগন্তবিস্তৃত ডার্বিশায়ার পঙ্কভূমি খাঁ-খাঁ করছে, চাঁদের আলোয় ঝকঝক গোটা পঙ্কভূমির ওপর সাদা তুষার জমে থাকায়। গাঁট্টাগোট্টা, ধনুকের মত পা-বেঁকা একটা লোক দাঁড়িয়েছিল স্কটল্যাণ্ডের রাখালদের শালমুড়ি দিয়ে। আমাদের দেখেই দৌড়ে এল প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে।

চাপাড়ে গলায় বললে—"স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে আসছেন তো? আমার টেলিগ্রামের জবাবে আপনার টেলিগ্রাম পেয়েছি। গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখেছি বাইরে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিই ইন্সপেক্টর ডলিশ। এঁরা কারা?"

গ্রেগসন বললে—"মিস্টার শার্লক হোম্‌সের সুনাম তো যথেষ্ট। তাই ভাবলাম—"

"জীবনে ওঁর নাম শুনিনি," ক্যাটকেটে গলায় কথাটা বলে খর খরে চোখে আমাদের দুজনকে দেখে নিল স্থানীয় পুলিশ ইন্সপেক্টর—কালো দুই চক্ষুমণিকায় বিষম বৈরীতা ছাড়া কিচ্ছু নেই। তার পরেও বলে গেল অভদ্র গলায়—"ব্যাপারটা সিরিয়াস। অ্যামেচারদের জায়গা এটা নয়! যা ঠাণ্ডা পড়েছে, হাড় কেঁপে গেল। কথা বাড়াতে চাই না। লণ্ডন যদি চায়, উনি থাকবেন—তাহলে থাকুন। আমি বাগড়া দেওয়ার কে? এদিকে আসুন।"

চারদিক বন্ধ একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল স্টেশনের বাইরে। গাড়ি ধেয়ে গেল গ্রামের রাস্তায় অশ্বখুরধ্বনি আর চক্রশব্দের বিকট ঐকতান সৃষ্টি করে।

গজগজ করে বললে ইন্সপেক্টর ডলিশ—"কুইন্সহেড পান্থশালায় আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করেছি। তার আগে যাওয়া যাক কাসল-য়ে।"

গ্রেগসন ঝাঁকুনি খেতে খেতে বলে গেল—"কেস সম্পর্কে যা-যা বলবার, এবার বলুন। টেলিগ্রামে ওই রকম অত্যন্ত উদ্ভট প্রস্তাব রাখার হেতু ব্যাখ্যা করুন।"

ক্রুর হেসে বললে লোক্যাল ইন্সপেক্টর—"কেসে যা-যা ঘটেছে, তা সোজা, সরল। লর্ড-কে খুন করা হয়েছে। আমরা জানি, খুন করেছে কে।"

"আ-চ্ছা!"

"ঝটপট উধাও হয়ে গেছেন ক্যাপ্টেন জ্যাসপার লোথিয়ান—যিনি খুন হয়েছেন, তাঁর মামাতো ভাই। একের নম্বরের শয়তান—এ তল্লাটের সবাই তা জানে। পিপে পিপে মদ খায়, বুনো ঘোড়া অথবা হাতের কাছের যে-কোনও মেয়েমানুষকে বশ মানাতে জানে। লর্ড তার যথেষ্ট উপকার করেছেন। তাছাড়া, ফ্যামিলির মাথা তো বটেই। তাঁকেই কিনা খতম করে বসল ক্যাপ্টেন জ্যাসপার, শুনে তো আমরা অবাক। মাথা...বাড়ির মাথা," শেষ বাক্যটা বলবার সময়ে ইন্সপেক্টরের ইতর স্বর কেমন জানি নরম হয়ে গেল।

"কেস তো দেখছি জলের মত পরিষ্কার তাহলে গাইড-বুক পড়তে বললেন কেন?"

ঝুঁকে বসল ইন্সপেক্টর ডলিশ। কণ্ঠস্বর নেমে এল একদম খাদে—"পড়েছেন? তাহলে শুনুন কেন পড়াতে বলেছি : লর্ড জোসেলিন কোপ-এর গর্দান নেওয়া হয়েছে ওঁর নিজের পূর্বপুরুষের গিলোটিনের কোপ মেরে।"

এই কথার পর, নৈঃশব্দ্য-শৈত্য বিরাজমান হলো বদ্ধ গাড়ির মধ্যে।

প্রশ্ন রাখল শার্লক হোমস্—"আপনার মতে মোটিভ কী? খুন করার মোটিভ, আর এই বর্বর পন্থার শরণ নেওয়ার মোটিভ।"

"নিশ্চয় সাংঘাতিক ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল দুজনের মধ্যে। বললাম তো, মূর্তিমান শয়তান বললেই চলে এই ক্যাপ্টেন জ্যাসপার লোকটা। শয়তানি খেল দেখানোর যোগ্য জায়গা হিসেবে পেয়েছে কাসলগড়।"

পাহাড়ভূমির ঢালু জায়গায় যেখানে বরফ জমে সাদা হয়ে রয়েছে, গাড়ি এসে ঢুকেছে সেখানকার বীথি পথে। রাস্তা উঠে গেছে ওপর দিকে। পথের শেষে দেখা যাচ্ছে বিরাট এক অট্টালিকা। বন্দুক রাখার খাঁজ কাটা ছাদের পাঁচিল আর দেওয়াল ধূসর হয়ে রয়েছে রাতের আকাশের পটভূমিকায়। মিনিট কয়েক পরেই দুর্গপ্রাকারের খিলেন পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল আমাদের গাড়ি, দাঁড়াল একটা উঠোনে।

ওককাঠ দিয়ে তৈরি বিশাল দরজায় জোরে জোরে আঙুল ঠুকল ইন্সপেক্টর ডলিশ। পাল্লা খুলল বাটলারের পোশাক পরা দীর্ঘদেহী যে মানুষটা, ঈষৎ ঝুঁকে চলা তার অভ্যেস। হাতের মোমবাতি তুলে ধরেছে মাথার ওপর। দাড়ি অযত্নবর্ধিত। চোখের কিনারা লালচে হয়ে রয়েছে অবসাদে। চোখ কুঁচকে চেয়ে রইল আমাদের দিকে।

বললে কুঁদুলে গলায়—"আরে সব্বোনাশ! একেবারে চারজনে! শোকেতাপে নেতিয়ে রয়েছেন লেডি কোপ—এই সময়ে ওঁকে বিরক্ত করা কি সমীচীন?"

"স্টিফেন, ঢের হয়েছে। লেডি কোপ কোথায়?"

কেঁপে গেল মোমবাতির শিখা আর স্টিফেনের গলা বললে ফোঁপানির স্বরে—"ওঁকে নিয়েই বসে আছেন এখনও। এক চুলও নড়েননি। উঁচু চেয়ারেই বসে আছেন। চোখের পাতা খুলে যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখেই যাচ্ছেন লর্ড পোপ-কে।"

"কোথাও হাত দাওনি তো?"

"না। যেমন তেমনি রয়েছে।"

"তাহলে আগে মিউজিয়ামে যাওয়া যাক—খুনটা যেখানে হয়েছে। মিউজিয়াম তো উঠোনের ওদিকে।"

চকো-চাকো পাথর দিয়ে বাঁধানো উঠোনের মাঝের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময়ে ইন্সপেক্টর ডলিশের বাহু খামচে ধরল হোমস্—বললে কড়া ধমকের সুরে—"করেছেন কী! উঠোনের ওদিকে রয়েছে মিউজিয়াম—গাড়ি হাঁকাতে দিলেন উঠোনের ওপর? লোকজনও নিশ্চয় ঢুকেছে দল বেঁধে?"

"তাতে হলোটা কী?"

দু-হাত আকাশের চাঁদের দিকে নিক্ষেপ করে হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিমায় হোমস বললে—"তুষার! তুষার! এই সময়ে যে আপনাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারত, তার দফারফা করে দিয়েছেন।"

"আরে মশাই, খুন তো হয়েছে মিউজিয়ামে। উঠোনের সঙ্গে কী সম্পর্ক?"

হোমস্ শুধু গুঙিয়ে উঠল, আর একটা কথাও বলল না। গ্রামের ডিটেকটিভের পেছন পেছন গিয়ে পৌঁছলাম খিলেন দেওয়া একটা দরজার সামনে।

শার্লক হোমসের সান্নিধ্যে অনেক রক্তজমানো দৃশ্য আমি দেখেছি। কিন্তু সেই রাতে ধূসর গথিক কক্ষে যা দেখেছিলাম, সে রকম লোমহর্ষক দৃশ্য কখনও দেখিনি। বড় বড় থামের সারি অনেক উঁচুতে খিলেন রচনা করে ধরে রেখেছে ছাদ। সারি সারি লোহার বাতিদানে জ্বলছে নিচে-মোটা ওপরে-সরু মোমবাতি। দেওয়ালে দেওয়ালে ঝুলছে বর্ম আর মধ্যযুগের অস্ত্রশস্ত্র। কিনারায় কিনারায় কাচের শোকেসে ঠাসা রয়েছে প্রাচীন পার্চমেন্ট, শীলমোহর, খোদাই করা প্রস্তর সামগ্রী আর মানুষ ধরার ফাঁদ। এ সব দেখেছিলাম এক পলকে, তারপরেই চোখ আটকে গেল ঘরের মাঝে রাখা নিচু মঞ্চের ওপর।

সেখানে রয়েছে একটা গিলোটিন। ফিকে লাল রঙ করা। আকারে যা ছোট—বাদবাকি হুবহু ফরাসি বিপ্লবের গিলোটিনের মত—কাঠে খোদাই যে গিলোটিন আমি দেখেছি। খাড়া দুটো অংশের মাঝে রয়েছে একজন লম্বা আর ছিপছিপে পুরুষের দেহ। পরনে ভেলভেটের স্মোকিং জ্যাকেট। হাত দুটো পিঠের দিকে বাঁধা। মুণ্ড থাকার কথা যেখানে, সেখানে রয়েছে একটা রঙমাখা সাদা কাপড়—দেখলেই গায়ের রক্ত জল হয়ে যেতে চায়।

সরু-মুখ মোমবাতিদের নরম আলোয় ঝিকমিক করছে রক্তাক্ত ব্লেড দুটো—দুই শাণিত প্রান্ত লেগে রয়েছে অর্ধচন্দ্রাকার খাঁজের মধ্যে। এই আলোই চন্দ্রপ্রভার মত গিয়ে পড়েছে—যার লাল-সোনালী চুলে—সেই মহিলা নিথর দেহে বসে রয়েছেন বীভৎস কবন্ধ দেহের পাশে। কারুকাজ করা পিঠ-উঁচু চেয়ারে তিনি অনড় দেহে বসেই রইলেন আমরা এগিয়ে আসা সত্ত্বেও। মুখ তো নয়, যেন একটা মুখোশ—হাতির দাঁতে খোদাই করা। ঝকঝকে কালো দুটো চোখ অনিমেষে চেয়ে আছে ছায়াঘন বিভীষিকার দিকে—কিংবদন্তীর কুখ্যাত বেসিলিস্ক সরীসৃপের হিমশীতল মারণ চোখ বুঝি এই রকমই ছিল।

গলা ঝাড়া দিল ডালিশ।

বললে কাঠখোট্টা গলায়—"মাই লেডি, আপনি যান, বিশ্রাম নিন গিয়ে। আর ইন্সপেক্টর গ্রেগসন সুবিচার যাতে হয়, তা দেখব।"

সেই প্রথম আমাদের দিকে দৃকপাত করলেন লেডি কোপ। সরু-মুখ মোমবাতিগুলোর ক্ষীণ আলোর জন্যে আমার মনে হলো, যেন বেদনাহত, বিদ্রূপময় আবেগ চকিত ঝিলিক তুলে গেল অপূর্ব সুন্দর দুই নয়নে।

কথা বললেন বেখাপ্পা গলায়—"ডিক্সন আসেনি? ওহো, হয়তো লাইব্রেরিতে আছে। বড় বিশ্বাসী। বড় মনিব ভক্ত।"

"লর্ড কোপের মৃত্যুটা—"

"নরকেও স্থান হবে না!" বুঝি নাগিনী গর্জে উঠল গলার স্বরে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন আচমকা দশ আঙুল খামচে ধরেছেন রজনীকৃষ্ণ লেস গাউন।

সরে গেলেন পরক্ষণেই। যেন নিঃসীম নৈরাশ্যের একটা প্রতিমূর্তি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল মসৃণ ভঙ্গিমায়।

দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক হাঁটু মেঝেতে রেখে বসে পড়ল শার্লক হোমস্ গিলোটিনের পাশে। রক্তে ভেজা কাপড়টা তুলে ধরে চোখ কুঁচকে চেয়ে রইল নিচের হাড়-হিম-করা বস্তুটার দিকে। বললে খুব আস্তে—"আশ্চর্য! এত জোর কোপ পড়লে মুণ্ড ছিটকে মেঝেতে গড়িয়ে যাওয়া উচিত।"

"হয়তো।"

"বুঝলাম না। মুণ্ডটা পেলেন কোথায়, তা তো জানেন?"

"মুণ্ড পাওয়া যায়নি।"

বেশ কয়েকটা সেকেণ্ড কেটে গেল। এক হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বক্তার দিকে পলকহীন চোখে চেয়ে রইল হোমস্।

তারপর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললে—"আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, বেশ কিছু ব্যাপার আপনি মেনেই নিয়েছেন। অদ্ভুত এই ক্রাইম সম্বন্ধে আপনার ভাবনাটা দয়া করে শোনান।"

"একদম সোজা ব্যাপার। গত রাতে কোনও এক সময়ে দুজনের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়, হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায়। বয়স যার কম, সে স্রেফ গায়ের জোরে বেশি বয়সের মানুষটাকে কাবু করে টেনে নিয়ে এসে গিলোটিনে ফেলে খতম করে দেয়। মুণ্ডটা ঢোকানোর সময়েও লর্ড কোপ যে বেঁচে ছিলেন, তার প্রমাণ হাতের বাঁধন। বেঁধেছে ক্যাপ্টেন লোথিয়ান। আজ সকালে বাটলার স্টিফেন দেখতে পায় মনিবের কবন্ধ দেহ। গ্রাম থেকে আমাকে ডেকে আনে একজন সহিস। এসেই নিয়মমাফিক লর্ড কোপের লাশ সনাক্ত করিয়ে নিয়েছি, ডেডবডিতে যা-যা পাওয়া গেছে, তার লিস্ট বানিয়ে নিয়েছি। খুনী ভেগেছে কিভাবে, তা যদি জানতে চান, তাহলে শুনে রাখুন, আস্তাবল থেকে উধাও হয়েছে একটা ঘোড়া।"

"শুনে অনেক তথ্য জানা গেল," বললে হোমস্—"আপনার থিওরি অনুসারে, দুজন প্রাণপণ লড়ে গেছে এই ঘরে, খুবই হুঁশিয়ার হয়ে যাতে আসবাবপত্র তছনছ না হয়, এদিকে ওদিকে ছিটকে না যায়, কাচ-ফাচ ভেঙে গিয়ে ঘরময় ছড়িয়ে না পড়ে। প্রতিদ্বন্দ্বীকে জানে খতম করে দেওয়ার পর হত্যাকারী ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে পড়েছে রাতের অন্ধকারে—এক বগলে একটা সুটকেশ, আর এক বগলে একটা কাটা নরমুণ্ড নিয়ে হাততালি পাওয়ার মত কেরামতি, তাই না?"

রাগে লাল হয়ে গেল তালিশের বদনমণ্ডল। বললে নাক সিঁটিয়ে—"ছিদ্রান্বেষী মিস্টার শার্লক হোমস্, অন্যের তত্ত্বে গলদ বের না করে, আপনার থিওরিটা শোনাবেন?"

"কিস্সু নেই। তথ্যের প্রতীক্ষায় আছি। ভালো কথা, এ অঞ্চলে শেষ তুষার-পাত কবে হয়েছে?"

"গতকাল বিকেলে।"

"তাহলে এখনও আশা আছে। এবার দেখা যাক, এই ঘর কোনও খবর দিতে পারে কিনা।"

এরপর পাড়া দশটি মিনিট একটা অতিকায় আরশুলার মত ঘরময় হামাগুড়ি দিতে দিতে আপন মনে বকর বকর করে গেল হোমস্। সাগ্রহে চেয়ে রইলাম আমি আর গ্রেগসন, কিন্তু রোদ-জলে ঝলসানো মুখে অপরিসীম ঘৃণা ভাসিয়ে বন্ধুবরের কাণ্ড দেখে গেল ডলিশ। কোটের পকেট থেকে লেন্স বের করে শুধু মেঝেই দেখছে না, কোন টেবিলে কি জিনিস আছে, তাও চুলচেরা চোখে দেখে যাচ্ছে। দশ মিনিট পরে উঠে দাঁড়ালো বটে, কিন্তু চিন্তা গেল না গোটা চেহারা থেকে। মোমবাতির আলোর দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। কৃশ অবয়বের লম্বা ছায়া গিয়ে পড়ল ফিকে লাল রঙের গিলোটিনের ওপর।

কথা বলল আচমকা—"না, না, কক্ষনো না। খুনটা পূর্বপরিকল্পিত।"

"জানছেন কি করে?"

"ঘুরোনোর হাতলে সবে তেল দেওয়া হয়েছে। নিহত ব্যক্তি অজ্ঞান অবস্থায় ছিল। হাতের বাঁধন আলগা। একটা ঝটকান দিলেই বাঁধন খসে পড়ত।"

"তাহলে বাঁধা হয়েছিল কেন?"

"পয়েন্টে এসেছেন এতক্ষণে! অজ্ঞান অবস্থায় হাত বাঁধা অবস্থায় এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল।"

"ভুল!" ফেটে পড়ল ডলিশ—"বাঁধা হয়েছে যে পর্দা দিয়ে, তার ডিজাইনটা দেখলেই বোঝা যায়, এই ঘরের একটা জানলার পর্দা।"

মাথা নাড়তে নাড়তে হোমস্ বললে—"দিনের আলো লাগার ফলে জানলার পর্দার রঙ জ্বলে যায়। এই পর্দার রঙ জ্বলেনি। নিঃসন্দেহে বলা যায়, দরজার পর্দা খুলে হাতে জড়ানো হয়েছে। এ ঘরে কোনও দরজায় পর্দা নেই। এ ছাড়াও আরও কিছু জানার দরকার আছে এখানে।"

আলোচনা করে নিল দুই পুলিশ ডিটেকটিভ। গ্রেগসন ঘুরে দাঁড়াল হোমসের দিকে—"রাত বারোটা বেজে গেছে। পান্থশালায় ফেরা যাক, কাল সকালে তদন্ত শুরু করা যাবে আলাদাভাবে। ইন্সপেক্টর ডলিশের সঙ্গে আমি একমত। এখানে যদি থিওরি বানিয়ে যাই, খুনী সমুদ্রের ধারে বন্দরে পৌঁছে যাবে, জাহাজে উঠে বসলে আর ধরা যাবে না।"

"গ্রেগসন, একটা ব্যাপার তাহলে পরিষ্কার হয়ে যাক। পুলিশ কি আমাকে এই কেসে অফিসিয়ালি অ্যাপয়েন্ট করছে?"

"অসম্ভব, মিস্টার হোমস্।"

"তাহলে আমার বুদ্ধি খাটানোর দায়িত্ব থেকে আমি মুক্ত রইলাম। আমি আর ডক্টর ওয়াটসন উঠোনে যাচ্ছি ঠিক পাঁচ মিনিটের জন্যে। ফিরব একসঙ্গে।"

উঠোনের যে রাস্তা সদর দরজা পর্যন্ত গেছে, সে রাস্তার পুরু বরফ জমে রয়েছে,

চোরা লণ্ঠন জ্বালিয়ে হোম্‌স্‌ হেঁটে গেল সেই রাস্তা বেয়ে--আমি গেলাম পেছন পেছন। একটা জায়গায় বরফ গুঁড়িয়ে গেছে। গর্জে উঠল চাপা গলায়—"গাধার দল! দ্যাখো, ওয়াটসন, দ্যাখো! গোটা একটা সেনাবাহিনী কুচকাওয়াজ করে গেলেও এত ড্যামেজ দেখা যেত না। গাড়ির চাকা গেছে তিনটে জায়গায়। এইখানে দ্যাখো, ডলিশের বুটজুতোর ছাপ। মাথামোটা দুটো পেরেক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—নিশ্চয় সহিসের জুতোর পেরেক। দৌড়চ্ছেন এক ভদ্রমহিলা। লেডি কোপ নিশ্চয়—খবর পেয়েই দৌড়চ্ছেন, হ্যাঁ, উনিই বটে। স্টিফেন কি করছিল এখানে? চৌকোনো বুটের ছাপ—ওর পায়ে আছে—দেখেছো নিশ্চয় ওয়াটসন? দরজা যখন খুলছিল? একী! একী দেখছি!"

থমকে দাঁড়িয়েই চোরা লণ্ঠন নিয়ে আস্তে আস্তে এগোলো সামনে।

শোনা গেল চিৎকার—"পাম্পশু! পাম্পশু! আসছে সদর দরজার দিক থেকে। এই দ্যাখো, ভদ্রলোক আবার দাঁড়িয়েছেন এখানে। খুব সম্ভব লম্বা মানুষ। পায়ের সাইজ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ভারি কিছু বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন: দুই পদক্ষেপের মাঝের ফাঁক কমে এসেছে। গোড়ালির ছাপের চেয়ে বুড়ো আঙুলের ছাপ বেশি স্পষ্ট। বোঝা যে বয়, তাকে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়তে হয়। ফিরে যাচ্ছে! আ-হা! ঠিক তাই! ঠিক তাই! ওহে ওয়াটসন, এবার নাক ডাকিয়ে ঘুমোনো যেতে পারে।"

গ্রামে ফেরার পথে একটা কথাও বলল না হোম্‌স্‌। সরাইখানার দরজার সামনে ছড়াছড়ি হওয়ার সময়ে ইন্সপেক্টর ডলিশের কাঁধে একটা হাত রেখে বললে—"এ কাজ যে করেছে, সে ঢ্যাঙা, ছিপছিপে, কিন্তু শরীর একটু কমজোরী। তার বয়স প্রায় পঞ্চাশ, বাঁ পায়ের পাতা একটু ঘোরানো, টার্কিশ সিগারেটের নেশা আছে—সিগারেট লাগিয়ে নেয় হোল্ডারে।"

"ক্যাপ্টেন লোথিয়ান! পায়ের পাতা বেঁকা কিনা, আর হোল্ডারে লাগিয়ে সিগারেট খায় কিনা, তা জানা নেই। বাকি সবই মিলে যাচ্ছে ক্যাপ্টেন লোথিয়ানের সঙ্গে। চেহারার বর্ণনা শুনলেন কার কাছে?"

"আপনার এই প্রশ্নের জবাবে আছে আমার আর একটা প্রশ্ন। কোপ ফ্যামিলি কি কখনও ক্যাথোলিক ফ্যামিলি ছিলেন?"

তাৎপর্যপূর্ণ চোখে গ্রেগসনের দিকে চেয়ে নিয়ে দাড়ি চুমড়ে নিল লোক্যাল ইন্সপেক্টর—"ক্যাথোলিক? জিজ্ঞেস যখন করলেন, তাহলে বলি, সেকালে তাই ছিলেন। কিন্তু এই ব্যাপারের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কোথায়—

"আপনার গাইড-বুক পড়লেই জবাব পেয়ে যাবেন। গুড নাইট।"

পরের দিন সকালে আমাকে আর হোম্‌স্‌কে [illegible] গেটে নামিয়ে দুই পুলিশ অফিসার মাঠ, বন, পঙ্কভূমি পেরিয়ে [illegible] রওনা হয়ে গেল চোখের আড়ালে না যাওয়া পর্যন্ত সে দিকে [illegible] চেয়ে রইল হোম্‌স্‌।

তারপর ঘুরে দাঁড়ালাম। কণ্ঠস্বরে [illegible] কুহেলি রচনা করে বন্ধুবর বললে আমাকে—"ওয়াটসন, বহু বছর ধরে তোমার ওপর অনেক অবিচার করে এসেছি।"

মাথায় ঢুকল না কি বলতে চায় শার্লক হোম্‌স্‌।

দরজা খুলে দিল বৃদ্ধ বাটলার। তার পেছন পেছন গেলাম মস্ত হল ঘরে। বেশ বুঝলাম, মনিবের মৃত্যু এখনও শোকাচ্ছন্ন করে রেখেছে বিশ্বস্ত অনুচরকে।

কথা বলল কিন্তু রীতিমত তীক্ষ্ণ স্বরে—"এখানে কিছু নেই, কিছু নেই। মৃতই শুভ, একটু শান্তিতে থাকতে দেবেন না?"

আগেও লিখেছি, অন্যের উত্তেজনা প্রশমনের মন্ত্রগুপ্তি জানা ছিল হোমসের। একটু একটু করে ধাতস্থ করে আনল বুড়ো মানুষটাকে। রঙিন কাচ বসানো একটা গরাদহীন জানলা দিয়ে শীতের রোদ এসে সেকালের পাথরে বাঁধাই মেঝের ওপর ঝলমলে রঙের নকশা বানিয়ে চলেছিল। জানলাটার সামনে গিয়ে উচ্ছ্বসিত গলায় হোমস্ বললে—"অ্যান্টিকেট জানলা মনে হচ্ছে?"

"হ্যাঁ, স্যার। ইংল্যান্ডে এরকম জানলা আছে মোটে দুটো।"

"এই ফ্যামিলির সেবা করছ নিশ্চয় বহু বছর?"

"শুধু কি সেবা? আমার আগের দুই পুরুষও এই ফ্যামিলির জন্যে জীবন দিয়েছে। ওঁদের কবরে ছড়িয়ে আছে আমাদের ধুলো।"

"এমন একটা ফ্যামিলির ইতিহাসও নিশ্চয় কান পেতে শোনবার মত?"

"ঠিক বলেছেন। গায়ের লোম খাড়া করার মত ইতিহাস।"

"এখানে আসবার সময়ে শুনলাম, অভিশপ্ত গিলোটিনটা বানানোই হয়েছিল এই ফ্যামিলির এক গৃহ-প্রধানকে বলি দেওয়ার জন্যে?"

"তাঁর নাম মার্কুইস দা রেনেস। বানিয়েছিল তাঁরই প্রজারা। উকুনের দল! সেকালের ঘরানা বজায় রেখেছিলেন বলে ওঁকে দু-চক্ষে দেখতে পারত না।"

"কী ঘরানা?"

"মেয়েদের নিয়ে সব ব্যাপার। লাইব্রেরির বইটাতেও স্পষ্ট করে লেখেনি।"

"উপপত্নী?"

"সেটা এমন কোনও পৈশাচিক বিলাসিতা নয়।"

"লাইব্রেরিটা একটু দেখে যাওয়া দরকার।"

হল ঘরের প্রান্তের একটা দরজার দিকে চোখ সরে গেল বৃদ্ধের—"লাইব্রেরি দেখবেন? আছে কি সেখানে? কিচ্ছু নেই। শুধু গাদা গাদা পুরোনো বই। তাছাড়া, লেডি কোপ-এর ইচ্ছে নয়—ঠিক আছে, ঠিক আছে, চলুন।"

সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন হোমসের কথার সম্মোহনে চালিত হয়ে গেল বৃদ্ধ বাটলার। নিয়ে গেল আমাদের টানা লম্বা সিলিং-নিচু একটা ঘরে। ঘরের শেষ প্রান্তে রয়েছে অসাধারণ জমকাল গথিক আমলের ফায়ার প্লেস। কাঁচা-অনিচ্ছ ভাবে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক করবা'র পর দাঁড়িয়ে গেল হোমস, চুরুট ধরানোর জন্যে।

বললে—"ওয়াটসন, ফেরবার সময় হয়েছে। স্টিফেন, তুমি এখন আসতে পারো। ঘরটা চমৎকার। তবে এমন একটা ঘরে ইন্ডিয়ান কার্পেট দেখে অবাক হচ্ছি।"

"ইন্ডিয়ান!" কণ্ঠস্বরে প্রতিবাদ জানায় বৃদ্ধ— "সাবেকি পার্সিয়ান কার্পেট—পাবেন কোথায়?"

"উঁহু। ইণ্ডিয়ান বলেই মনে হচ্ছে।"

"বলছি, পার্সিয়ান, খুবই দুষ্প্রাপ্য নকশার বাহার দেখছেন না? আপনার মত ভদ্রলোক একবার দেখলেই বুঝে যাবেন। স্পাই-গ্লাস ছাড়া বুঝি দেখতে পান না? বেশ, বেশ, দেখুন, খুঁটিয়ে দেখুন। যাচ্চলে, দেশলাইয়ের কাঠি ফেলে গেছে কার্পেটে!"

পোড়া দেশলাইয়ের কাঠিগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যখন উঠে দাঁড়ালাম তিনজনেই, আমি ঘাবড়ে গেলাম হোম্‌সের অনুজ্জ্বল বসে যাওয়া গালে হঠাৎ উত্তেজনার ঝলমলানি দেখে।

"স্টিফেন, তুমিই ঠিক। পার্সিয়ান কার্পেটই বটে। এস হে, ওয়াটসন। গ্রামে গিয়েই মালপত্র গুছিয়ে লণ্ডনের ট্রেন ধরা যাক।"

মিনিট কয়েক পরেই বেরিয়ে এলাম কাসলগড়ের বাইরে। দুর্গপ্রাকারের বাইরে পা দিয়েই আমাকে চমকে দিয়ে হোম্‌স্ ধাঁ করে ঘুরে গিয়ে ধরল আস্তাবলে যাওয়ার গলিপথ।

বলেছিলাম—"উধাও ঘোড়ার খোঁজে যাচ্ছো?"

"ঘোড়ার খোঁজে যাব কেন? ভায়া, চেনাজানা কোনও খামারবাড়িতে দিব্বি আছে সেই ঘোড়া—যায়নি কোথাও—গ্রেগসন তাকে খুঁজে বেড়াক গোটা ইংল্যাণ্ডে। আমি যে জিনিসের সন্ধানে এসেছি, তা এই।"

দু-হাত বোঝাই করে একগাদা খড় তুলে নিল বাক্স থেকে। আমাকে বললে—"ওয়াটসন, তুমিও একটা বোঝা নাও। ওতেই কাজ হয়ে যাবে?"

"কাজটা কী?"

"প্রথম কাজটা এই ঃ সবার চোখে ধুলো দিয়ে সদর দরজায় পৌঁছোনো—কেউ যেন দেখে না ফেলে," বলে, খুক-খুক করে হেসে নিল এক চোট।

ফেরার পথে ঠোঁটে আঙুল চেপে আমাকে বোবা থাকতে বলল হোম্‌স্। খুব সাবধানে খুলল মস্ত দরজা, সাঁৎ করে ঢুকে গেল খুব কাছের একটা খুপরি ঘরে—যেখানে থাকে শুধু ওভারকোট আর ছড়ি। দুজনের হাতের বোঝা ফেলা হলো এই ঘরে।

বললে ফিসফিস করে—"নিরাপদ জায়গা। আগাগোড়া পাথর দিয়ে তৈরি। বাঃ! এই দুটো বর্ষাতি বেশ কাজ দেবে। বন্ধু হে," খড়ের গাদায় বর্ষাতি দুটো ফেলে দিয়ে জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি ফেলতে ফেলতে বললে সহর্ষে—"অতি সাধারণ এই রণ কৌশল ভবিষ্যতেও কাজে লাগতে পারে।"

খড়ের আগুন বর্ষাতিতে পৌঁছতেই ঘন কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী গল গল করে বেরিয়ে গেল ছোট্ট ঘর থেকে—ঢুকে গেল আর্নসওয়ার্থ ক্যাসল-এর ভেতরে—সেই সঙ্গে শোনা গেল রবার পোড়ার পট পট হিস হিস শব্দ।

আমার চোখ জ্বলতে লাগল, দু-গাল বেয়ে জল গড়াতে লাগল। আর থাকতে না পেরে বলে ফেলেছিলাম—"এ কী হচ্ছে, হোম্‌স্! দম আটকে মারা পড়ব নাকি?"

সাঁড়াশি-আঙুলে আমার বাহু খামচে ধরল হোম্‌স্। কানের কাছে মুখ এনে বললে—"আর একটু, ভায়া, আর একটু!"

মুখের কথা শেষ হতে না হতেই শোনা গেল ধুপধাপ পায়ের শব্দ, সেই সঙ্গে আতঙ্ক নিবিড় আর্ত চিৎকার।

"আগুন! আগুন!"

আমার তখন প্রাণ যায়-যায় অবস্থা, তার মধ্যেই চিনতে পারলাম বুড়ো স্টিফেনের কণ্ঠস্বর। "আগুন! আগুন!" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে গেল হল ঘরের মধ্যে দিয়ে। পায়ের আওয়াজ শুনেই বুঝলাম।

চাপা গলায় বললে হোম্‌স্—"সময় হয়েছে। এস!"

বলার সঙ্গে সঙ্গে উল্কাবেগে ছোট্ট ঘর থেকে বেরিয়েই টেনে দৌড়োলো সোজা লাইব্রেরি ঘরের দিকে। দরজা ছিল আধখোলা। হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। কিন্তু ক্ষিপ্তের মত যে-লোকটা ঘুসি মেরে চলেছিল প্রকাণ্ড ফায়ারপ্লেসের ওপর, সে ফিরেও তাকালো না আমাদের দিকে।

চিল্লিয়ে গেল গলার শির তুলে—"আগুন লেগেছে, আগুন লেগেছে! বাড়িতে আগুন লেগেছে! হুজুর! হুজুর। বাড়ি পুড়ছে আগুনে! মাই লর্ড! মাই লর্ড! মাই লর্ড!"

কাঁধে হাত রাখল হোম্‌স্। বললে প্রশান্ত স্বরে—"কোট আর ছড়ি রাখার ঘরে এক বালতি জল ঢেলে দিলেই আগুন নিভে যাবে। নিশ্চিন্ত মনে বেরিয়ে আসতে পারেন লর্ড।"

লাট্টুর মত ঘুরে গেল বৃদ্ধ স্টিফেন। ধক ধক করছে চোখ। আঙ্গুল বেঁকে গেছে শকুনের নখ-থাবার মত—"নকশাবাজি! বেইমানি করে বসলাম আপনার ফিচলেমির জন্যে।"

লম্বা হাতে স্টিফেনকে তফাতে রেখে দিয়ে আমাকে বললে হোম্‌স্—"ওয়াটসন, ধরো একে। বিশ্বাসঘাতক তুমি নও, স্টিফেন—ও জিনিস তোমার রক্তে নেই।"

"একেবারেই নেই, জান দিতে পারে আমার জন্যে," বললে একটা কাহিল কণ্ঠ বাতাসের সুরে।

বিষম চমকে উঠেছিলাম আমি। ঘুরে গেছে সুপ্রাচীন ফায়ারপ্লেসের প্রান্ত, ভেতরে দেখা যাচ্ছে আঁধারে ভরা একটা প্রকোষ্ঠ। এক পা বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে গেছে দীর্ঘকায় এক পুরুষের কৃশ মূর্তি। ধুলো তাঁর সর্বাঙ্গে। ধূসর ধুলোয় আবৃত সেই মূর্তি সহসা দেখে মনে হয়েছিল চেয়ে আছি এক প্রেতমূর্তির দিকে—মানুষের দিকে নয়। বয়স প্রায় পঞ্চাশ, শীর্ণ, খাড়া নাক। বিষাদ-তিমিরে অনুজ্জ্বল দুই-চোখের পাতা পড়ছে মুহুর্মুহুঃ। গোটা মুখ ধোঁয়াটে কাগজের মত পাণ্ডুর।

অমায়িক গলায় হোম্‌স্ বললে—"লর্ড কোপ, ধুলোয় কষ্ট পাচ্ছেন। বসুন এই চেয়ারে।"

টলে টলে এসে ধপ করে আর্ম-চেয়ারে পা ছড়িয়ে দিলেন ধূলি-ধূসর ভদ্রলোক। দম আটকানো গলায় বললেন—"অফিসিয়াল পুলিশ নিশ্চয়?"

"না। প্রাইভেট ডিটেকটিভ। তবে কাজে লেগেছি ন্যায় বিচারের নেশায়।"

তিক্ত হাসিতে দ্বিধা বিভক্ত হলো লর্ড কোপের অধরোষ্ঠ।

"দেরি করে ফেলেছেন।"

"আপনি অসুস্থ?"

"আমি মারা যাচ্ছি," আঙুল খুলে দেখালেন মুঠোয় ধরা ছোট্ট একটা শিশি—"সময় বেশি নেই।"

"ওয়াটসন, কিছুই কি করার নেই?"

মুমূর্ষুর নাড়ী ধরলাম। এর মধ্যেই মুখ নীল হয়ে এসেছে। নাড়ী খুব ঢিমেতালে চলছে।

"কিচ্ছু করার নেই।"

অতি কষ্টে যন্ত্রণায় মুখ বেঁকিয়ে সিধে হয়ে বসলেন লর্ড কোপ।

"শেষ কৌতূহলটা মেটাবেন? সত্য আবিষ্কার করলেন কি করে? আপনার বোধশক্তি সত্যিই অসাধারণ।"

"জট ছাড়াতে পারছিলাম না প্রথম দিকে। তারপর আপনা থেকেই জট খুলে গেল পর-পর কয়েকটা তথ্য হাতে আসায়। গোটা ধাঁধার চাবিকাঠি রয়েছে দুটো আশ্চর্য পরিস্থিতির সন্নিবেশের মধ্যে—গিলোটিনের ব্যবহার আর নিহত ব্যক্তির মুণ্ডের অন্তর্ধান।

"প্রশ্ন রাখলাম নিজের কাছে, এ রকম একটা কদাকার, কৌশলহীন, বিরল যন্ত্র ব্যবহার করতে পারে কে? যন্ত্রের একটা প্রবল প্রতীকি তাৎপর্য যার কাছে বিদ্যমান, নিশ্চয় সে। তাই যদি হয়, তাহলে তাৎপর্য-রহস্যের সূত্র রয়েছে নিশ্চয় অতীত ইতিহাসে।"

ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন লর্ড কোপ।

বললেন অস্ফুট স্বরে—"রেন্নেস-এর প্রজারাই বানিয়েছিল এই গিলোটিন। রেন্নেসের মুণ্ড ধড় থেকে আলাদা করবে বলে। প্রজাদের মেয়ে-বোন-বউদের রেহাই দেয়নি রেন্নেস। দুর্নাম কুড়িয়েছিল। বদলা নিতে চেয়েছিল প্রজারা। তাড়াতাড়ি শেষ করুন।"

আঙুলের কর গুনে গুনে একটার পর একটা পয়েন্ট বলে গেল হোম্স্—"এই গেল প্রথম পরিস্থিতির জবাব। দ্বিতীয় পরিস্থিতির জবাব আলোক বন্যায় ভাসিয়ে দিল ধাঁধা রহস্যকে। এটা নিউ গিনি নয়। তাহলে খুনী কেন নিয়ে গেল খুন হয়ে যাওয়া মানুষটার মুণ্ড? সুস্পষ্ট জবাব একটাই : নিহত ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় লুকিয়ে ফেলতে চেয়েছিল হত্যাকারী।"

এই পর্যন্ত বলেই গলার স্বর কঠিন করে তুলল হোম্স্—"কি করেছেন ক্যাপ্টেন লোথিয়ানের মুণ্ড নিয়ে?"

ক্ষীণ কণ্ঠে এল জবাব—"আমি আর স্টিফেন্স পারিবারিক কবরখানায় পুঁতে রেখেছি মাঝরাতে। সসম্মানে।"

বলে গেল হোম্স্—"এর পর বলার কিছুই আর রইল না। জামা কাপড় আর সঙ্গের জিনিসপত্র দেখে যে কেউ বলবে, মৃতদেহটা আপনার—ফর্ডও বানিয়েছে লোকাল ইন্সপেক্টর। মুণ্ডটা লুকিয়ে ফেলবার পর নিহতর জামাকাপড় পরবে খুনী, খুনীর

জামাকাপড় পরানো হবে নিহতকে। পোশাক পাল্টাপাল্টি করা হয়েছে খুন করার আগে, রক্তের দাগ লেগেছে সেই কারণেই। খুন করার আগে তার সমস্ত শক্তি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। খুব সম্ভব ড্রাগ খাইয়ে। আমার এই বন্ধু ওয়াটসনকে আগেই বলেছিলাম, ধস্তাধস্তি মোটেই হয়নি, মিউজিয়ামে তাকে বয়ে আনা হয়েছে কাসলগড়েরই কোনও জায়গা থেকে। অনুমান যদি যথার্থ হয়, তাহলে লর্ড জোসেলিন খুন হননি। কিন্তু নিখোঁজ রয়েছে তো আরও একজন, সম্পর্কে যে লর্ডের মামাতো ভাই, খুনী হিসেবে যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে—ক্যাপ্টেন জ্যাসপার লোথিয়ান।"

সময় কমে আসছে বুঝেও একটা প্রশ্ন না করে পারলাম না—"নিখোঁজ মানুষটার শরীরের বর্ণনা ডলিশকে বললে কিভাবে?"

"খুন যে হয়েছে, তার শরীরটা দেখে। দুজনকেই নিশ্চয় মোটামুটি দেখতে একই রকম, তা না হলে গোড়া থেকেই চোখে ধুলো দেওয়া সম্ভব হতো না, মিউজিয়াম ঘরে টেবিলের ওপর রাখা একটা অ্যাশট্রে-র মধ্যে পেলাম একটা পোড়া সিগারেট। টার্কিশ সিগারেট। খুব বাসি নয়, মোটামুটি টাটকা। হোল্ডারে ধরিয়ে খাওয়া হয়েছিল। প্রবল আসক্তি না থাকলে ওই রকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে সিগারেট টানা সম্ভব নয়। সিগারেটের শেষ পর্যন্ত খেয়ে তবে অ্যাশট্রেতে ফেলা হয়েছে। বরফের ওপর পায়ের ছাপ দেখে বুঝলাম, মূল বাড়ি থেকে কেউ একটা বোঝা বয়ে নিয়ে এসেছিল—ফিরে গেছে বোঝা না নিয়ে। আশা করি, সবকটা পয়েন্ট ছুঁয়ে যেতে পারলাম।"

কারও মুখে আর কথা নেই। জানলার সার্সি খটখট করে কাঁপছে বাইরে হাওয়ার জোর বাড়ছে বলে। এই শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মৃত্যুপথযাত্রীর হাপরের মত শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ।

অবশেষে বললেন অতি কষ্টে—"সাফাই গাইতে চাই না। কারণ, স্রষ্টা ছাড়া কেউ বলতে পারবে না, মানুষের অন্তরের অন্তস্থলে কত কি জমা হয়ে থাকে। জমাখরচের হিসেবও দিতে চাই না। শুধু বলব, এ কাজ আমি কেন করলাম। আমার এই কাহিনী লজ্জার কাহিনী, অন্যায়ের কাহিনী বলে হাল্কা হতে চাই যাওয়ার আগে। একটু ধৈর্য ধরুন।

"জানেন নিশ্চয়, একটা কেলেঙ্কারি ঘটনার পরিণামে সামরিক জীবন খতম হয়ে যায় আমার মামাতো ভাই জ্যাসপার লোথিয়ানের। তারপর থেকেই আছে আমার কাছে এই কাসলগড়ে। কপর্দকহীন আর কুখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও আত্মীয় হিসেবে তাকে স্বাগতম জানিয়েছিলাম। শুধু অর্থ দিয়েই তাকে সাহায্য করিনি, তার চাইতেও মূল্যবান আমার সামাজিক প্রতিষ্ঠার ভাগীদার তাকে করেছিলাম।

"পেছন ফিরে যখন তাকাই, দোষ দিই নিজেকেই। ওর ওই নীতিহীনতাকে, পাল্টাতে পারিনি তার উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব, বন্ধ করতে পারিনি তার মদ খাওয়া, তার জুয়োর নেশা। বড় বদনামটা যে কারণে তাও ঘুচিয়ে দিতে পারিনি। ভেবেছিলাম বড় উদ্দাম, কাণ্ডজ্ঞান কম। সে যে কত নীচ আর ইতর—তা জানতাম না। ফ্যামিলির নাম ডোবাতেও পেছপা নয়। কুলাঙ্গার

"বিয়ে যাকে করেছিলাম, তার বয়স আমার চাইতে অনেক কম, অপূর্ব সুন্দরী। রোম্যান্টিক। স্প্যানিশ রক্ত ধমনীতে থাকায় মেজাজই অন্যরকম। ফলে যা ঘটবার তা ঘটেছে। জানতে যখন পারলাম, তখন আমার সামনে একটাই পথ খোলা রইল। প্রতিহিংসা, আমার নামে, আমার বংশের নামে যে কালি দিয়েছে—বদলা নেব তার ওপর।

"সেই রাতে এই ঘরে বসে সুরাপান করেছিলাম আমি আর সোথিয়ান। ওর পোর্ট মদে ড্রাগ মিশিয়ে রেখেছিলাম। আরক যখন অনুভূতি পুরোপুরি কেড়ে নেয়নি—নেতিয়ে পড়তে শুরু করেছে—তখন বললাম, ওর কুকীর্তি আমি জেনে ফেলেছি। শাস্তিও আমি ঠিক করে রেখেছি—মৃত্যু। ওই অবস্থাতেই খেঁকিয়ে বলেছিল, সে মরলে আমি ঝুলব ফাঁসির দড়িতে, গোটা দুনিয়া জেনে যাবে আমার স্ত্রীর কলঙ্ককাহিনী। তখন আমি বললাম আমার প্ল্যান কী। শুনেই আধমরা হয়ে এল। চোখে মুখে ঘৃণা ফুটিয়ে ফাঁসিকাঠের ভয় দেখিয়েছিল আমাকে। গিলোটিনে গর্দান যাবে শুনেই ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। এরপর—কি ঘটেছে, আপনি জানেন, ড্রাগ যখন কেড়ে নিল তার শরীরের শক্তি আর অনুভূতি—তখন সে একটা জড় পদার্থ ছাড়া কিছু নয়। আমার পোশাক তাকে পরালাম, তার পোশাক আমি পরলাম। দরজার পর্দা থেকে এক ফালি কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে হাত দুটো বাঁধলাম। উঠোনের ওপর দিয়ে বয়ে নিয়ে গেলাম মিউজিয়ামে—ফেললাম কুমারী গিলোটিনের ওপর—যে জিনিসটাকে গড়া হয়েছিল আর একজনের দুষ্কর্মের শাস্তি দেওয়ার জন্যে।

"কাজ শেষ হওয়ার পর, স্টিফেনকে তলব করলাম, সব বললাম। পাপের শাস্তি মৃত্যু। শুনল স্টিফেন। কিন্তু টলে গেল না। চিড় ধরল না মনিব ভক্তিতে। দুজনে মিলে কাটা মুণ্ড বয়ে নিয়ে গেলাম ফ্যামিলি কবরখানায়। আস্তাবলের একটা ঘোড়া নিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে গেল স্টিফেন পঙ্কভূমির মধ্যে—যাতে মনে হয়, খুনী ঘোড়ায় চড়ে উধাও হয়েছে। ওর বোনের মামার বাড়িতে লুকিয়ে রাখল ঘোড়া। এরপর বাকি রইল, আমার অদৃশ্য হয়ে যাওয়া।

"সেকালে ক্যাথোলিক হয়ে গেছিল যে সব ফ্যামিলি, তাদের প্রত্যেকের কাসলগড়ের মত এখানেও আছে পুরুতের গুপ্তঘর। সেখানেই লুকিয়ে রইলাম। বেরিয়ে আসতাম শুধু রাতে—লাইব্রেরিতে—স্টিফেনকে বলে দিতাম কি-কি করতে হবে।"

হোমস্ বললে—"তখনই কার্পেটের পাঁচ জায়গায় ফেলেছিলেন টার্কিশ সিগারেটের ছাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি করতেন? প্ল্যানটা বলুন।"

"জঘন্যতম কুকর্মের সমুচিত শাস্তি দেওয়ার পর যখন ফাঁসির দড়ি থেকে নিজের গর্দান বাঁচিয়ে বংশের সুনাম বজায় রাখার ব্যবস্থা হয়ে গেল, তখন ভরসা রাখলাম স্টিফেনের প্রভুভক্তির ওপর, আমার স্ত্রী সব জানত। কিন্তু আমাকে ফাঁসাতে গেলেই নিজে ফেঁসে যাবে বলে মুখে চাবি দিয়ে রইল। বেঁচে থাকার স্পৃহা আর ছিল না। দু-এক দিনের মধ্যে সব গুছিয়ে নিয়ে আত্মহত্যা করতাম। স্টিফেনের নামে একটা চিঠিও লিখে রেখেছি। গোপনে যেন আমাকে কবর দেয় বংশের কবরখানায়। আপনি ব্যাপারটাকে একটু এগিয়ে দিয়েছেন।

"আর কিছু বলার নেই এই বংশের শেষ প্রদীপ আমি। প্রদীপ নিভে যাচ্ছে। সসম্মানে যেতে দিন।"

লর্ড কোপের বাহুর ওপর হাত রাখল শার্লক হোমস্।

বললে স্নিগ্ধ স্বরে—"আমি আর ডক্টর ওয়াটসন এসেছিলাম ব্যক্তিগত কৌতূহল মেটাতে। তা মিটেছে। কাকপক্ষী কিছু জানবে না। স্টিফেনকে ডেকে আনছি। চেয়ার শুদ্ধ আপনাকে নিয়ে গিয়ে রেখে দিক পুরুতের খুপরিতে—প্যানেল টেনে বন্ধ করে দিক।"

ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন লর্ড—"মৃত্যুপথযাত্রীর আশীর্বাদ রইল। কবরে হারিয়ে যাক আমার সিক্রেট। বিচার হোক উচ্চ আদালতে।"

কনকনে ঠাণ্ডায় বিমর্ষ বদনে ধরলাম লণ্ডনের ট্রেন রাত নামতেই বেড়েছিল তুষারপাত। জানলা দিয়ে একটার পর একটা গ্রামের চেহারা পেছনে মিলিয়ে যেতে দেখলাম, কেউ কারও সঙ্গে কথা বললাম না।

তারপর, আচমকা বললে হোমস্—"যা ঘটে তা ভালর জন্যই ঘটে।" বলে পাইপে তামাক ঠেসে নিল—"ওয়াটসন, এই কাহিনী যদি কখনও লেখো, গল্পের নাম দিও 'লোহিত বিধবা'।"

"হোমস্, অকারণে নারীজাতির ওপর তুমি খেপে আছ। তাই ভদ্রমহিলার চুলের রঙ লক্ষ্য করোছ।"

"তা নয়। ফরাসি বিপ্লবের সময়ে গিলোটিন তার কাজ করার পর তাকে বিধবা বলা হতো। লাল বিধবা।"

লণ্ডনের ঘরে পৌঁছে হোমস্ আগে চুল্লি খুঁচিয়ে আগুনের তাপ বাড়িয়ে নিল। তারপর পরল ইঁদুর রঙের ড্রেসিং গাউন।

আমি বললাম—"মাঝরাতের আর দেরি নেই। বছর শেষের দিনটায় স্ত্রীর সঙ্গে থাকতে চাই। আমি চলি। তোমাকে জানিয়ে যাই, হ্যাপি নিউ ইয়ার।"

"আমার শুভেচ্ছাও রইল—তোমাদের দুজনের জন্যে।"

নেমে এলাম জনহীন পথে। তুষারের খপ্পর থেকে গর্দান বাঁচানোর জন্যে ওভারকোটের কলার তুলে দিলাম। এক পা বাড়াতেই কানে ভেসে এল বেহালার সুর। ওপরে চোখ তুললাম: জানলার কাঁচে শার্লক হোমসের ছায়া পড়েছে। বেহালায় যে সুর তুলেছে, তা ওর স্বরচিত নয়, কোন প্রচলিত সুরও নয়। বুকের রক্ত ঝরানো এই সুর যে গানে আরোপ করা হয়েছে, সে গানটা আমি জানি। কারণ, গানটা আমারই লেখা:

'সাথী চলে যায়, থেকে যায় শুধু স্মৃতি।'

নিশ্চয় চোখে তুষার আছড়ে পড়েছিল, নইলে দূরের গ্যাস-লাম্পগুলো হঠাৎ অত অস্পষ্ট হয়ে যাবে কেন? গোটা বেকার স্ট্রিটকে অত ঝাপসা লাগবে কেন?

আমার কাজ শেষ। বছরের পর বছর একটা কালো রঙের টিনের বাক্সে নোট-বই রাখতাম। এখন সেই বাক্সে আছে এক কাড়ি দলিল। দোয়াতে কলম ডোবালাম এই শেষবারের মত। আর না, আর কিছু লিখব না।

জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি সাদামাটা লন—খামারবাড়ির লাগোয়া। আমাদের নিভৃত নিরালা আলয়। মৌচাক-কুঞ্জে টহল দিচ্ছে শার্লক হোমস্। চুল ধবধবে সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু দীর্ঘ, কৃশ আকৃতি এখনও পাকানো দড়ির মত মজবুত, প্রাণশক্তিতে ভরপুর, প্রকৃতির সাদর পরশে আর সাসেক্স ডাউনের সমুদ্র পবনে দুই গালে স্বাস্থ্যের আভা।

জীবন এখন পাটে বসেছে। পুরনো মুখ আর পুরনো দৃশ্য অনেক পেছনে চলে গেছে। আর ফিরে আসবে না, তা সত্ত্বেও, চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে যখন চোখ বন্ধ করে থাকি, কিছুক্ষণের জন্যে হলেও অতীত এসে মুছে দেয় বর্তমানকে। চোখের সামনে দেখতে পাই বেকার স্ট্রিটের হলুদ কুয়াশা। কানে আছড়ে পড়ে সেই মানুষটার কণ্ঠস্বর, যার চাইতে বড় আর জ্ঞানী পুরুষ আমার জীবনে আর দেখিনি।

"এস হে ওয়াটসন, খেল শুরু হতে চলেছে!"—

❐ এই গল্পটি লিখেছেন অ্যাড্রিয়ান কন্যান ডয়াল ❐

❐ দ্য অ্যাডভেনচার অফ দ্য রেড উইডো ❐

নতুন শার্লক গল্পের উৎস রহস্য

আড্রিয়ান কনান ডয়াল গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো করেছেন। বাবা আর্থার কনান ডয়েলের ১২টি গল্পের মধ্যে ১২টি অপ্রকাশিত অ্যাডভেঞ্চারের ইঙ্গিত পেয়ে সেই লাইন কয়েকটিকে অবলম্বন করে নিজস্ব কল্পনাশক্তি খাটিয়ে ১২টি নতুন শার্লক কাহিনীর অবতারণা ঘটিয়েছেন এককভাবে এবং জন ডিকসন কার-এর সঙ্গে যৌথভাবে। কি সেই কাহিনী উৎস? মূল ইংরেজিতে দেওয়া হলো সেগুলি—কেননা, বাংলা অনুবাদ তো একাধিক হাতে একাধিক রকম হয়েছে।

মূল ইংরেজি লাইন	মূল ইংরেজি গল্প	এই গ্রন্থে সেই অপ্রকাশিত কাহিনী
From time to time I heard some vague account of his doings of his summons to O dessa in the case of the Trep off murder	A SCANDAL IN BOHEMIA	THE ADVENTURE OF THE SEVEN CLOCKS. সপ্ত ঘড়ির অ্যাডভেঞ্চার
The year '87 furnished us with a long series of cases of greater of less interest, of which I retain the records. Among my heading under this one twelve months I find...the Comberwell poisoning case	THE FIVE ORGANGE PIPS	THE ADVENTURE OF THE GOLD HUNTERS কাঞ্চন যন্ত্রের কাহিনী
Since...our visit to Devonshire, he had been engaged in two affairs of the utmost importance...the famous card scandal of the Nonpareil Club ...and the unfortunate Madame Montpensier	THE HOUND OF THE BASKERVILLES	THE ADVENTURE OF THE BLACK BARONET অদৃশ্য ছোরার কারসাজি
Here also I find an account of the Addleton tragedy.	THE GOLDEN PINCE NEZ	THE ADVENTURE OF FOULKES RATH জল্লাদের কুঠার

মূল ইংরেজি লাইন	মূল ইংরেজি গল্প	এই গ্রন্থে সেই অপ্রকাশিত কাহিনী
Since...our visit to Devonshire, he had been engaged in two affairs of the utmost importance,.. the famous card scandal of the Nonpareil Club...and the unfortunate Madame Montpensier	THE HOUND OF THE BASKERVILLES	THE ADVENTURE OF THE ABBAS RUBY পদ্মরাগ প্রহেলিকা
I am retained in this case of the Ferrers Documents.	THE PRIORY SCHOOL	THE ADVENTURE OF THE DARK ANGELS মরণ পরী কাহিনী
At the present instant one of the most refered nams in Engaged is being be smirched by a blackmaiber and only I can stop a disastrons scandal.	THE HOUND OF THE BASKERVILLES	THE ADVENTURE OF THE TWO WOMEN কুটিলা কামিনীর কাহিনী
In this memorable year '93, a curious and in congruous succession of cases had engaged his attention ranging from... the sudden death of Cardinal Tosca down to the arrest of Wilson the noto-rious canary trainer which removed a plague-spot from The East of London.	BLACK PETER	THE ADVENTURE OF THE DEPTFORD HORROR শঙ্কার ডঙ্কা রহস্য
উইলসন-য়ের কেসে, হোমস উইলসনকে প্রকৃতই গ্রেপ্তার করেনি, কেন না উইলসন তো ডুবে গেছিল। হুড়মুড় করে Black Peter কেস লিখতে গিয়ে ওয়াটসন যে সব ভুল করেছিল, এটি সে সবের অন্যতম		

মূল ইংরেজি লাইন	মূল ইংরেজি গল্প	এই গ্রন্থে সেই অপ্রকাশিত কাহিনী
In the case of the Darlington substitution Scandal it was of use to me. and also in the Arnsworth castle business.	A SCANDAL IN BOHEMIA	THE ADVENTURE OF THE RED WIDOW লোহিত বিধবার রহস্য
Among these unfinished tales is that of Mr. James phillimore, who, stepping back into his own hour to get his umbrella, was never more seen in this world.	THOR BRIDGE	THE ADVENTURE OF THE HIGHGATE MIRACLE ছাতা পূজারীর অ্যাডভেঞ্চার
There were only two [cases] which I was the means of introducing to his notice, that of Mr. Hatherley's thumb and that of colonel Earburton's madness.	THE ENGINEER'S THUMB	THE ADVENTURE OF THE SEALED ROOM কিউরিও কক্ষের রহস্য